চরিত্রে

রামায়ণ মহাভারত

॥ ষষ্ঠ পর্ব ॥

সন-1387

শিপ্রা দত্ত

ডি·এম·লাইব্রেরী

৪২, বিধান সরণী

কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক :
শ্রীঅমূল্য গোপাল মজুমদার
৪২, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মুদ্রক
প্রভাবতী প্রেস
সনাতন হাজরা
৬৭, শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন—১৩৮৭

মূল্য—২০.০০

মুখপত্র

চরিত্রে রামায়ণ মহাভারতের ষষ্ঠ পর্ব প্রকাশিত হলো। প্রথম পাঁচটি পর্ব দেশ বিদেশের পাঠকদের বিশেষ সমাদর লাভ করায় তাঁদের প্রেরণায় ষষ্ঠ পর্ব লিখতে উৎসাহ পেয়েছি।

এক বছর পূর্বে এই পর্বটি প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, প্রেস ও বিদ্যুৎ দানবের অসহযোগীতায় দীর্ঘকাল পর এই পর্বটি আত্ম প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে। সপ্তম পর্বে প্রথম খণ্ড শেষ হবে। যে রকম শম্বুক গতিতে দীর্ঘকাল পর পর প্রথম খণ্ডের বিভিন্ন পর্ব আত্ম প্রকাশ করছে—তাতে দ্বিতীয় খণ্ডের বিভিন্ন পর্ব প্রকাশিত হতে কত কাল সময় নেবে জানি না।

বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মুদ্রণ ত্রুটির দৌরাত্ম্য হতে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল না। আশা করি এই অনিচ্ছাকৃত ও অত্যন্ত অনভিপ্রেত ত্রুটির জন্য পাঠকবর্গ মার্জনা করবেন। প্রতিবার আপনাদের সামনে একই কৈফিয়ৎ দিতে লজ্জা বোধ করলেও প্রেসের দৌরাত্ম্য হতে অব্যাহতি নেই।

এই গ্রন্থের প্রথম দুই পর্ব সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীক্ষুদিরাম দাস যে অভিমত লিপিবদ্ধ করেছেন, তা এর সঙ্গে ছাপানো হলো। সাহিত্যিক ও রামতনু লাহিড়ীর অধ্যাপক শ্রীক্ষুদিরাম দাসের পরিচয় নতুন করে বাংলা দেশের পাঠক সমাজকে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

শিপ্রা দত্ত।

আমার পরমারাধ্যা মাতা ৺সুবালা দত্ত, শৈশবে যিনি সর্ব প্রথম আমাকে রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনিয়েছিলেন, যাঁর উৎসাহে সাহিত্য সাধনার পথে এতদূর অগ্রসর হয়েছি—

ও

আমার পরমারাধ্য পিতা ৺অতুল চন্দ্র দত্ত, যাঁর সাহিত্য সাধনায় অনুপ্রাণিত হয়ে কৈশোরে প্রথম সাহিত্য সাধনায় ব্যাপৃত হয়েছিলাম, সেই পরম পূজনীয় ও পরম প্রিয় জনক-জননীর অমর আত্মার স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

শ্রদ্ধাঞ্জলি

লেখিকার অন্যান্য বই

চেনা অচেনা।

অধ্যাপিকার ডায়েরী।

ভেসে যাওয়া ফুল।

এরা ভুল করে বারে বারে।

আলোর ইসারা।

কালের পদধ্বনি।

কালের ঢেউ।

কাচের সংসার।

সুখের লাগিয়া।

আলো ছায়ার অন্তরালে।

নানা রং।

চলার পথে।

নষ্ট লগ্ন।

হাসি ঝরা রাত্রি।

চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত।

চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত।

(১ম পর্ব, ২য় পর্ব, ৩য় পর্ব, ৪র্থ পর্ব; ৫ম পর্ব)

ছোটদের অমৃতের সন্ধানে।

অভিমত

Dr. Kshudiram Das.
M. A. (Gold-medalist). D. Litt. (CAL)
W.B.S E.S. (Retd)
Ramtanu Lahiri. Professor. CAL. UNIVERSITY.
CALCUTTA/KRISHNAGAR
Date. 3. 12. 78.

মহাভারত ও রামায়ণ প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন গঠনের, এমন কি ভারতবাসীর উচ্চতম ধ্যান ধারণারও নিয়ন্ত্রী শক্তি রূপে কাজ করে আসছে। এ দুয়ের কথা স্রোত আজও চলিষ্ণু যেহেতু তা থেকে ইঙ্গিত গ্রহণ করে আধুনিক বেশ কিছু সাহিত্যিক নূতনতর সৃষ্টি অনুশীলন করছেন, জীবন দর্শনের কাজে লাগাচ্ছেন সামাজিক, রাজনীতিক ও প্রবন্ধকারেরা। সমাজ এঁদের নানা ভাবে অভিনন্দিত ও করেছেন। সুলেখিকা শিপ্রা দত্ত এঁদেরই অন্যতম একজন।

তিনি রামায়ণ—মহাভারত মিলিয়ে এমন একটি বিষয় ধরেছেন, যা নিয়ে অন্তত বাঙলায় এত ব্যাপক ভাবে আর কোনো আলোচনা হয়েছে এমন মনে পড়ছে না। তাঁর প্রয়াস হ'ল রামায়ণ মহাভারতের চরিত্রগুলির তুলনা মূলক আলোচনা। লেখিকা নিশ্চয়ই এ দুই মহাকাব্যের মুখ্য চরিত্রগুলির গঠন ও প্রকৃতির মূলে বৈচিত্র্যের মধ্যেও কিছু কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। যেমন—যুধিষ্ঠির—রাম, দ্রৌপদী—সীতা, অর্জুন—লক্ষ্মণ, ভীম—কুম্ভকর্ণ, কুন্তী—কৌশল্যা গান্ধারী—মন্দোদরী। কিন্তু কেবল সাদৃশ্য উদ্ঘাটনই তাঁর লক্ষ্য বস্তু হয়নি। আর ঐ উদ্দেশ্য সাধনে কেবল আর্য রামায়ণ মহাভারতকেই তিনি অবলম্বন করেন নি, স্বচ্ছন্দে বাঙলা রামায়ণ মহাভারত থেকেও উপাদান সঞ্চয়ন করেছেন। সম্ভবত অভ্যস্ত বাঙালি পাঠক পাঠিকাদের অনুসরণের সুবিধার্থে। বস্তুতঃ ভাববাদী দৃষ্টি কোণের অধিকার নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছেন, কোনো ঐতিহাসিক মূল্যায়নের দিকে যাননি। কোন চরিত্রের

কোন্ অংশ কার অনুসরণ হতে পারে এমন বিচারেও প্রবৃত্ত হননি, জাতীয় মানসে সুচির-সংসক্ত আদর্শকেই বহুমান করে নিয়েছেন এবং তদনুযায়ী ঘটনা ও চরিত্রের বিশ্লেষণ করেছেন। এতে মুষ্টিমেয় পণ্ডিত গবেষক স্থানে স্থানে প্রশ্ন সমাকুল হলেও সাধারণ পাঠক পাঠিকা চমৎকৃত এবং উপকৃত হবেন নিঃসন্দেহে।

লেখিকা শ্রীমতী দত্তের আলোচনায় তুলিত চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য এবং বৈপরীত্য দুইই দেখানো হয়েছে। তাঁর উপস্থাপন রীতি হ'ল মাঝে মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য গুলি দেখিয়ে ঘটনা ক্রমের বিশ্লেষণে চিত্রের মত সব পরিস্ফুট করার আয়োজন। বস্তুত কাহিনী ক্রমের সংস্পর্শ না থাকলে কেবল তুলনাগুলি নীরস হত। ফলে তাঁর আলোচনা বেশ ব্যাপক হয়ে কয়েকটি খণ্ডে বিন্যস্ত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম পর্বের আলোচনা আমি আদ্যন্ত দেখেছি। তিনি যথাসাধ্য সরল ও হৃদয়গ্রাহী করে বিষয় উপস্থাপিত করেছেন, অথচ প্রামাণিকতার দিকেও দৃষ্টি দিতে ভোলেননি। দুই কুল রক্ষা করা সহজসাধ্য নয়। এতে শ্রমের প্রয়োজন ও যথেষ্ট। কিন্তু লেখিকা কার্পণ্য করে সংক্ষিপ্ত অথবা ভাসা ভাসা ধরনের আলোচনা করার নিজে সন্তুষ্ট হবার মানুষ নন, বোঝা যাচ্ছে। আমার ধারণায় এ রকম বিস্তৃত উদ্‌যোগ পাঠকদের সানন্দ সমর্থন ও স্বীকৃতি অবশ্যই লাভ করবে।'

কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশিতব্য এই মূল্যবান্ গ্রন্থের কাগজ ও মুদ্রণাদি আর একটু ভালো হলে আমি অধিকতর আনন্দিত হতাম সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে কাগজ নিয়ে ফাটকাবাজি ও প্রেসের দুর্মূল্য ব্যবস্থাপনার দিনে বাঙলায় প্রকাশিত অধিকাংশ বইয়েরই যখন এই দশা, তখন এ বিষয়ে অভিযোগ টিকবে না।

পরিশেষে জানাই শ্রীমতী দত্ত উপন্যাস গল্প ও প্রবন্ধের বেশ কিছু পুস্তক পুস্তিকার লেখিকা হলেও সম্ভবত এই আলোচনা গ্রন্থটির তাঁর স্থান সুনির্দিষ্ট করবে।

ক্ষুদিরাম দাস

কৌশল্যা ও কুন্তী

It is the general rule, that all superior men inherit the elements of superiority from their mothers—Jules Michelet.

রামায়ণে কৌশল্যা ও মহাভারতে কুন্তী চরিত্র অনুশীলন করলে এই উক্তির যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায়। কৌশল্যা নন্দন রাম ও কুন্তী পুত্র যুধিষ্ঠিরের যে সব আদর্শ গুণাবলী এই দুই মহাকাব্যের চরণে চরণে জ্বলজ্বল করছে, তাঁদের সে সব গুণগ্রামের জন্য তাঁরা তাঁদের জননীদের কাছে ঋণী।

এই দুই মহীয়সী রমণীর অশেষ গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হয়ে রাম ও যুধিষ্ঠির অপরিসীম সহিষ্ণুতা, অসীম ক্ষমা ও তিতিক্ষা, সত্যের প্রতি অটল শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণের অধীশ্বর হয়েও এবং দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় এ সমস্ত গুণরাজির কবচ পরিধান করেও তাঁরা জীবনব্যাপী দুঃখের সাগর মন্থন করে সায়াহ্নে যশের মুকুট পরে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

দক্ষিণ কোসলের মহারাজার দুহিতা কৌশল্যার সঙ্গে অযোধ্যাপতি দশরথের বিয়ে হয়েছিল। রাজা দশরথের তিনি প্রধান মহিষী ছিলেন। কিন্তু তাঁর বা অন্য কোন মহিষীর দ্বারা দশরথের কোন সন্তান লাভ হয়নি। এই জন্য পুত্র কামনায় রাজা দশরথ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। কৌশল্যা প্রসন্ন চিত্তে অশ্বের পরিচর্যা করে তিনবার খড়গের প্রহারে অশ্বটিকে বধ করেন। ধর্মার্থে তিনি স্থির চিত্তে এক রাত্রি অশ্বের সঙ্গে অতিবাহিত করেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞের পর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এবং পুত্রেষ্টি

যজ্ঞেব পায়সান্ন গ্রহণেব ফলে যথা সমযে কৌশল্যা বাম জননী হলেন।

কৌশল্যা শুশুভে তেন পুত্রেণামিততেজসা।
যথা ববেণ দেবানামদিতির্বজ্রপাণিনা॥ (আদি) ১৮।১২

—দেববাজ ইন্দ্রকে পেয়ে যেমন দেবমাতা অদিতি শোভিতা হয়েছিলেন, অপবিমিত তেজস্বী পুত্রকে পেয়ে কৌশল্যাও সেইরূপ বাজ-পবিবাবে শোভা পেতে থাকেন।

কৃত্তিবাসী বামায়ণে কৌশল্যা বামেব জন্মেব পূর্বে স্বপ্নে দেখলেন যে স্বযং নাবাযণ তাঁব পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁব সন্তান রূপে জন্ম গ্রহণ কববেন। কৌশল্যাব স্বপ্ন সফল হলো। স্বয়ং নারায়ণ মানুষেব রূপ নিয়ে তাঁব গৃহে জন্ম নিলেন।

বাম কৌশল্যাব অতি প্রিয় ছিলেন। শৈশবাবস্থা হতে নানা ঘটনাব মাধ্যমে এ জনশ্রুতিব পবিচয় পাওয়া যায়। কৃত্তিবাস বামায়ণে একদিন বাম লক্ষ্মণ বনে মৃগযায় গেলে দীর্ঘ সময় তাঁদেব অদর্শনে কৌশল্যা ব্যাকুল হয়ে দশবথকে জিজ্ঞেস কবেন—

প্রস্তুত আছয়ে ঘবে খাদ্য নানাবিধ।
বহুক্ষণ বামে কেন না দেখি সন্নিধ॥ (আ)

বাজপ্রাসাদেব কোথাও বাম লক্ষ্মণকে খুঁজে না পেয়ে কৌশল্যা চিন্তিত হয়ে পডলেন। অনেকক্ষণ পব ভবত, শত্রুঘ্নর মুখে বামেব প্রত্যাবর্তনেব খবব শুনে—

কৌশল্যা ধাইয়া গিযা বামে কৈল কোলে।
এক লক্ষ চুম্ব দিল বদন কমলে॥
দরিদ্রেব নিধি তুমি নযনেব তাবা।
পলকে প্রলয় ঘটে যদি হই হাবা। (আঃ)

কৌশল্যাব এই উক্তিব মধ্যে তাঁব অকৃত্রিম মাতৃস্নেহ যেন উপ্‌ছে পডছে। রাজমহিষীদেব মধ্যে এরূপ অপত্য স্নেহ সচবাচর দেখা যায না। কৌশল্যা প্রধানা মহিষী হয়েও কখনও সেই পদেব পূর্ণ মর্যাদা ভোগ কবতে পাবেননি। তাই একমাত্র পুত্র বামকে নিয়েই তাঁব

ভবিষ্যৎ আশা, ভরসা সব আনন্দের স্বপ্ন।

বৃদ্ধ মহারাজ দশরথ তরুণী ভার্যা কৈকেয়ীর ভয়ে সতত সন্ত্রস্ত। কৌশল্যাকে তাঁর যোগ্য সমাদর দেখাতে পারেননি—এই সত্য রাজা দশরথ ও কৌশল্যা উভয়ের মুখে মাঝে মাঝে শোনা গেছে।

রাম তখন সবে কিশোর। মুনি বিশ্বামিত্র রামকে তারকা রাক্ষসী বধের অভিযানে নেবার জন্য রাজা দশরথের কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রাজা দশরথ অনেক ইতঃস্তত করে পরে মত দিলেন। যাত্রার পূর্বে রাম জননীর নিকট বিদায় নিতে আসলে—

কৌশল্যা শুনিয়া তাহা করেন রোদন।
ভিজিল নয়ন-নীরে নেতের বসন॥
কাতরা কৌশল্যা কোলে বসিয়া রামেরে।
আশীর্বাদ করিলেন কর দিয়া শিরে॥ (আঃ)

তিনি যে কত স্নেহময়ী জননী ছিলেন, এই ঘটনা হতেই তা উপলব্ধি করা যায়। পুত্রের অমঙ্গলের আশঙ্কায় তিনি অধীর হয়ে কেঁদে ভেঙে পড়লেও ক্ষত্রিয় ধর্মের গ্লানি ঘটালেন না। রামের শিরে হাত রেখে পুত্রের নিরাপত্তা প্রার্থনা করলেন।

No joy in nature is so sublimely affecting as the joy of a mother at the good fortune of her child—জার্মান humourist Jean Paul Richter-এর এই কথার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পুত্র সৌভাগ্যে অধীরা কৌশল্যা ও কুন্তী।

মহারাজ দশরথ রামকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করবেন, এই সুসংবাদ শুনে কৌশল্যার বুকে আনন্দের জোয়ার তাঁর মন প্রাণকে মাতিয়ে তুলল।

লোক মুখে রামের অভিষেক সংবাদ শুনে সুমিত্রা ও লক্ষ্মণ পূর্বেই কৌশল্যার নিকট উপস্থিত। কৌশল্যা এই সুসংবাদ শুনে সীতাকে তাঁর অন্তঃপুরে আনিয়েছেন। আগামী কাল পুষ্যা নক্ষত্রে যুবরাজ পদে রামের অভিষেকের সংবাদ শুনে কৌশল্যা প্রাণায়াম করে

জনার্দনেব ধ্যান কবছিলেন। (প্রাণায়ামেন পুরুষং ধ্যাযমানা জনার্দনম্।) সুমিত্রা, সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁব পশ্চাতে দাঁড়িয়ে। বাম তখন জননীব নিকট গিয়ে তাঁকে প্রণাম কবে বললেন, জননি, পিতা আমাকে প্রজা পালনেব কার্যে নিযুক্ত কবছেন। আগামী কাল আমাব অভিষেক হবে। এই জন্য পিতাব নির্দেশে আমাব সঙ্গে সীতাকেও এই বাত্রি উপবাসে অতিবাহিত কবতে হবে। উপাধ্যায়-দেব ব্যবস্থানুসাবে পিতা এইরূপ আদেশ দিয়েছেন।

বহু পূর্ব হতেই আকাঙ্ক্ষিত বামেব অভিষেক সংবাদ শুনে কৌশল্যা আনন্দাশ্রু সিক্ত হযে বামকে বললেন—

বৎস বাম চিবং জীব হতাস্তে পবিপন্থিনঃ।
জ্ঞাতীন্মে ত্বং শ্রিয়া যুক্তঃ সুমিত্রায়শ্চ নন্দয।। (অযো) ৪।৩৯

—বৎস বাম, তুমি দীর্ঘজীবী হও। তোমাব বিবোধীবা ধ্বংস হোক। তুমি বাজ্যশ্রী লাভ কবে আমাব ও সুমিত্রাব বন্ধুদেব আনন্দ বর্ধন কব।

এখানে লক্ষণীয যে কৌশল্যা কৈকেযী সম্বন্ধে একেবাবে নীবব।

সুতপুত্র কর্ণ বাজপুত্র নয় বলে বাজপুত্র অর্জুনেব সঙ্গে দ্বন্দ যুদ্ধে তাঁব অধিকাব নেই—এ কথা শুনে, দুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গবাজ্যে অভিষিক্ত কবে তাঁব সাথে সখ্যতা স্থাপন কবেন।

'হবষিতা কুন্তী দেবী জানিযা কাবণ।
অঙ্গদেশে বাজা হৈল আমাব নন্দন।। (আঃ)

কুন্তীব অন্তবে তাঁব পবিত্যক্ত পুত্রেব প্রতি একটা স্নেহ ও আকর্ষণ সুপ্ত ছিল, তা উল্লেখিত ঘটনা হতে প্রকাশ পায। যদিও তিনি তাঁব এই গোপন লজ্জাব কথা সকলেব নিকটই গোপন বেখেছিলেন, তবু অবহেলিত পুত্রেব বাজ্য প্রাপ্তিব সংবাদ কৌশল্যাব মতই তাঁকেও আনন্দে উদ্বেলিত কবেছিল। পুত্রেব সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্যে জননীদেব অন্তব আনন্দে উদ্ভাসিত হয।

উপবোক্ত উক্তি হতে দেখা যাচ্ছে যে পুত্রেব বাজা হবাব আনন্দ

কৌশল্যা একা উপভোগ কবতে চান না - সপত্নীকেও এ আনন্দেব ভাগীদাব কবতে চান। এখানে সপত্নীব প্রতি তাঁব সহৃদযতা বা সৌহৃদ্য ও সম্প্রীতিব নিদর্শন পাওযা যায।

কুন্তী কিন্তু তাঁব এই আনন্দ অন্য কাবো সঙ্গে উপভোগ কবতে পাবেননি। কাবণ প্রাক্ বিবাহ পুত্র জন্মানোব গ্লানি যে তিনি কাবো কাছেই প্রকাশ কবতে পাবেননি।

কিন্তু কুন্তী চবিত্রেও সপত্নী মাদ্রীব প্রতি সৌহার্দ্যেব ও সম্প্রীতিব পবিচয মহাভাবতে বহুস্থানে পাওযা যায।

কেবল মাত্র শুভ সংবাদ শুনেই কৌশল্যা প্রীত হননি ঃ—

শুনিযা কৌশল্যা বাণী হবিষ অন্তবে ॥
বামেব কল্যাণে বাণী কবে নানা দান ॥
স্বর্ণ বৌপ্য অন্ন বস্ত্র শাস্ত্রেব বিধান ॥
— — — —
সবাকাবে দেন বাণী নানাবিধ ধন
যত যত লোক আছে যত যত স্থানে।
সবাবে আনিযা বাণী তোষে নানা ধনে ॥
— — — — —
বামচন্দ্র বাজা হবে শুনি ভাগ্য মানে। (অঃ)

বামেব প্রতি জননীব অপত্য স্নেহেব এইটি আবেকটি নিদর্শন। রাম বাজা হবেন সংবাদে পুত্রেব কল্যাণেব জন্য তিনি সকলকে দুহাতে দান ধ্যান কবতে থাকেন।

অন্যত্র বাম বাজা হবে শুনে তিনি বামকে আশীর্বাদ কবে বলেছেন ঃ—

বামেব কল্যাণে করিলেন অগণন ॥
কৌশল্যা বলেন বাম হও চিবজীব।
তোমাব সহায ইউন শ্রী পার্বতী শিব ॥
অনেক কঠোবে আমি পূজিযা শঙ্কবে।

তোমা হেন পুত্র বাম ধবিনু উদবে ॥

— — — —

বাজমাতা হইলাম তোমাব কাবণে ॥ (আঃ)

বাজা দশবথেব পাটবাণী হওয়াব চেয়েও বাজমাতা হওয়ায কৌশল্যা দেবীব আনন্দ অধিকতব। কৌশল্যা সন্তানেব কল্যাণে সাত শত সপত্নী পবিবেষ্টিত হয়ে (একমাত্র কৈকেযী ব্যতীত) ধূপ ধূনো ঘৃত দীপ প্রজ্জলিত কবে দেব পূজোয় যখন ব্যস্ত তখন রাম এসে তাঁকে প্রণাম কবলে তিনি প্রসন্ন মনে তাঁকে আশীর্বাদ কবে বললেন ঃ—

তোমাবে দিলেন বাজা নিজ বাজ্য দান।
সুপ্রসন্না বাজলক্ষ্মী করুন কল্যাণ ॥
নানাবিধ সুখ ভুঞ্জ হও চিবজীবী।
চিবকাল বাজ্য কব পালহ পৃথিবী ॥
সেবিলাম শিব শিবা চবণ কমলে। (অঃ)

উপবেব উদ্ধৃতি হতে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে তিনি কেবল স্নেহশীলা জননী নন, তিনি ধার্মিক, ভক্তিমতী বাজবাণী বাজমাতা।

কৌশল্যা বামকে আবও বললেন, আমি অতিশুভ নক্ষত্রে তোমাকে পেযেছি কাবণ তুমি নিজ গুণেব দ্বাবা পিতাকে তুষ্ট কবেছো। আমি পুরুষোত্তম হবিব প্রসন্নতাব জন্য যে সব ব্রত উপবাস কবেছি, তা সার্থক হযেছে। সেইজন্যই এই ইক্ষাকুবংশীয বাজলক্ষ্মী তোমাকে করুণা কবেছেন।

কৌশল্যা যে কতটা ধর্মাশ্রযী ছিলেন এখানে তাব প্রমাণ পাওয়া যায়। কুন্তীও ধার্মিকা ভক্তিমতী বাজবাণী ও বাজমাতা ছিলেন। কাশীদাসী মহাভাবতে এই প্রসঙ্গে একটি সুন্দব কাহিনী আছে। (গান্ধাবীব চবিত্র দ্রষ্টব্য)। এই ঘটনা হতে প্রতীযমান হয যে গান্ধাবীব মত কুন্তীব ধন ঐশ্বর্যেব দম্ভ না থাকলেও ধর্ম বিশ্বাসে তিনি গান্ধাবী হতে অনেক বেশী ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। তাঁব পুত্র অর্জুনেব

পক্ষে কুবেবেব ধন ভাণ্ডাব লুঠ কবে এমনভাবে কণক চাঁপা সংগ্রহ কবা সম্ভব হয়েছিল একমাত্র মহাদেবেবই আশীর্বাদে। প্রকৃত ধার্মিকেব প্রতি দেবতাবা সতত প্রসন্ন ॥

অতঃপব বাম কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে প্রণাম কবে সীতাব সঙ্গে আপন ভবনে ফিবে গেলেন।

বামেব অভিষেকে বাধ সাধলেন বাজমহিষী কৈকেয়ী। ভগ্ন মনোবথ বাজা দশবথ কৈকেয়ীকে জিজ্ঞেস কবলেন-বামকে বনে যেতে হলে কৌশল্যা তাঁকে কি বলবেন বা তিনি ও এমন অন্যায় কাজ কবে কি কৈফিয়ৎ দেবেন? বাজা দশবথ কৌশল্যাব গুণেব পবিচয় দিয়ে বললেন—

যদা যদা চ কৌশল্যা দাসীব চ সখীব চ ॥
ভার্য্যাবদ্ভগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতি।
সততং প্রিয়কামা মে প্রিয়পুত্রা প্রিয়ংবদা ॥
ন ময়া সৎকৃতা দেবী সৎকাবার্হা কৃতে তব।
ইদানীং তত্তপতি মাং যন্ময়া শুকৃতং ত্বয়ি ॥ (আযো)

১২।৬৮-৭০

—তিনি শুশ্রূষায দাসীব ন্যায। ক্রীড়া সময়ে সখীব ন্যায়। ধর্মাচাবণে পত্নীব ন্যায, কল্যাণ কামনায ভগ্নীব ন্যায় ও স্নেহ প্রদানে মাতাব ন্যায সর্বদা আমাব প্রিয় কামনা কবে থাকেন। আমাব অতি প্রিয় পুত্রদেব জননী প্রিয়ভাষিণী কৌশল্যা সত্যই সমাদব পাবাব যোগ্য। কিন্তু আমি তোমাব জন্যই তাঁকে সমাদবে কার্পণ্য কবেছি। অন্যত্র দশবথ কৈকেয়ীকে তাঁব ঈপ্সিত দুটি ববেব জন্য ভর্ৎসনা কবে বলেছেন,

কৌশল্যা মাঞ্চ বামঞ্চ পুত্রৌ চ যদি হাস্যতি।
দুঃখান্যসহতী দেবী মামেবানুগমিষ্যতি ॥ (অযো)

১২।৮৭

—কৌশল্যা যদি আমাকে ও বামকে না পান, তবে দুঃখ সহ্য

কবতে না পেবে দেবী আমাব অনুগমন কববে।

দশবথেব উপবোক্তি হতে কৌশল্যাব চবিত্রেব মনোবম ছবি ফুটে উঠেছে।

বাম কৈকেযীব অন্তঃপুব হতে তাঁব চৌদ্দ বছবেব বনবাস আদেশ শুনে পিতৃসত্য পালনেব এই দুঃসংবাদ নিজ জননী কৌশল্যাব নিকট জানাতে তাঁব অন্তঃপুবে গিযে দেখলেন তিনি নানা উপাচাবে যজ্ঞাদিতে ব্যাপৃত। অনেকগুলি পূর্ণ কুম্ভও বযেছে। শ্বেত পট্ট বস্ত্র ধাবিণী উপবাস-কৃশাঙ্গী গৌবাঙ্গী কৌশল্যা জল দ্বাবা দেব তর্পণ কবতে নিবত। কৌশল্যা অনেকক্ষণ পব বামকে দেখে সানন্দে তাঁব দিকে দ্রুত অগ্রসব হলেন। বাম জননীকে প্রণাম কবলেন, তিনিও পুত্রকে আলিঙ্গন কবে মস্তক আঘ্রাণ কবে বললেন—

বৃদ্ধানাং ধর্মশীলানাং বাজর্ষীণাং মহাত্মনাম্।
প্রাপ্নুহ্যাযুশ্চ কীর্তিঞ্চ ধর্মং চাপ্যুচিতং কুলে॥
সত্যপ্রতিজ্ঞং পিতবং বাজানং পশ্য বাঘব।
অদ্যৈব্য ত্বাং স ধর্মাত্মা যৌববাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি॥ (অযো)
২০।২৩।২৪

—তুমি ধার্মিক মহাত্মা বৃদ্ধ বাজর্ষিগণেব ন্যায় দীর্ঘাযু কীর্তি ও কুলোচিত ধর্ম লাভ কব। দেখ তোমাব পিতা বাজা কি বকম সত্য প্রতিজ্ঞ। ধর্মাত্মা মহাবাজ অদ্যই তোমাকে যৌববাজ্যে অভিষিক্ত কববেন।

এই কথা বলে জননী কৌশল্যা বামকে বসবাব আসন দিলেন এবং কিঞ্চিৎ আহাব কববাব জন্য বললেন।

বাম মাতাব সম্মানার্থে আসনটি স্পর্শ কবে বললেন জননী, আপনি নিশ্চয় জানেন না যে আপনাব সীতাব ও লক্ষ্মণেব দুঃসহ সময় উপস্থিত! আমাব আসনেব প্রযোজন নেই। আমি দণ্ডকাবণ্যে যাচ্ছি। কুশেব আসন এখন আমাব আসন। আমিষ ত্যাগ কবে মুনিদেব মত ফলমূল দ্বাবা প্রাণ ধাবণ কবে চৌদ্দ বছব নির্জন বনে

বাস কবতে হবে। মহাবাজ ভবতকে যৌববাজ্য দান কবেছেন এবং আমাকে তপস্বীব বেশে দণ্ডকাবণ্যে নির্বাসিত কবেছেন। বামেব কথা শুনে জননী কৌশল্যাদেবী ভূপতিত হলেন যেন স্বর্গ হতে কোন দেবতা পতিত হলেন। (পপাত সহসা দেবী দেবতেব দিব্যশ্চ্যুতা)

ভাগ্যেব কি নিষ্ঠুব পবিহাস। কিয়ৎক্ষণ পূর্বে বাণী কৌশল্যা দশবথেব গুণেব উল্লেখে মুখবা। হঠাৎ তাঁব জীবন নাট্যেব পট পবিবর্তন ঘটলো। তাঁব স্বামীব সম্বন্ধে এই ধাবণা যেন দশবথকে বামেব প্রতি তাঁব আচবণেব মাধ্যমে উপহাস কবলো। এ যেন Irony of fate.

কৌশল্যা বাগে দুঃখে সংজ্ঞা হাবালে বাম তাঁকে ধবে উঠালেন। বাম জননীকে উঠিয়ে নিজেব হাতে তাঁব গায়েব ধুলো ঝেড়ে দিলেন।

বামেব বিবহেব সম্ভাবনায় শোকার্ত জননী তাঁব এতকালেব লুকানো দুঃখেব ঝাঁপি যেন একমাত্র সন্তানেব সামনে খুলে ধবেছেন। যে দুঃখ গ্লানি অনাগত সুখেব আশায় দীর্ঘকাল মনের নিভৃত কন্দবে গোপন বেখেছিলেন, এমন আকস্মিক দুঃখেব আঘাতে তাব ধৈর্যেব বাঁধ যেন ভেঙে পড়ল।

অতি বেদনা ভবা বুকে লক্ষ্মণেব সামনেই বামকে বললেন—

যদি পুত্র ন জাযেথা মম শোকায বাঘব।
ন স্ম দুঃখমতো ভূযঃ পশ্যেয়মহমপ্রজাঃ॥
এক এব হি বন্ধ্যাযাঃ শোকো ভবতি মানসঃ।
অপ্রজাস্মীতি সন্তাপো ন হ্যন্যঃ পুত্র বিদ্যতে॥ (অযো)
২০।৩৬—৩৭

—বাম যদি তুই আমাকে এইরূপ দুঃখ দেবাব জন্য জন্ম গ্রহণ না কবতিস, তাহলে আমি বন্ধ্যা থাকতাম, কিন্তু দুঃসহ দুঃখ পেতাম না। বন্ধ্যা নাবীব মনে একটি মাত্র দুঃখ থাকে যে, সে পুত্রহীনা। এছাড়া

তাব অন্য কোন দুঃখ হয় না।

আমি পতিব অনুবাগ পেয়ে সুখ ও ঐশ্বর্য কখনও দেখতে পাইনি। আশা কবেছিলাম যে পুত্রেব দ্বাবা তা দেখতে পাব। এই জন্যই এতদিন জীবন ধাবণ কবেছি।

সা বহূন্যমনোজ্ঞানি বাক্যানি হৃদয়চ্ছিদাম্।
অহং শ্রোষ্যে সপত্নীনামববাণাং পবা সতী॥

(অযো) ২০।৩৯

—কিন্তু এখন জ্যেষ্ঠা বাজমহিষী হযেও কনিষ্ঠ সপত্নীদেব বহু কর্কশ বাক্য শুনতে বাধ্য হব। কাবণ তাবা আমাব হৃদয় বিদাবক আচবণে সর্বদা আনন্দ পায়।

সপত্নীদেব মর্মঘাতী কঠোব বাক্য শোনা অপেক্ষা নাবীদেব অধিকতব দুঃখ আব কি হতে পাবে ? আমাব শোক ও দুঃখ সীমা হীন ও অপ্রকাশ্য। তুই আমাব নিকটে আছিস। তথাপি আমি উপেক্ষিত ও অনাদৃত হযে আছি। তুই বনে চলে গেলে আমাব কি দশা হবে ? নিশ্চযই আমাব মৃত্যু হবে। (কিং পুনঃ প্রোষিতে তাত ধ্রুবং মবণমেব মে)। পতিব আনুকুল্য না পেয়ে আমি অত্যন্ত নিগ্রহ ভোগ কবছি, আমি কৈকেয়ীব পবিচাবিকাব ন্যায কিংবা তাব চেয়েও হীন হয়ে বযেছি। (কৈকয্যাঃ পুত্রমন্বীক্ষ্য স জনো নাভিভাষতে।।) যে আমাব সেবা কবে কিংবা আমাকে মেনে চলে, সে কৈকেয়ীব পুত্রকে দেখলে আমাব সঙ্গে কথা বলে না। কৈকেযী সর্বদা ক্রোধ প্রকাশ কবে কর্কশ বাক্য ব্যবহাব কবে।- আমি এই দুবাবস্থায় পডে কিরূপে তাব মুখেব দিকে তাকাব ?

কৌশল্যা অতীতকে টেনে বাজপবিবাবে তাঁব প্রকৃত অবস্থা অত্যন্ত দুঃখেব সঙ্গে পুত্রেব নিকট ব্যক্ত কবলেন।

দশ সপ্ত চ বর্ষাণি জাতস্য তব বাঘব।
অতীতানি প্রকাঙ্ক্ষন্ত্যা ময়া দুঃখপবিক্ষয়ম্॥
তদক্ষয়ং মহদ্দুঃখং নোৎসহে সহিতুং চিবাৎ।

বিপ্রকারং সপত্নীনামেবং জীর্ণাপি রাঘব ॥

(অযো) ২০।৪৫-৪৬

— রাঘব, তোমার উপনয়নের পর সপ্তদশবর্ষ অতীত হল। আমি নিজ দুঃখের অবসান কামনা করে এতদিন অতিবাহিত করলাম। রাঘব, এখন আমি জরাজীর্ণ হয়েছি, আমি অসীম দুঃসহ দুঃখ ও সপত্নীদের দুর্ব্যবহার বেশী দিন সহ্য করতে পারবো না।

আমি তোর পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় মুখ খানা না দেখে কিরূপে দীন ভাবে এই শোচনীয় জীবন ধারণ করব? আমি হতভাগী, বহু উপবাস বহু দেবার্চনা ও বহু পরিশ্রমের দ্বারা অনেক কষ্টে তোকে পালিত ও বর্দ্ধিত করেছি। কিন্তু আমার সবই বৃথা হল—বলে তিনি আক্ষেপ করতে থাকেন। কৌশল্যা প্রথমা মহিষী হলেও ব্যবহারে তিনি দুয়োরাণী।

কৌশল্যার হৃদয়ে যে দুঃখের সাগর এতকাল সুপ্ত ছিল, রামের বনগমনের খবরে সেই দুঃখ যেন উপচে পড়ছে। তিনি এক সুন্দর উপমার সাহায্যে তাঁর দুঃখের বর্ণনা দিয়ে বললেন—

স্থিরং নু হৃদয়ং মন্যে মমেদং যন্ন দীর্য্যতে।
প্রাবৃষীব মহানদ্যাঃ স্পৃষ্টং কূলং নবাম্ভসা ॥

(অযো) ২০।৪৯

—বর্ষাকালে মহানদীর নতুন জল প্রবাহে যেমন তীর বিদীর্ণ হয়, তোর বনবাসের সংবাদে আমার হৃদয় সেইরূপ বিদীর্ণ হল না, তাতে মনে হয়, নিশ্চয়ই আমার হৃদয় অতিশয় কঠিন।

মমৈব নূনং মরণং ন বিদ্যতে
ন চাবকাশোঽস্তি যমক্ষয়ে মম।
যদন্তকোঽদ্যৈব ন মাং জিহীর্ষতি
প্রসহ্য সিংহো রুদতীং মৃগীমিব ॥ (অযো) ২০।৫০

—নিশ্চয়ই আমার মরণ নাই এবং যমালয়ে আমার জন্য অল্প স্থানও নাই। সিংহ যেমন ক্রন্দনরতা হরিণীকে বলপূর্বক নিয়ে যায়, যম

আমাকে সেরূপ বলপূর্বক নিয়ে যাচ্ছে না কেন ?

নিশ্চয়ই আমাব এই হৃদয লৌহনির্মিত, যেহেতু এত দুঃখেও আমাব হৃদব ভিন্ন হচ্ছে না। ভূপতনে তা বিদীর্ণ হচ্ছে না। এইরূপ কঠোব দুঃখেও যখন দেহেব পতন হল না, তখন নিশ্চযই মনে হয অকালে কখনই মৃত্যু হয না। আমি পুত্রেব উদ্দেশ্যে যে সব ব্রত, দান, সংযম ও তপস্যা কবেছি, উষব ভূমিতে নিক্ষিপ্ত বীজেব ন্যায সে সব ক্রিযা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হল, এটাই আমাব একমাত্র দুঃখ।

কৌশল্যা সাবা জীবনেব পুঞ্জীভূত দুঃখ যা এতকাল তিনি একাই বহন কবেছিলেন, আজ তা সন্তানেব সামনে কেবল প্রকাশই কবলেন না, তাঁব মনে এ দুঃখেব প্রতিক্রিযা তিনি সুন্দব ভাবে বর্ণনা কবলেন।

যদি হ্যকালে মবণং যদৃচ্ছযা
লভেত কশ্চিদ্ গুরুদুঃখকর্ষিতঃ।
গতাহমদ্যৈব পবেতসংসদং
বিনা ত্বয়া ধেনুবিবাত্মজেন বৈ॥ (আযো) ২০।৫৩

—যদি কেউ অতি দুঃখে ইচ্ছানুসাবে অকালে মৃত্যু ববণ কবতে পাবত তবে আমি আজই পবলোকে চলে যেতাম। তোমাব অভাবে আমাব অবস্থা বৎস হীনা ধেনুব মত হবে।

এ প্রকাব অসহনীয নির্মম দুঃখে কাতব হয়ে দশবথেব প্রধান মহিষী কৌশল্যা সন্তান বামকে বললেন ধেনু যেমন অত্যন্ত দুর্বল হয়েও বৎসেব অনুগমন কবে, সেইরূপ সামর্থ্য না থাকলেও আমি বনে তোমাব অনুগমন কবব।

পুত্রেব চরম বিপদেব কথা শুনে কৌশল্যা এইভাবে শোকবিহ্বল হলেন।

কৃত্তিবাসী বামাযণে কৌশল্যা বামেব জন্য শোক কবে বলেছেন—

গুণেব সাগব পুত্র যাব যায় বনে।
সে নাবী কেমনে আব বাখিবে জীবন॥
বাজাব প্রথম জাযা আমি মহাবাণী।

— — — — —

মাতৃবধ কবিলে হইবে তব পাপ।
মাতৃবধ পাপে বাম বড় পাবে তাপ ॥
পিতৃসত্য পালিবা সে মায়ের মবণে।
কোন পাপ বড় বাম ভাব দেখি মনে ॥ (অঃ)

কৌশল্যাব অপাব আনন্দ নিমেষেব মধ্যে বিষাদে পরিণত হলো। কৌশল্যা লোভী ছিলেন না। বাজ্য থেকে তাঁব কাছে বাম অনেক বড়। পিতৃ সত্য পালনেব জন্য বাজ্য ত্যাগ করতে তাঁর আপত্তি নেই। বাজ্যেব প্রতি এমন ঔদাসীন্য একমাত্র কৌশল্যাব মত ধার্মিকেব পক্ষেই সম্ভব।

বামও এই মহৎ গুণেব অধিকাবী ছিলেন। পিতৃসত্য বক্ষাব জন্য তিনি বাজপদকে তুচ্ছ মনে করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বনগমনও তাঁব কর্তব্য মনে কবে তিনি স্থিব প্রতিজ্ঞ হলেন।

একমাত্র সন্তানেব বনবাসেব চিন্তায় শোকাতুবা জননীর হৃদযেব আর্তি এখানে ফুটে উঠেছে। সন্তানেব প্রতি স্বামীব এই অন্যায় আচবণ কোন প্রকাবেই পুত্র বৎসলা জননী সহ্য কবতে পারছেন না। চিবদুঃখিনী জননী সন্তান শোকে আত্মঘাতী হবাব সঙ্কল্প নিলেন।

বাল্মীকি বামাযণে কৌশল্যাব শোকে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ দশবথ প্রভৃতিব বিরুদ্ধে যে আচবণ কবতে চেয়েছেন (লক্ষ্মণ চবিত্র দ্রষ্টব্য) তা শুনে শোকার্ত কৌশল্যা বামকে বললেন—বৎস, লক্ষ্মণ যা বলছে, তা শুনেছিস যদি ঐরূপ তোব অভিপ্রেত হয, তাহলে এখন যা কবণীয, তা কব।

বামেব প্রতি অর্থহীন এ চবম দণ্ডদানে কৌশল্যার ধৈর্যেব বাঁধ ভেঙ্গে গেল। এ জন্য এরূপ স্বামীকে বন্দী, বধ বা হবণ রূপ দণ্ড দিতে কৌশল্যা সায় দিতে ইতঃস্তত কবলেন না।

কৌশল্যা আবও বললেন, আমাব সপত্নীর অধর্ম বাক্যে আবদ্ধ হয়ে শোকাকুল জননীকে ত্যাগ কবে যাওয়া তোব কখনই উচিত নয়।

কৌশল্যাব বিলাপেব উত্তবে পূর্ব দৃষ্টান্ত স্মবণ কবিয়ে বাম বলেছিলেন, পিতাব বাক্য আমাব পক্ষে অলঙ্ঘনীয়। এজন্য নত মস্তকে আপনাব প্রসন্নতা প্রার্থনা কবছি। বনবাসী সুপণ্ডিত কণ্ডু ঋষি ধর্মজ্ঞ হয়েও পিতাব বাক্য পালনের জন্য গোহত্যা কবেছিলেন। আমাদেব বংশেই পিতা সগবেব আদেশে তাঁব পুত্রবা পৃথিবী খনন কবে অদ্ভুত ভাবে বিনষ্ট হয়ে ছিলেন।

জামদগ্নেন বামেণ বেণুকা জননী স্বযম।
কৃত্তা পবশুনাঽবণ্যে পিতুর্বচনকাবণাৎ॥ (অযো) ২১।৩৪

—জমদগ্নিব পুত্র বাম পিতাব আদেশে কুঠাব দ্বাবা জননী বেণুকাকে বনে ছেদন কবেছিলেন।

এঁবা এবং অন্যান্য দেবতুল্য বহু ব্যক্তি বিনা দ্বিধায় পিতাব আদেশ পালন কবেছিলেন। সুতবাং আমিও পিতাব আদেশ পালন কবে তাঁব প্রীতি সাধন করব। আমি আপনাকে দুঃখদায়ক কোন অপূর্ব ধর্মেব প্রবর্ত্তন কবছি না। (নাহং ধর্মপূর্বং তে প্রতিকূলং প্রবর্তয়ে।) আমি যা কবছি তা পূর্ব মহাপুরুষদেব অনুমোদিত ও আচবিত। আমি তাঁদেব অনুসৃত পথ অনুসবণ কবছি মাত্র। এই সংসাবে যা সকলেব কর্তব্য, আমি তাই কবছি, বিপবীত কিছু কবছি না। পিতৃবাক্য পালন কবলে কেউ হীন হয় না।

অতঃপব তিনি লক্ষ্মণকে বুঝিয়ে বললেন, আমাব সত্য ও শান্ত অভিপ্রায় জননী বুঝতে পাবেন নি, এইজন্য তাঁব অতুলনীয় গভীব দুঃখ উপস্থিত হযেছে।

লক্ষ্মণ, এই সংসাবে ধর্মই শ্রেষ্ঠ। ধর্মেই সত্যেব প্রতিষ্ঠা। পিতাব আদেশ ধর্মানুমোদিত। প্রতিজ্ঞা কবাব পব পিতাব, মাতাব কিংবা ব্রাহ্মণেব বাক্য লঙ্ঘন কবা ধর্মাশ্রয়ী ব্যক্তিব কর্ত্তব্য নয। আমি পিতাব আদেশেই বন গমনেব সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তুমি ক্ষত্রিয ধর্মানুসাবে অনার্য বুদ্ধি ত্যাগ কব, প্রকৃত ধর্মকে আশ্রয কব এবং উগ্রতা পবিহাব কব। আমাব বুদ্ধিব অনুগামী হও।

এ ভাবে তিনি লক্ষ্মণেব নিকট ধর্মেব কুটিলতা সহজ কবে দিলেন।

অতঃপব তিনি কৌশল্যা দেবীকে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, দেবী, আমি বনে যাচ্ছি। আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি প্রাণেব দিব্য দিচ্ছি, আপনি আমাব বনগমনেব সমযেব কবণীয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করুন।

তীর্ণপ্রতিজ্ঞশ্চ বনাৎ পুনবেষ্যাম্যহং পুবীম্।
যযাতিবিব বাজর্ষিঃ পুবা হিত্বা পুনর্দিবম্॥ (অযো) ২১।৪৭

—বাজর্ষি যযাতি যেমন স্বর্গ ভ্রষ্ট হযেও পুনবায স্বর্গ লাভ কবেছিলেন, তেমনি আমিও প্রতিজ্ঞা পালন কবে বন হতে পুনবায (অযোধ্যা) এই পুবীতে প্রত্যাবর্ত্তন কবব।

মাতা, আপনি শোক কববেন না। শোক সংববণ করুন। বনবাসান্তে পুনবায় এখানে ফিবে আসব। আপনাব আমাব সীতাব লক্ষ্মণেব ও জননী সুমিত্রাব অবশ্যই পিতাব আদেশ পালন কবা কর্তব্য। এটাই আমাদেব সনাতন ধর্ম। আমাব বাজ্যাভিষেকেব আয়োজন ত্যাগ করুন। হৃদযেই দুঃখ নিগ্রহ করুন এবং ধর্মানুমোদিত আমাব বনবাসে সম্মত হোন।

রামেব এইরূপ ধর্মনিষ্ঠ ও সহিষ্ণু উক্তি শুনে কৌশল্যা মূর্চ্ছিত হযে পডলেন। কিছুক্ষণ পব সংজ্ঞা লাভ কবে বামকে দেখে কৌশল্যা বললেন,

যথৈব তে পুত্র পিতা তথাহং
গুরুঃ স্বধর্মেণ সুহৃত্তযা চ।
ন ত্বানুজানামি ন মাং বিহায়
সুদুঃখিতামর্হসি গন্তুমেব॥ (অযো) ২১।৫২

—বৎস, তোমাব পিতা যেমন তোমাব গুরু, তোমাকে স্নেহেব সঙ্গে পালন কবেছি বলে আমিও তোমার সেইরূপ গুরু। আমি তোমাকে বনগমনে অনুমতি দিচ্ছি না। আমি অত্যন্ত দুঃখী। আমাকে ত্যাগ কবে বনে যাওযা তোমাব উচিত হবে না।

তুমি আমাব নিকটে না থাকলে আমাব জীবনেব কি প্রয়োজন ? অন্যান্য স্বজন, দেবতা ও পিতৃগণেব পূজা এবং অমৃতেবই বা কি প্রয়োজন ? সকল লোকেব সান্নিধ্য অপেক্ষা তোমাব সান্নিধ্য আমাব মঙ্গলেব কাবণ।

বাম নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে ধর্ম আচবণ ন্যায়সঙ্গত বলে বোঝাতে চেষ্টা কবলেন। তিনি আবও বললেন কেবল বাজ্যেব জন্য তিনি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট যশকে অধর্মানুসাবে তুচ্ছ কবে বাজ্য প্রার্থনা কবেন না। বাজ্যেব প্রতি তাঁব কোন স্পৃহা নেই। এই বলে জননী কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা কবলেন।

বামকে পিতৃবাক্য পালনে কৃত সঙ্কল্প দেখে কৌশল্যা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—যে বাম কখনও সামান্য দুঃখও পায়নি, যে বাম পবম ধার্মিক ও সব লোকেব প্রতি প্রিয়ভাষী, সেই বাম কিরূপে উঞ্ছবৃত্তি দ্বাবা জীবন ধাবণ কববে ? যে বামেব ভৃত্য ও পবিচাবকগণ উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন কবে সেই বাম বনে কি কবে ফলমূল ভোজন কববে ? বাজাব প্রিয পুত্র বাম নির্বাসিত হচ্ছে এ সংবাদ কে বিশ্বাস কববে ?

নূনং তু বলবাঁল্লোকে কৃতান্তঃ সর্বমাদিশন্।
লোকে বামাভিবামস্ত্বং বনং যত্র গমিষ্যসি ॥ (অযো) ২৪।৫

—এই সংসাবে সর্ব নিয়ন্তা দৈবই বলবান, নতুবা তুমি সংসাবে সর্বজনপ্রিয হইযাও বনে গমন কবছ ?

স্থিবচিত্ত বাম বহু দৃষ্টান্ত দিয়ে যুক্তি দেখিয়ে জননীকে শান্ত কবলেন। পতি সেবাই স্ত্রীব শ্রেষ্ঠ ধর্ম—এই কথা স্মবণ কবিয়ে দিয়ে বাম জননীকে তাঁব সঙ্গে বনে অনুগমন না কবে বাজা দশবথেব পবিচর্যা কবতে অনুবোধ কবেন।

শোকাতুবা কৌশল্যা যখন বুঝলেন যে বামকে সঙ্কল্পচ্যুত কবা অসম্ভব, তখন বললেন, তোমাব কথানুসাবেই কাজ হবে।

বাম কৌশল্যাকে দুঃখিত হতে দেখে বললেন, মাতা, বাজা দশবথ সকলের নিয়ন্তা ও অধিপতি। বিশেষতঃ তিনি আপনাব পতি

এবং আমার পিতা। সুতরাং উভয়েরই গুরু। অতএব তাঁর আদেশ পালন করা আমাদের কর্তব্য। আমি অত্যন্ত আনন্দে চতুর্দশ বৎসর মহারণ্যে বাস করে প্রত্যাগমন করে আপনার নির্দেশে চলবো।

কৌশল্যা তা শুনে অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন, রাম, পিতার ইচ্ছানুসারে যদি তোমার বনগমনই নিশ্চিত হল, তাহলে আমাকে বন্য হরিণীর ন্যায় সঙ্গে নিয়ে চল। আমি এই সব সপত্নীদের মধ্যে বাস করতে পারবো না। এই কথা বলে কৌশল্যা কাঁদতে লাগলেন। রাম নিজ মতে অটল থেকেই তাঁকে নারী ধর্মের ব্যাখ্যা করে বললেন—

অপি যা নির্নমস্কারা নিবৃত্তা দেবপূজনাৎ।
শুশ্রূষামেব কুর্বীত ভর্তুঃ প্রিয়হিতে রতা॥
এষ ধর্মঃ স্ত্রিয়া নিত্যো বেদে লোকে শ্রুতঃ স্মৃতঃ।
অগ্নিকার্য্যেষু চ সদা সুমনোভিশ্চ দেবতাঃ॥ (অযো)
২৪।২৭।২৮

—যে নারী দেবতাকে নমস্কার করে না, দেবপূজা হতেও নিবৃত্ত হতে থাকে, সেই নারী পতির শুশ্রূষার দ্বারাই স্বর্গ লাভ করে। পতির প্রিয় ও হিত সাধনে রত থেকে সর্বদা তাঁর শুশ্রূষা করবে—এটাই বেদাদি শাস্ত্র ও লোকাচার সম্মত স্ত্রীলোকের নিত্য ধর্ম। আপনি আমার মঙ্গলকামী হয়ে অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠানে পুষ্পের দ্বারা দেবতার অর্চনা করুন।

আপনি ধার্মিক দশরথের সেবা করুন। তিনি যদি জীবিত থাকেন, তবে আমি ফিরে আসলে আপনি পরম অভীষ্ট লাভ করবেন।

রামের কথা শুনে কৌশল্যা বললেন—

গমনে সুকৃতাং বুদ্ধিং ন তে শক্নোমি পুত্রক।
বিনিবর্তয়িতুং বীর নূনং কালো দুরত্যয়ঃ।
গচ্ছ পুত্র ত্বমেকাগ্রো ভদ্রং তেঽস্তু সদা বিভো॥ (অযো)
২৪।৩২।৩৩

—পুত্র, তোমাব বনগমনেব কঠিন সঙ্কল্প হতে তোমাকে বিবত কবতে পাবলাম না। এটা হতেই বুঝতে পাবছি দুবতিক্রম্য দৈবকে অতিক্রম কবা কঠিন। তুমি যাত্রা কব। সর্বদা তোমাব মঙ্গল হোক। মহাভাগ্যবান্ তুমি বন হতে ফিবে মধুব সান্ত্বনা বাক্যে আমাকে আনন্দ দিও।

বৎস, এই সংসাবে দৈবেব গতি চিবকালই অচিন্তনীয়। আমাব বাক্য অতিক্রম কবে ঐ দেবই তোমাকে বন গমনে প্রেবণা দিচ্ছে।

দুঃখিনী জননীব অসীম দুঃখ ও সন্তান বিবহেব সব বকম দুঃখ সহ্য কববাব কি অসীম ধৈর্যেব পবিচয় এখানে ফুটে উঠেছে। তিনি যেন সন্তানেব মঙ্গলেব জন্যই পাষাণে বুক বেঁধে সব সহ্য কবাব জন্য নিজেকে মুহূর্তেব মধ্যে তৈবী কবে নিলেন, এবং দৈবেব নিকট আত্ম সমর্পণ কবলেন।

কুন্তীও পঞ্চপুত্র পুত্রবধূ দ্রৌপদী সহ বনগমনেব সময এমন অসীম ধৈর্যেব পবিচয় দিযেছিলেন।

পুত্রেব অভিষেক সংবাদে আনন্দে অধীবা জননী পুত্রেব মঙ্গলেব জন্য যেমন দেবমন্দিবে পূজা ও হোমে মগ্ন হয়েছিলেন, তেমনি পুত্রেব বনগমনে দৃঢ়তা দেখে পুত্রেব মঙ্গলার্থে ধার্মিকী মঙ্গলার্থিনী জননী নানাবিধ মঙ্গলাচাবণ কবে পুত্রকে আলিঙ্গন কবে আশীর্বাদ কবে বলেছেন—

যং পালয়সি ধর্মং ত্বং প্রীত্যা চ নিয়মেন চ।
স বৈ বাঘবশার্দূল ধর্মস্ত্বামভিবক্ষতু॥ (অযো) ২৫।৩

—হে বাঘব শ্রেষ্ঠ, তুমি প্রীতিব সঙ্গে ও নিয়মানুসাবে যে ধর্ম পালন কবছ, সেই ধর্ম তোমাকে বক্ষা করুন ও তোমাব মঙ্গল করুন।

দেবতাবা ও মহর্ষিবা তোমাব বনবাসকালে তোমাকে বক্ষা করুন।

বিশ্বামিত্র তোমাকে যে সব অস্ত্র দিযেছেন, ঐ সব অস্ত্র তোমাকে বক্ষা করুন।

পিতৃশুশ্রূষয়া পুত্র মাতৃশুশ্রূষয়া তথা।
সত্যেন চ মহাবাহো চিবং জীবাভিবক্ষিতঃ॥ (অযো) ২৫।৬

—পিতৃশুশ্রূষা, মাতৃশুশ্রূষা ও সত্য নিষ্ঠাব দ্বাবা বক্ষিত হয়ে তুমি চিবজীবী হও।

বৎস, দেবতাবা, মহর্ষিবা যক্ষ, বক্ষ, কাল, দিক পশুপক্ষী, প্রভৃতি সকলেই তোমাব কল্যাণ করুন।

এইভাবে আশীর্বাদ কবে জননী কৌশল্যা মালা, গন্ধ ও যথাযোগ্য স্তুতিব দ্বাবা দেবতাদেব পূজা কবলেন। অতঃপব বামেব মঙ্গলেব জন্য তিনি ব্রাহ্মণদেব দ্বাবা হোম কবালেন। উপাধ্যায বামেব মঙ্গল ও বামেব শান্তিব উদ্দেশ্যে বিধি পূর্বক হোম কবে হুতাবশিষ্ট লোক-পালদেব দান কবলেন। তিনি মধু, দধি, ঘৃত, ও আতপ তণ্ডুল ব্রাহ্মণদেব হাতে দিযে স্বস্তিবাচন ও বামেব মঙ্গল কামনা কবলেন।

কৌশল্যা সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠকে ইচ্ছানুসাবে দক্ষিণা দান কবে বামকে বললেন—

যন্মঙ্গলং সহস্রাক্ষে সর্বদেবনমস্কৃতে।
বৃত্রনাশে সমভবত্তত্তে ভবতু মঙ্গলম্॥ (অযো) ২৫।৩২

—বৃত্রাসুবেব বিনাশ সময়ে সর্বদেববন্দিত সহস্রলোচন দেববাজেব যেরূপ মঙ্গল হযেছিল তোমাব সেরূপ মঙ্গল হোক।

অমৃত আহবণকাবী গরুডেব উদ্দেশ্যে মাতা বিনতা যে মঙ্গল কামনা কবেছিলেন, সেরূপ মঙ্গল তোমাব জন্য কামনা কবি। অমৃত প্রাপ্তি সময়ে দৈত্যগণহন্তা বজ্রধব ইন্দ্রেব উদ্দেশে অদিতি যেমন মঙ্গল প্রদান কবেছিলেন সেইরূপ মঙ্গল তোমাব হোক। ত্রিপদ দ্বাবা ত্রিভুবন আক্রমণকাবী অতি পবাক্রমশালী বামন রূপী বিষ্ণুব যে মঙ্গল হযেছিল, (ত্রিবিক্রমান্ প্রক্রমতো বিষ্ণোবতুলতেজসঃ) তোমাব সেইরূপ মঙ্গল হোক।

ঋষয়ঃ সাগবা দ্বীপা বেদা লোকা দিশশ্চ তাঃ।

মঙ্গলানি মহাবাহো দিশন্তু শুভমঙ্গলম ॥ (অযো) ২৫।৩৬

—ঋষিবা, সমুদ্র সমূহ, দ্বীপগুলি, বেদ সমূহ, লোকগণ দিক্ সমূহ তোমাব মঙ্গল করুক।

মঙ্গলার্থী মাতৃ হৃদযেব কি সুন্দব অভিব্যক্তি। সন্তানেব মঙ্গলেব জন্য সকলেব কাছে তাঁব হৃদযেব আকুল প্রার্থনা জানালেন।

অতঃপব জননী কৌশল্যা বামকে সর্বান্তঃকবণে আশীর্বাদ কবে বললেন—তুমি সুখে গমন কব (গচ্ছ বাম যথাসুখম্) তোমার অভিলাষ পূর্ণ হোক। তুমি সুস্থ দেহে সব কাজ সম্পন্ন কবে পুনবায় অযোধ্যায় ফিবে আসবে এবং বাজকার্যে মনোযোগ দেবে। তখন আমি তোমাকে দেখে সুখ পাবো।

এমন অবিচলিত কণ্ঠে গহন বনে চৌদ্দ বছবেব জন্য ভবিতব্যেব হাতে পুত্রকে এমনভাবে সমর্পণ কবা সাধাবণ জননীব পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র কৌশল্যাব মত ধর্মপ্রাণা সতী সাধ্বী জননীব পক্ষেই এরূপ দৃঢ আত্মসমর্পণ সম্ভব হয়েছিল।

তিনি বামকে আবও বললেন—

ময়ার্চিত দেবগণাঃ শিবাদয়ো
মহর্ষযো ভূতগণাঃ সুবোবগাঃ।
অভিপ্রয়াতস্য বনং চিবায তে
হিতানি কাঙ্ক্ষন্তু দিশশ্চ বাঘব ॥ (অযো) ২৫।৪৫

—আমি শিব প্রভৃতি দেবতা, দিক মহর্ষি, ভূত ও দেবতাদেব অর্চনা কবেছি। তোমাব দীর্ঘকাল যাবৎ বনবাস সময়ে তাঁবা হিত কামনা করুন।

অর্থাৎ আজীবন তিনি যে সব দেবতাদের পূজা অর্চনা কবেছেন, তাঁবা সর্বতোভাবে বামেব মঙ্গল কববেন।

কৌশল্যা সাশ্রুনয়নে বামেব স্বস্ত্যয়ন অনুষ্ঠান যথানিয়মে সম্পন্ন কবলেন। বাম জননীকে প্রণাম কবলেন। অতঃপব বাম সীতাব গৃহাভিমুখে চললেন।

কৌশল্যা যে কত ধর্মপ্রাণা মহিলা ছিলেন, তাঁর নানারূপ পূজার্চনাদি হতে তা প্রমাণিত হচ্ছে।

রামের সঙ্গে সীতার বনানুগমনের প্রাক্কালে তিনি বধূর মস্তক আঘ্রাণ করে আশীর্বাদ করে বললেন :—

অসত্যঃ সর্বলোকেঽস্মিন্ সততং সৎকৃতাঃ প্রিয়ৈঃ।
ভর্তারং নাভিমন্যন্তে বিনিপাতগতং স্ত্রিয়ঃ॥ (অযো)
৩৯।২০

—পতির দ্বারা সর্বদা সম্মানিত হয়েও যে সব স্ত্রী বিপদের সময় পতির সমাদর করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করে সেই সব স্ত্রী সর্বত্র অসতী।

স ত্বয়া নাবমন্তব্যঃ পুত্রঃ প্রব্রাজিতো বনম্।
তব দেবসমস্ত্বেষ নির্ধনঃ সধনোঽপি বা॥ (অযো) ৩৯।২৫

—আমার পুত্র বনে গমন করেছে, ধনী হোক নির্ধনই হোক তুমি তাকে দেবতা বলে মনে করো। কখনও অবজ্ঞা করো না।

স্বামী ধনী বা দরিদ্র যাই হোক্ না কেন স্বামী সেবা করাই স্ত্রীর একমাত্র কর্তব্য। রাজনন্দিনী রাজবধূ কপর্দক শূন্য স্বামীকে কোন প্রকারে তাচ্ছিল্য যেন না করেন এজন্য শ্বশ্রূমাতার বধূর উদ্দেশ্যে কি সুন্দর হিতোপদেশ।

বুদ্ধিমতী রমণী কৌশল্যা। সেজন্য বধূর মন যাতে কোন প্রকারে স্বামীর প্রতি বিরূপ না হয়—পূর্বাহ্নেই তার জন্য সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

সমাজ ও সংসার সম্বন্ধে রাণী কৌশল্যার অসীম অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর উপদেশের মধ্যে।

কেবল স্বামীর প্রতি কর্তব্য নয়। বধূর আচরণ ব্যবহার যেন এমন শালীন হয় যা দেখে অন্যরা তাঁকে অনুসরণ করবে :

স্বামী সেবা সতত করিবে রাত্রি দিনে।
রাজ বহুরাণী তুমি রাজার কুমারী।
তোমার আচারে আচরিবে অন্য নারী॥ (কৃঃ)

বাজবধূ একা বনে যাচ্ছেন। সেইখানে তাঁব আচবণ সংশোধন কববাব জন্য শ্বশ্রূমাতা নিকটে থাকবেন না। তাই যাত্রাব প্রাক্কালে তিনি সীতাকে বাজবধূব আচাব ব্যবহাব সম্বন্ধে সতর্ক কবে দিচ্ছেন।

জননী যেমন কন্যাকে সতর্ক কবে দিয়ে থাকেন এখানে কৌশল্যাও তেমনি ভাবেই সস্নেহে বধূব কর্তব্য স্মবণ কবিযে দিয়েছেন।

অনুরূপ কুন্তীও বন গমনেব প্রাক্কালে দ্রৌপদীব উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ঃ—

বৎসে শোকো ন তে কার্য্যঃ প্রাপ্যেদং ব্যসনং মহৎ।
স্ত্রীধর্মাণামভিজ্ঞাসি শীলাচাববতী তথা॥ ইত্যাদি

(সঃ) ৭৯।৪

—বৎসে, এই চবম দুঃখে পড়ে ও তুমি শোক কব না। তুমি স্ত্রী ধর্মে অভিজ্ঞা, চবিত্রে ও আচাবে প্রতিষ্ঠিতা। স্বামীদেব প্রতি কেমন ব্যবহাব কবতে হয়, তা তোমাকে বলতে হবে না। তুমি সাধ্বী ও গুণবতী, পিতৃকুল ও শ্বশুব কুল তোমাব দ্বাবা গৌববান্বিত হযেছে। তুমি যে কুরুকুলকে দগ্ধ কবনি, এটাই তাদেব সৌভাগ্য। তোমাব যাত্রাপথ মঙ্গলময হোক্—আমি সর্বদা এই প্রার্থনা কবি। সাধ্বী স্ত্রীবা ভবিষ্যতেব চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয় না। তোমাব মহান ধর্মই তোমাকে বক্ষা কববে ও শীঘ্রই শ্রেয়ঃ লাভ কবাবে।

কৌশল্যা বলছেন ঃ—

সতর্ক থাকিহ বাম মুনিব আশ্রমে॥
জানকীব রূপে চমৎকৃত ত্রিভুবনে।
সাবধান হইও বাম ভযানক বনে॥ (অঃ)

এত দুঃখেও কৌশল্যা ভুলেননি যে অবণ্যে পদে পদে সীতার মত রূপসীব বিপদেব আশঙ্কা আছে। সেই বিষয়ে বামকে তিনি সতর্ক কবে দিতে ভুলেননি। এ বকম হুঁশিযাবীব মধ্যে তাঁব দূবদৃষ্টিব আভাস পাওয়া যায়।

উত্তবে সীতা শ্বশ্রূ মাতাকে বললেন—আপনি আমাকে যে সব

আদেশ করবেন, আমি তার সমস্তই পালন করব। পতির প্রতি যাতে উত্তম ব্যবহার করা যায় তেমন শিক্ষাই আমি পেয়েছি। আপনি আমাকে অনার্য নারীর সঙ্গে তুলনা করবেন না। (সীতা চরিত্র দ্রষ্টব্য)।

নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণা নাচক্রো বিদ্যতে রথঃ।
নাপতিঃ সুখমেধেত যা স্যাদপি শতাত্মজা ॥

(অযো) ৩৯।২৯

—যেমন তন্ত্রীহীন বীণা বাজে না, যেমন চক্র বিহীন রথ চলে না, তেমনি পতিবিহীনা রমণী শত পুত্রের জননী হলেও সুখ লাভ করে না।

আমি গুরুজনদের নিকট পতিব্রতাদের সামান্য ও বিশেষ ধর্মের কথা শুনেছি। পতিই নারীদের দেবতা—এটা আমি জানি। সুতরাং আমি কি পতির অবমাননা করতে পারি?

রামের বনবাসে যাবার কালে কৌশল্যা রামের রথের দিকে ছুটে 'হা রাম' 'হা সীতে' 'হা লক্ষ্মণ' বলে কাঁদতে কাঁদতে পাগলের মত ছুটতে থাকেন। সমস্ত দেবতার হাতে পুত্রের কল্যাণ ভার ন্যস্ত করেও পুত্র বৎসলা জননী স্থির থাকতে পারলেন না। এ জন্যই শাস্ত্রকারেরা বলেন জননী হলেন ঈশ্বরী দেবী।

রাম বনে চলে গেলে পর পুত্র শোকাতুর রাজা দশরথ কৌশল্যার নিকট এসে বললেন, দেবি, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। আমার দৃষ্টি শক্তি রামের সঙ্গে গেছে। শয্যার উপর বসে দশরথ এই ভাবে রামের জন্য শোক করতে থাকেন। দশরথের এরূপ অবস্থা দেখে কৌশল্যা অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং তাঁর সন্নিকটে বসে দুঃখে শোকে কাতরভাবে বিলাপ করতে লাগলেন।

পুত্র শোকাতুরা কৌশল্যা অতিশয় আক্ষেপ করে শয্যাশায়ী রাজা দশরথের নিকট এসে বহুকালের দুঃখের ও লাঞ্ছনার কথা বললেন। এদিন নির্ভয়ে ছিলেন। রামের অবর্তমানে কৈকেয়ীর হাতে তাঁর নতুন

লাঞ্ছনাব আশঙ্কাব কথা বলতে গিযে বাণী কৌশল্যা বললেন, কুটিল স্বভাবা কৈকেয়ী তাব অন্তবেব বিষ বামেব প্রতি উজাব কবে নির্মোক মুক্তা নাগিনীব মত বিচবণ কববে। সৌভাগ্যবতী স্বার্থপবেব মত আপন কার্য সিদ্ধ কবে বামকে নির্বাসিত কবে তাব মনোবাসনা পূর্ণ কবেছে। এখন সে গৃহস্থিত দুষ্ট সাপেব ন্যায আমাকে সর্বদা ভয দেখাবে। এই অযোধ্যায বামকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কবতে হবে।, কৈকেযী যদি বব চাইত যে বাম তাব দাস হবে, তবে আমি তা অনুমোদন কবতাম। অগ্নিহোত্রকাবী যাজ্ঞিক ব্যক্তি পর্ব দিনে বাক্ষসদেব প্রাপ্য অংশ যেমন নিক্ষেপ কবেন, কৈকেয়ী স্বেচ্ছায বামকে স্থান চ্যুত কবে অবণ্যে নিক্ষেপ কবল।

গজতুল্য ধীবগামী মহাধনুর্ধাবী বাম সীতা ও লক্ষ্মণেব সঙ্গে এতক্ষণে নিশ্চযই বনে প্রবেশ কবেছে। বনবাসেব দুঃখ তাদেব কোন দিনই ভোগ কবতে হযনি। কৈকেযীব প্রবোচনায় তুমি তাদেব বনবাসে পাঠালে, এখন তাদেব কি দুর্দশা হবে ? তাবা তরুণ বযসেব অথচ তাদেব সঙ্গে বস্ত্র প্রভৃতি কিছুই নেই। জীবেব ভোগেব সমযই তুমি তাদেব নির্বাসিত কবলে। ফলমূল আহাব কবে কি ভাবে তাবা কাল যাপন কববে ? আমাব জীবনে কি কখনো সেই সুসময় আসবে যখন আমি সীতা ও লক্ষ্মণেব সঙ্গে বামকে পুনঃ দেখতে পাবো ? বাম ও লক্ষ্মণেব প্রত্যাবর্তনেব সংবাদ শুনে অযোধ্যা নগবীব সকলেই পুনঃ আনন্দ চঞ্চল হবে,। এমন সুসময কখনো আসবে ?

কদা পবিণতো বুদ্ধ্যা বযসা চামবপ্রভঃ।
অভ্যুপৈষ্যতি ধর্মাত্মা সুবর্ষ ইব লালযন্॥ (অযো) ৪৩।১৬

—সুবৃষ্টি যেমন তাপিত ব্যক্তিকে শান্তি দান কবে, তেমনি পবিণত বুদ্ধি দেবকান্তি ধর্মাত্মা বাম আমাব শান্তিব জন্য আসবে ?

কৌশল্যা তাঁব এরূপ দুঃখেব কাবণ নির্ণয় কবতে গিযে পিছনেব জীবনেব দিকে দৃষ্টি দিযে বললেন, আমাব নিশ্চিত মনে হচ্ছে পূর্বে আমি কুৎসিত স্বভাব সম্পন্ন ছিলাম। এ পাপে বামেব প্রতি প্রবল

বাৎসল্য থাকা সত্ত্বেও আমি রামকে হারালাম। তিনি নিজেকে বৎস হীন গাভীর সঙ্গে তুলনা করলেন।

সাহং গৌরিব সিংহেন বিবৎসা বৎসলা কৃতা।
কৈকেয্যা পুরুষব্যাঘ্র বালবৎসেব গৌর্বলাৎ॥ (অযো) ৪৩।১৮

—সিংহ যেমন বৎস অপহরণ করে ধেনুকে বৎসহীন করে দেয়, কৈকেয়ীও তেমনি বলপূর্বক আমাকে পুত্রহীন করেছে।

সর্বগুণান্বিত আমার একমাত্র পুত্র রাম বিহীন এ জীবন ধারণ করতে আমি চাই না। রাম ও লক্ষ্মণ হীন জীবন আমি চাই না।

অয়ং হি মাং দীপয়তে সমুত্থিত —
স্তনূজশোকপ্রভবো হুতাশনঃ।
মহীমিমাং রশ্মিভিরুদ্ধতপ্রভো
যথা নিদাঘে ভগবান্ দিবাকরঃ॥ (অযো) ৪৩।২১

—গ্রীষ্মকালে তেজস্বী সূর্য যেমন প্রখর কিরণের দ্বারা এই পৃথিবীকে দগ্ধ করে। পুত্রশোকজাত অগ্নি আমাকে আজ সেই ভাবে দগ্ধ করছে।

কৌশল্যার উপরোক্ত বিলাপ পুত্রবৎসল জননীর অন্তরের করুণ ব্যথার অভিব্যক্তি। সপত্নীর এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ তিনি মার্জিত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। কোন রূপ রূঢ় কটু ভাষা তাঁর উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেননি। দুঃখিনী হলেও কৌশল্যা অতিশয় সংযমী।

কৌশল্যার বিলাপ শুনে লক্ষ্মণ জননী সুমিত্রা তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। (সুমিত্রা চরিত্র দ্রষ্টব্য)। শরৎকালের অল্প জল সমন্বিত মেঘ যেমন বায়ুর দ্বারা দূরে চালিত হয়। সুমিত্রা দেবীর সান্ত্বনা বাক্যে কৌশল্যার পুত্রশোক কিছু প্রশমিত হল।

কৌশল্যা শোকাভিভূত কিন্তু কর্তব্যচ্যুত নন।

সুমন্ত্র রাম ও তাঁর অনুগামীদের বনে রেখে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁদের সংবাদ শুনে পুরবাসীরা বিলাপ করতে থাকে। রাজা দশরথকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় ভূতলে পড়ে থাকতে দেখে অন্তঃপুরে

রোদনের রোল উঠল।

সুমিত্রার সহায়তায় কৌশল্যা দশরথকে শয্যায় বসালেন এবং বললেন, রাজা, রামের দূত রূপে সুমন্ত্র বন হতে প্রত্যাবর্তন করেছে। তুমি তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করছ না কেন ?

কৌশল্যা বক্রভাবে দশরথকে বললেন ঃ—

অদ্যেমমনয়ং কৃত্বা ব্যপত্রপসি রাঘব।
উত্তিষ্ঠ সুকৃতং তেহস্তু শোকে ন স্যাৎ সহায়তা॥
দেব যস্যা ভয়াদ্ রামং নানুপৃচ্ছসি সারথিম্।
নেহ তিষ্ঠতি কৈকেয়ী বিশ্রব্ধং প্রতিভাষ্যতাম্॥ (অঃ)
৫৭।৩০-৩১

—অন্যায় কাজ করে তুমি কি আজ লজ্জিত হয়েছো? উঠ, তোমার সত্য পালনের জন্য পুণ্য হোক, তুমি শোক করলে তোমার সহায়ক পরিজনবর্গও বিনষ্ট হবে। যার ভয়ে তুমি সারথি সুমন্ত্রকে রামের কথা কিছু জিজ্ঞেস করলে না সেই কৈকেয়ী এখানে নেই। তুমি নিশ্চিন্তে কথা বল।

শোকাকুল কৌশল্যা এরূপ বলতে বলতে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। কৌশল্যাকে মূর্ছিত হতে দেখে ও দশরথকে মূর্ছিত অবস্থায় দেখে উপস্থিত মহিলারা কাঁদতে লাগল। সংজ্ঞা লাভ করে দশরথ সুমন্ত্রকে বনবাসী পুত্রদ্বয় ও পুত্রবধূ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি সবিস্তারে সব জানালে শোকার্ত দশরথ বললেন, কৌশল্যা, আমি রামহীন হয়ে বেঁচে থাকতে পারবো না। আমি রামের সঙ্গে লক্ষ্মণকে দেখতে ইচ্ছা করেও দেখতে পাচ্ছি না। এইভাবে বিলাপ করতে করতে তিনি পুনরায় মূর্ছিত হলেন। কৌশল্যা মহারাজার ঐ করুণ বিলাপ শুনে স্বামীর মৃত্যু আশঙ্কা করে অত্যন্ত ভীত হলেন।

এদিকে কৌশল্যাও কম্পিত দেহে পুনঃ পুনঃ সংজ্ঞাহীন হয়ে সুমন্ত্রকে বললেন, সুমন্ত্র, যেখানে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা আছে, আমাকে সেইখানে নিয়ে চল। আমি তাদের অভাবে ক্ষণকালও বাঁচতে চাই

না। তুমি শীগ্‌গির রথ ফিরিয়ে নাও। আমাকেও দণ্ডকারণ্যে নিয়ে চল। যদি আমি তাদের অনুগামী না হতে পারি, তবে মরণ পণ করছি।

কৌশল্যার বিলাপ হতে বোঝা যায়, তার পুত্রশোক কত গভীর। রামের বনগমনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি যেন বুকে পাষাণ বেঁধে স্বীয় কর্তব্য করেছেন কিন্তু তাঁদের বনগমনের পর মুহূর্ত হতেই তিনি দুঃখ শোক বেদনায় মোহ্যমান। তাঁর এতটা অধীর হওয়ার কারণ তিনি স্বামীর থেকে উপযুক্ত সমাদর পাননি। কেবল রামের আশায় বুক বেঁধে ছিলেন। রামই তাঁর ভরসা ছিল।

সুমন্ত্র তাঁকে নানা ভাবে যুক্তি দিয়ে আশ্বাস দিলেও, কৌশল্যা হা প্রিয় পুত্র, হা রাম, বলে বিলাপ করতে থাকেন। এবং স্বামীকে কটাক্ষ করে বললেন, তুমি দয়ালু, দানশীল, প্রিয়ংবাদী ও রঘুকুলভূষণ —এজন্য ত্রিলোকে তোমার যশ বিস্তৃত। যে পুত্রদ্বয় সুখে লালিত পালিত সীতার সঙ্গে তুমি তাদের দুঃখ দিলে। তারা কিরূপে এ দুঃখ সহ্য করবে? সীতা কোমলাঙ্গী ও সর্বদা সুখ ভোগ করেছে, এই তরুণ বয়সে সে কিরূপে শীত ও গ্রীষ্ম সহ্য করবে?

এইভাবে কৌশল্যা সুখী পুত্রদ্বয় ও পুত্রবধূর বর্তমানে অরণ্যে চরম দুর্দশার উল্লেখ করে বললেন, আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্রের ন্যায় কঠোর নতুবা রাম বিহনে এখনও তা বিদীর্ণ হচ্ছে না কেন?

পুনরায় কৌশল্যা দশরথকে অনুযোগ করে বলেছেন কারো সঙ্গে পরামর্শ না করেই তুমি যে কাজ করেছ, তার ফলে সুখ ভোগের প্রকৃত অধিকারী আমার প্রিয়জনই বিতাড়িত হয়ে অরণ্যে ভ্রমণ করছে।

কৌশল্যা দুঃখে ক্ষোভে কটূক্তি করলেও স্বামীর প্রতি তাঁর সমবেদনা ক্ষীণ হয়নি। তাই তিনি স্বামীর ভয়ের হেতু কি তা উপলব্ধি করেই তাঁকে নির্ভয়ে তাঁর অভিলষিত নানা প্রশ্ন সুমন্ত্রকে জিজ্ঞেস করতে বললেন।

যদি পঞ্চদশে বর্ষে রাঘবঃ পুনরেষ্যতি।

জহ্যাদ্ বাজ্যঞ্চ কোশঞ্চ ভবতো নোপলক্ষ্যতে ॥ (অযো) ৬১।১১

—যদি বাম পনেব বছবে অযোধ্যায প্রত্যাবর্তন কবে। তখন ভবত যে বাজ্য ও ধন ভাণ্ডাব ছেড়ে দেবে—তা মনে হয না।

তাঁব এরূপ আশঙ্কাব যৌক্তিকতা দেখিযে তিনি বললেন, শ্রাদ্ধেব সময যদি কোন ব্যক্তি প্রথমে নিজ বান্ধবকে ভোজন কবিয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে কবে এবং পবে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদেব ভোজন কবাতে চায়, তাহলে তখন দেবতুল্য বিদ্বান গুণবান ব্রাহ্মণবা সুধাভক্ষণেও অভিলাষী হয না।

ব্রাহ্মণেষ্বপি বৃত্তেষু ভুক্তশেষং দ্বিজোত্তমাঃ।

নাভ্যুপেতুমলং প্রাজ্ঞাঃ শৃঙ্গচ্ছেদমিবর্ষভাঃ ॥ (অযো) ৬১।১৪

—বৃষ যেমন নিজ শৃঙ্গ ছেদনে সম্মত হয় না, তেমনি জ্ঞানী ব্রাহ্মণেবা ব্রাহ্মণদেব ভোজ্যাবশিষ্ট অন্ন ভোজনে সম্মত হয় না।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বামই বা কি প্রকাবে কনিষ্ঠেব উপভুক্ত রাজ্য গ্রহণে সম্মত হবে ?

এ ধবণেব নানা প্রশ্ন ও আশঙ্কা তাঁব মনে উঁকি দিচ্ছিল, এবং বামেব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ছবি তাঁব মনে বা চোখে পড়ল না।

নৈবংবিধমসৎকাবং বাঘবো মর্ষযিষ্যতি।

বলবানিব শার্দূলো বালধেবভিমর্শনম্ ॥ (অহো) ৬১।১৯

—কেউ লেজ স্পর্শ কবলে বলবান ব্যাঘ্র তা সহ্য কবে না, তেমন বামও এইরূপ অপমান সহ্য কববে না।

মহাযুদ্ধে দেবতা, অসুব প্রভৃতি মিলিত হযেও বামেব ভীতি উৎপাদন কবতে পাবে না। কিন্তু বাম ধর্মপবায়ণ। সে সব লোককে অধর্ম হতে ধর্ম পথে চালিত কবে থাকে। সুতবাং সে কিরূপে অধর্ম কববে। বাম মহাবাহু ও মহাবীব।

স তাদৃশঃ সিংহবলো বৃষভাক্ষো নবর্ষভঃ।

স্বযমেব হতঃ পিত্রা জলজেনাত্মজো যথা ॥ (অযো) ৬১।২২

—মৎস্য যেমন নিজ সন্তানকে নিহত কবে, তেমনি সিংহেব ন্যায়

বলবান যুবনেত্র নরশ্রেষ্ঠ রাম পিতা কর্তৃক নিহত হয়েছে।

যদি ধর্মপালনরত পুত্রকে নির্বাসিত করে ঋষিদের দ্বারা নির্দিষ্ট দ্বিজাতিদের আচরিত ধর্ম পালন করছো মনে কর, তাতে আমি সর্ব প্রকারেই নষ্ট হবো।

অন্যত্র তিনি মহারাজ দশরথকে বলেছেন—

গতিরেকা পতির্নার্যা দ্বিতীয়া গতিরাত্মজঃ।

তৃতীয়া জ্ঞাতয়ো রাজংশ্চতুর্থী নৈব বিদ্যতে॥ (অযো) ৬১.২৪

– স্ত্রীর প্রথম গতি স্বামী, দ্বিতীয় গতি পুত্র, তৃতীয় গতি জ্ঞাতিগণ, চতুর্থ গতি হয় না। তুমি আমার প্রথম গতি হলেও সপত্নীর বশীভূত হওয়ায় আমার নও। আমার দ্বিতীয় গতি রামকে নির্বাসিত করেছ। এই ভাবে তুমি আমাকেও সর্বতোভাবে নষ্ট করেছ।

এই কাজ করে তুমি একমাত্র কৈকেয়ী ও তার পুত্র ভরত ব্যতীত অন্য সকলকেই বিনষ্ট করেছো।

শোকার্ত দশরথ অনুতপ্ত হয়ে বললেন, কৌশল্যা, তুমি অন্যের প্রতিও সর্বদা স্নেহ প্রকাশ করে থাকো, কখনও নির্দয় ব্যবহার কর না। স্বামী নির্গুণ হোক, বা গুণবান হোক, ধার্মিক নারীদের নিকট তিনি প্রত্যক্ষ দেবতা। তুমি সর্বদা ধর্মপরায়ণা। সংসারে কোন বিষয়টি হেয় বা কোনটি উত্তম তা তুমি জান। অতএব তুমি দুঃখে পড়ে আমাকে এমন অপ্রিয় কথা বলতে পারো না, যেহেতু আমি অতি দুঃখী।

দশরথ এই কথা বললে শোকগ্রস্তা কৌশল্যা মহারাজের দুটো হাত নিজ মাথায় রেখে ভীত ভাবে সসম্ভ্রমে বললেন, আমি ভূলুণ্ঠিত হয়ে তোমার পা ছুঁয়ে প্রার্থনা করছি—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে, আমি বিনষ্ট হব। কারণ আমার কাছে তোমার ক্ষমা প্রার্থনা উচিত না। এই সংসারে সেই স্ত্রী কখনও কুলস্ত্রী হয় না ইহলোক ও পরলোকের গৌরব-জনক পতি যাকে এই ভাবে অনুনয় ও প্রসন্ন করতে হয়। রাজা

আমি ধর্মেব স্বরূপ জানি এবং তোমাকেও সত্যবাদী জানি। কিন্তু পুত্রশোকে অতিশয় বিহ্বলা হয়েই আমি তোমাকে অপ্রিয কথা বলছি।

পুত্রশোকে ধৈর্যহীন কৌশল্যা সব গুণে গুণান্বিতা পবম সতীসাধ্বী স্ত্রী হলেও শোকে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি প্রিয় অপ্রিয বোধ হাবা হয়েছিলেন। তাঁব সম্বিত ফিবে আসলে তিনি স্বামীকে রূঢ কথা বলেছেন বলে অনুতপ্ত হয়ে আত্মদোষ স্খালনেব জন্য বললেন—

শোকো নাশয়তে ধৈর্য্যং শোকো নাশয়তে শ্রুতম্।
শোকো নাশযতে সর্বং নাস্তি শোকসমো রিপুঃ॥

(অযো) ৬২।১৫

—শোকে ধৈর্য, শাস্ত্র জ্ঞান সমস্তই নষ্ট হয়। শোক সব কিছু নষ্ট কবে। শোকেব তুল্য এমন শত্রু নেই। বামেব বনগমনেব পব পাঁচটি বজনী যেন তাঁব কাছে পাঁচটি বছবেব মত দীর্ঘ মনে হয়েছিল।

শত্রুব প্রহাব সহ্য কবা যায়, কিন্তু শোক অতি সামান্য হলেও কিছুতেই সহ্য কবা যায না।

ত্বং হি চিন্তযমানায়াঃ শোকোঽয়ং হৃদি বর্ধতে।
নদীনামিব বেগেন সমুদ্র সলিলং মহৎ॥ (অযো) ৬২।১৮

—যেমন নদীগুলিব বেগেব দ্বাবা সমুদ্রেব জল বৃদ্ধি পায। তেমনি বামেব চিন্তায় আমাব হৃদযে শোক বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই ভাবে কৌশল্যা মহাবাজা দশবথেব দুঃখ প্রশমনেব কথা বলতে লাগলেন। ক্রমে সূর্যেব তেজ ক্ষীণ হওযায দিবসান্তে বজনী উপস্থিত হলো। কৌশল্যাব কথায় আশ্বস্ত ও রামেব শোকে কাতব হয়ে দশবথ নিদ্রামগ্ন হলেন।

অল্পক্ষণ পবেই দশবথ জেগে উঠলেন। বাহু নামে অসুব যেভাবে সূর্যকে আক্রমণ কবে, বাম-লক্ষ্মণেব নির্বাসনেব শোক সেই ভাবে দশবথকে আক্রমণ কবে। বামেব নির্বাসনেব পর ষষ্ঠ দিবসে অর্ধবাত্রিতে বাজা দশবথ পূর্বকৃত দুষ্কর্ম স্মবণ করে তা কৌশল্যাব কাছে ধীবে

ধীরে প্রকাশ করলেন—

যদাচরতি কল্যাণি শুভং বা যদি বাঽশুভম্।

তদেব লভতে ভদ্রে কর্তা কর্মজমাত্মনঃ ॥ (অযো) ৬৩।৬

—কল্যাণি, মানুষ শুভ বা অশুভ যে কাজই করবে, শুভাশুভকর্তা সেই মানব নিজ কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করবে।

যে লোক কাজ আরম্ভ করবার সময় কাজের লঘুত্ব গুরুত্ব কিংবা দোষ গুণ বিচারের দ্বারা অবগত হয় না, তাকে বালক বলা হয়। যদি কেউ পলাশ পুষ্প দেখে ঐ পুষ্পজাত ফলের জন্য লোভ প্রকাশ করে এবং আম্রবন ধ্বংস করে পলাশ মূলে জল দেয়, তাহলে ফল লাভের সময় অবশ্যই তাকে দুঃখ পেতে হবে। যে ব্যক্তি ফলের কথা না ভেবে কাজ করে, সে পলাশ সেচনকারীর মত ফল লাভ কালে অবশ্যই শোকগ্রস্ত হবে।

সোঽহমাম্রবনং ছিত্ত্বা পলাশাংশ্চ ন্যষেচযম্।

রামং ফলাগমে ত্যক্ত্বা পশ্চাচ্ছোচামি দুর্মতিঃ ॥ (অযো) ৬৩।১০

—কর্মফল বিচার না করে দুর্মতি আমি আম্রবন কাটতে গিয়ে পলাশ বৃক্ষে জল সেচন করেছি। রামকে ত্যাগ করে ফললাভের সময় পরে আমাকে অনুতাপ করতে হচ্ছে।

উপরোক্ত উপমা দিয়ে দশরথ নিজের বুকের বেদনা ব্যক্ত করলেন। তিনি কৌশল্যার নিকট তাঁর বিগত জীবনের দরজা খুলে দিযে বললেন,—আমি কুমার অবস্থায় ধনুর্ধারী ও শব্দবেধী বলে খ্যাতি লাভ করেছিলাম। ঐ শব্দবেধীর অহমিকার জন্যই আমি সেই পাপ করেছিলাম।

তদিদং মেঽনুসংপ্রাপ্তং দেবি দুঃখং স্বযংকৃতম্।

সম্মোহাদিহ বালেন যথা স্যাদ্ভক্ষিতং বিষম্ ॥ (অযো) ৬২।১২

—মোহবশতঃ বালক যেমন বিষ ভক্ষণ করে, তেমনি আমি মোহবশতঃ পাপ করেছিলাম। আমার দুষ্কর্মের ফল স্বরূপ এখন এই দুঃখ পাচ্ছি।

সাধাবণ লোক যেমন পলাশ পুষ্পেই আকৃষ্ট হয়, ফলের প্রতি দৃষ্টিপাত কবে না, আমিও তেমনি শব্দবেধী হওয়ায ফলেব প্রতি লক্ষ্য না কবে তাতে অনুবক্ত হয়েছিলাম। তোমাব তখনও বিযে হয নি। আমি যুববাজ ছিলাম। সেই সময় বর্ষাকালে ব্যায়াম অনুশীলনেব সঙ্কল্প নিযে ধনুর্বাণ নিয়ে বথে চড়ে আমি সবযূ নদীতে গেলাম। আমি বাত্রিতে নদীব ঘাটে জল পানার্থে সমাগত মহিষ, হস্তী, মৃগ ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু বধ কবতে ইচ্ছা কবলাম। গভীব অন্ধকাবে নিকটস্থ কলস পূর্তিব শব্দকে নদীগমনকাবী হস্তীব শব্দ ভ্রমে সেই হস্তীকে বধ কবাব উদ্দেশ্যে তূণীব হতে বিষধব সর্পেব ন্যায় শব তুলে শব্দ লক্ষ্য কবে সেই দিকে শব নিক্ষেপ কবলাম। আমি যে দিকে তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ কবলাম, সেই স্থান হতে কোন এক বনবাসীব 'হা' 'হা' শব্দ শুনতে পেলাম। আমার তীক্ষ্ণ বাণে তাব বুক বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সে জলে পতনোন্মুখ হয়ে ভূলুণ্ঠিত হল। সে হাহাকার বোল হতে এক মনুষ্য কণ্ঠ স্পষ্ট হলো।

আমাদেব মত তপস্বীব উপব কি প্রকাবে অস্ত্রাঘাত হল? আমি বাত্রিশেষে নির্জন নদীতে জল নেবাব জন্য এসেছি। কে আমাকে বাণাহত কবলে? আমি কাব অপকাব কবেছি? আমি ঋষি, বন্য ফলমূলে জীবন ধাবণ কবি। কাউকে দণ্ড দিই না। আমাব মত জটাধাবী, বল্কল ও মৃগচর্ম পবিধানকাবী ব্যক্তিকে অস্ত্রেব দ্বাবা বধ কবা কিরূপে সঙ্গত? আমাকে বধ কবে কাব উপকাব হবে? আমি তাব কি অপকাব কবেছি? যে ব্যক্তি এই কাজ কবেছে তাব কোন ফল হবে না ববং অনর্থই হবে। আমাব প্রাণ নাশেব জন্য আমি দুঃখিত নই। কিন্তু আমাব মৃত্যুতে আমাব পিতামাতাব জন্যই দুঃখিত। আমি বৃদ্ধ মাতাপিতাকে চিবকাল প্রতিপালন কবে আসছি। আমাব মৃত্যুতে আমাব মাতা পিতা কিভাবে জীবন ধাবণ করবেন? হায়, আমাব বৃদ্ধ মাতা পিতা ও আমি একটি বাণেব দ্বাবা নিহত হলাম।

দশবথ কৌশল্যাকে বললেন—আমি সর্বদা ধর্মপবাযণ। সুতবাং ঐরূপ করুণ বাক্য শুনে অতিশয দুঃখিত হলাম। আমাব হাত হতে ধনুর্বাণ পড়ে গেল। সেই বাত্রে ক্রন্দনবত ঋষিব করুণ কাহিনী শুনে আমি শোকাবেগে বিহ্বল ও বিচাব বুদ্ধিহীন হলাম। পবে অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে সেই স্থানে গেলাম। সবযূ তীবে আমাব বাণে আহত তাপস বালককে দেখতে পেলাম। তাঁব জটাভাব বিক্ষিপ্ত, জলকুম্ভ হস্তচ্যুত ধূলি ও শোণিত ধাবায সর্ব শবীব পবিব্যাপ্ত হযেছে। অস্ত্রবিদ্ধ হযে তিনি ভূতলে শাযিত আছেন। তাঁকে দেখে আমি ভীত ও ব্যাকুল হলাম। তিনি আমাকে দেখে ক্রুদ্ধ হযে বললেন, বাজন, আমি বনে বাস কবছি। এই অবস্থায় আমি আপনাব কি অপকাব কবেছি? আমি মাতা পিতাব জন্য জল আহবণে এসেছিলাম। আপনি আমাকে বাণেব দ্বারা আঘাত কবলেন এবং একটি বাণেব আঘাতে আমাকে ও আমাব মাতা পিতাকে নিহত কবলেন। তাঁবা উভযেই অন্ধ, দুর্বল এবং তৃষ্ণাতুব হযে আমাব প্রতীক্ষা কবছেন। তাঁবা আমাব প্রত্যাবর্তনেব প্রত্যাশায় অতি কষ্টে তৃষ্ণাব জ্বালা সহ্য কবে আছেন।

ন নূনং তপসো বাস্তি ফলযোগঃ শ্রুতস্য বা ॥
পিতা যন্মাং ন জানীতে শাযানং পতিতং ভুবি।

(অযো) ৬৩।৪১-৪২

—আমি মনে কবি যে আমাব তপস্যা ও বেদাধ্যয়নেব কোন ফলই নেই। কাবণ আমি ভূলুণ্ঠিত হযে বয়েছি, এটা পিতা জানতে পাবছেন না।

আব জানতে পাবলেই বা তিনি কি কববেন। তিনি স্বযং বার্দ্ধক্যেব জন্য অশক্ত এবং অন্ধত্বেব জন্য চলাফেবায অসমর্থ।

ভিদ্যমানমিবাশক্তস্ত্রাতুমন্যো নগো নগম্।
পিতৃস্ত্বমেব মে গত্বা শীঘ্রমাচক্ষু বাঘব ॥
ন ত্বামনুদহেৎ ক্রুদ্ধো বনমগ্নিবিবৈধিতঃ।

ইয়মেকপদী রাজন্ যতো মে পিতুরাশ্রমঃ ॥

(অযো) ৬৩।৪৩-৫৪

—একটি বৃক্ষ বিদীর্ণ হলে যেমন অন্য বৃক্ষ তাকে রক্ষা করতে অসমর্থ হয়, আমার পিতাও আমাকে রক্ষা করতে অসমর্থ। রাঘব, বায়ু চালিত অগ্নি যেমন বনকে দগ্ধ করে, আমার পিতার ক্রোধ আপনাকে দগ্ধ করবার পূর্বেই আপনি আমার পিতার নিকট সত্বর গিয়ে এই সংবাদ দিন।

এই সংকীর্ণ পথ দিয়ে আমার পিতার আশ্রমে যাওয়া যায়। আপনি তার সমীপে গিয়ে তাকে প্রসন্ন করুন।—যাতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আপনাকে অভিশাপ না দেন। আপনি আমার বুক হতে এই বাণ উচ্ছেদ করে আমাকে শল্য হীন করুন।

কৌশল্যা, তপস্বীর এই সব কথা শুনে বাণের বিষয় আমি চিন্তা করতে লাগলাম যে যদিও এই শল্য তাঁর পক্ষে খুবই যন্ত্রণাদায়ক কিন্তু এইটি উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে ইনি প্রাণ ত্যাগ করবেন। আমি চিন্তা ও দ্বিধাগ্রস্ত তাপস বালক তা লক্ষ্য করলেন। এবং আমার ঐ অবস্থা দেখে তিনি অতি কষ্টে বললেন—আমি স্থির চিত্ত হচ্ছি। আপনি ব্রহ্মহত্যারূপ দুঃখ হৃদয় হতে দূর করুন। (ব্রহ্মহত্যাকৃতং তাপং হৃদযাদপনীয়তাম্) আমি দ্বিজাতি নই। আপনার মনে ব্রহ্মহত্যার আশঙ্কা যেন না হয়। আমি বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে জন্মেছি। মুনি কুমার ঐরূপ বললে, আমি অতি কষ্টে তার বুক থেকে শল্য উদ্ধার করলাম। তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

দশরথ বললেন, ব্যথিত চিত্তে জলপূর্ণ ঘটটি নিয়ে আশ্রমে গেলাম। সেখানে বৃদ্ধ উত্থানশক্তি হীন অন্ধ দম্পতীকে দেখলাম। এঁরাই ঐ মুনি কুমারের মাতা পিতা। আমার পায়ের শব্দ শুনে ঐ অন্ধমুনি বললেন, বৎস, তুমি এত বিলম্ব করলে কেন ? শীঘ্র জল আনো। তোমার মাতা যাঁর জন্য তুমি জল আনতে গিয়ে জল

ক্রীড়া কবছিলে, তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা। তুমি শীঘ্র আশ্রমে প্রবেশ কব। পুত্র, তুমিও তপস্বী। তোমাব মাতা কিংবা আমি যদি তোমাব কোনৰূপ অপ্রিয় কাজ কবে থাকি, তা মনে বেখো না।

ত্বং গতিস্ত্বগতীনাঞ্চ চক্ষুস্ত্বং হীনচক্ষুষাম্।
সমাসক্তাস্ত্বয়ি প্রাণাঃ কথং ত্বং নাভিভাষসে॥ (অযো)
৬৪।১০

—আমাদেব তুমিই গতি ও চক্ষু। যেহেতু আমবা গতিহীন ও অন্ধ আমাদেব প্রাণ তোমাতেই নির্ভবশীল। বৎস, তুমি কথা বলছ না কেন?

অন্ধ মুনি এইভাবে অপবিস্ফুট স্খলিত ও পিপাসর্ত হযে বললেন। আমি ভীত হয়ে তাকে বললাম। আমি ক্ষত্রিয়। আমাব নাম দশবথ। আমি আপনাব পুত্র নই। আমি সবিস্তাবে তাঁব নিকট পুত্রেব মৃত্যু সংবাদ দিলাম এবং বললাম মৃত্যুব পূর্বে আপনাবা উভযেই অন্ধ, আপনাদেব কি দশা হবে—এই দুঃখে তাপস কুমাব বিলাপ কবছিলেন। আমি অজ্ঞানবশতঃ আপনাব পুত্রকে হত্যা কবেছি। যা হবাব তা হযেছে, এখন আমাব এই কার্য্যে যা কর্তব্য করুন। আপনি আমাব প্রতি প্রসন্ন হোন। আমাব এই স্বীকাবোক্তিব জন্য মুনি আমাকে কঠোব শাপ দিতে পাবলেন না!

আমি কবযোডে তাঁব সামনে দাঁডিযে থাকলে সেই ঋষি অশ্রু প্লাবিত নযনে এক দীর্ঘশ্বাস টেনে বললেন, বাজন, যদি আপনি স্বযং এসে আমাকে এই অশুভ সংবাদ না দিতেন তাহলে এখনই আপনাব মস্তক শত সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হযে যেতো। বানপ্রস্থধর্মাবলম্বীকে যদি কোন ক্ষত্রিয জ্ঞান পূর্বক নিহত কবে তাহলে যে পাতক হয, তাব দ্বাবা ইন্দ্রতুল্য ব্যক্তিও স্থানচ্যুত হয। আমাব পুত্রেব ন্যায ব্রহ্মবাদী তপস্বী মুনিব উপব স্বজ্ঞানে শবনিক্ষেপ কবলে, নিক্ষেপকাবীব মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হয। আপনি অজ্ঞানবশতঃ এই কাজ কবেছেন। সেই জন্য এখনো জীবিত আছেন। জ্ঞান পূর্বক এই কাজ কবলে

আমবা আপনার কথা কি বলব, এতক্ষণে বঘুবংশই নির্মূল হয়ে যেতো।

মুণি অতঃপব পুত্রের শবেব পার্শ্বে যেতে চাইলেন। তখন আমি একাকীই মুনি দম্পতীকে পুত্রেব মৃতদেহেব পাশে নিয়ে গিয়ে তাঁদেব দিযে তাব শব স্পর্শ কবালাম। শোকার্ত মাতা পিতা উভয়েই মৃত সন্তানেব দেহেব উপব লুঠিয়ে পড়ে বিলাপ কবতে থাকেন। এবং বললেন এই তপস্বীব বংশে জন্মগ্রহণ কবে কেউই অশুভগতি প্রাপ্ত হয়নি। তুমি আমাব একমাত্র বান্ধব। যে তোমাকে নিহত কবেছে, সেই ব্যক্তির অশুভগতি হবে। (স তু যাস্যতি যেন ত্বং নিহতো মম বান্ধবঃ) মুনি দম্পতী বাব বাব এই বিলাপ করলে, সেই সময় মুনি কুমার নিজ কর্ম বলে দিব্যদেহ ধাবণ করে অতি সত্বর ইন্দ্রের সঙ্গে স্বর্গে গমন কবতে উদ্যত হলেন এবং ইন্দ্রেব সঙ্গে তিনি বৃদ্ধ মাতা পিতাকে আশ্বস্ত কবে পিতাকে বললেন,—

স্থানমস্মি মহৎ প্রাপ্তো ভবতোঃ পবিচাবণাৎ।
ভবন্তাবপি চ ক্ষিপ্রং মম মূলমুপৈষ্যথঃ॥ (অযো) ৬৪।৪৯

—আপনাদেব উভয়েব পবিচর্য্যা কবাব জন্য আমি উত্তমগতি প্রাপ্ত হলাম। আপনাবাও অতি শীঘ্রই আমাব নিকট আসবেন। পিতাকে এইরূপ আশ্বাস দিয়ে দিব্য সুশোভন বিশাল বিমানে কবে মুনিপুত্র স্বর্গে গেলেন।

অতঃপর মুনি পত্নীব সঙ্গে অতি সত্বব পুত্রেব তর্পণ ক্রিয়া সম্পন্ন কবে আমাকে বললেন, বাজন, তুমি এখনই আমাকে বধ কব। মৃত্যুতে আমাব আব কষ্ট নেই। আমাব একটি মাত্র পুত্রকে তুমি বধ কবে আমাকে পুত্রহীন কবলে। তুমি অজানত আমাব পুত্রকে নিহত কবায় সদ্য ভস্মসাৎ না কবে আমি তোমাকে দুঃখজনক অভিশাপ দিচ্ছি।

পুত্রব্যসনজং দুঃখং যদেতন্মস সাম্প্রতম্।
এবং ত্বং পুত্রশোকেন বাজন কালং কবিষ্যসি॥ (অযো) ৬৪।৫৪

—এখন পুত্র বিয়োগজনিত আমাব যেরূপ দুঃখ হচ্ছে, তেমনি পুত্রশোকই তোমাব মৃত্যুব কাবণ হবে।

তুমি ক্ষত্রিয় এবং অজ্ঞান বশতঃই ঋষিকে হত্যা কবেছ। এইজন্য ব্রহ্মহত্যা তোমাকে গ্রাস কবছে না। (তস্মাত্বং নাবিশত্যাশু ব্রহ্মহত্যা নবাধিপ।)

মুনি দম্পতী দশবথকে অভিশাপ দিয়ে বললেন দাতা ব্যক্তি যেমন দক্ষিণা দানেব ফল অবশ্যই পায়। তেমনি অচিবেই তুমি এই কাজেব ভযানক ফল পাবে। এই অভিশাপ দিযে বিলাপ কবতে কবতে তাঁবা চিতায আবোহণ কবে স্বর্গধামে চলে গেলেন।

দশবথ উপবোক্ত কাহিনী বিবৃত কবে বললেন, অখাদ্য দ্রব্যেব সঙ্গে অন্ন ভোজন কবলে যেমন ব্যাধি আক্রমণ কবে, তেমনি পূর্বকৃত কর্মফলে আমি দুঃখে পড়েছি। ঋষিব অভিশাপ আজ ফললো বলে তিনি কাঁদ কাঁদ স্ববে বললেন,—

কৌশল্যা, পুত্রশোকে আমাব মৃত্যু আসন্ন, আমি এখন তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি আমাকে স্পর্শ কব। মৃত্যু পথিক কাউকে দেখতে পায় না। যদি বাম আমাকে একবাব স্পর্শ কবত কিংবা কিঞ্চিৎ অর্থ অথবা যৌববাজ্য গ্রহণ কবত, তাহলে আমি বেঁচে যেতাম। দেবি, আমি বামেব প্রতি যে ব্যবহাব কবেছি, তা আমাব উচিত হযনি। কিন্তু সে আমাব প্রতি যেরূপ ব্যবহাব কবেছে, তা তাব উপযুক্তই হযেছে। কৌশল্যা, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। আমাব স্মৃতি লোপ পাচ্ছে। আমাব মনে হচ্ছে আমাব মৃত্যু নিকটবর্তী এব চেযে অধিক দুঃখ আব কি যে আমি এই মৃত্যুকালে ধর্মজ্ঞ সত্য পবাক্রম বামকে দেখতে পাচ্ছি না। (ন হি পশ্যামি ধর্মজ্ঞং বামং সত্যপবাক্রমম্)

তিনি শোকে অভিভূত হযে বিলাপ কবে বললেন, আমি এখন অনাথ ও প্রায় জ্ঞানশূন্য। হায বঘুকুলনন্দন, হায় মহাবাহো, হায় ক্লেশনাশন, হায পিতৃবৎসল। তুমিই আমাব বক্ষা কর্তা, তুমিই

আমাব পুত্র। তুমি এই সময কোথায় গেলে ?

হায় কৌশল্যা, হায সুমিত্রা, তোমবা কোন দোষ কবনি। আমি আব তোমাদেব দেখতে পাচ্ছি না। হায় কৈকেয়ী, কুলকলঙ্কিনী, তুমি অতি ক্রুব প্রকৃতি এবং আমাব পবম শত্রু। এইভাবে শোক কবতে কবতে মহাবাজা দশবথ কিছুক্ষণেব জন্য শান্ত হলেন।

দশবথকে শান্ত স্তব্ধ দেখে কৌশল্যা ও সুমিত্রা নিদ্রিত হলে তিনি শোকে ও তাপে মৃত্যুব কোলে ঢলে পডলেন।

মহাবাজা দশবথকে স্ত্রৈণ বলে কোন কোন সমালোচক মন্তব্য কবেছেন। কিন্তু দশবথেব অভিশপ্ত জীবন ও বামেব জন্য ব্যাকুল হযে তাঁব দেহ ত্যাগেব মধ্যেই কি সে অভিযোগ খণ্ডন কবা যায না ? যথার্থই তিনি যদি স্ত্রৈণ হতেন, তবে কৈকেযীকে তিনি এভাবে তিবস্কাব কেন কববেন ? তিনি তো পবমানন্দে ভবতকে সিংহাসনে বসিযে কৈকেযীব সঙ্গে আনন্দে দিন যাপন কবতে পাবতেন। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি কৈকেযীকে সমব ক্ষেত্রে তাঁকে সেবা কবাব জন্য যে বব দিযেছিলেন, সেই সত্য বক্ষার্থেই তো তিনি তাঁব ইচ্ছাব বিরুদ্ধে এমন কাজ কবলেন, যা তিনি নিজেও সহ্য কবতে পাবলেন না।

বাত্রে কৌশল্যাব কক্ষেই দশবথ তন্দ্রাভিভূত হযেছিলেন। তাঁব পাশে

কৌশল্যা চ সুমিত্রা চ পুত্রশোকপবাজিতে।
প্রসুপ্তে ন প্রবুধ্যেতে যথাকালসমন্বিতে॥ (অযো) ৬৫।১৬

—বিধিব বিধান অখণ্ডনীয়। তাই বেহুলাকে নিদ্রায মগ্ন বেখে যেমন লক্ষিন্দবেব চিবনিদ্রাব ব্যবস্থা কবেছিলেন কালপুরুষ, তেমনি শোকতুবা দুই বানী যখন দুঃখে শোকেব ক্লান্তিতে গভীব নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, তখনই দশবথ চিব নিদ্রাব কোলে ঢলে পডলেন।

কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে নিদ্রিত দেখে এবং নিদ্রিত থাকা অবস্থায মহাবাজ প্রাণহীন হযেছেন বুঝে সমস্ত অন্তঃপুব মৃতপ্রায় হয়ে পডল। দশবথেব অন্যান্য মহিষীদেব কান্নায কৌশল্যা ও সুমিত্রাব ঘুম ভাঙ্গল।

তাঁবা উভয়ে বাজাকে দেখে ও স্পর্শ কবে শোকাতিভূত হয়ে ভূতলে পতিত হলেন।

অতঃপব মৃত স্বামী দশবথেব মস্তক কোলে নিযে কৌশল্যা অশ্রুপূর্ণ নযনে কৈকেয়ীকে তিবস্কাব কবে বললেন, কৈকেযি! তোমাব স্বভাব অত্যন্ত কূট। তুমি বাজাকে ত্যাগ কবে সানন্দে নিষ্কণ্টক বাজ্য ভোগ কব। তোমাব অভিলাষ পূর্ণ হোক। বাম আমাকে ত্যাগ কবে চলে গেছে। এখন স্বামীও চলে গেলেন। এই অবস্থায় আমি আব বাঁচতে চাই না। তোমাব মত ধর্ম ত্যাগিনী ভিন্ন অন্য কোন্ স্ত্রী দেবতা স্বরূপ স্বামীকে ত্যাগ কবে বাঁচতে চায়?

ন লুব্ধো বুধ্যতে দোষান্ কিং পাকমিব ভক্ষয়ন্।
কুব্জানিমিত্তং কৈকয্যা বাঘবাণাং কুলং হতম্॥

(অযো) ৬৬।৬

—লুব্ধ ব্যক্তি অন্যেব সম্পত্তি লাভেব জন্য বিষ ভোজন কবালে তাতে যে দোষ হয, তা বুঝতে পাবে না। কুব্জাব জন্য কৈকেযীব দ্বাবা বঘুবংশ ধ্বংস হল।

কৈকেয়ীব জন্য বাজা দশবথ বামকে নির্বাসিত কবে সীতাকেও নির্বাসিত কবাব ন্যায় অন্যায কাজ কবেছেন। এই দুঃসংবাদে বাজা জনক আমাবই মত দুঃখ পাবেন। বাম জীবিত থেকেও সে আমাব দৃষ্টিব অগোচবে চলে গেছে। সেজন্য আমি যে অনাথ ও বিধবা হলাম তা সে জানতে পাবছে না। (সে মামনাথাং বিধবাং নাদ্য জানাতি ধার্মিকঃ।) সদাচাবব্রতী বৈদেহী অবণ্যে নানা প্রকাব দুঃখে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হচ্ছে।

বৃদ্ধ জনক সীতাব বিষয চিন্তা কবে শোকাকুল হযে নিশ্চযই প্রাণ ত্যাগ কববেন। যাহোক আমি পাতিব্রত্যধর্ম পালনেব জন্য আজই প্রাণ ত্যাগ কবব। (সাহমদ্যৈব দিষ্টান্তং গমিষ্যামি পতিব্রতা।) স্বামীব মৃতদেহ আলিঙ্গন কবে আগুনে প্রবেশ কবব। কৌশল্যা স্বামীব মৃতদেহ আলিঙ্গন কবে এইভাবে বিলাপ কবতে লাগলেন।

শোক শোভাযাত্রা করে আসে। যে স্বামী জীবিতাবস্থায় কখনও প্রধানা স্ত্রীর যোগ্য সমাদর দেননি যাঁর জন্য তাঁর একমাত্র পুত্র ও পুত্রবধূ চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসী হয়েছেন, তাঁর মৃত্যুতে এইভাবে তাঁর শোক করার মধ্যে যথার্থ ই তাঁর পাতিব্রত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

অতঃপর অমাত্যগণ শোকাকুল কৌশল্যাকে অন্যান্য মহিলাদের দ্বারা অন্যত্র সরিয়ে নিলেন, বশিষ্ঠ প্রভৃতির আদেশানুসারে তৈলপূর্ণ পাত্রে রাজার শব সংরক্ষিত করা হল এবং সেই সময়ে করণীয় সমস্ত কাজ সম্পন্ন করলেন। দশরথের যে কোন একজন পুত্রের অনুপস্থিতিতে শব দাহ করতে অমাত্যরা রাজি হলেন না।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভরত মাতুলালয় হতে দশরথের মৃত্যুর পর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করে কৌশল্যার সঙ্গে দেখা করলে—

পুত্র বলি কৌশল্যা ভরতে নিল কোলে।
উভয়ের সর্বাঙ্গ তিতিল নেত্রজলে॥

— — — — — —

মায়ে—পোয়ে রাজ্য কর ভরত এখন।
কালি রাজা হবে রাম আজি অধিবাস॥
হেনকালে, তব মাতা দিল বনবাস॥
হরিল কাহার ধন রাম কার নারী।
কোন্ দোষে পুত্রে মোর করে দেশান্তরী॥
আমাকে করিয়া দূর ঘুচাও এ কাঁটা।
পাঠাও রামের কাছে শিরে ধরি জটা॥
দুঃখ ভাগী যেই জন সেই পায় দুঃখ।
মায়—পোয়ে ভরত করহ রাজ্যসুখ॥ (অঃ)

কৌশল্যার বাক্যে ভরত দুঃখিত চিত্তে তাঁর চরণ স্পর্শ করে নানা শপথ করে সর্বশেষ বললেন—

রামেরে বঞ্চিয়া রাজা আমি যদি চাই।

ইহ পরকাল নষ্ট শিবের দোহাই॥ (অঃ)

বাল্মীকি রামায়ণে ভরত মাতুলালয় হতে প্রত্যাবর্তন করে জননী কৈকেয়ী হতে অযোধ্যার সব খবরাখবর জানতে পেরে তাঁকে ভর্ৎসনা করেন (ভরত চরিত্র দ্রষ্টব্য) ও বিলাপ করতে থাকেন।

ভরতের বিলাপে কৌশল্যা তাঁর কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে সুমিত্রাকে বললেন ঃ—ক্রূরকার্যকারিনী কৈকেয়ীর পুত্র ভরত এসেছে। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। এই কথা বলে বিষণ্ণ বদনা শীর্ণদেহা প্রায় চৈতন্য শূন্যা কৌশল্যা কাঁপতে কাঁপতে ভরতের কাছে আসলেন। ভরতও রাজপুত্র শত্রুঘ্নের সঙ্গে কৌশল্যার গৃহাভিমুখে যাচ্ছিলেন। তাঁরা উভয়ে পথিমধ্যে কৌশল্যাকে দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন।

কৌশল্যা দুঃখে অভিভূতা হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। কৌশল্যা জ্ঞান ফিরে পেয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর ভরতকে বললেন।

বৎস, তুমি রাজ্য কামনা করেছিলে এখন নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর কাজের দ্বারা অতি শীঘ্র তুমি রাজ্য পেয়েছো। কিন্তু আমার পুত্র রামকে চীর বসন পরিয়ে বনবাসী করে ক্রূর বুদ্ধি কৈকেয়ীর কি লাভ হল? যাহোক রাম যেখানে আছে, কৈকেয়ী আমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিতে পারে। অথবা যে পথে রাম গেছে, আমি সুমিত্রাকে সঙ্গে নিয়ে অগ্নিহোত্র (দশরথের নির্দেশে ভরত কৈকেয়ীর ইচ্ছানুসারে কাজ করলে, তিনি পিতার প্রেতকার্য্য যেন না করেন, সেই নির্দেশ ছিল। সুতরাং কৌশল্যা অগ্নিহোত্র সঙ্গে নিলে তার দ্বারা ভরত প্রেতকার্য্য করতে পারবেন না।) নিয়ে অত্যন্ত সুখেই সেই পথে গমন করব। কিংবা ইচ্ছা করলে তুমিই আজ আমাকে রাম যেখানে তপস্যা করছে সেখানে নিয়ে যেতে পার।

এই রাজ্য হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ ধনধানপূর্ণ ও অতি বিশাল। কৈকেয়ী তোমাকে এই রাজ্য দিচ্ছে। কৌশল্যা এইভাবে অনেক

নিষ্ঠুব উক্তি কবলেন।

ভবত ইহাতে অত্যন্ত ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন চিত্ত হযে কৌশল্যাব পা জড়িযে ধবলেন এবং বিলাপে রুদ্ধ কণ্ঠ হয়ে সংজ্ঞাহীন হলেন। (ভবত চবিত্র দ্রষ্টব্য) জ্ঞান ফিবে পেয়ে ভবত নানা প্রকাব শপথ কবলেন। ভবতেব শপথ শুনে সস্নেহে কৌশল্যা ভবতকে কোলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ—

মম দুঃখমিদং পুত্র ভূয়ঃ সমুপজায়তে।
শশথৈঃ শপমানো হি প্রাণানুপকৃণৎসি মে॥ (অযো) ৭৫।৬১

—এইভাবে নানা শপথ কবে, তুমি আমাব প্রাণে আঘাত কবছ। এতে আমি পুনবায় দুঃখ পাচ্ছি। পরম সৌভাগ্যেব বিষয় যে, তুমি স্বর্গ হতে চ্যুত হওনি।

বৎস, তুমি যদি সত্যনিষ্ঠ হও, তবে সাধুদেব গম্য লোকে গমন কববে। এই কথা বলে কৌশল্যা ভবতকে কোলে নিয়ে আলিঙ্গন কবে কাঁদতে থাকেন।

এইখানে কৌশল্যাব শোকেব মধ্যে যথেষ্ট সংযমেব পবিচয় পাওযা যায়। যাব জন্য তাঁব একমাত্র পুত্র পুত্রবধূব চৌদ্দ বছবের জন্য বনবাস হলো, স্বামী গত হলেন—সেই ভবতকে সামনে পেয়েও তিনি কোন প্রকাব অভিশাপ দিলেন না।

পিতাব মৃত্যুব পব বাজবাডীতে ফিবে জননী কৈকেয়ীব মুখে সব ঘটনা শুনে ব্যথিত ভবত জননীকে ভর্ৎসনা কবেন। ঐ ভর্ৎসনাব সময় ভবত কৌশল্যাব প্রশংসা কবে বলেছিলেন ঃ—

তথা জ্যেষ্ঠা হি মে মাতা কৌশল্যা দীর্ঘদর্শিনী।
ত্বয়ি ধর্মং সমাস্থায ভগিন্যামিব বর্ততে॥ (অযো) ৭৩।১০

—দীর্ঘদর্শিনী জ্যেষ্ঠা মাতা কৌশল্যা দেবী ও ধর্মানুসাবে আপন ভগ্নীব মতই তোমাব সঙ্গে ব্যবহাব কবেন,

উপবোক্ত উক্তি হতে কৌশল্যা যে কৈকেযীব সঙ্গে সপত্নীব ন্যায় ব্যবহাব না কবে ভগ্নীব ন্যায ব্যবহাব কবতেন তাবই প্রমাণ

পাওয়া যায়। জননী কৌশল্যাব চবিত্রে সপত্নী প্রেমেব এইটি একটি নিখুঁত চিত্র।

ভবতেব ব্যবহাব কৌশল্যাব হৃদয়কে বিশেষ ৰূপে অভিভূত কবেছে। চিত্রকূট গমনেব পথে শৃঙ্গবেবপুব নিষাদবাজ গুহেব সাথে বাম সম্বন্ধে কথাবার্তা বলাব সময় শোকার্ত ভবত অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তখন কৌশল্যা আলিঙ্গন কবে কাঁদতে কাঁদতে ভবতকে প্রশ্ন কবলেন ঃ—

পুত্র ব্যাধির্ন তে কচ্চিচ্ছবীবং প্রতিবাধতে।
অস্য বাজকুলস্যাদ্য ত্বদধীনং হি জীবিতম্॥
ত্বাং দৃষ্টা পুত্র জীবামি বামে সভ্রাতৃকে গতে।
বৃত্তে দশবথে বাজ্ঞি নাথ একস্ত্বমদ্য নঃ॥ (অযো) ৮৭।৯-১০

—পুত্র, তোমাব ব্যাধি তোমাব শবীবকে পীড়িত কবছে না তো? এখন এই বাজবংশেব অস্তিত্ব তোমাব উপব নির্ভবশীল। বামেব সঙ্গে লক্ষ্মণ বনে গেছে, বাজা দশবথ পবলোকে গমন কবেছেন, এখন আমি তোমাব দিকে তাকিয়েই বেঁচে আছি। তুমিই আমাদেব একমাত্র গতি।

কৌশল্যা ভবতকে প্রশ্ন কবলেন, বৎস, তুমি লক্ষ্মণেব সম্বন্ধে কোন অপ্রিয় সংবাদ শুনতে পাওনি তো? অথবা স্ত্রী সহ বনবাসী বামেব কোন অপ্রিয় সংবাদ শুনতে পাওনি তো? বামই আমাব একমাত্র পুত্র।

কৌশল্যাব কথা শুনে ভবত তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। (ভবত চবিত্র দ্রষ্টব্য)

কৌশল্যাব উক্তি হতে এটাই প্রতীয়মান হয যে সপত্নী পুত্র ভবতেব উপব তিনি কতটা নির্ভবশীল।

ভবতেব জননীবা ভবদ্বাজ মুনিকে প্রণাম কবলে, তিনি ভবতকে বললেন, বঘুনন্দন, আমি তোমাব মাতাদেব পৃথক পৃথক পবিচয় জানতে চাই।

তখন ভরত ভরদ্বাজ মুনির কাছে জননীদেরও পরিচয় দিতে গিয়ে নিজের জননী কৈকেয়ীর নিন্দা ও কৌশল্যার প্রভূত প্রশংসা করলেন।

যামিমাং ভগবন্ দীনাং শোকানশনকর্শিতাম্ ॥
পিতুর্হি মহীষীং দেবীং দেবতামিব পশ্যসি।
এষা তং পুরুষব্যাঘ্রং সিংহবিক্রান্তগামিনম্।
কৌশল্যা সুষুবে রামং ধাতারমদিতির্যথা।

(অযো) ৯২।২০।২১

—ভগবন, শোকে ও অনশনে ক্লিষ্টা অতি দুঃখী এই যে দেবোপম জননীকে দেখছেন, তিনি পিতার প্রধানা মহিষী কৌশল্যা। অদিতি যেমন ধাতার জননী। ইনিই সেইরূপ সিংহতুল্যগতি পুরুষব্যাঘ্র বা পুরুষ শ্রেষ্ঠ রামের জননী।

রাম পিতৃসত্য পালন না করে অযোধ্যায় ফিরতে রাজী না হওয়ার সকলে ফিরে আসলেন। তারপর বাল্মীকি রামায়ণে কৌশল্যা সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায়নি।

রাজকুমারী, রাজমহিষী, রাজমাতা কৌশল্যার জীবন দুঃখ ছায়ায় আবৃত। জীবনে সুখ বা শান্তি তিনি বেশীদিন ভোগ করতে পারেননি। তাঁর একমাত্র আশা ছিল যোগ্য পুত্র রামের উপর। কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বনায় তিনিও বনে নির্বাসিত হওয়ায়, শোকে দুঃখে তিনি ভেঙ্গে পড়েন। কিন্তু ধৈর্যশীলা রমনী অচিরেই নিজেকে সংযত করে রেখেছিলেন।

দশরথ ও কৈকেয়ীর প্রতি তাঁর যথেষ্ট উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। ধার্মিক রমণী দেবসেবার মাধ্যমে নিজের জীবনের পুঞ্জীভূত ব্যথাকে শান্ত সমাহিত রাখতেন।

কৌশল্যার সহিষ্ণুতা অসাধারণ। এমন সহিষ্ণু, ধার্মিক জননীর সন্তান বলেই রামের মধ্যেও আমরা এত গুণের সমাবেশ দেখতে পাই। তিনি আদর্শ রমণী।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে চৌদ্দ বছর পর রামের অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের পর আবার দেখা পাই ঃ—

আনন্দে কৌশল্যা দেবী করিল রন্ধন।
চারি ভাই করিলেন অমৃত ভোজন॥ ।লঃ)

সুগৃহিণী আনন্দময়ী জননী কৌশল্যাকে অন্নপূর্ণারূপে আবার দেখা গেল। স্বহস্তে রন্ধনকরে পুত্রদের পরিবেশন করে খাওয়ানোর মধ্যে দিয়ে তাঁর দীর্ঘ কালের ব্যথা বেদনা যেন দূর হল, আত্মতৃপ্তি বোধ করলেন।

কৌশল্যাকে উত্তরকাণ্ডে আবার দেখা গেল রাম পুনরায় সীতার সতীত্বের পরীক্ষা নিতে চাইলে ঃ—

কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সতিনী।
রামেরে বুঝান তিন রাজার গৃহিণী॥
লইলা পরীক্ষা এক সাগরের পার।
কি হেতু পরীক্ষা নিতে চাহ আরবার॥
ধন্য জনকের মান্য জানকীর বাপ।
হেন জনকেরে আর নাহি দিও তাপ॥
সীতাকে জানিহ তিনি কমলা আপনি।
নাহিক সীতার পাপ জানে সর্ব প্রাণী॥
সীতারে লইযা তুমি থাক গৃহবাসে॥ (উঃ)

কৃত্তিবাসী রামাযণে সর্বশেষে সপত্নীদের সঙ্গে কৌশল্যাকে আবার দেখা গেল সীতার পাতাল প্রবেশের পর তিনি সপত্নীদের নিয়ে দুই নাতিকে প্রবোধ দিয়ে বললেন ঃ—

মা হইযা পুত্রেরে যে হৈল নিদারুণ।
সে মায়ের জন্য কেন করহ ক্রন্দন॥
.. ..
পিতামহী আমরা যে আছি কি বিশেষে॥ (উঃ)

এইখানেও কৌশল্যার সপত্নী প্রীতি ও বাৎসল্য রসের প্রকাশ

পাওয়া যায়।

সীতাব পাতাল প্রবেশেব দীর্ঘাকাল পবে কৌশল্যা পুত্র পৌত্র পবিবৃত হবে দেহত্যাগ কবলেন।

বসুদেবেব পিতা যদুশ্রেষ্ঠ শূবেব পৃথা নামে একটি কন্যা জন্মেছিল। তিনি তাঁব পিসতুত ভাই নিঃসন্তান কুন্তিভোজকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাঁব প্রথম যে সন্তান হবে তা তিনি কুন্তিভোজকে দেবেন। শূব সেই প্রতিজ্ঞা বক্ষার্থে তাঁব কন্যা পৃথাকে কুন্তিভোজকে দান কবেন। পালিত পিতাব নাম অনুসাবে পৃথাব অপব নাম কুন্তী।

পিতৃগৃহে থাকাকালীন কুন্তিভোজ কুন্তীকে ব্রাহ্মণ ও অতিথিদেব সেবা কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। দুর্বাসা মুনি কিছুকাল কুন্তিভোজেব গৃহে অতিথি রূপে অবস্থান কবেন। তখন কুন্তিব সেবায় তুষ্ট হযে কুন্তীকে দুর্বাসা একটি মন্ত্র দিযেছিলেন এবং বলেছিলেন ঐ মন্ত্রেব দ্বাবা তিনি যখন যে দেবতাকে আহ্বান কববেন, সেই সেই দেবতাব অনুগ্রহে পুত্র লাভ কববেন। কুন্তীব ভবিষ্যৎ সঙ্কটেব বিচাব কবেই দুর্বাসা তাঁকে ঐ বব দিযেছিলেন।

দুর্বাসাব মন্ত্রেব যথার্থ্য পবীক্ষা কবতে অভিলাষী হয়ে কুন্তী কৌতূহলবশতঃ সূর্যেব উদ্দেশ্যে সেই মন্ত্রোচ্চারণ কবেন। কুন্তীব আহ্বানে সূর্যদেব আবির্ভূত হলেন। কুন্তীদেবীব আহ্বানে সূর্যদেব উপস্থিত হলে কুন্তী অপ্রস্তুত হযে তাব প্রগলভতাব জন্য ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু কুন্তী অনুনয বিনয দ্বাবা সূর্যকে নিবস্ত কবতে পাবলেন না। নিজেব কুমাবীত্ব ও গুরুজনদেব ভয় প্রভৃতিব উল্লেখ কবলেও সূর্যদেব তাঁকে অব্যাহতি দিলেন না। সূর্যদেব তাঁকে বললেন—

যে পুত্র জন্মাবে সে আমাব মত কুণ্ডল ও আমাব কবচ ধাবণ কবেই জন্মাবে। সে শস্ত্রেব দ্বাবা অভেদ্য হবে। সে এমন দাতা হবে যে তাব ব্রাহ্মণকে অদেয কিছুই থাকবে না।

কালক্রমে কন্যা কুন্তীব এক দেবতুল্য সন্তান জন্ম নিল। লোক-

নিন্দা ও জ্ঞাতিদেব ভযে কুন্তী নবজাত শিশুকে ধাত্রীব সহায়তায একটি কাঠেব বাক্সে কবে জলে ভাসিয়ে দিলেন এবং সকলেব নিকট এ ব্যাপাবটি গোপন বাখলেন। পুত্রকে বিসর্জন দিতে তাঁব মন খুবই দুঃখে কাতব হযেছিল। চিব জীবন প্রথম মাতৃত্বেব এই ব্যথা তিনি মনেব কন্দবে নিভৃত বেখেছিলেন।

বাধাব স্বামী সূতপুত্র অধিবথ সেই ভাসমান শিশুকে পেযে স্বামী স্ত্রী তাকে পুত্রেব ন্যায় প্রতিপালন কবে। সহজাত কুণ্ডল ও কবচ যুক্ত শিশুকে দেখে তাবা তাঁব নাম বাখলেন 'বসুষেণ'।

মহাব্রতধাবিণী ধার্মিক কুন্তী তেজ ৰূপ ও নানা গুণ সম্পন্ন ছিলেন। এজন্য এই বিশাল নযনা তেজস্বিনী কন্যাব জন্য অনেক বাজাই পাণি প্রার্থী হযে এসেছিলেন। তখন বাজা কুন্তিভোজ স্বযংবব সভা আহ্বান কবে বাজাদেব নিমন্ত্রণ কবলেন। কুন্তী স্বযংবব সভায় পাণ্ডুব ৰূপে মুগ্ধ হযে তাঁকে ববমাল্য দিযে ববণ কবেন। কিছুকাল পবে ভীষ্ম মদ্রাধিপতি শল্যবাজেব ভগ্নী মাদ্রীব সঙ্গে পুনবায় পাণ্ডুব বিবাহ দেন। বাজা পাণ্ডু বহু দেশ জয কবে অনেক ধন বত্ন আহবণ কবেন। পাণ্ডুব এই পবাক্রমে সকলেই আনন্দিত ও তাঁব প্রশংসায় মুখব।

ধৃতবাষ্ট্রেব আজ্ঞায় পাণ্ডু দিগ্বিজযে নিজ বাহুবলে অর্জিত সমস্ত ধন ভীষ্ম, সত্যবতী ও জননী অম্বিকা ও অম্বালিকাকে দান কবলেন। বিদুবকেও তিনি কিছু ধন দিলেন এবং তাবই কিছু অংশ সুহৃদদেব দিলেন। কুন্তী ও মাদ্রীব প্রেবণায় পাণ্ডু আলস্য, রাজপ্রাসাদে বাস এবং বাজোচিত শয্যা ও আসন ত্যাগ কবে বন মধ্যে বাস কবতে লাগলেন, এবং মৃগযা কবে সময কাটাতে লাগলেন।

একদিন বাজা পাণ্ডু মৃগ ও সর্পাদি পবিপূর্ণ মহাবণ্যে বিচবণ কবতে কবতে শৃঙ্গাববত মৃগ দম্পতীকে বাণ বিদ্ধ কবলেন। মৃগ বেশী কিন্দম মুনি তাঁকে অভিপাশ দিলেন—"তুমি আমাকে যে অবস্থায় বধ কবলে, তোমাবও ঐ অবস্থায শোচনীয় মৃত্যু হবে।" এ অভিশাপেব পব মৃগ

দম্পতীর মৃত্যু ঘটে।

পাণ্ডু স্বীয় কৃতকর্মেব জন্য অনুতাপনলে দগ্ধ হতে লাগলেন। তিনি তপস্যাব দ্বাবা এই পাপেব প্রায়শ্চিত্ত কববেন মনস্থ কবেন। তখন তাব স্ত্রী কুন্তী ও মাদ্রী তাঁকে বলেছিলেন—

অন্যেহপি হ্যাশ্রমাঃ সন্তি যে শক্যা ভবতর্ষভ।
আবাভ্যাং ধর্মপত্নীভ্যাং সহ তপ্তুং তপো মহৎ॥

(আঃ) ১১৮।২৭

—হে ভবতর্ষভ, সন্ন্যাস ছাড়া অন্য আশ্রমও আছে। ঐরূপ আশ্রম গ্রহণ কবলে আমবা উভয় ধর্মপত্নীও তোমাব সঙ্গে মহৎ তপস্যা কবতে পাবব।

উপরোক্ত উক্তি হতে কুন্তী ও মাদ্রীব পতি ভক্তিব পরিচয় পাওয়া যায়। ভার্যাদেব অনুবোধে পাণ্ডু বানপ্রস্থ নিলেন। কিন্তু পিতৃঋণ শোধ কবাব উপায় না থাকায় তাঁব মনে শান্তি ছিল না।

তিনি একদিন কুন্তীকে ডেকে বললেন, ইহলোকে সন্তানই একমাত্র প্রতিষ্ঠা স্বরূপ। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ব্রত, নিয়ম প্রভৃতি ভালভাবে কবলেও সন্তানহীন লোককে এ সব অনুষ্ঠান পবিত্র কবে না। (সর্ব-মেবানপত্যস্য ন পাবনমিহোচ্যতে)।

কুন্তি, আমি একথা জেনেই আজ তোমাকে সন্তানেব জন্য বলছি। কাবণ অপুত্রকবশতঃ আমি ঊর্ধ্ব লোক লাভ কবতে পাববো না। মৃগ-রূপী ঋষির শাপে আমাব পুত্র জনন শক্তি ভ্রষ্ট হয়েছে। আমাব নিষ্ঠুব কাজেব ফল স্বরূপ ঐ শাপ।

ধর্মশাস্ত্রে ছয় বকম পুত্রকে পিতাব সম্পত্তিব অধিকাবী কবা হয়েছে। (১) স্বয়ং পিতা কর্তৃক উৎপাদিত (২) নিজ পত্নীব গর্ভে উত্তম পুরুষেব দ্বাবা উৎপাদিত (৩) পুত্রিকাভাবে দত্ত কন্যাব পুত্র (৪) নিযোগ প্রথায় বিধবাতে উৎপন্ন পুত্র (৫) কন্যা অবস্থায় জাত পুত্র (৬) ভগ্নিব গর্ভজাত পুত্র বা ভাগ্নে এই ছয় প্রকাব পুত্র সম্পত্তিব অধিকারী।

অপত্যং ধর্মফলদং শ্রেষ্ঠং বিন্দন্তি মানবাঃ।
আত্মশুক্রাদপি পৃথে মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ॥ (আঃ)
১১৯।৩৬

—হে পৃথে, স্বয়ং মনু বলেছেন—নিজ বীর্যজাত পুত্র ব্যতীত উক্ত অধম পুত্র হতেও আপৎকালে মানব শ্রেষ্ঠ ধর্মফলও পেতে পাবে।

আমি নিজে পুত্রোৎপাদনে অক্ষম। সুতবাং আমা হতেও উত্তম পুরুষেব দ্বাবা তুমি সন্তান উৎপাদন কব—এটা আমি তোমাকে আদেশ কবছি।

কুন্তী বললেন, হে ধর্মজ্ঞ, আমি তোমাব ধর্মপত্নী ও তোমাতে আসক্ত। আমি তোমাব সঙ্গেই স্বর্গে যাব। আমি তোমাকে ব্যতীত মনে মনেও অন্য কাউকেও চিন্তা কবতে পাবব না। তোমাব সমান বা তোমা হতেও বিশিষ্ট কোন্ পুরুষ এ পৃথিবীতে আছে?

পাণ্ডু পুনবায কুন্তীকে বললেন, আমি পুত্র দর্শনেব জন্য অত্যন্ত কাতব হযেছি। কবপুটে আমি তোমাকে বলছি, তুমি আমাব কথা শোন। যাতে আমি পুত্র পেতে পাবি তুমি তাবই ব্যবস্থা কব। আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন গুণবান তাপস ব্রাহ্মণেব দ্বাবা তুমি সন্তানবতী হও।

তখন কুন্তী পাণ্ডুকে দুর্বাসা মুনিব ববেব কথা জানিয়ে বললেন—

ব্রাহ্মণস্য বচস্তথ্যং তস্য কালোঽয়মাগতঃ।
অনুজ্ঞাতা ত্বযা দেবমাহ্বয়েযমহং নৃপ॥ (আঃ)
১২১।১৫

—ব্রাহ্মণেব বচন সত্য কিনা তা পবীক্ষাব উপযুক্ত সময হযেছে। আপনাব অনুজ্ঞা অনুসাবে আমি যে দেবতাকে আহ্বান কবব তিনিই ঐ মন্ত্রে আকৃষ্ট হযে আপনাব হিতকাবী পুত্র প্রদান কববেন।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে কুন্তী স্বামীব নিকট তাঁব পূর্ব পবীক্ষার কথা গোপন কবেছেন। পাণ্ডুব অনুবোধে কুন্তী যথাক্রমে ধর্ম, পবন ও

ইন্দ্রের দ্বাবা যুধিষ্ঠিব ভীম ও অর্জুনকে পুত্রব্রূপে লাভ কবলেন।

পাণ্ডু পুত্রলোভে কুন্তীকে পুনবায় পুত্র কামনা কবতে বলায় কুন্তী বললেন—

নাতশ্চতুর্থং প্রসবমাৎস্বপি বদন্ত্যত।

অতঃ পবং স্বৈবিণী স্যাদ্ বন্ধকী পঞ্চমে ভবেৎ॥ (আঃ) ১২২।৭৯

—চতুর্থ প্রসবেব কথা আপৎকালেও ঋষিবা বলেন না। কেননা, চাবিটি পুরুষ গমন কবলে স্ত্রী স্বৈবিণী (বেশ্যা) হয় এবং পঞ্চম সন্তানে স্ত্রী 'বন্ধকী' নামে আখ্যাতা হয়।

আপনি এই ধর্ম জেনেও কেন প্রমত্ত পুরুষেব ন্যায সন্তনোৎপত্তিব জন্য আমাকে বলছেন—বলে তিনি পাণ্ডুব অনুবোধ প্রত্যাখ্যান কবেন।

পাণ্ডু বললেন—তুমি যা বলেছ, ধর্মশাস্ত্রও ও তাই বলে। মাদ্রীবও পুত্র লাভেব ইচ্ছা হলে কুন্তী যে ভাবে সন্তান লাভ কবেছেন পাণ্ডুকে তাঁব জন্যে অনুবোধ কবলেন।

পাণ্ডুব অনুবোধে কুন্তী মাদ্রীকে সেই মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন। মাদ্রী অশ্বিনীকুমাব দ্বয়েব ঔবসে নকুল ও সহদেবকে পুত্র ব্রূপে লাভ কবলেন।

পাণ্ডু মাদ্রীব জন্য কুন্তীকে পুনবায় অনুবোধ কবলেন। তখন কুন্তী বাজা পাণ্ডুকে গোপনে বললেন, আমি মাদ্রীকে একবাব মাত্র কোন দেবতাকে স্মবণ কবতে বলেছিলাম। কিন্তু সে একবারই দুটি সন্তান লাভ কবেছে। সুতবাং তাব দ্বাবা প্রবঞ্চিত হয়েছি। আমাব জানা ছিল না যে দেবতাদ্বয়কে একসঙ্গে আহ্বান কবলে দুটি পুত্র লাভ হয। সুতবাং আমাব অনুবোধ তুমি এ বিষয়ে আব আদেশ কবো না।

অতঃপর বসুদেব প্রভৃতি বৃষ্ণি বংশীয়গণ পবস্পব পাণ্ডুব কথা আলোচনা কবছিলেন। শতশৃঙ্গ নিবাসী মুনিদেব নিকট পাণ্ডুব

অভিশাপের কথা জেনে শোকাভিভূত হলেন। অনেকে ঐ মুনিদের নিকট পাণ্ডুর খোঁজ করতে এসে পাণ্ডুর দেবদত্ত পাঁচটি সন্তানের খবর শুনে উৎফুল্ল হয়ে বসুদেবকে এই সুসংবাদ জানালেন। বৃষ্ণিগণ তাঁকে বললে, আপনি রাজা পাণ্ডুর হিতাকাঙ্ক্ষী সুতরাং পাণ্ডুর পুত্ররা যাতে ক্রিয়াহীন না হয়, তার ব্যবস্থা করুন।

অতঃপর বসুদেব কুমারদের জন্য পোষাক পরিচ্ছদ, দাসদাসী গাভী, রৌপ্য স্বর্ণ মুদ্রা প্রভৃতি দ্রব্য পুরোহিতের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ কাশ্যপকে আসতে দেখে পাণ্ডু, কুন্তী ও মাদ্রী আনন্দিত হলেন, এবং বসুদেবের ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

পাণ্ডু তখন সেই ধনের দ্বারা উপনয়নান্ত সমস্ত সংস্কার কৃত্য সমূহের অনুষ্ঠান করলেন। কাশ্যপ তাঁদের উপাকর্ম সংস্কার করিয়ে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করলেন। এইভাবে পাণ্ডু পুত্ররা বেদাধ্যয়নে পারদর্শী হলেন। শর্যাতিবংশের পৃষৎ নামে এক পুত্র ছিল। তাঁর পুত্র রাজা শুক। তিনি অস্ত্র দ্বারা সমস্ত বসুন্ধরাকে জয় করেছিলেন। সেই রাজা বান-প্রস্থাশ্রম গ্রহণ করে শতশৃঙ্গ পর্বতে ফলমূল আহার করে তপস্যা কর-ছিলেন। তিনি পাণ্ডু পুত্রদের ধনুর্বেদ শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেই রাজা যখন বুঝলেন যে অর্জুন ধনুর্বেদে তাঁর সমান হয়েছে, তখন তিনি তাঁর সমস্ত অস্ত্র অর্জুনকে সন্তুষ্ট চিত্তে দান করলেন।

একদা বসন্তকালে কামার্ত হয়ে রাজা পাণ্ডু মাদ্রীর নিষেধ অমান্য করে সঙ্গম করায় কিন্দম মুনির শাপে কাল প্রাপ্ত হলেন। মাদ্রীর বিলাপে কুন্তী তথায় ছুটে গেলেন এবং সব শুনে মাদ্রীকে ভর্ৎসনা করলেন। কুন্তী ও মাদ্রী বিলাপ করতে থাকলে চারণদের সঙ্গে মহর্ষিরা তথায় আসলেন এবং তাঁরা তাঁদের সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

কুন্তী সহমরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। মাদ্রী জানালেন তাঁরই জন্য পাণ্ডুর মৃত্যু হয়েছে। সুতরাং তিনিই সহমরণে যাবেন। মাদ্রী কুন্তীকে বললেন, তুমি আমার দুই পুত্রের প্রতি নিজ পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করতে পারবে—তা আমি বিশ্বাস করি।

মহর্ষিগণ কুন্তী ও মাদ্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তোমরা উভয়েই সৌভাগ্যবতী ও সন্তানবতী। সুতরাং তোমাদের সহমরণ উচিত নয়। আমরা পাণ্ডু পুত্রদের সঙ্গে করে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পৌঁছিয়ে দেব। ধৃতরাষ্ট্র লোভী। যদি সে অধর্মবশতঃ তাদের আশ্রয় না দেয় বা তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার না করে, তবে কুন্তীর পিত্রালয়ে বৃষ্ণি-বংশীয়রা ও কুন্তিভোজ তাদের আশ্রয় দেবে এবং মাদ্রীর পিত্রালয়ে মদ্ররাজ শল্য মাদ্রীপুত্রদের প্রতিপালিত করবে। যদিও সহমরণ খুবই পূণ্যের কথা। কিন্তু তোমাদের পক্ষে সহমরণ মঙ্গল জনক নয়। শাস্ত্রে বলে যে বিধবা ব্রহ্মচারিণী হয়ে নিয়ম পালন করে ব্রত, উপবাসের দ্বারা কৃচ্ছ্র সাধন করে, ভূমিতে শয়ন ও ক্ষার লবণাদি বর্জন করে একাহারাদির দ্বারা শরীরকে শোষণ করে, সে সহমরণ অপেক্ষাও অধিক পূণ্য অর্জন করে।

কুন্তী বললেন, ব্রাহ্মণদের নির্দেশ শিরোধার্য করে তাঁরা যেরূপ বলবেন, আমি সেইরূপ করব। আমি মনে করি মহর্ষিরা যা বলছেন তাই আমার স্বামী ও পুত্রদের পক্ষে কল্যাণকর হবে।

মাদ্রী বললেন—

কুন্তী সমর্থা পুত্রাণাং যোগক্ষেমস্য ধারণে।
অস্যা হি ন সমা বুদ্ধ্যা যদ্যপি স্যাদরুন্ধতী॥ (আঃ) ১২৪।

—কুন্তী পুত্রদের প্রতিপালন করতে সম্পূর্ণ সমর্থ। তাঁর বুদ্ধি আমি অরুন্ধতী অপেক্ষাও বেশী মনে করি।

সপত্নীর মুখে কুন্তীর এই প্রশংসার মূল্য কম নয়।

তিনি আরও বললেন—কুন্তীর বৃষ্ণিরা ও স্বয়ং কুন্তিভোজ সহায়ক আছেন। আমি তাঁর ন্যায় পুত্রদের পালন করতে সমর্থ নই। তাছাড়া আমি ভোগে অতৃপ্ত। তাই আমি স্বামীর অনুগমন করতে চাই। কুন্তীদেবী আমাকে অনুমতি দিন। আমি স্বর্গে গিয়ে পতির সেবা করব। এই কথা বলে মাদ্রী যমজ পুত্রদ্বয়কে কুন্তীর হাতে দিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। অতঃপর পাণ্ডবদের আলিঙ্গন করে তাঁদের

মস্তক আঘ্রাণ করে যমজ পুত্রদের যুধিষ্ঠিরের হাতে সমর্পণ করলেন।

কুন্তী তাঁকে সহমরণের অনুমতি দিলেন। মাদ্রীও তাঁকে প্রণাম করে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেলেন।

পাণ্ডুর পারলৌকিক কর্ম সম্পন্ন করে কুন্তী পুত্রদের নিয়ে ঋষিদের সঙ্গে হস্তিনাপুরে গেলেন। সেইখানে ঋষিরা পাণ্ডুর অভিশাপ, পুত্রদের জন্ম, তাঁর মৃত্যু ও মাদ্রীর সহমরণের কথা ভীষ্মাদি কৌরব শ্রেষ্ঠদের সত্যবতী ও গান্ধারী প্রভৃতি মহিষীদের জানালেন। তাঁদের পাণ্ডু ও মাদ্রীর প্রেতকার্য সম্পাদন করতে এবং পুত্রদের সহ মাতা কুন্তীকে গ্রহণ করতে বললেন। এই কথা বলে গন্ধর্বদের সঙ্গে মহর্ষিগণ হঠাৎ অন্তর্ধান হলেন।

অতঃপর ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে বিদুর ভীষ্মের সঙ্গে পবিত্র স্থানে পাণ্ডু ও মাদ্রীর প্রেতকাজ সম্পন্ন করলেন।

ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে থেকে পাণ্ডুর পঞ্চ পুত্রও শাস্ত্রে ও শস্ত্রে কৃতবিদ্য হয়ে ওঠেন। শৈশবাবস্থা হতে পাণ্ডবদের দুর্যোধন ঈর্ষা করতেন। কুন্তী এজন্য সর্বদাই শঙ্কিত থাকতেন এবং বিদুরই ছিলেন তাঁর একমাত্র পরামর্শদাতা ও হিতাকাঙ্ক্ষী।

একদিন পাণ্ডবরা দুর্যোধনের আমন্ত্রণে তাঁদের সঙ্গে খেলা করতে গেলেন। ক্রীড়া অবসানে সকলেই ফিরে এলেন, কিন্তু ভীমকে জলে স্থলে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে স্নেহময়ী জননী কুন্তীর চিন্তা কাশীদাসী মহাভারতে এভাবে প্রকাশ পেয়েছে

বিদুরে কহেন কুন্তি গদ্‌গদ্ ভাবে॥
ভাই সহ গেল ভীম ক্রীড়ার কারণে।
সবে এল বৃকোদর না আইলে কেনে॥
দুষ্ট দুর্যোধন তারে দেখিতে না পারে।
ক্রূরমতি নির্লজ সে মারিয়াছে তারে॥
নিশ্চয় মারিল ভীমে করিয়া মন্ত্রণা।
হৃদয় অস্থির চিত্তে হইল যন্ত্রণা॥ (আঃ)

পুত্রেব বিপদেব আশঙ্কায দুঃখিনী অনাথিনী অসহায জননীব দুঃখের অভিব্যক্তি ফুটেছে এখানে।

বিদুব তাঁকে প্রবোধ দিয়ে ভীমেব সম্বন্ধে কোন প্রকার অমঙ্গল চিন্তা কবতে বাবণ কবেন এবং অন্যান্য চাব পুত্রকে বক্ষা কবার ব্যবস্থা করতে বললেন। তিনি আরও বললেন বেদব্যাস বলেছেন আপনাব পুত্রবা সকলেই দীর্ঘায়ু হবে। ভীম শীঘ্রই ফিবে আসবে। এই কথা বলে বিদুব নিজেব গৃহে চলে গেলেন। কুন্তী চিন্তান্বিত হযে সব পুত্রকে নিযে এক ঘবে কাটালেন। ভীম পবে ফিবে আসলেন। (ভীম চবিত্রে দ্রষ্টব্য)

বাজপুত্রদেব শিক্ষা সমাপান্তে ধৃতবাষ্ট্রেব ইচ্ছাক্রমে দ্রোণেব নির্দেশে বিদুব বিশাল একটি বঙ্গভূমি তৈবী কবলেন। শুভ তিথিতে শুভ ক্ষণে কুরু-পাণ্ডব বাজপুত্রবা সব বকম শস্ত্র, অশ্ব, গদাযুদ্ধ ইত্যাদি সব বকম শিক্ষা প্রদর্শনী কবলেন। এই সময় কুন্তীব পবিত্যক্ত পুত্রটিও আপন শস্ত্র জ্ঞানেব পবিচয় দেবাব জন্য বঙ্গ ভূমিতে প্রবেশ কবলেন। সহজাত কবচ ও কুণ্ডলেব দ্বাবা—

কুন্তী দেবী জানিলেন আপন নন্দনে॥
পুত্রে পুত্রে বিবাদ দেখিয়া কুন্তী দেবী।
ঘন ঘন মূর্চ্ছা হয় মহাতাপ ভাবি। (আঃ)

কর্ণ অর্জুনেব সঙ্গে যুদ্ধ কবে নিজেব শক্তি ও কৌশলেব শ্রেষ্ঠত্বেব প্রমাণ দিতে চাইলেন। তখন বাজপুত্রদেব অন্যতম শস্ত্রগুরু কৃপাচার্য কর্ণেব পবিচয় জানতে চান এবং বললেন—

অয়ং পৃথায়াস্তনযঃ কনীয়ান্ পাণ্ডুনন্দনঃ।
কৌববো ভবতা সার্ধং দ্বন্দ্বযুদ্ধং কবিষ্যতি॥
ত্বমপ্যেবং মহাবাহো মাতবং পিতবং কুলম্।
কথযস্ব নবেন্দ্রণাং যেষাং ত্বং কুলভূষণম্॥ (আঃ) ১৩৫।৩১-৩২

—তোমাব এই প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথাব গর্ভজাত পাণ্ডুব ক্ষেত্রে উৎপন্ন তোমাব সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ। এখন তুমিও তোমাব পিতা মাতা

ও কুলেব পবিচয় দাও। তুমি যে বাজকুলেব কুলভূষণ—তাব পবিচয় দাও। কুল শীলে সমকক্ষ না হলে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হতে পাবে না।

কৃপাচার্যেব এই কথা শুনে কর্ণেব মুখ লজ্জায় অবনত হল। (কর্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য) দুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গবাজ্য দান কবায় জননী কুন্তীব অন্তব আনন্দে ভবে গেল। কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি কাউকে কিছু বললেন না।

সামাজিক কাবণে এই পবিত্যক্ত পুত্রকে তিনি সব বকমে বঞ্চিত কবেছিলেন। সেই ত্যক্ত পুত্রেব প্রতিও যে তাঁব গোপন স্নেহাকর্ষণ ছিল, পুত্রব বাজ্য প্রাপ্তিতে তাঁব মধ্যে যে আনন্দেব বাণ ডেকেছিল, তাব থেকেই তা প্রতীযমান হয়।

যুধিষ্ঠিবেব যশ ও ঐশ্বর্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে দুর্যোধন ও ধৃতবাষ্ট্র পাণ্ডবদেব দগ্ধ কবে মাববাব ষডযন্ত্র কবে কুন্তীসহ পঞ্চ পাণ্ডবকে কৌশলে বাবণাবতে পাঠিয়ে দিলেন। নিজেদেব অসহাযভাব কথা চিন্তা কবে পাণ্ডবেবা এ নগবে যেতে বাধ্য হন। পথি মধ্যে বিদুব ম্লেচ্ছ ভাষায় যুধিষ্ঠিবকে সাবধানী বাণীব দ্বাবা তাঁদেব সতর্ক কবে দিলেন।

যখন বিদুব, ভীষ্ম ও নগববাসীবা সকলে ফিবে গেলেন, তখন কুন্তী যুধিষ্ঠিবেব নিকট এসে বললেন, ক্ষত্তা (বিদুব) অত লোকেব মধ্যে যে কথাগুলি না বলাব মত বলে গেল এবং তুমি যে বললে, "আমি সবই বুঝেছি"—আমবা তাব কিছুই বুঝতে পাবলাম না।

যদীদং শক্যমস্মাভির্জ্ঞাতুং ন চ সদোষবৎ।
শ্রোতুমিচ্ছামি তৎ সর্বং সংবাদং তব তস্য চ ॥ (আঃ)১৪৪।৩১

—যদি তা আমাদেব বলাব মত হয এবং আমবা জানলে কোন ক্ষতি হবাব সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে তোমাদেব উভযেব কথাব মর্ম আমি জানতে চাই। (যুধিষ্ঠিব চবিত্র দ্রষ্টব্য)

মাতা কুন্তী যে কত সংযত বুদ্ধিমতী ও সুবিবেচক তাঁব এ জিজ্ঞাসা তা প্রমাণ কবে। কৌতূহল তাঁব সংযমেব দ্বাবা দমিত।

রাজকন্যা, রাজরাণী, রাজমাতা কুন্তীর রাবণারতের মরণ ফাঁদের ও তারপর বনে বনে ঘুরে বেড়াবার কঠিন দুঃখপূর্ণ দিনগুলির কথা শ্রবণ করলে, তাঁর জন্য সমবেদনা জাগে। কৌশল্যার জীবন এমন ভয়াবহ বিপদসঙ্কুল ছিল না।

হিড়িম্বা রাক্ষসী ভীমকে স্বামী রূপে গ্রহণ করতে চাইলে, যুধিষ্ঠির ও ভীম তার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় হিড়িম্বা কুন্তীকে বলল, আমি আমার সুহৃদ, স্বজন ও স্বধর্ম—সব পরিত্যাগ করে আপনার পুত্রকে পতিরূপে বরণ করছি। এই বীর ও আপনি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে আমি প্রাণ ত্যাগ করব। আপনি আমাকে মুগ্ধা, ভক্তা ও অনুগতা মনে করে কৃপা করুন। (মত্বা মূঢ়েতি তন্মা ত্বং ভক্তা বানুগতেতি বা) আপনি আমার পতির সঙ্গে মিলন করিয়ে দিন। আমি দেবরূপী আমার এই ইষ্টদেবকে নিয়ে অভীষ্ট দেশে চলে যাব এবং যথা সময়ে পুনরায় তাঁকে আপনার নিকট ফিরিয়ে দেব। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন।

আমি স্বভাবে নিশাচরী নই। আমি রাক্ষসকুলের সাধ্বী কন্যা, আমার নাম সালকটঙ্কটি। আমি যুবতী ও দেবরূপিণী। আমি আপনাদের পুত্রবধূ হলে, আপনাদের সকলেরই সেবা করব এবং আপনার সব বিপদে আমি সাবধানে আপনাদের রক্ষা করব।

আমি মনে মনে চিন্তা করা মাত্রই আপনাদের গগনমার্গে বহন করতে পারবো। যদি আপনাদের দ্রুত কোথাও যেতে হয়, আমি স্বয়ং আপনাদের পিঠে করে সেখানে নিয়ে যাব। অত্যন্ত দুর্গম স্থানে সমস্ত বিপদ হতে আপনাদের রক্ষা করব।

যে উপায়ে বিপদ হতে উদ্ধার লাভ করা যায় এবং প্রাণ রক্ষা হয় ধর্মানুবর্ত্তী পুরুষ সব পরিত্যাগ করে সেই উপায়কেই অবলম্বন করে থাকে। ধর্ম পালনে সঙ্কট উপস্থিত হওয়ার নামই আপদ। এইরূপ আপৎকালে যে ধর্মকে ধারণ করে, সেই উত্তম ধার্মিক।

পূণ্যই প্রাণকে ধারণ করে, এজন্য পূণ্যকেই প্রাণদাতা বলা হয়।

যে যে উপায়ে ধর্মকে আচরণ করা চলে, তাতে নিন্দার কোন কথা নাই।

রাক্ষসযোনি সিদ্ধ দিব্যজ্ঞানবলে আমি অতীত ও অনাগত বস্তুকে দেখতে পাচ্ছি। এজন্য আমি বলছি যে আপনাদের ভাল সময় আসন্ন। আজ আপনারা নিকটবর্তী ঐ সরোবরে গিয়ে স্নান করে বনস্পতির নীচে বিশ্রাম করুন। সেখানে ব্যাসদেবের দর্শনে আপনাদের সব গ্লানি দূর হবে। অতঃপর সে কুন্তী দেবী ও পাণ্ডবদের অতীত সত্য ঘটনা কয়েকটি বিবৃত করে।

হিড়িম্বার এই সব কথা শুনে কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে বললেন, যুধিষ্ঠির, এই রাক্ষসী সুন্দর ধর্মের কথা বলছে। এই রাক্ষসী ভীমের প্রতি আসক্তা। সুতরাং সে ভীমের কি অনিষ্ট করবে? যদি পুত্রোৎপত্তি পর্যন্ত ভীমের ভজনা করতে সম্মত হয়, তবে সে তার ভজনা করুক।

অতঃপর যুধিষ্ঠির কুন্তীর প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তখন কুন্তী হিড়িম্বাকে কোলে নিলেন। অতঃপর পাণ্ডবরা কুন্তী ও হিড়িম্বাসহ শালিহোত্র মুনির সরোবরে পৌঁছলেন। সেখানে গিয়ে রাক্ষসী বনস্পতির নীচে ঝাড়ু দিয়ে পাণ্ডবদের জন্য এক পর্ণ কুটীর তৈরী করল এবং নিজের ও কুন্তীর বাসের জন্য এক কোণে একটি কুটীর তৈরী করল। পাণ্ডবরা স্নান করে শুদ্ধ হয়ে সন্ধ্যা বন্দনা করে সেই সরোবরের জলপান করে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মিটালেন। শালিহোত্র মুনি পাণ্ডবরা ক্ষুধার্ত জেনে ধ্যান মাত্র তাঁদের জন্য ভোজ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করলেন। অতঃপর পাণ্ডবরা যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন কুন্তী ভীমকে বললেন—

মহারাজ পাণ্ডু যেমন তোমার মান্য ছিলেন, তেমনি যুধিষ্ঠিরও তোমার মাননীয়। ধর্মানুসারে আমিও তোমার গৌরবের পাত্রী ও মাননীয়া। তুমি পাণ্ডু ও আমার হিতের জন্য আমাদের কথা শোন। পাপী ধৃতরাষ্ট্র আমাদের বিপদে ফেলেছে। হে বৃকোদর, আমাদের এই সঙ্কটের প্রতিকারের অন্য উপায় দেখছি না। কিছুদিন যাতে

আমবা এই দুর্গম স্থানে সুখে আহাব বিহাব কবে বাস করতে পাবি তাব ব্যবস্থা কব। এটা অত্যন্ত দুঃখেব বিষয় যে আজ আমাদেব সামনে এক ধর্ম সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে। এই বাক্ষসী তোমাব প্রতি আসক্তা। সে যুধিষ্টিব ও আমাব কাছে তোমাকে পতিরূপে প্রার্থনা কবছে।

ধর্মেব অনুবোধে তুমি একে পুত্র দাও। আমাদেব উভযেব কথাব কোন প্রত্যুত্তর তোমাব কাছে চাই না। ভীম মাতাব আদেশ মান্য কববাব প্রতিশ্রুতি দিলেন।

কুন্তী খুবই বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন। হিডিম্বা যদি সাধাবণ বাক্ষসী হতো, তবে তিনি কখনই ভীমেব সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাবে সম্মত হতেন না। কিন্তু এই সঙ্কট মুহূর্তে হিডিম্বাব সাহায্যে তাঁদেব উপকৃত হবাব সম্ভাবনা আছে উপলব্ধি কবেই এমন অবাস্তব প্রস্তাবে সম্মত হয়ে ভীমকে এই বিয়ে কবতে বাধ্য কবেন।

ভীমেব ঔবসে হিডিম্বা বাক্ষসীব গর্ভজাত পুত্র ঘটোৎকচ পিতামহী কুন্তীকে ও পিতৃব্যদেব প্রণাম কবে বলল, আমাকে কি কবতে হবে আজ্ঞা করুন।

কুন্তী সস্নেহে উত্তব দিলেন—

ত্বং কুরূণাং কুলে জাতঃ সাক্ষাদ্ ভীমসমো হ্যসি।
জ্যেষ্ঠঃ পুত্রোঽসি পঞ্চানাং সাহায্যং কুরু পুত্রক॥ (আঃ)
১৫৪।৪৩

—তুমি কুরুকুলে জন্মেছ, সাক্ষাৎ ভীমেব ন্যায শক্তিশালী তুমি এবং পঞ্চপাণ্ডবেব তুমি জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুতবাং হে পুত্র, তুমি পাণ্ডবদেব সাহায্য কববে।

উত্তবে ঘটোৎকচ বলল—বাবণ ও ইন্দ্রজিতেব যেমন শাবীবিক বল ও বীর্য ছিল, এই মর্ত্যলোকে আমাবও তেমনি। হয়ত তাদেব চেয়ে অধিকও হতে পাবে। যখনই আমাব প্রয়োজন হবে স্মবণ কবলেই আমি আপনাদেব জন্য তখনই উপস্থিত হব এই কথা বলে

ঘটোৎকচ বিদায় নিল।

ব্যাসদেবেব পবামর্শে জতুগৃহ দগ্ধ হবাব পব পঞ্চ পাণ্ডব অবণ্যে গুপ্ত ভাবে বসবাস কবছিলেন। তাঁবা একাচক্রা নগবে ব্রাহ্মণ বেশে এক ব্রাহ্মণেব ঘরে আশ্রয় নিলেন। এখানে তাঁবা ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্বাহ কবতেন।

একদিন চাব ভ্রাতা ভিক্ষায় বেব হলে, ভীম কোন কার্যবশতঃ কুন্তীব নিকট ছিলেন। এমন সময় কুন্তী সেই ব্রাহ্মণেব অন্তঃপুবে ভয়ানক আর্তনাদ শুনতে পেলেন। তাদেব কান্না ও বিলাপ শুনে কুন্তী তা সহ্য কবতে পাবলেন না। তিনি ভীমকে বললেন—আমবা অনেক দিন এই ব্রাহ্মণেব গৃহে নিরুদ্বেগে অজ্ঞাতবাস কবছি। এজন্য আমাব মনে হচ্ছে এদেব কিছু হিত আমাদেব কবা কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপকাবীব প্রত্যুপকাব কবে, সেই ব্যক্তিই মহাপুরুষ। (যাবচ্চ কুর্য্যা-দন্যোঽস্য কুর্য্যাদভ্যধিকং ততঃ) সুতবাং অন্যলোকে এই বিপদে ঐ ব্রাহ্মণেব যে উপকাব কবত, তোমাকে তাব চেয়ে বেশী কবতে হবে। ব্রাহ্মণেব বিপদে আমবা যদি কোন উপকাব কবি তবে খুবই ভাল হয়।

ভীম কুন্তীকে ব্রাহ্মণদেব কিরূপ বিপদ হয়েছে তা জানতে বললেন। উভয়েব মধ্যে যখন এরূপ কথাবার্তা হচ্ছিল, তখন ব্রাহ্মণেব অন্তঃপুবে পুনবায় আর্তনাদ শোনা গেল। কুন্তী দ্রুত পদে ব্রাহ্মণেব অন্তঃপুবে প্রবেশ কবলেন।

কুন্তী বললেন, আপনাদেব এই দুঃখেব কাবণ কি—তা জানতে পাবলে, আমাব সাধ্য মত তা দূব কববাব চেষ্টা কবব। তিনি জানতে পাবলেন ঐ নগবেব দুই ক্রোশ দূবে বক নামে এক বাক্ষস বাস কবে। সেই এই জনপদ ও নগবেব প্রভু। সেই এই নগব বক্ষা কবে।

বেতনং তস্য বিহিতং শালিবাহস্য ভোজনম্
মহিষৌ পুরুষশ্চৈকো যস্তদাদায় গচ্ছতি॥ (আঃ) ১৫৯।৬

—তাব কব ধার্য কবা হয়েছে—প্রতিদিন তাব ভোজনেব জন্য বিশ ধামা শালি ধানেব অন্ন, দুটি মহিষ এবং একটা পুরুষ, ঐ অন্ন নিযে সেখানে যাবে।

প্রত্যেক গৃহস্থ একদিন কবে তাকে খাবাব দেয়। যদিও অনেক বৎসব পব এক গৃহস্থেব পালা পড়ে, তথাপি তা দেওয়া সকলেব পক্ষেই খুব কষ্টকব হয। যদি কেউ তাব ব্যতিক্রম কবে তবে বাক্ষস স্ত্রী পুত্র সহ সেই পবিবাবেব সকলকে খেযে ফেলে। বস্তুতঃ পক্ষে এখানকাব যে বাজা সে বেত্রকীয গৃহ নামক স্থানে থাকে। সে এই বাক্ষসেব হাত হতে বক্ষা না কবায প্রজাবা শান্তিতে বাস করতে পাবে না। এরূপ একজন দুর্বল কাপুরুষ বাজাব বাজ্যে বাস কবাব জন্য প্রজাদেব এত দুঃখ। সেই পালা আজ এই ব্রাহ্মণ পবিবাবে। আজ এঁদেব একজনকে কব স্বরূপ প্রাণ দিতে হবে। ব্রাহ্মণেব এমন অর্থ নেই যে অন্য পবিবাবেব কাউকে ক্রয় কবে পাঠাতে পাবে। অথচ পবিবাবেব মধ্যে কাউকে ত্যাগ কবতে চাচ্ছে না। তাই সপবিবাবে সকলে একত্রে বাক্ষসেব নিকট যাবে স্থিব কবছে। তবে বাক্ষস তাদেব সকলকেই খাবে। এতে আব কাবো কোন দুঃখ থাকবে না। কুন্তী ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, তিনি তাদেব পবিত্রাণের উপায় দেখতে পাচ্ছেন।

একস্তব সুতো বালঃ কন্যা চৈকা তপস্বিনী।
ন চৈতযোস্তথা পত্ন্যা গমনং তব বোচয়ে॥ (আঃ) ১৬০।২

—আপনার একমাত্র পুত্র ও একমাত্র তপস্বিনী কন্যা এবং তাদেব একমাত্র জননী। এদেব কাবও যাওযা আমাব রুচিকব নয।

মম পঞ্চ সুতা ব্রহ্মংস্তেবামেকো গমিষ্যতি।
ত্বদর্থং বলিমাদায় তস্য পাপস্য বক্ষসঃ॥ (আঃ) ১৬০।৩

আমাব পাঁচ পুত্র আছে। এদেব মধ্যে একজন তোমাব দেয কব নিযে সেই পাপিষ্ঠ বাক্ষসেব নিকট যাবে।

কুন্তীব এই প্রস্তাবেব মধ্যে কেবল তাঁব কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পাযনি,

তাঁর উদারতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। সাধারণ রমণীর পক্ষে এই রকম ত্যাগের কথা চিন্তাও অসম্ভব।

ব্রাহ্মণ উত্তরে বললেন—আমার বাঁচবার ইচ্ছা এমন নয় যে আমার জন্য কোন অতিথি ও ব্রাহ্মণের প্রাণ দিতে হবে। অধম ও অধর্ম জাতির মধ্যে এমন লোক দেখা যায় না যে ব্রাহ্মণের জন্য নিজেকে বা পুত্রকে বিসর্জন দিতে চায়। আমার পক্ষে যা ভাল তা আমাকেই বুঝে দেখতে হবে। ব্রহ্মবধ ও আত্মবধের মধ্যে আত্মবধই শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মবধে যে পাপ হয় তার নিস্তার নেই। অজ্ঞান বশতঃ ব্রহ্মবধ অপেক্ষা আত্মহত্যা শ্রেষ্ঠ। আমি অবশ্য স্বয়ং আত্মহত্যা করতে চাই না। কিন্তু অন্যে আমাকে মেরে ফেললে তাতে আমার পাপ নেই।

আগতস্য গৃহং ত্যাগস্তথৈব শরণার্থিনঃ।
যাচমানস্য চ বধো নৃশংসো গর্হিতা বুধৈঃ॥ (আঃ) ১৬০।১০

—গৃহাগত পুরুষের ত্যাগ, শরণার্থীর ত্যাগ এবং নিজের রক্ষার জন্য যে প্রার্থনা করছে, তাকে বধ—এ সবই অত্যন্ত মনীষী নিন্দিত নিষ্ঠুর কাজ।

মহাত্মারা বলেছেন—কোন রকম নিন্দিত কাজ ও নিষ্ঠুর কাজ কখনো করিবে না। বরং আমি আজ সপরিবারে মারা যাব, তথাপি আমার জন্য ব্রাহ্মণবধ আমি হতে দিতে পারি না।

কুন্তী বললেন—আমার এই বিশ্বাস যে ব্রাহ্মণদের রক্ষা করা কর্তব্য। আপনার পুত্র যেমন আপনার প্রিয়, তেমনি আমি শত-পুত্রবতী হলেও কোন পুত্রই আমার কাছে অপ্রিয় হত না (ন চাপ্যনিষ্টঃ পুত্রো মে যদি পুত্রশতং ভবেৎ।)

তবে আমার এই পুত্র বলবান, তেজস্বী ও মন্ত্রসিদ্ধ। রাক্ষস আমার এই পুত্রকে বধ করতে সক্ষম নয়। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে—আমার এই পুত্র সেই রাক্ষসের কাছে ভোজনও পৌঁছিয়ে দেবে এবং নিজেকেও রক্ষা করবে। আমার এই পুত্র পূর্বে বহুবার বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। বহু বলবান বিশাল শরীর রাক্ষস দেখেছে

করিনি, কিন্তু বুদ্ধিদ্বারা ধর্ম রক্ষার জন্য এইরূপ নিশ্চয় করেছি।

আজ ভীমের দ্বারা আমাদের দুটি কাজই নিষ্পন্ন হবে। একটি ব্রাহ্মণ রক্ষা, অন্যটি মহৎ ধর্মাচরণ। যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের কাজে সাহায্য করে, সে উত্তম লোক পায়—এটাই আমার ধারণা। যদি কোন ক্ষত্রিয় অপর কোন ক্ষত্রিয়ের প্রাণ রক্ষা করে সে ইহলোকে বিপুলা কীর্তি ও পরলোকে মহাযশ লাভ করে। বৈশ্যের কাজে যদি কোন ক্ষত্রিয় সাহায্য করে, তবে সে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে প্রজারঞ্জক রাজা খ্যাতি লাভ করে। যদি কোন শরণার্থী শূদ্রকে সঙ্কট হতে মুক্ত করে, তবে ধনী বংশে জন্মগ্রহণ করে। মহামতি ব্যাসদেব আমাকে এই কথাগুলি বলেছিলেন। তাই আমি এই কাজ করেছি। হিড়িম্বাকে পুত্রবধূ করা ও ভীমের জীবন বিপন্ন করে ব্রাহ্মণকে সাহায্য করা কুন্তী চরিত্রের অতি উচ্চ বৈশিষ্ট্য।

উপরোক্ত কথার মধ্যে কুন্তীর ধর্মজ্ঞান ও মহান্ কৃতজ্ঞতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল মাত্র উদারতা নয়। গো ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁর অচলা ভক্তির প্রমাণ থেকেই তাঁর ধার্মিক চরিত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়। মা ও ছেলের মনের প্রসারতার বৈসাদৃশ্য পাঠককে বিস্মিত করে ও নির্মম আঘাত করে।

কাশীদাসী মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন ঃ—

মম অগোচর নহে ভীমের প্রতাপ।

— — — —

ভীম পরাক্রম পুত্র আমি জানি ভালো।
রাক্ষস-সংহার হবে ভীম ভুজবলে॥
উপস্থিত ভয়ে ত্রাণ করে যেই জন।
তাহা সম পুণ্য বাপু না করি গনন॥
বিশেষ গো-বিপ্র হেতু দিবে নিজ প্রাণ।
আপনাকে দিয়া দ্বিজে করিবেক ত্রাণ॥
রাজ্য—রক্ষা দ্বিজ—রক্ষা আর যে পৌরুষ।

হেন কর্মে কেন তুমি হইলা বিরস॥ (আঃ)

বীর ভীম বক রাক্ষস বধ করে সাধ্বী জননীর মান রক্ষা করলেন। কেবল ব্রাহ্মণ পরিবার রক্ষা পেলো না, সমস্ত একচক্রা নগর রক্ষা পেল। বক মরল। ভীম জয় মালা পরে নতুন করে বীর আখ্যা পেলেন।

বক রাক্ষস বধ করার পর পাণ্ডবরা বিশেষ ভাবে বেদ অধ্যয়ন করতেন ও ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করতেন। একদিন এক কঠোর ব্রতানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণ ঐ ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় প্রার্থী হয়ে এলেন। কুন্তী ও তার পুত্ররাও সেই ব্রাহ্মণের সেবা করতে থাকেন। সেই ব্রাহ্মণ তাঁদের নিকট নানা তীর্থ, নদী, রাজা ও নানা আশ্চর্য দেশ ও নগরের বর্ণনা করতেন। তাঁর কাছে পাণ্ডবেরা পাঞ্চাল দেশে যাজ্ঞসেনীর অদ্ভুত স্বয়ংবর সভার কথাও শুনলেন।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে পাণ্ডবরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। কুন্তী দেখলেন পুত্রেরা সকলেই স্বয়ংবর দেখবার জন্য উৎসুক হয়েছে। তখন তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আমরা এই ব্রাহ্মণের গৃহে অনেকদিন আছি এবং এই নগর দেখেও বেশ আনন্দিত হয়েছি। এখানকার বন উপবন আমরা বার বার দেখেছি। এখানে ভিক্ষাও প্রয়োজনানুরূপ পাওয়া যাচ্ছে না। যদি তুমি ভাল মনে কর চল আমরা পাঞ্চাল দেশে যাই। সেখানে রমনীয় দেশ দেখা যাবে। পাঞ্চাল দেশে অনায়াসে ভিক্ষা জুটবে এবং রাজা দ্রুপদও ব্রাহ্মণ ভক্ত তা শুনেছি। এক জায়গায় বেশী দিন থাকাও আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি না (একত্র চিরবাসশ্চ ক্ষমো ন চ মতো মম।)—যদি তুমি ভাল মনে কর, তবে আমরা সকলেই পাঞ্চাল দেশে যাবো।

অতঃপর কুন্তীর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে পাণ্ডবরা সকলে পাঞ্চাল দেশে যাত্রা করলেন। পাঞ্চাল দেশে তাঁরা এক কুম্ভকারের গৃহে আশ্রয় নিলেন। পাণ্ডবরা ব্রাহ্মণের ছদ্ম বেশে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হলেন। (অর্জুন চরিত্র দ্রষ্টব্য) অর্জুন লক্ষ্য ভেদ করে

দ্রৌপদীকে লাভ করলেন। ভীমার্জুন বাস গৃহে প্রবেশ করে মাতাকে দেখা মাত্র আনন্দিত চিত্তে যাজ্ঞসেনীর দিকে তাকিয়ে বললেন—মা, আমরা ভিক্ষা এনেছি। (তাং যাজ্ঞসেনীং পরমপ্রতীতৌ ভিক্ষেত্যথাবেদয়তাং নরাগ্র্যৌ)।

কুন্তী দেবী কুটিরের মধ্যে ছিলেন। তিনি পুত্রদের না দেখেই বললেন—

ভূঙ্‌ক্তেতি সমেত্য সর্বে। (আঃ) ১৯০।২

—তোমরা সকলে তা ভাগ করে ভোগ কর।

কিন্তু পরক্ষণেই কুন্তী দ্রৌপদীকে দেখতে পেয়ে অনুতাপ করে বললেন, আমি এ কি বললাম?

কাশীদাসী মহাভারতে অনুতপ্ত কুন্তী বলছেন—

কেন হেন বল পুত্র কি কর্ম করিলা।
কন্যারে আনিয়া কেন ভিক্ষা যে বলিলা॥
ভিক্ষা জানি বলি বাঁটি খাও পঞ্চজন।
কি মতে আমার বাক্য করিবা লঙ্ঘন॥
বেদের সমান হয় মায়ের বচন। (আঃ)

তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, বল দেখি এখন কি করা যায়। আমার কথাও মিথ্যা না হয় এবং পাঞ্চাল পুত্রীরও ধর্ম নষ্ট না হয় এবং অধর্মের বলে কোন নীচ যোনি না পায়।

যুধিষ্ঠির পূর্বেই ব্যাসদেবের নিকট হতে জেনেছিলেন দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী হবে। মার অজ্ঞাতে তাঁর আদেশ সত্যে পরিণত হতে চলল। তিনি ভ্রাতাদের বললেন—

সর্বেষাং দ্রৌপদী ভার্যা ভবিষ্যতি হি নঃ শুভা॥

(আঃ) ১৯০।১৬

—দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই ভার্যা হবে।

দ্রুপদ রাজা ধৃষ্টদ্যুম্নকে কুম্ভকারের গৃহে পাঠিয়ে ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশী পঞ্চ পাণ্ডবের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারলেন। তখন দ্রুপদ রাজা

তাঁদের নিজ প্রাসাদে আমন্ত্রণ করে আনলেন। আর ব্যাসদেবও দ্রুপদ রাজার নিকট এসে পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর পূর্ব জন্মকথা জানালেন এবং তাকে (দ্রুপদ) দিব্য দৃষ্টি দিয়ে পাণ্ডবদের দিব্য রূপ দেখালেন। দ্রুপদ রাজা সন্তুষ্ট হয়ে ব্যাসদেবের নির্দেশে পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিয়ে দিলেন।

বিয়ের পর দ্রৌপদী কুন্তীকে প্রণাম করে দাঁড়ালে, তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন ঃ—

ইন্দ্রের সঙ্গে ইন্দ্রানী, অগ্নির সঙ্গে স্বাহা, চন্দ্রের সঙ্গে রোহিণী নলের সঙ্গে দময়ন্তী, নারায়ণের সঙ্গে লক্ষ্মী যেরূপ ভক্তি বিনম্র আচরণ করেন, তুমি পতিদের সঙ্গে সেইরূপ আচরণ করবে। তুমি অনন্ত সুখী হয়ে দীর্ঘজীবী ও বীর পুত্রের জননী হও, সৌভাগ্যবতী, ভোগ সম্পন্না যজ্ঞে দীক্ষিতা এবং পতিব্রতা হও। গৃহে আগত অতিথি, সাধু, বৃদ্ধা, বালক ও গুরুজনদের যথারীতি সেবা করে তোমার দিন অতিবাহিত হোক।

কুরুজাঙ্গলমুখ্যেষু রাষ্ট্রেষু নগরেষু চ।
অনু ত্বমভিষিচ্যস্ব নৃপতিং ধর্মবৎসলা॥ (আঃ) ১৯৮।৯

—কুরুজাঙ্গল প্রধান রাষ্ট্র ও নগরগুলিতে তুমি রাজার সঙ্গে রাজ্ঞীপদে অধিষ্ঠিত হও এবং ধর্মের উপর তোমার স্বাভাবিক অনুরাগ হোক।

মহাবলশালী পতিদের বিক্রমে বিজিতা সমগ্র পৃথিবীকে তুমি অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে ব্রাহ্মণদের দান কর।

হে গুণান্বিত বধূ, পৃথিবীতে যত উৎকৃষ্ট গুণ-সম্পন্ন বস্তু আছে, সমস্তই তুমি লাভ কর এবং চিরকাল সুখে থাক। আজ তোমাকে যে অভিনন্দন জানাচ্ছি, তুমি পুত্রবতী ও গুণবতী হলে তোমাকে এর অধিক অভিনন্দন জানাব।

কুন্তীর এই আশীর্বাদের মধ্যে তাঁর পুত্রবধূর প্রতি গার্হস্থ্য-ধর্ম, রাজধর্ম ইত্যাদি সবই উল্লেখিত হয়েছে। এই আশীর্বাদের

মাধ্যমে বোঝা যায় কুন্তী কতটা শিক্ষিতা ও গুণান্বিতা ছিলেন।

কিছুকাল পাণ্ডববা জননীসহ দ্রুপদ বাজাব কাছেই বইলেন। পবে ধৃতবাষ্ট্র কুন্তী ও পঞ্চ পাণ্ডবকে হস্তিনাপুবে আনালেন এবং তাঁদেব ইন্দ্রপ্রস্থে অর্ধেক বাজ্য দিলেন।

যুধিষ্ঠিব রাজসূয যজ্ঞ কবেন। যুধিষ্ঠিবেব যশ ও ঐশ্বর্যে ঈর্ষা পববশ হয়ে ধৃতবাষ্ট্র শকুনিব পবামর্শে যুধিষ্ঠিবকে দ্যূত ক্রীডায আহ্বান কবেন। প্রথম বাব দ্যূত ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিব তাঁব ঐশ্বর্য, বাজ্য পঞ্চ ভাই এমন কি স্ত্রী দ্রৌপদীকেও পণে হাবালেন। দ্রৌপদীকে হারাবাব পব কেশাকর্ষণ করে তাঁকে সভাস্থলে নিযে আসাব বর্ণনায় কাশীদাসী মহাভাবতে বলা হযেছে—

গৃহদ্বাবে কুন্তী দেবী ভুজ পসাবিযা।
সবিনযে বলে দুঃশাসনে বসাইয়া॥
কহ দুঃশাসন এই কেমন বিহিত।
দ্রৌপদী ধবিতে চাহ না বুঝি চবিত॥
কুলবধূ লৈয়া যাবে মধ্যেতে সভাব।
কুলেব কলঙ্ক ভয় নাহিক তোমাব॥ (সঃ)

যে কুলবধূকে পাশা খেলার নেশায় পুত্র পণ বেখেছে, সেই বধূব সম্ভ্রম রক্ষা কবতে তাঁব পঞ্চ বীব স্বামী অপাবগ হলেও, তেজস্বিনী শ্বশ্রূ মাতা কুন্তী পিছু হটলেন না। তাঁব ক্ষুদ্র শক্তি দিযে এই অন্যায প্রতিরোধ কবতে চেষ্টা কবলেন।

কৌবব বীব ভীষ্ম, দ্রোণ কৃপ, প্রভৃতি যদিও সভাস্থলে বর্তমান ছিলেন এমন অন্যায়েব বিরুদ্ধে তাঁবা কোন প্রতিবাদ জানাননি। এক মাত্র বিদুবই এই দুষ্কর্মেব বিরুদ্ধে সোচ্চাব হযেছিলেন। তাই তেব বছব পবে কৃষ্ণ যখন শান্তিব বা সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুবে এসেছিলেন পিতৃস্বসা কুন্তীব সঙ্গে বিদুবেব গৃহে দেখা কবতে আসলেন। তখন কুন্তী বাজ্য সভায় লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীব প্রতি অশিষ্ট আচবণেব জন্য বিদুবেব তীব্র প্রতিবাদেব উল্লেখ কবলেন এবং বললেন আচবণেব দ্বারা

মানুষ শ্রদ্ধেয় ও পূজ্য হয়। যদিও তিনি ক্ষত্তা, তবু তিনি তাঁর আচরণের জন্য সর্বজন পূজ্য।

এখানে কুন্তী মানব চরিত্রের মূল্যায়নের নতুন মাপকাঠি রাখলেন। যুধিষ্ঠির দ্বিতীয়বার দ্যূত ক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে রাজ্য হারিয়ে তের বছরের জন্য নির্বাসনে যেতে বাধ্য হলেন। বিদুর বৃদ্ধা কুন্তীকে পাণ্ডবদের অবর্তমানে তের বছর তাঁর কাছে রেখে যেতে বলায়,পাণ্ডবরা সানন্দে সম্মত হলেন।

বন গমনের পূর্বে দ্রৌপদী অন্তঃপুরের নারীদের নিকট বিদায় নিয়ে কুন্তীর নিকট গেলেন। দ্রৌপদীকে বনে যেতে উদ্যত দেখে কুন্তী শোকে অত্যন্ত সন্তপ্তা ও বিহ্বলা হয়ে পড়লেন। পরে অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করে তাঁকে বললেন,

হে বৎসে, মহাবিপদ দেখে শোক কর না। স্ত্রীর ধর্ম কি.তা তুমি ভাল করেই জান। কারণ তুমি চরিত্রবতী ও সদাচারসম্পন্ন (শীলাচারবতী তথা) তোমাকে পতিদের প্রতি আচরণ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তুমি সাধ্বী ও গুণসম্পন্না। তোমার দ্বারা পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল উভয়কুলই অলংকৃত হয়েছে। যাদের তুমি দৃষ্টির দ্বারা দগ্ধ করনি, সেই কৌরবরা ভাগ্যবান। যাহোক আমার মঙ্গল চিন্তায় রক্ষিত হয়ে তুমি নির্বিঘ্নে পথ গমন কর। সতী নারীরা অবশ্যম্ভাবী বিপদে কখনও বিকার গ্রস্ত হয় না। গুরুজনদের আশীর্বাদ ও ধর্মের দ্বারা রক্ষিতা হয়ে তুমি শীঘ্রই কল্যাণ লাভ করবে। বনে আমার কনিষ্ঠ পুত্র সহদেবের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখবে।

দ্রৌপদী তাই হবে বলে কাঁদতে কাঁদতে এক বস্ত্রে উন্মুক্ত কেশে অন্তঃপুর হতে বের হলেন। কুন্তী তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়ে দেখলেন তাঁর পুত্ররা দাঁড়িয়ে আছে। সকলেরই দেহ রুরু মৃগের চর্মাবৃত সকলেই অধোমুখে শোকার্ত সুহৃদদের দ্বারা পরিবৃত। তাঁদের সেই অবস্থায় কুন্তী তাঁদের নিকট গিয়ে তাঁদের আলিঙ্গন করে কেঁদে বললেন—

তোমরা সকলেই সৎ ধর্ম, সচ্চরিত্র, সদাচার ও সৎস্থিতি প্রভৃতি গুণে ভূষিত, সকলেই উদার হৃদয়, ঈশ্বরের দৃঢ় ভক্ত, দেবগণের যজ্ঞ-পরায়ণ, তোমাদের এই বিপদ ও দৈব বিপর্যয় কি করে হল ? কার কুৎসিত চিন্তা হতে এরূপ হল—এই চিন্তা করে স্থির করতে পারছি না।

স্যাৎ তু মদ্ভাগ্যদোষোঽয়ং যাহং যুষ্মানজীজনম্।
দুঃখায়াসভুজোঽত্যর্থং যুক্তানপ্যুত্তমৈর্গুণৈঃ॥ (সঃ) ৭৯।১৫

—এটা আমারই ভাগ্যদোষ। আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করাতেই তোমরা উত্তম গুণ সম্পন্ন হয়েও এমন দুঃখ ও কষ্টের ভাগী হলে।

তোমরা বীর্য, সত্ত্ব, বল, উৎসাহ ও তেজে সমৃদ্ধ হলেও ধন ও ঐশ্বর্য শূন্য হয়ে কৃশ শরীরে দুর্গম বনে কি করে বাস করবে ?

যদ্যেতদেবমজ্ঞাস্যং বনে বাসো হি বো ধ্রুবম্।
শতশৃঙ্গান্মৃতে পাণ্ডৌ নাগমিষ্যং গজাহ্বয়ম্॥ (সঃ) ৭৯।১৭

—আমি যদি পূর্বে জানতে পারতাম যে তোমাদের নিশ্চিত বনবাসে যেতে হবে তাহলে রাজা পাণ্ডুর মৃত্যুর পর শতশৃঙ্গ পর্বত ছেড়ে এই হস্তিনাপুরে আসতাম না।

কুন্তী আক্ষেপ করে বললেন—তোমাদের পিতাই ধন্য—যিনি তপস্বী ও মেধাবী ছিলেন। এবং পুত্রদের জন্য এইরূপ দুঃখ না পেয়ে স্বর্গে গেছেন। ধর্মজ্ঞা কল্যাণী সতী মাদ্রীও ধন্যা। তিনি অতীন্দ্রিয় জ্ঞান সম্পন্না ছিলেন। তাই পতির সঙ্গে সহমৃতা হয়েছেন। আমাকে ধিক্।

তিনি পুত্রদের সম্বোধন করে বললেন, অতি দুঃখে তোমাদের ন্যায় সৎ পুত্রদের আমি ত্যাগ করতে পারবো না। আমিও তোমাদের সঙ্গে বনে যাব। (সাহং যাস্যামি হি বনং)

কুন্তী দুঃখে অভিভূত হয়ে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে ভগবানের উদ্দেশ্যে বললেন, কৃষ্ণ, তুমি কি আমাকে পরিত্যাগ করেছো। আমার প্রাণ নিঃশেষ হয়ে আসছে, বিধাতার কি চোখ

নাই। বিধাতা কি আমার ভাগ্যে মৃত্যু লেখেননি। এজন্যই কি আয়ু আমাকে পরিত্যাগ করছে না? হে কৃষ্ণ, তুমি আমাকে এবং আমার নরোত্তম পুত্রদের কেন দুঃখ হতে ত্রাণ করছ না? তুমি সবার রক্ষাকর্তা এই সত্য কেন ব্যর্থ হল? আমার সর্বগুণান্বিত পুত্রদের কেন তুমি দুঃখ দিচ্ছ, কেন তুমি এদের দয়া করছ না?

সেয়ং নীত্যর্থবিজ্ঞেষু ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাদিষু।

স্থিতেষু কুলনাথেষু কথমাপদুপাগতা॥ (সঃ) ৭৯।২৬

—নীতি ও অর্থ বিদ্যায় নিপুণ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি কুলপতিগণ বর্তমান থাকতেও এরূপ আপদ কি করে আসল?

কুন্তী ও ভীষ্ম, দ্রোণাদি আচার্যদ্বয়ের উপস্থিতিতে এমন অধর্ম কর্ম কি প্রকারে সম্ভব হল সেই প্রশ্নই উত্থাপন করছেন। তিনি আরও বললেন, মহারাজ পাণ্ডু, তুমি কোথায় আছ? তুমি কি দেখছ না যে, তোমার পুত্ররা শত্রুদের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে কপট দ্যূতে হেরে বনে যাচ্ছে? কি করে তুমি তা উপেক্ষা করছ?

কুন্তী চরিত্রে আর একটি বিশেষত্ব তিনি তাঁর নিজের তিন সন্তান অপেক্ষা মাদ্রী পুত্র সহদেবকে বেশী স্নেহ করতেন। তাই তিনি সহদেবকে সম্বোধন করে বললেন—সহদেব, তুমি ফিরে এসো। তুমি আমার শরীর হতেও অধিক প্রিয়। তুমি কুপুত্রের ন্যায় আমাকে ত্যাগ কর না। সত্যধর্ম পালনের জন্য অন্যান্য ভাইরা বনে যাক্, তুমি আমার কাছে থাক, আমার রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা যে ধর্ম অর্জিত হবে, তুমি সেই ধর্ম লাভ কর।

নিজের সন্তানকে সকলেই স্নেহ করে—কিন্তু সপত্নী পুত্রের জন্য এইরূপ শোক অতি বিরল। সপত্নী পুত্রের প্রতি তাঁর বাৎসল্যরস অধিক প্রকাশ পেয়েছে। নাগরিকরাও কুন্তীর বিলাপে যা বলেছেন তা সমর্থন করে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

অতঃপর ক্রন্দনরতা কুন্তীকে প্রণাম করে পাণ্ডবেরা বনে চলে গেলেন। এবং বিদুর বহু শাস্ত্র ও যুক্তি দিয়ে শোকার্ত কুন্তীকে শান্ত

করে তাঁর গৃহে আনলেন।

এখানে জননী কৌশল্যা ও জননী কুন্তী উভয়ের শোকের সাদৃশ্য আছে। কৌশল্যা সধবা হয়েও স্বামী প্রেমে বঞ্চিতা, পুত্র ছিল তাঁর শেষ অবলম্বন। বিধবা কুন্তীর সব পুত্রই এক সঙ্গে বনে গমন করছেন। এর চেয়ে অধিক দুঃখ মার পক্ষে আর কি হতে পারে? কৌশল্যার মত তিনিও সন্তানদের ছেড়ে থাকতে পারবে না বলে তাঁরই মত সন্তানদের সঙ্গে বনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

কাশীদাসী মহাভারতে শোকাতুরা জননীর করুণ বিলাপ কবি সুন্দর ভাবে রূপ দিয়েছেন—

বড় ভাগ্যবান পাণ্ডু স্বর্গবাসে গেল।
পুত্রদের এত দুঃখ চক্ষে না দেখিল॥
সঙ্গে গেল ভাগ্যবতী মদ্রের নন্দিনী।
আমি না গেলাম সঙ্গে অধম পাপিনী॥

— — — —

লোভেতে রহিনু পুত্রগণের পালিতে।
তাহার উচিত ফল এ দুঃখ দেখিতে॥

— — — —

বিধি মোরে বন্ধিলা এ দুঃখের নিগড়ে।
সেই হেতু পাপ আয়ু আমারে না ছাড়ে॥ (সঃ)

ভাগ্যহীনা জননী সন্তানদের জন্য শোকে অভিভূত হয়ে বার বার নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়েছেন।'

দীর্ঘ তের বৎসর অতিক্রান্ত হলে পাণ্ডবেরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে পৈত্রিক রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধারের জন্য কৃষ্ণকে হস্তিনায় দূত রূপে পাঠান। সেই সময় কৃষ্ণ পিসিমা কুন্তীর নিকটে গেলেন।

কৃষ্ণকে দেখে কুন্তী তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে পুত্রদের কুশল জিজ্ঞেস করে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর কৃষ্ণের সৎকার করলেন। যখন কৃষ্ণ আতিথ্য গ্রহণে বসলেন, তখন কুন্তী

বললেন—

আমাব পুত্র পাণ্ডববা—যাবা বাল্যকাল হতেই গুরুজনদেব সেবায় নিবত। পবস্পব স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ, সকলেব নিকট সম্মার্হ এবং সকলেব প্রতি সমান ভাবসম্পন্ন, তাবা শত্রুদেব কপটতায় বশীভূত হযে বাজ্যচ্যুত হয়ে এবং জনসমাজেব মধ্যে বাস কববাব যোগ্য হলেও নির্জন বনে বাস কবছিল।

মঙ্গলাভিলাষী আমাব পুত্রবা হর্ষ ও ক্রোধ জয় কবেছে। তাবা ব্রাহ্মণদেব মঙ্গলার্থী ও সত্যবাদী। তথাপি প্রিয়জন এবং সুখভোগকে ত্যাগ কবে আমাকে ক্রন্দনবত দেখেও আমাকে ত্যাগ কবে বনে চলে গেছে।

অহার্যশ্চ বনং যান্ত সমূলং হৃদযং মম।
অতদর্হা মহাত্মানঃ কথং কেশব পাণ্ডবাঃ॥ (উঃ) ৯০।৭

—বনে যাবাব সময পাণ্ডববা আমাব হৃদযকে সমূলে আকর্ষণ কবে নিযে গেছে। তাবা কখনও বনে বাসোপযোগী নয়, তথাপি তাবা এই কষ্ট কিরূপে পেলো?

এবা বাল্যকাল হতে পিতৃহীন। আমিই তখন হতে তাদেব প্রতিপালন কবছি। আমাদেব অবর্তমানে তাবা কি ভাবে বিশাল বনমধ্যে বাস কবছে? কুন্তী এক এক কবে প্রত্যেক পুত্রেব গুণাগুণ বর্ণনা কবে তাদেব কুশল জিজ্ঞেস কবলেন। দ্রৌপদী সম্বন্ধে তিনি বললেন—

দ্রৌপদী কুমাবী কৃষ্ণা আমাব সব পুত্র হতে অধিক প্রিয়। সে উচ্চকুল সম্ভূতা, অনুপম সুন্দবী ও সমস্ত সদগুণে বিভূষিতা।

পুত্রলোকাৎ পতিলোকং বৃণ্বানা সত্যবাদিনী।
প্রিযান্ পুত্রান্ পবিত্যজ্য পাণ্ডবাননুরুধ্যতে॥ (উঃ) ৯০।৪৪

—পুত্রলোক হতে পতিলোককে যে শ্রেষ্ঠ মনে কবে তাকেই ববণ কবে নিযেছে, সেই সত্যবাদিনী (দ্রৌপদী) নিজেব প্রিয় পুত্রদেব ত্যাগ কবে পাণ্ডবেব অনুসবণ কবেছে।

সেই উত্তমকুলজাত সর্বকল্যাণী মহারাণী দ্রৌপদী এখন কেমন আছে? সে মহাধনুর্ধর, শৌর্যশালী, যুদ্ধ নিপুণ এবং অগ্নিতুল্য তেজস্বী পঞ্চ পতি লাভ করেছে। সেই কৃষ্ণাকেও দুঃখ ভোগ করতে হোল। চৌদ্দ বছর গত হল। আমি পুত্রাদির বিরহে সন্তপ্তা। সত্যবাদিনী দ্রৌপদীকে কতদিন দেখিনি। যদি এরূপ সদাচার ও সৎকর্ম পরায়ণা দ্রৌপদী অক্ষয় সুখ লাভ করতে না পায় তবে এটা নিশ্চয়ই করে বলা যায় যে মনুষ্য পুণ্য কর্মদ্বারা সুখলাভ করতে সমর্থ হয় না।

আমার সর্বাধিক প্রিয় দ্রৌপদীকে আমি সভা মধ্যে নিয়ে যেতে দেখলাম। এর থেকে অধিক কোন দুঃখ আমি পূর্বে কখনও পাই নাই (ন মে দুঃখতরং কিঞ্চিদ্ ভূতপূর্বং ততোঽধিকম্।) সেই সভায় এক মাত্র বিদুর ব্যতীত অন্য কেউ প্রতিবাদ জানায়নি। মানুষ নিজের সদাচারের দ্বারাই শ্রেষ্ঠ হয়; ধন ও বিদ্যা দ্বারা নয়। (বৃত্তেন হি ভবত্যার্যো ন ধনেন ন বিদ্যয়া।) তিনি বিদুরের প্রশংসা করে আরও বললেন—

তস্য কৃষ্ণ মহাবুদ্ধের্গম্ভীরস্য মহাত্মনঃ।
ক্ষত্তুঃ শীলমলঙ্কারো লোকান বিষ্টভ্য তিষ্ঠতি॥

(উঃ) ৯০।৫৪

—হে কৃষ্ণ, মহামতি গম্ভীর স্বভাব মহাত্মা বিদুরের স্বভাবই তাঁর ভূষণ, যা সমগ্র ভুবনে ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

উপরের মন্তব্য নিশ্চয় তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়।

তিনি কৃষ্ণকে দুঃখ করে আরও বললেন—

পূর্বে দুষ্ট রাজারা যে পাশা খেলা ও মৃগয়া আরম্ভ করেছিল, তা কখনও সুখের হয়নি। সভামধ্যে কৌরবদের নিকট ধৃতরাষ্ট্র পুত্ররা দ্রৌপদীকে এরূপ কষ্ট দিয়েছে যে, তাতে কারও মঙ্গল হতে পারে না। সেই অপমান আমার হৃদয় দগ্ধ করছে। আমার পুত্ররা রাজ্য ত্যাগ করে বনে নানাবিধ দুঃখ ভোগ করে এক বছর অজ্ঞাত বাস করেছে।

এখন পর্যন্ত রাজ্য না পাওয়ায় তাদের জীবিকার ব্যাঘাত হচ্ছে। পুত্রদের সঙ্গে আমারও এইরূপ দুঃখ ভোগ হওয়া উচিত হয়নি।

দুর্যোধনেন নিকৃতা বর্ষমদ্য চতুর্দশম্‌।

দুঃখাদপি সুখং নঃ স্যাদ্‌ যদি পুণ্যফলক্ষয়ঃ॥ (উঃ) ৯০।৬০

—দুর্যোধনের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে দুরবস্থার মধ্যে তাদের চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিবাহিত হয়েছে। যদি সুখ ভোগের এই অর্থ ই হয় যে, পুণ্যের ফল ক্ষয় হওয়া, তবে ত পাপের ফল স্বরূপ দুঃখ ভোগের পর আমাদেরও সুখ লাভ হওয়া উচিত।

আমার মনে পাণ্ডবদের ও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের কোন বিভেদ বোধ ছিল না। এই সত্যের প্রভাবে আমি নিশ্চয়ই দেখছি যে তুমি কৃষ্ণ, ভাবী সংগ্রামে শত্রুদের হত্যা করে পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্কট হতে মুক্ত হয়েছ এবং রাজলক্ষ্মী তোমাদেরই বরণ করেছে। পাণ্ডবদের মধ্যে এমন বহু সদ্‌গুণ আছে যাদের জন্য শত্রুরা তাদের পরাজিত করতে পারবে না।

কুন্তীর উপরের উক্তির মধ্যে এক দৃঢ় চরিত্রের মহিলার ছবি ফুটে উঠেছে। তাঁর সত্য, দৃপ্ত উক্তিতে করুণা ভিক্ষা নেই—আছে দাবীর উপযুক্ত যুক্তি—

তিনি কৃষ্ণকে আরও বললেন—

নৈব শক্যাঃ পরাজেতুং সর্বং হ্যেষাং তথাবিধম্‌।
পিতরং ত্বেব গর্হেয়ং নাত্মানং ন সুযোধনম্‌॥
যেনাহং কুন্তিভোজায় ধনং বৃত্তৈরিবার্পিতা।
বালাং মামর্য্যকস্তভ্যং ক্রীডন্তীং কন্দুহস্তিকাম॥

(উঃ) ৯০।৬২—৬৩

—আমি যে কষ্ট ভোগ করছি, এর জন্য আমি নিজেকে দোষ দিচ্ছি না, দুর্যোধনকে দোষী বলে মনে করি না; কিন্তু এর জন্য আমি কেবল আমার পিতার নিন্দা করছি, যিনি আমাকে রাজা কুন্তী-ভোজের হাতে সেই ভাবে সমর্পণ করেছিলেন, যেরূপ দানী পুরুষ

সাধারণ ভিক্ষুককে ধন দান করে।

আমি তখন বালিকা ছিলাম, হাতে বল নিয়ে খেলতাম। সেই অবস্থায় তোমার পিতামহ মিত্র ধর্ম পালন করতে নিজ মিত্র কুন্তী-ভোজের হাতে আমাকে দান করেন। এইরূপ আমার পিতা ও আমার শ্বশুরও আমার সঙ্গে বঞ্চনা করেছেন, এতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমার জীবন ধারণে কি লাভ ?

কুন্তীর উপরোক্ত ক্ষোভ খুবই মর্মস্পর্শী। নিজের দুর্ভাগ্যকে দোষারোপ করতে গিয়ে বলছেন তাঁর পিতা বন্ধুর নিকট তাঁকে বালিকা বয়সে দত্তক দিয়েছিলেন। এজন্য কুন্তীর মনের সুপ্ত অভিমান এখানে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। আপন সন্তানকে এমন ভাবে পরকে দিয়ে দেওয়া তাঁর প্রতি দারুণ নির্মমতাই প্রমাণ করে। এর পরেই তাঁর ক্ষোভের আরও কারণ পাওয়া যায়। শ্বশুরের প্রতি তাঁর ক্ষোভের হেতু তিনি পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করেননি।

যথার্থ ই কুন্তীর দুঃখের অনেক কারণ ছিল। তাঁকে চির দুঃখিনীই বলা যায়।

Archbishop of Dublin Richard Whately বলেছেন—Woman is like the reed which bends to every breeze, but breaks not in the tempest—কথাটি কুন্তীর জীবনে প্রযোজ্য। জীবনভর ঝড় তাঁকে বার বার আঘাত করেছে ও দুমড়িয়েছে কিন্তু কখনও ভাঙতে পারেনি।

তিনি আরও বললেন—অর্জুনের জন্ম লগ্নে দৈববাণী হয়েছিল যে এই শিশু মহাসংগ্রামে কৌরবদের সংহার করে রাজ্য অধিকার করবে এবং নিজ ভ্রাতাদের সঙ্গে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করবে। সেই দৈব-বাণীতে আমি দোষ দেখছি না। ধর্মকে নমস্কার করছি। (নাহং তামভ্যসূয়ামি নমো ধর্মায় বেধসে।) যদি ধর্ম থাকে, তবে তুমি সমস্ত কামনা পূর্ণ করবে—যা দৈববাণী হয়েছিল।

ন মাং মাধব বৈধব্যং নার্থনাশো ন বৈরতা।

তথা শোকায দহতি যথা পুত্রৈর্বিনাভবঃ ॥ (উঃ) ৯০।৬৯

—মাধব, বৈধব্য, ধনক্ষয এবং জ্ঞাতিদেব সঙ্গে দিনে দিনে শক্রতা বৃদ্ধি এসব আমাকে তেমন দুঃখ দিচ্ছে না, যেমন পুত্রবিবহ আমাকে দগ্ধ কবছে।

আজ চৌদ্দ বছব হল—আমি যুধিষ্ঠিব, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে দেখতে পাচ্ছি না।

জীবনাশং প্রনষ্টানাং শ্রাদ্ধং কুর্বন্তি মানবাঃ।
অর্থতস্তে মম মৃতাস্তেষাং চাহং জনার্দন ॥ (উঃ) ৯০।৭২

—জনার্দন, যাবা প্রাণ নাশান্তে অদৃশ্য হয় তাদেব জন্যই লোকে শ্রাদ্ধ কবে। যদি মৃত্যুব অর্থ অদৃশ্য হওয়াই হয়, তবে আমাব কাছে পাণ্ডবেবা মৃত এবং আমিও তাদেব কাছে মৃত।

কুন্তী যুধিষ্ঠিব সম্বন্ধে বলে পাঠালেন—পুত্র, তোমাব ধর্মেব প্রচুব ক্ষতি হচ্ছে। তুমি তাকে বৃথা নষ্ট কব না।

পবাশ্রযা বাসুদেব যা জীবতি ধিগস্তু তাম্।
বৃত্তেঃ কার্পণ্যলব্ধায়া অপ্রতিষ্ঠৈব জ্যাযসী ॥ (উঃ) ৯০।৭৪

—বাসুদেব, অন্যেব আশ্রিতা হযে যে জীবন ধাবণ কবে, তাকে ধিক্কাব। দীনতা দ্বাবা জীবন ধারণ অপেক্ষা মৃতু ববণ কবাই শ্রেষ্ঠ।

অথো ধনঞ্জয়ং ব্রূয়া নিত্যোদ্‌যুক্তং বৃকোদবম্।
যদর্থং ক্ষত্রিয়া সূতে তস্য কালোঽযমাগতঃ ॥ (উঃ) ৯০।৭৫

—তুমি অর্জুনকে ও অপেক্ষাকাবী ভীমকে বলবে, যুদ্ধেব জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে। ক্ষত্রিয়া বমণী যে প্রযোজনেব জন্য পুত্রেব জন্ম দেয় সেই সুসময় উপস্থিত হযেছে।

এ সময়ে তাবা যদি যুদ্ধ না কবে তবে তাদেব জীবন ব্যর্থ হবে এবং সর্বকালেব জন্য তাদেব ত্যাগ করবে। সময় এলে তোমাদের প্রাণ ত্যাগ করতে হবে। (কালে হি সমনুপ্রাপ্তে ত্যক্তব্যমপি জীবনম্।)

নকুল সহদেবকে বলো—তোমবা প্রাণকে পণ বেখেও পরাক্রম

দেখিয়ে ভোগ কব।

বিক্রমাধিগতা হ্যর্থা ক্ষত্রধর্মেণ জীবতঃ।

মনো মনুষ্যস্য সদা প্রীণন্তি পুরুষোত্তম ॥ (উঃ) ৯০।৭৯

—পুরুষোত্তম, ক্ষত্রিয় ধর্মে জীবন নির্বাহকাবী মানুষেব মনকে পবাক্রমে লব্ধ ধনই সর্বদা সন্তুষ্ট বাখে।

তুমি অর্জুনকে বলবে—তুমি দ্রৌপদীব নিকট প্রতিশ্রুতি বক্ষা কব। কৃষ্ণ তুমি তো জান যে ভীম ও অর্জুন ক্রুদ্ধ হলে, তাবা যমবাজতুল্য হযে দেবতাদেবও মৃত্যু মুখে ফেলতে পাবে। দ্রৌপদী যে সভায উপস্থিত হতে বাধ্য হয়েছিল এবং দুঃশাসন ও কর্ণ তাব প্রতি যে কর্কশ বাক্য বলেছিল, এ সবই ভীমসেন ও অর্জুনেব অপমান। এব যে কি ফল হবে তা তাবা দেখবে। শত্রুকে সংহাব না কবা পর্যন্ত ভীম ক্ষান্ত হয়ো না।

বাজ্য গেছে, এতে আমাব দুঃখ নেই। পাশা খেলায পরাজয হযেছে এতেও কোন দুঃখ নেই। আমাব পুত্রদের বনে পাঠিযেছে তাও আমাব দুঃখেব কাবণ হয়নি। কিন্তু আমাব শ্রেষ্ঠ সুন্দবী বধূকে যে এক বস্ত্রে সভায টেনে এনেছিল এবং বর্ববদেব কটু বাক্য শুনতে হয়েছে, এব থেকে অধিক দুঃখ আব আমাব কি হতে পাবে?

কুন্তী কেবল মাত্র স্নেহ, মায়া, মমতা ও করুণার আদর্শ নন, তিনি বীব ক্ষাত্রিয়াণীও বটে। যথার্থই কুন্তীব দুঃখ কৌশল্যাব দুঃখেব তুলনায় অনেক বেশী। কৌশল্যাকে পরান্নশ্রয়ী থাকতে হয়নি বা দ্রৌপদীব মত সভাস্থলে গুরুজন ব্যক্তিব সমীপে কৌশল্যাব পুত্রবধূকে বিবস্ত্র কবতে কেউ চেষ্টা কবেননি। পুত্রবধূব অন্যায নির্যাতনেব ব্যথাই শ্বশ্রূমাতাব অন্তবে গভীব ক্ষত সৃষ্টি কবেছে।

কুন্তীব সন্তানদের উদ্দেশ্যে প্রেবিত বাণীব মধ্যে ক্ষত্রিয়া বমণীর দৃপ্ত ও উগ্র মনোভাব প্রকাশ পেযেছে। তাঁব খেদোক্তি হতে এটাই প্রমাণ হয যে তিনি জীবনে কখনও শান্তি বা সুখ পাননি।

তিনি আক্ষেপ কবে আবও বললেন—

যস্যা মম সপুত্রায়াস্ত্বং নাথো মধুসূদন।
রামশ্চ বলিনাং শ্রেষ্ঠঃ প্রদ্যুম্নশ্চ মহারথঃ॥
সাহমেবংবিধং দুঃখং সহেহদ্য পুরুষোত্তম।
ভীমে জীবতি দুর্ধর্ষে বিজয়ে চাপলায়িনি॥ (উঃ) ৯০।৮৮-৮৯

—হে মধুসূদন, তুমি, বীর শ্রেষ্ঠ বলরাম ও মহারথী প্রদ্যুম্ন পুত্রদের সঙ্গে কুন্তীর যারা রক্ষক, যুদ্ধে যে কখনও পলায়ন করেনি সেই বিজয়ী অর্জুন ও দুর্ধর্ষ বীর ভীমের মত যার পুত্র জীবিত, সেই আমি এরূপ দুঃখ আজ সহ্য করছি কেন?

শোকাতুরা পিসিমা কুন্তীকে সান্ত্বনা দিয়ে কৃষ্ণ বললেন—পিসিমা, তোমার মত সৌভাগ্যবতী দ্বিতীয় আর কে আছে? তুমি রাজা শূরসেনের কন্যা এবং মহারাজ আজমীঢের কুলবধূ। একদিন তুমি সকলের কল্যাণকারী মহারাণী ছিলে এবং তোমার পতি-দেবতা তোমাকে সর্বদা বিশেষ সম্মান করতেন।

বীরসূর্বীরপত্নী ত্বং সর্বৈঃ সমুদিতা গুণৈঃ।
সুখ-দুঃখে মহাপ্রাজ্ঞে তাদৃশী সোঢ়ুমর্হতি॥ (উঃ) ৯০।৯৩

—তুমি বীরপত্নী, বীর জননী ও সমস্ত সদগুণে সম্যক প্রকাশিতা। তোমার ন্যায় বিবেকবতী রমণীর সুখ ও দুঃখ নীরবে সহ্য করা উচিত।

তোমার সব পুত্রই নিদ্রা, আলস্য, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শীত গ্রীষ্ম—এই সবই জয় করে বীরোচিত সুখ উপভোগ করছে। তারা কখনও অল্পে তুষ্ট হয় না। কারণ তারা অত্যন্ত উৎসাহ সম্পন্ন ও মহাবলশালী। (ন তু স্বল্পেন তুষ্যেয়ুর্মহোৎসাহ—মহাবলাঃ।) মহাপুরুষদের বাক্য এই যে—

অন্তপ্রাপ্তিং সুখং প্রহুর্দুঃখমন্তরমেতয়োঃ॥ (উঃ) ৯০।৯৭

—অন্তিম অর্থাৎ সুখ দুঃখের অতীত স্থিতি প্রাপ্তিই হল প্রকৃত সুখ এবং সুখ দুঃখের মধ্যে স্থিতি হল দুঃখ।

পিসিমা, দ্রৌপদী ও পাণ্ডবরা তোমাকে প্রণাম জানিয়েছে। তুমি

শীঘ্র দেখবে পাণ্ডবরা নীরোগ অবস্থায় তোমার সামনে উপস্থিত হয়েছে। তারা শত্রুদের বধ করে সাম্রাজ্য লক্ষ্মী সম্পন্ন হয়ে সমগ্র ভূমণ্ডলের অধীশ্বর হবে।

কৃষ্ণের কথা শুনে কুন্তী বললেন, কৃষ্ণ, পাণ্ডবদের পক্ষে যা হিতকর হবে এবং যা যা তাদের পক্ষে করণীয় বলে তুমি বিবেচনা কর, আমি তা অবশ্যই করব। ধর্মলোপ না করে, ছল ও কপটতা হতে দূরে থেকে সময়োচিত কাজ করতে উদ্যোগী হবে। আমি তোমাতে সত্যপরায়ণতা ও বংশমর্যাদার প্রভাব জানি। প্রত্যেক কাজের ব্যবস্থাপনায় মিত্র সংগ্রহবিষয়ে এবং বুদ্ধি ও পরাক্রমে তোমার যে অদ্ভুত প্রভাব আছে, তাও আমি জানি। আমাদের কুলে তুমিই ধর্ম, তুমিই সত্য, তুমিই মহাতপস্যা, তুমিই রক্ষক এবং তুমি পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা, সব কিছু তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত, তুমি যা কিছু বল, তা সমস্তই সত্য হয়।

অতঃপর কৃষ্ণ পিসিমা কুন্তীর নিকট হতে বিদায় নিয়ে দুর্যোধনের গৃহ অভিমুখে গেলেন। পরে কৌরব সভা হতে ফিরে কৃষ্ণ যা যা ঘটেছে সমস্ত সংক্ষেপে কুন্তীকে শোনালেন। (কৃষ্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য)।

সব কথা শুনে কুন্তী কৃষ্ণকে বললেন, তুমি যুধিষ্ঠিরের নিকট বলবে—পুত্র, তোমার প্রজা-পালক-রূপ ধর্মের অত্যন্ত ক্ষতি হচ্ছে। তুমি সেই ধর্ম পালনের অবকাশকে ব্যর্থ কর না। যেমন বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝতে অসমর্থ অজ্ঞ বেদ পাঠকের বুদ্ধি কেবল বেদের মন্ত্রসমূহ আবৃত্তি করেই নষ্ট হয় এবং কেবল বেদমন্ত্র পাঠরূপ ধর্মের উপরই নজর রাখে তেমনি তোমারও বুদ্ধি কেবল শান্তি ধর্মের উপরই আবদ্ধ আছে।

স্বয়ং বিধাতা তোমার জন্য যে ধর্ম সৃষ্টি করেছেন, তুমি সেদিকে দৃষ্টি দাও। ক্ষত্রিয়রা বাহুবলের সাহায্যেই জীবিকা নির্বাহ করে। তারা যুদ্ধ করবার জন্য সৃষ্ট হয়েছে এবং প্রজাপালন ধর্মই তাদের পরম ধর্ম।

অতঃপর কুন্তী উদাহরণ স্বরূপ পুরাকালের একটি ঘটনা বিবৃত করলেন। ধনকুবের রাজর্ষি মুচুকুন্দের উপর প্রসন্ন হয়ে তাঁকে একটি সম্পূর্ণ ভূমণ্ডল দান করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃত হলেন। তিনি বললেন, তিনি নিজ বাহুবলে উপার্জিত রাজ্য উপভোগ করবেন। তার এই প্রস্তাবে কুবের যুগপৎ প্রসন্ন ও বিস্মিত হলেন। তারপর রাজা মুচুকুন্দ নিজ বাহুবলে এই পৃথিবী ন্যায়ানুসারে জয় করে শাসন করেছিলেন।

রাজার দ্বারা রক্ষিত হয়ে প্রজারা যে সব ধর্মাচরণ করে, তার চার ভাগ ফল রাজা লাভ করে। রাজা যদি নিজে ধর্ম পালন করেন, তাহলে তিনি তার দ্বারা দেবত্ব লাভ করেন এবং তিনি যদি অধর্মাচরণ করেন, তবে তাঁর নরকে গতি হয়। রাজার দণ্ডনীতি যদি রাজার স্বধর্মানুসারে ব্যবহৃত হয় তবে তাতে তিনি ব্রাহ্মণদের চার বর্ণকে নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। রাজা যদি ন্যায় পথে চলেন, তবে জগতে সত্যযুগ নামক উত্তমকাল আবির্ভূত হয়। (তদা কৃতযুগং নাম কালঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রবর্ততে।) রাজাই কালের কারণ। (রাজা কালস্য কারণম্)।

রাজা কৃতযুগস্রষ্টা ত্রেতায়া দ্বাপরস্য চ।
যুগস্য চ চতুর্থস্য রাজা ভবতি কারণম্॥ (উঃ) ১৩২।১৭

—রাজাই সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ ও দ্বাপর যুগের স্রষ্টা এবং চতুর্থ যুগ যে কলি, তার আবির্ভাবের কারণও হলেন রাজা।

নিজের সৎকর্ম দ্বারা রাজা অক্ষয় স্বর্গলাভ করে থাকেন। ত্রেতা যুগের প্রবৃত্তির ফলে রাজার স্বর্গ লাভ হয় বটে, কিন্তু তা অক্ষয় হয় না। দ্বাপর যুগের প্রবর্তনের ফলে রাজা যথাযথ ভাগ্যানুসারে পুণ্য ও পাপের ফল পান। কিন্তু কলি যুগের প্রবৃত্তির জন্য রাজাকে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করতে হয়। ফলে রাজাকে বহু বর্ষ ধরে নরকেই বাস করতে হয়।

তিনি যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে আরও বলে পাঠালেন—তোমার পিতা

পিতামহ যা পালন কবে গেছেন, তুমি সেই বাজধর্মেব দিকে দৃষ্টি দাও। তুমি যাব আশ্রয় নিতে চাচ্ছ, তা বাজর্ষিদেব বাজধর্ম নয়।

যুধিষ্ঠিব, তোমাব পক্ষে ভিক্ষাবৃত্তি সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। এবং কৃষিকর্ম ও তোমাব যোগ্য নয়। তুমি তো অপবেব ক্ষতি হতে ত্রাণ কর্তা ক্ষত্রিয। তোমাকে তো বাহুবলেব দ্বাবাই জীবিকা চালাতে হবে। তোমাব পৈতৃক বাজ্য শত্রুব হাতে পড়ে লুপ্ত হচ্ছে। তুমি সাম, দান, ভেদ অথবা দণ্ডনীতিব দ্বাবা তাকে পুণবায উদ্ধাব কব। (সাম্না ভেদেন দানেন দণ্ডেনাথ নয়েন বা।)

ইতো দুঃখতবং কিং নু যদহং হীনবান্ধবা।
পবপিণ্ডমুদীক্ষে বৈ ত্বাং সূত্বামিত্রনন্দন ॥ (উঃ) ১৩২।৩৩

—এব চেযে আব অধিক দুঃখ কি হতে পাবে যে আমি তোমাকে জন্ম দান কবেও বন্ধুবান্ধবহীন সাধাবণ বমণীব ন্যায জীবিকাব জন্য অপবেব প্রদত্ত অন্ন পিণ্ডেব উপর আমাকে নির্ভব কবতে হচ্ছে।

আমেবিকাব ধর্মযাজক Edwin Hubbell Chapin বলেছেন—No language can express the power and beauty and heroism and majesty of a mother's love. It shrinks not where man cowers, and grows stronger where man faints, and over the wastes of wordly fortune sends the radiance of its quenchless fidelity like a star in heaven.

এই উক্তিটি যেন কুন্তী চবিত্রেব প্রতিকৃতি। কুন্তী চবিত্রেব একটি প্রশংসনীয় দিক এইভাবে সন্তানদেব যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ কববাব জন্য ক্ষাত্রধর্ম সম্বন্ধে নানা উপদেশ কৃষ্ণ মাবফৎ তাঁব সন্তানদেব কাছে পাঠানো। বিশেষ কবে দুর্বল চিত্ত যুধিষ্ঠিবকে বলে পাঠিয়েছিলেন—তিনি যেন ক্ষত্রিযেব ন্যায পৃথিবী জয় কবে প্রজাপালন কবেন—এটাই হলো তাঁব ক্ষাত্রধর্ম। পৈত্রিক বাজ্য পুনকদ্ধাব কববাব জন্য যুদ্ধ কবেন—এটাই তাঁব প্রতি মাতৃ আজ্ঞা। ক্ষত্রিযেব ধর্মই হচ্ছে বাহুবলেব দ্বাবা

দুর্বলকে রক্ষা করা ও নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা।

পঞ্চপাণ্ডবের মত বীর সন্তান থাকা সত্ত্বেও, রাজা পাণ্ডুর স্ত্রী ও মহারাজা যুধিষ্ঠিরেও জননীর পরান্নে জীবন ধারণ করার মত দুঃখ আর কিছু হতে পারে না। কুন্তীর জীবনে এটা কেবল দুঃখ নয়, এত বড় অপমান।

পুত্রদের যুদ্ধে প্রেরণা দানের জন্য তিনি বিদুলা নাম্নী ক্ষত্রিয়া নারীর কাহিনী বিবৃত করে পাণ্ডবদের যুদ্ধে উৎসাহিত করে পাঠান।

Victor Hugo বলেছেন—No one knows like a woman how to say things which are at once gentle and deep কুন্তী প্রসঙ্গে কথাটি খুবই প্রযোজ্য। তিনি পুত্রদের বিদুলার কাহিনী শুনিয়ে এক সুন্দর পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন—যা তাঁদের মনে গভীর উদ্দীপনা জাগাল।

বিদুলা নামে এক বুদ্ধিমতী বিদুষী তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়া নারী ছিলেন। তার পুত্র সঞ্জয় সিন্ধু রাজের নিকট পরাজিত হয়ে দুঃখিত চিত্তে কাপুরুষের ন্যায় উদ্যমহীন হয়ে দিনপাত করছিলেন। বিদুলা পুত্রের ক্রোধ শূন্য ক্লীবের ন্যায় জীবনের জন্য তাঁকে তিরস্কৃত করেন এবং বীরের ন্যায় শত্রু কবলিত রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে উৎসাহিত করে বললেন লোকে যার মহৎ চরিত্রের আলোচনা করে না সে পুরুষ নয়। স্ত্রীও নয়, সে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করে মাত্র। যার দান তপস্যা শৌর্য, শিক্ষা বা অর্থের খ্যাতি নেই—তার জীবনের কি মূল্য? কুকুরের ন্যায় ঘৃণ্য জীবন অপেক্ষা সাপের দন্ত উৎপাটন করতে গিয়ে প্রাণ ত্যাগ করাও শ্রেয়। সর্বদা দীপ্ত অগ্নির মত প্রজ্বলিত থাকো। শত্রুকে প্রবল বিক্রমে আক্রমণ কর। তেজহীন পুত্র ক্ষত্রিয় বংশ রক্ষা করতে পারে না।

জননীর এই দীপ্ত উক্তিতে সঞ্জয় বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, পুত্রের মৃত্যু ঘটলে সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বরী হয়েও তাঁর কি লাভ? জননী হয়ে সন্তানকে তিনি মৃত্যুর পথে ঠেলে দিতে চাচ্ছেন কেন?

উত্তবে বিদুলা বললেন, যিনি বাহুবল আশ্রয় কবে জীবন ধারণ কবেন তিনিই কীর্তি ও পবলোকে সদ্‌গতি লাভ কবেন। তিনি পুত্রকে বলেন সিন্ধুবাজেব প্রজাবা বাজাব প্রতি প্রসন্ন নয়। তাবা সুযোগেব অপেক্ষায় বয়েছে। যদি বীবত্ব দেখাও, তবে অন্যান্য বাজাবা সিন্ধুবাজেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কববেন। তাঁদেব সঙ্গে মিলিত হয়ে সুযোগেব প্রতীক্ষায় অপেক্ষা কব। সিন্ধুবাজ চিবকাল জয়ী হতে পাবেন না। অমবও নয। যুদ্ধেব ফলাফল চিন্তা না কবেই, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন অথবা শত্রু ক্ষয়—এ ছাড়া ক্ষত্রিযেব শান্তি লাভ হয় না।

সঞ্জয় জননীকে বললেন, তুমি আমাব প্রতি নিষ্ঠুব। তোমাব হৃদয় কি কাল ইস্পাতেব তৈয়েবী ? আমাব ধন, সহায় সম্বল নেই। কিরূপে আমি যুদ্ধ জয কবব ? তুমি যদি কোন উপায় বলতে পাব, তা বল।

বিদুলা বললেন, তুমি পূর্বে যে বীবত্ব দেখিয়েছ, তা আবাব দেখাও। তবেই বাজ্য উদ্ধাব কবতে পাববে। সিন্ধুবাজ যেসব নৃপতিদেব শক্তিহীন ও অপমানিত কবেছেন, যাঁবা তাব প্রতি এই কাবণে অসন্তুষ্ট তুমি তাদেব সঙ্গে মিত্রতা কব। আমাদেব বাজকোষে বহু ধনবত্ন আছে। তোমাব অনেক সুহৃদ আছে, বিপদে যাবা তোমাকে সাহায্য কবতে এগিযে আসবে।

বিদুলাব হিতোপদেশ ও বাক্যবাণে জর্জবিত হযে, সঞ্জযেব নৈবাশ্য দূব হলো। যুদ্ধে উদ্‌বুদ্ধ হযে তিনি সিন্ধুবাজেব সঙ্গে যুদ্ধে জযী হলেন।

বিদুলাব এই কাহিনীব দ্বাবা কুন্তী তাঁব মনোভাব সন্তানদেব নিকট প্রকাশ কবলেন। তিনিও যে বিদুলাব মতই তেজস্বিনী বমনী ছিলেন এই একটি দৃষ্টান্তেব মধ্যে তা প্রমাণিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে Sir P. Sidney এব—একটি উক্তি মনে পড়ে। তিনি বলেছেন—To the disgrace of men it is seen, that there

are women both more wise to judge what evil is expected, and more constant bear it when it is happened কুন্তী তাঁর দূরদর্শিতার দ্বারা যুদ্ধ ব্যতিরেকে পাণ্ডবদের চরম দুরাবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে তাঁদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু যুদ্ধের পরিণামে তিনি যে তার যোগ্য নাতী ও অন্যান্য আত্মীয়দের হারালেন তাঁদের জন্য সেই অসহায় দুঃখও তিনি একা সহ্য করেছেন। কারণ তিনি বিধবা।

কৃষ্ণের মুখে জননী কুন্তীর এমন তেজোদীপ্ত আদেশ শুনে পাণ্ডবরা বিস্মিত হলেন ও যুদ্ধের প্রেরণা পেলেন। ভীষ্ম দ্রোণও কুন্তীর উষ্মা জড়িত এমন ধর্ম সম্মত উত্তেজক ভাষণের কথা শুনে উপলব্ধি করেছিলেন যে পঞ্চ পাণ্ডব অবশ্যি মাতৃ আজ্ঞা রক্ষার্থে রাজ্যের জন্য যুদ্ধ করবেন।

এক্ষেত্রে কুন্তীর দীপ্ত ভাষণ অন্তর্নিহিত বহ্নি শিখার ন্যায় পঞ্চ পাণ্ডবের সুপ্তাচ্ছন্ন বীর্যে অগ্নি সংযোগ করতে সহায়তা করেছিল। যুদ্ধের প্রতি তাঁদের অনীহা মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্নিহিত হলো।

বিদুরের নিকট হতে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী জানতে পেরে কুন্তী বিষন্ন হয়েছিলেন। কারণ একদিকে জ্ঞাতিবধ, অন্যদিকে রাজ্যচ্যুত সন্তানদের চির দারিদ্র্য। এই দ্বন্দ্ব যেন কুন্তীর মনের শান্তি কেড়ে নিয়েছিল। তবু পুত্রদের ক্ষত্রিয়ের ন্যায় যুদ্ধ করতে হবে।

বহুদিনের পুঞ্জীভূত গোপন ব্যথা আজ যেন তাঁর মন উদ্বেলিত করে তুলেছে। ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহবশতঃ বিশেষ ক্ষতি করবেন না। কিন্তু যৌবনের প্রথম কলঙ্ক কর্ণই আজ তাঁর সমস্ত দুশ্চিন্তার কারণ। এই কর্ণই দুর্যোধনের সমস্ত অপকর্মের সমর্থক ও সহায়ক। কর্ণ সর্বদা পাণ্ডবদের ঈর্ষা করে। তাদের অহিত চিন্তা তার মন জুড়ে আছে। বীর্যেও সে পাণ্ডবদের সমকক্ষ, জননী হয়ে নিজের সন্তানদের মধ্যে আত্ম দ্বন্দ্ব তিনি কোন প্রকারেই চিন্তা করতে পারছিলেন না।

কুন্তী মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—

ধিগস্ত্বর্থং যৎ কৃতেঽয়ং মহান জ্ঞাতিবধঃ কৃতঃ।
বর্ৎস্যতে সুহৃদাং চৈব যুদ্ধেঽস্মিন্ বৈ পরাভবঃ॥

(উঃ) ১৪৪।১১

—এই ধনকে ধিক্। যার জন্য আজ উভয় পক্ষই পরস্পর জঘন্য জ্ঞাতি বধ করতে উদ্যত হয়েছে। এই যুদ্ধে নিজ সুহৃদদেরও পরাজয় ঘটবে।

পশ্যে দোষং ধ্রুবং যুদ্ধে তথাযুদ্ধে পরাভবম্।
অধনস্য মৃতং শ্রেয়ো ন হি জ্ঞাতিক্ষয়ো জয়ঃ॥

(উঃ) ১৪৪-১৩

—যুদ্ধে ভয়ঙ্কর দোষ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যুদ্ধ না হলেও আবার (পাণ্ডবদের) পরাভব হবে। যদিও নির্ধন হয়ে থাকা অপেক্ষা মৃত্যু বরণ করাই শ্রেয় তথাপি জ্ঞাতিগণকে বিনাশ করে বিজয় লাভ করাকেও শ্রেয়স্কর বলে আমার মনে হচ্ছে না।

এই সব চিন্তা করে আমার হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ হচ্ছে। ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য ও কর্ণ দুর্যোধনের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করবেন, এতে আমার অত্যন্ত ভয় হচ্ছে। দ্রোণাচার্য সর্বদা পাণ্ডবদের হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি কখনও শিষ্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না। ভীষ্মও নিশ্চয়ই পাণ্ডবদের প্রতি সৌহাদ্দপূর্ণ ভাব রাখবেন।

মোহানুবর্তী সততং পাপো দ্বেষ্টি চ পাণ্ডবান্।
মহত্যনর্থে নির্বন্ধী বলবাংশ্চ বিশেষতঃ॥ (উঃ) ১৪৪।১৭

—কিন্তু একমাত্র মিথ্যাদর্শী কর্ণই মোহবশতঃ সর্বদা দুর্মতি (দুর্যোধনের) অনুসরণ করছে। সেই এই পাপাত্মা সর্বদা পাণ্ডবদের দ্বেষ করে থাকে।

কর্ণ সর্বদা পাণ্ডবদের ক্ষতি করবার জন্য উদ্যত। বিশেষতঃ সে বলবান। এই কথা চিন্তা করে আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে, আজ আমি কর্ণের মনে পাণ্ডবদের প্রতি সৌহার্দ্যভাব জাগাবার জন্য

তার কাছে যাব এবং তার যথার্থ সম্বন্ধের পরিচয় দিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করব।

পুত্রের নিকট তার জন্ম বৃত্তান্ত প্রকাশ করে কর্ণকে তার ভ্রাতাদের বিরুদ্ধাচারণ হতে বিরত করতে দৃঢ় সঙ্কল্প করলেন।

সন্তানের মঙ্গলের জন্য মাতৃ হৃদয়ের যে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা তা এখানে পরিস্ফুট হয়ে এক করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। সন্তানের মঙ্গলের জন্য কুন্তী নিজের কলঙ্কের কথা কেবল শ্বশুরের সামনেই প্রকাশ করেননি, পুত্র কর্ণের নিকটও তা প্রকাশ করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি।

ভাগীরথী নদীর তীরে যখন কর্ণ সূর্য স্তব করছিলেন, কুন্তী তখন সেখানে গেলেন। সূর্য প্রণামান্তে কর্ণ কুন্তীকে প্রণাম করে ঈষৎ হেসে বললেন, (কর্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য) আমি রাধা ও অধিরথের পুত্র কর্ণ। আমি আপনাকে প্রণাম করছি। আপনি এখানে কেন এসেছেন ? বলুন, আমি আপনার কি সেবা করব ?

কুন্তী বললেন—

কৌন্তেয়স্ত্বং ন রাধেয়ো ন তবাধিরথঃ পিতা।
নাসি সূতকুলে জাতঃ কর্ণ তদ্ বিদ্ধি মে বচঃ॥ (উঃ)
১৪৫।২

—কর্ণ, তুমি রাধার পুত্র নও, কুন্তীর পুত্র। তোমার পিতা অধিরথ নয় এবং সূতকুলেও তোমার জন্ম নয়। তুমি আমার এই কথা অবগত হও।

তারপর তিনি কর্ণের জন্ম বৃত্তান্ত তাঁকে জানালেন।

কাশীদাসী মহাভারতে কুন্তী বলেছেন—

আমার নন্দন তুমি সূর্যের ঔরসে॥
যখন ছিলাম আমি জনকের বাসে॥
— — — —
কদাচিত নহ তুমি রাধার নন্দন॥

যে হইল সে হইল অজ্ঞাত কাবণ।
ভ্রাতৃগণ সঙ্গে তুমি কবহ মিলন॥
ছয ভাই মিলি বাছা নাশ মোব দুখ।
শত্রুগণে মারি ভুঞ্জ যত বাজ্য সুখ॥ (উঃ)

কুন্তীব উক্তিব সত্যতা প্রতিপন্ন কববাব উদ্দেশ্যে সূর্যদেব দৈববাণী কবে কুন্তীব বাক্যেব প্রতিধ্বনি কবলেন।

কুন্তী বললেন—

স ত্বং ভ্রাতৄনসম্বুদ্ধ্যা মোহাদ্ যদুপসেবসে।
ধার্তবাষ্ট্রান্ ন তদ্ যুক্তং ত্বয়ি পুত্র বিশেষতঃ॥ (উঃ)

১৪৫।৬

—পুত্র, তুমি যে নিজেব ভ্রাতাদেব সঙ্গে অপরিচিত থেকে মোহবশতঃ ধৃতবাষ্ট্রেব পুত্রদেব সেবা কবছ তা তোমাব যোগ্য নয়।

ধর্মশাস্ত্রে মানুষেব জন্য এটাই উত্তম ফল বলে কথিত আছে যাব দ্বাবা তাব পিতা প্রভৃতি গুরুজনগণ ও একমাত্র পুত্রেব উপবই অধিক স্নেহ দৃষ্টি সম্পন্না জননী তাব প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

অর্জুন পূর্বে যা অর্জন কবেছে এবং দুষ্টবা লোভবশতঃ যা হবণ কবেছে, যুধিষ্ঠিবেব সেই বাজলক্ষ্মীকে তুমি দুর্যোধনদেব থেকে কেড়ে নিযে ভ্রাতাদেব সঙ্গে ভোগ কব।

কর্ণার্জুনৌ বৈ ভবেতাং যথা বাম-জনার্দনৌ।
অসাধ্যং কিং তু লোকে স্যাদ্ যুবয়োঃ সংহিতাত্মনোঃ॥ (উঃ)

১৪৫।১০

—কর্ণ ও অর্জুন উভযে মিলিত হয়ে সেইরূপ বলশালী হোক যেরূপ বলবাম ও কৃষ্ণ। যদি তোমবা উভযে প্রেমেব সঙ্গে একত্রে মিলিত হও, তবে এই জগতে তোমাদেব পক্ষে কোন্ কার্য্য অসাধ্য থাকবে?

দীর্ঘকাল পব পবিত্যক্ত সন্তানেব নিকট স্বার্থ সিদ্ধিব জন্য মাতৃত্বেব দাবী নিযে কুন্তীব উপস্থিত হওয়াব মধ্যে একদিকে যেমন তাঁব স্বার্থ-

পরতার পরিচয় পাওয়া যায় অন্যদিকে উদ্বেগ ও আশঙ্কার বিধুর মাতৃ হৃদয়ের কোমলতাও প্রকাশ পাচ্ছে।

পুত্রের অমঙ্গলের ভয়েই তিনি এমনভাবে নিজেকে অনাবৃত করেছেন। এমনভাবে নিজের কুমারী জীবনের কলঙ্ক শ্বশুর ও সন্তানের কাছে জীবন সায়াহ্নে সলজ্জে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ সময়কার কুন্তীর মনের অবস্থা কল্পনা করাও দুরূহ।

কিন্তু কর্ণ রাজ্য লোভেও সখা দুর্যোধনকে ছেড়ে পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিতে রাজী হলেন না।

হতাশায় মোহ্যমান কুন্তী অনন্যোপায় হয়ে কর্ণকে অনুরোধ করলেন—

ভ্রাতৃগণ সঙ্গে যদি না কর মিলন।
মোর বাক্য যদি নাহি করিবে পালন॥
তবে এক সত্য কর মোর বিদ্যমানে।
আর চারি পুত্রে মোর না মারিবে প্রাণে॥ (উঃ)

কর্ণের থেকে এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে কুন্তী দেবী, যার কখনও ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না, তিনি পুত্র কর্ণকে আলিঙ্গন করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন,

এবং বৈ ভাব্যমেতেন ক্ষয়ং যাস্যন্তি কৌরবাঃ।
যথা ত্বং ভাষসে কর্ণ দৈবঃ তু বলবত্তরম্॥ (উঃ) ১৪৬৷২৫

—কর্ণ দৈবই সর্বত্র অতিশয় বলবান। তুমি যেরূপ বললে, তাই হোক এই যুদ্ধের দ্বারা কৌরবেরা ধ্বংস হোক।

তুমি চার ভ্রাতাকে অভয় দিয়েছ। যুদ্ধে অবশ্যই তাদের ক্ষতি করবে না। তোমার কল্যাণ হোক। উত্তরে কর্ণও তাহাই হোক—এই কথা বলে উভয়ে নিজ নিজ পথে চলে গেলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে পাণ্ডবরা পঞ্চ ভ্রাতা একত্রে বীর জননী কুন্তী দেবীর নিকট এলেন। কুন্তী দীর্ঘকাল পরে নিজের পুত্রদের দেখে তাদের কষ্টের কথা শ্রবণ করে দুঃখে আপ্লুত হয়ে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবৃত

কবে অশ্রু বিসর্জন কবতে লাগলেন। অশ্রুসিক্ত নযনে তিনি অস্ত্রদ্বারা আহত ক্ষত বিক্ষত পুত্রদেব দেহেব দিকে বাবংবাব দেখতে থাকেন। তিনি বাব বার তাদেব শবীবেব উপব নানাভাবে হাত বুলিযে শোকার্ত হয়ে দ্রৌপদীব জন্য, যিনি সব পুত্রকেই হাবিযেছেন, শোক কবতে লাগলেন। তখন তিনি দেখলেন দ্রৌপদী নিকটেই ভূতলে পতিতা বয়েছেন।

শোকাতুবা দ্রৌপদী তাঁকে বললেন আর্য্যে অভিমন্যু সহ আপনাব সব পৌত্রবা কোথায় চলে গেছে? তাবা দীর্ঘকাল পবে তপস্বিনী আপনাকে দেখে আপনাব নিকট আসছে না কেন? নিজেব পুত্রদেব হাবিয়ে এখন এই বাজ্যে আমাদেব কোন কার্য সিদ্ধ হবে? (কিং ন্যু বাজ্যেন বৈ কার্য্যং বিহীনাযাঃ সুতৈর্মম।)

শোকার্ত কুন্তী বোরুদ্যমানা দ্রৌপদীকে মাটিব থেকে তুলে আশ্বস্ত কবলেন এবং তাঁব সঙ্গে নিজেও অত্যন্ত শোকাতুব হয়ে গান্ধাবীব নিকট গেলেন। কাবণ গান্ধাবীব সমদুঃখী আব কেউ ছিলেন না।

গান্ধাবী বধূ দ্রৌপদী সহ কুন্তী দেবীকে বললেন, এভাবে শোকে আকুল হয়ো না। দেখ,আমিও তো শোকার্ত। আমি বুঝছি যে,সময়েবই বৈপবীত্যে প্রেবিত হয়ে এইসমগ্র জগতেব বিনাশ হযেছে,যা স্বভাবতঃই বোমাঞ্চকব। এই ঘটনা অবশ্যম্ভাবী ছিল, সেজন্য তা ঘটেছে। যখন কৃষ্ণেব সন্ধি স্থাপনে নানা অনুনয বিনয ব্যর্থ হল, তখন বুদ্ধিমান বিদুব যা বলেছিল, এখন তাই ঘটেছে। যখন এই বিনাশ কোন রূপেই পবিহাব কবা সম্ভব হল না, বিশেবতঃ যখন সব কিছু সংঘটিত হযে সমাপ্ত হল, তখন আব তোমাদেব শোক কবা উচিত না। সেই সব বীব সংগ্রামে নিহত হযেছে, অতএব তাবা শোকেব যোগ্য নয়। আজ যেমন আমি, তেমনি তুমিও—আমাদেব উভয়কে কে আশ্বাস দেবে? আমাবই অপবাধে এই শ্রেষ্ঠ কুল ধ্বংস হল।

গান্ধাবীর চবিত্রেব একটি সুন্দব দিক এই ছত্রে ফুটে উঠেছে। গান্ধাবী কত না গবীযসী! দুর্যোধন যুদ্ধ যাত্রাব প্রাকালে গান্ধাবীব

আশীর্বাদ চাইলে গান্ধাবী অকুতোভয়ে বলেছিলেন—ধর্মেব জয় হোক। এখানেও সেই গান্ধাবীকে দেখা যাচ্ছে।

কুন্তী চবিত্রেও একটি সুন্দব ছবি এখানে ফুটে উঠেছে। বিজয়ী সন্তানেব জননী হলেও তিনি দুর্দিনে গান্ধাবীকে অবজ্ঞা কবেননি। ববং পঞ্চ পুত্রহাবা পুত্রবধূ ও নিজেব সব পৌত্রকে হাবিয়ে সমবেদনাব প্রলেপে গান্ধাবীব শত পুত্র ও শত শত পৌত্র ও আত্মীয়েব বিনাশ ব্যথা উপশম কবতে এই অত্যন্ত দুঃখেব সময়েও গান্ধাবীব সম্মুখে যেতে ইতঃস্তত কবেননি।

যুধিষ্ঠিবেব নির্দেশে যুদ্ধাবসানে বিদুব যুদ্ধ ক্ষেত্রেব শবদেহগুলি দাহ কবাব ব্যবস্থা কবেন। ধৃতবাষ্ট্রেব অনুগমন কবে, সকলেই গঙ্গায় উপস্থিত হয়ে মৃত আত্মীয় বান্ধবদেব তর্পণ কবলেন। তখন পুত্র শোকাতুবা কুন্তীব ধৈর্যেব বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিনি নিজেব এত গোপন লজ্জা বিসর্জন দিয়ে অত্যন্ত দুঃখেব সঙ্গে পুত্রদেব বললেন—

যঃ স বীবো মহেষ্বাসো বথযূথপযূথপঃ ॥
অর্জুনেন জিতঃ সংখ্যে বীবলক্ষণলক্ষিতঃ।
যঃ সূতপুত্রং মন্যধ্বং বাধেয়মিতি পাণ্ডবাঃ ॥

— — — — —

স হি বঃ পূর্বজো ভ্রাতা ভাস্কবান্ময্যজায়ত ॥ (স্ত্রী)

২৭।৭-১২

—যে মহাধনুর্ধব বীব বথযূথপতিদেবও যূথপতি এবং বীবোচিত শুভ-লক্ষণ সমূহে সম্পন্ন ছিল, যাকে যুদ্ধে অর্জুন পবাজিত কবেছে। যাকে তোমরা সবাই সূতপুত্র ও বাধাপুত্র বলে জান, যে সৈন্যদেব মধ্য-ভাগে সূর্যেব ন্যায় শোভা পেত, যে পূর্বে সৈন্যদেব সঙ্গে ভাল কবে সূক্ষ্ম সমবে তোমাদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবেছে, দুর্যোধনেব সমস্ত সৈন্য বাহিনীকে যে নিজেব পশ্চাদভাগে আকর্ষণ কবে নিয়ে যেতে যেতে অত্যন্ত শোভা পেত, বল ও পবাক্রমে যাব ন্যায় ভূতলে কেউ ছিল না, যে বীববব নিজেব প্রাণ পণ বেখেও ভূমণ্ডলে সর্বদা যশ উপার্জন কবেছে, সংগ্রামে

যে কখনও পশ্চাদপসরণ করেনি এবং অনায়াসে মহৎ কার্য করতে সমর্থ সেই সত্য প্রতিজ্ঞ কর্ণ তোমাদের ভ্রাতা। তোমরা তার উদ্দেশ্যে তর্পণ কর। এই কর্ণ তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভগবান সূর্যের অংশে এই বীর আমারই গর্ভে জন্মেছিল।

জন্মের সঙ্গেই এই বীরের শরীরে কবচ ও কুণ্ডল শোভা পাচ্ছিল। এই কর্ণ সূর্যেরই ন্যায় তেজস্বী ছিল।

কাশীদাসী মহাভারতে কুন্তী বলেছেন—

কর্ণ মহাবীর হয় আমার নন্দন।
সূতপুত্র বলি যারে বলিলে বচন॥
কন্যা কালে জন্ম হৈল আমার উদরে।
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম জানাই তোমারে॥
. . . . . .
বলবান বলি দুর্যোধন নিল তারে।
পূর্বের বৃত্তান্ত এই জানাই তোমারে॥
জ্যেষ্ঠ সহোদর তব কর্ণ অঙ্গপতি।
তাহার তর্পণ কর ধর্ম নরপতি॥ (স্ত্রী)

কুন্তীর এই আবেদন পাঠকদের মন কেড়ে নেয়। কি করুণ, কি মর্মন্তুদ। এইভাবে কুন্তী সর্বসমক্ষে নিজেকে প্রকাশ করলেন কেবল মাতৃ হৃদয়ের পবিত্র আবেগে। যে সন্তানকে লোক লজ্জার ভয়ে তিনি নদীতে বিসর্জন দিয়েছিলেন যাকে একটি দিনের জন্য মাতৃস্নেহে স্নিগ্ধ করেননি সমাজের ভয়ে লজ্জায় দীর্ঘকাল চোখের সামনে নিজের পরিত্যক্ত সন্তানের সঙ্গে নিজের অপর সন্তানদের বিবাদ দিনের পর দিন নীরবে সহ্য করে আতঙ্কিত হয়েছেন, এর ভয়াবহ পরিণতি চিন্তা করে বুক কান্নায় ভেঙ্গে গেলেও তাঁর মুখ ফোটেনি। জীবনের পড়ন্ত বেলায় যে পরিত্যক্ত সন্তানের প্রতি তিনি এত অন্যায় আচরণ করেছেন, বিনা অপরাধে যে শিশুকে তিনি তার প্রকৃত মাতৃস্নেহ হতে বঞ্চিত করেছেন, যে পুত্রের পরিচয় অন্য সন্তানদের

কাছে গোপন রাখায় তাঁরা তাকে হত্যা করেছেন—সকল প্রকার গ্লানি ও অনুতাপে দগ্ধ হয়ে এত দিনের যে দুঃসহ ব্যথা তার হৃদয়ে ঢেকে রেখেছিলেন, আজ তা তিনি সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দিতে দ্বিধা করলেন না বা তাঁর মন কোন বাধা মানলো না। এই আত্মগ্লানি প্রকাশে তাঁর কত লজ্জা, কত সঙ্কোচ। কিন্তু মানুষের জীবনে কখনো কখনো এমন মুহূর্ত আসে যখন মানুষ এমনিভাবে তার অতি গোপন ব্যথা সবার সামনে প্রকাশ করে হাল্কা হতে চায় এবং প্রকাশ করতে বাধ্য হয় অন্য একটি গুরুতর পরিস্থিতি নিবারণের জন্য। তেমনি নিজ কৃতকর্মের ফলে কুন্তী কর্ণকে হারিয়ে সেই ব্যথায় এমন ভাবে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, কোন প্রকারেই তা প্রকাশ না করা পর্যন্ত যেন সোয়াস্তি পাচ্ছিলেন না।

তাঁর এই আত্মপ্রকাশের মধ্যে মাতৃত্বেরই জয় সূচিত হয়েছে। মাতৃত্বের ব্যথার কাছে লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ, নিন্দা সব তুচ্ছ হয়ে গেছে। মা এখানে মহীয়সী রূপে দেখা দিয়েছেন। তাই কুন্তীর এই স্বীকারোক্তিতে কলঙ্কের কালিমার চেয়ে মাতৃত্বের গৌরব উজ্জ্বল দীপ্তিতে ফুটে উঠেছে।

কুন্তীর কর্ণের জন্ম রহস্য গোপন করার কারণে পঞ্চ পাণ্ডবই কৃতকর্মের জন্য খুবই দুঃখিত হলেন। যুধিষ্ঠির কর্ণের পরিবারদের আনিয়ে তাদের সঙ্গে থেকে তাঁর পারলৌকিক কর্ম সম্পন্ন করে বললেন, নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জন্ম রহস্য না জেনে তাকে পাপী আমি নিহত করিয়েছি।

অতো মনসি যদ গুহ্যং স্ত্রীণাং তন্ন ভবিষ্যতি॥ (স্ত্রী)
২৭।২৯

—অতএব আজ হতে রমনীদের মনে কোন কথাই গোপন থাকবে না।

এই কথা বলে যুধিষ্ঠির গঙ্গার জল হতে উঠে সমস্ত ভ্রাতাদের সঙ্গে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হলেন।

যুদ্ধান্তে সকলে বাজ্যে প্রত্যাগমন কবেন। ভ্রাতাদেব সঙ্গে যুধিষ্ঠিব ও কুন্তী ধৃতবাষ্ট্র ও গান্ধাবীব সেবা কবতেন। তিনি নিজেব শ্বশ্রূব ন্যায় গান্ধাবীব পবিচর্যা কবতেন। (তথৈব কুন্তী গান্ধার্য্যাং গুরুবৃত্তিমবর্তত)

এখানেও কুন্তীব উদাবতাব পবিচয় পাওয়া যায়। যে ধৃতরাষ্ট্র তাঁব পুত্র দুর্যোধনেব সঙ্গে চক্রান্ত কবে তাঁদেব দগ্ধ কবে মাববাব ষডযন্ত্র কবেছিলেন, তাঁব সেই নিষ্ঠুব আচবণেব প্রতিশোধ না নিয়ে, তিনি তাঁদেব অনুগত থেকে তাঁদেব পবিচর্যা কবে তাঁর মহত্ত্বেবই পবিচয় দিয়েছেন।

পুত্র পৌত্রাদিব শোকে তিনি এত অভিভূত হয়েছিলেন যে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধাবী ও বিদুব যখন বানপ্রস্থ অবলম্বন কবে অবণ্যে যাত্রা কবলেন, কুন্তীও তাঁদেব অনুগমন কবলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি গান্ধাবীব হাত ধরে যেতে যেতে যুধিষ্ঠিবকে বললেন—

মহাবাজ, তুমি কখনও সহদেবেব উপবে অপ্রসন্ন হইও না। সে সর্বদা আমাব প্রতি ও তোমাব প্রতি ভক্তিমান। সংগ্রামে সে কখনো পলায়ন কবে নাই। নিজেব ভাই কর্ণকেও তুমি সর্বদা মনে বাখবে। কাবণ আমাব দুর্বুদ্ধি বশতঃ সেই বীব যুদ্ধে নিহত হয়েছে।

আয়সং হৃদয়ং নূনং মন্দায়া মম লুত্রক।
যৎ সূর্য্যজমপশ্যন্ত্যাঃ শতধা ন বিদীর্য্যতে॥ (আশ্র)
১৬।১২

—পুত্র, অভাগিনী আমাব হৃদয় নিশ্চয়ই লৌহেব দ্বাবা তৈবী। সেজন্যই আজ সূর্য নন্দন কর্ণকে না দেখেও তা শত শত খণ্ডে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে না।

এ অবস্থায় আমি কি করতে পাবি? এটাই আমাব গুরুতব দোষ যে, আমি তোমাদেব নিকট সূর্য পুত্র কর্ণেব পবিচয় দিইনি। তুমি ভাইদের সঙ্গে সর্বদা কর্ণেব উদ্দেশ্যে উত্তম দান করবে।

সর্বদা তুমি দ্রৌপদীবও প্রিয় কাজ কববে। ভীম, অর্জুন ও

নকুলকেও সর্বদা সন্তুষ্ট বাখবে। আজ হতে কুরুকুলেব ভাব তোমার উপবেই পড়ল। এখন আমি গান্ধাবীব সঙ্গে তপস্বিনী হযে বনে বাস কবব এবং নিজেব এই শ্বশ্রূ ও শ্বশুবেব চবণ সেবায নিবত থাকব। (শ্বশ্রূ শ্বশুবযোঃ পাদান্ শুশ্রূষন্তী বনে ত্বহম্।)

কুন্তীব সিদ্ধান্ত জানতে পেবে যুধিষ্ঠিব দুঃখিত চিত্তে উত্তব দিলেন যে তিনি কোন প্রকাবে জননীকে বনে যেতে অনুমতি দিতে পাবেন না। পূর্বে যখন আমবা নগব হতে বাইবে ছিলাম, তখন আপনি বিদুলাব কাহিনী দ্বাবা আমায ক্ষত্রিয ধর্মে পালনে উৎসাহ দিয়েছিলেন। অতএব আজ আমাদেব ত্যাগ কবে বনে গমন কবা আপনার উচিত নয। কৃষ্ণেব মুখে আপনাব বিচাব শুনে আমি বহু বাজাকে নিহত কবে এই বাজ্য ফিবে পেয়েছি।

কোথায আপনাব সেই বুদ্ধি, আব কোথায় আপনাব এই বর্তমান সিদ্ধান্ত? আমি আপনাব যে বিচাব শুনেছি, তদনুসাবে আমাদেব ক্ষত্রিয ধর্ম পালন কববাব উপদেশ দিযে আপনি স্বযং তা হতে বিচ্যুত হতে ইচ্ছা কবছেন।

আপনি আমাদেব আপনাব বধূদেব এবং এই বাজ্য ত্যাগ কবে এখন সেই দুর্গম বনে কিভাবে থাকবেন? অতএব আপনি আমাদেব সঙ্গে এই বাজ ভবনেই বাস করুন।

যুধিষ্ঠিবেব কথা শুনে কুন্তীব দু নয়ন অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে উঠল। তবু তিনি চলতে লাগলেন। তখন ভীম বললেন, মা, যখন পুত্রদেব দ্বাবা বিজিত এই বাজ্য ভোগ কববাব সুযোগ এলো এবং বাজধর্ম পালনেব সময এলো, তখন আপনাব এইরূপ বুদ্ধি কিভাবে হল? যদি আপনি এরূপ কববেন, তবে কেন আপনি পৃথিবীব বাজাদেব নিহত করালেন? আপনি কেন আমাদেব ত্যাগ করে বনে যাচ্ছেন? যদি আপনি বনবাসই কববেন, তবে আপনি আমাদেব এবং দুঃখ শোক-মগ্ন এই দুই মাদ্রী নন্দনকে বাল্যাবস্থায় বন হতে কেন নগবে এনেছিলেন? আপনি প্রসন্ন হোন। আপনি আমাদেব ত্যাগ কবে

বনে যাবেন না। বলের দ্বারা অর্জিত যুধিষ্ঠিরের এই রাজলক্ষ্মীকে আপনি উপভোগ করুন।

কুন্তী মাতৃভক্ত পুত্রদের অনুরোধ রক্ষা করলেন না। দ্রৌপদী, সুভদ্রার কান্নাও তাঁকে ফেরাতে পারল না। তিনি স্থির নিশ্চয় হয়েই ক্রন্দনরত পুত্রদের মুখের দিকে তাকিয়ে বনে গেলেন। পুত্ররা নিজেদের সেবকবৃন্দ ও অন্তঃপুরের রমণীদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলে, তিনি পুত্রদের বললেন—

পাণ্ডুনন্দন, তুমি যা বললে তা সত্য। পূর্বে তোমরা নানা রকম কষ্ট ভোগ করে দুর্বল হয়েছিলে, সেজন্য আমি তোমাদের যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করেছিলাম।

পাশা খেলায় তোমাদের রাজ্য অপহরণ করা হয়েছিল। তোমরা সুখ হতে বঞ্চিত হয়েছিলে এবং তোমারই বন্ধু বান্ধবরা তোমাকে তিরস্কার করছিল, সেজন্য আমি তোমাকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ দিয়েছিলাম।

কথং পাণ্ডোর্ন নশ্যেত সন্ততিঃ পুরুর্ষভাঃ।
যশশ্চ বো ন নশ্যেত ইতি চোদ্ধর্ষণং কৃতম্॥ (আশ্র) ১৭।৩

—পুরুষ শ্রেষ্ঠগণ, আমি চেয়েছিলাম যে পাণ্ডব সন্তানরা যেন কোন প্রকারেই বিনষ্ট না হয়, এবং তোমাদের যশও যাতে নষ্ট হতে না পারে, সেই কারণে আমি তোমাদের যুদ্ধে উৎসাহিত করেছিলাম।

তোমরা সকলে ইন্দ্রের ন্যায় শক্তিশালী ও দেবতার ন্যায় পরাক্রমশালী হয়েও যাতে তোমাদের জীবিকার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হতে না হয়, সেজন্য আমি সেই সব করেছিলাম।

তুমি ধর্মাত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্যশালী রাজা হয়েও পুনরায় যাতে বনবাসের কষ্ট ভোগ না কর এই উদ্দেশ্যেই আমি তোমাকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করেছিলাম।

দশহাজার হাতীর ন্যায় পরাক্রমশালী ও বিখ্যাত বলশালী ভীম যেন পরাজিত না হয়, তাই আমি যুদ্ধে উৎসাহ দিয়েছিলাম।

ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী অর্জুন যাতে দুর্বল না হয়ে পড়ে সেজন্য আমি যুদ্ধের উৎসাহ দিয়েছিলাম।

নকুল সহদেব যাতে ক্ষুধায় কষ্টভোগ না করে সেজন্য আমি তোমাকে উৎসাহ দিয়েছিলাম।

দ্রৌপদী যাতে সভামধ্যে পুনরায় বৃথা অপমানিতা না হয়, এই উদ্দেশ্যে সেই কাজ করেছিলাম।

ভীম, তোমাদের সকলের সামনে কম্পিতা পাশা খেলায় পরাজিতা রজস্বলা ও নির্দোষ অঙ্গযুক্ত দ্রৌপদীকে দুঃশাসন মূর্খতা-বশতঃ যখন দাসীর ন্যায় আকর্ষণ করেছিল তখনই আমার মনে হয়েছিল, এই কুলের পরাজয় নিশ্চিত। আমার শ্বশুরাদি সমস্ত কৌরবরা তখন নীরবে বসেছিলেন এবং দ্রৌপদী আত্মরক্ষার জন্য কৃষ্ণকে স্মরণ করে বিলাপ করছিল। পাপী দুঃশাসন যখন আমার এই বধূর কেশাকর্ষণ করছিল, তখনই আমি দুঃখিত হয়েছিলাম। আমি সেই সময় হতে তোমাদের তেজ বৃদ্ধির জন্য বিদুলার নীতিবাক্য দ্বারা উৎসাহিত করেছিলাম। আমার ও পাণ্ডুর পুত্রদের পরই যাতে এই রাজবংশ কোন প্রকারে নষ্ট না হয় সেজন্য আমি তোমার উৎসাহ বৃদ্ধি করছিলাম।

> ন তস্য পুত্রাঃ পৌত্রা বা ক্ষতবংশস্য পার্থিব।
> লভন্তে সুকৃতাঁল্লোকান্ যস্মাদ্ বংশঃ প্রণশ্যতি ॥

(আশ্র) ১৭।১৬

—যার বংশ নষ্ট হয়ে গেছে, সেই বংশের পুত্র বা পৌত্রগণ পুণ্য লোক পায় না। কারণ সেই বংশও নষ্ট হয়ে যায়।

আমি পূর্বে নিজের স্বামী মহারাজ পাণ্ডুর বিশাল রাজ্যের সুখ-ভোগ করেছি, মহাদান করেছি এবং যজ্ঞে বিধি-অনুসারে সোম পানও করেছি।

আমি নিজের লাভের জন্য কৃষ্ণকে পাঠাইনি। বিদুলার কাহিনী আমি তোমাদের সকলের রক্ষার উদ্দেশ্যেই শুনিয়েছিলাম। পুত্রগণ,

আমি পুত্রজিত বাজ্যেব ফল ভোগ কবতে চাই না। আমি তপস্যাব দ্বাবা পূণ্যময় পতিলোকে যেতে চাই। (পতিলোকানহং পুণ্যান্ কাময়ে তপসা বিভো।) এখন আমি নিজেব এই বনবাসী শ্বশ্রূ-শ্বশুবেব সেবা করে তপস্যাব দ্বাবা এই দেহকে শুষ্ক কবব।

তুমি ভীমদেব সঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন কব। ধর্মে তোমাব মতি থাকুক এবং তোমাব হৃদয় উদার হোক্।

কুন্তীব কথা শুনে পাণ্ডববা লজ্জিত হলেন এবং দ্রৌপদীব সঙ্গে সেস্থান হতে ফিবে গেলেন। কুন্তীকে বনবাসেব জন্য উদ্যত দেখে অন্তঃপুববাসী স্ত্রী পুরুষ সকলেই কাঁদতে লাগলেন। তখন পাণ্ডববা তাঁদেব কান্নায় কুন্তীকে বনবাস হতে নিবৃত্ত কববাব জন্য ধৃতবাষ্ট্রকে অনুবোধ কবেন। ধৃতবাষ্ট্র গান্ধাবী ও বিদুবকে বললেন তাঁবা যেন কুন্তীকে বনবাস হতে নিবৃত্ত কবেন। তিনি বললেন যুধিষ্ঠিব ঠিকই বলেছে। পুত্রদেব এই বিশাল বাজ ঐশ্বর্য ছেড়ে এবং পুত্রদেব ছেড়ে কোন মহিলা মূর্খেব মত দুর্গম বনে যায়? ইনি বাজ্যে বাস কবেও তপস্যা কবতে পাবেন এবং মহান দান ব্রতেব অনুষ্ঠানও কবতে পাবেন। কুন্তীব সেবা শুশ্রূষায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। অতএব কুন্তী যেন গৃহে প্রত্যাগমন কবেন। ধৃতবাষ্ট্রেব কথা শুনে গান্ধাবী কুন্তীকে গৃহে ফিবে যেতে বললেন।

কিন্তু ধর্মপবাযণা কুন্তী বনে বাস কববাব জন্য সঙ্কল্প নিয়েছিলেন। সেইজন্য গান্ধাবী তাঁকে গৃহে প্রত্যাবর্তন কবাতে পাবলেন না। কুন্তীব এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত জানতে পেবে পাণ্ডববা নিবাশ হযে প্রত্যাবর্তন কবলেন। কুরুকুলেব সমস্ত স্ত্রীবা তাঁব জন্য উচ্চৈঃস্ববে কাঁদতে লাগলেন।

কুন্তীকে যে সকলে কত ভালবাসতো এইটি তার অন্যতম প্রমাণ।

অতঃপব কুন্তী ধৃতবাষ্ট্র, বিদুব ও গান্ধাবীব সঙ্গে বন গমন কবেন। ধৃতবাষ্ট্র, কুশেব শয্যায় শযন কবতেন। তাঁব পার্শ্বেই গান্ধাবীব শয্যা। গান্ধারীব নিকটেই ব্রতচাবিণী কুন্তী কুশাসনে শয়ন কবতেন এবং

তাতেই তিনি আনন্দ পেতেন।

বল্কল ও মৃগচর্ম পরে কুন্তী গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় ব্রত পালন করতেন। গান্ধারী ও কুন্তী ইন্দ্রিয়দের নিজের অধীনে রেখে মন, বাক্য, কর্ম ও নেত্রের দ্বারাও উত্তম তপস্যায় ব্যাপৃত ছিলেন।

সেখানে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করবার জন্য নারদ, পর্বত, মহাতপস্বী দেবল, শিষ্যদের সঙ্গে মহর্ষি ব্যাসদেব এবং অন্যান্য সিদ্ধ মণীষী ও শ্রেষ্ঠ মুনিরা আসলেন। এঁদের সঙ্গে পরম ধর্মাত্মা বৃদ্ধ রাজর্ষি শতযূপও উপস্থিত ছিলেন।

কুন্তী তাঁদের সকলের যথাযোগ্য পূজো করলেন। সেই সব ঋষিগণও কুন্তীর সেবায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন।

নারদ ধৃতরাষ্ট্রাদির তপস্যার ফল সম্বন্ধে জানালেন যে ধৃতরাষ্ট্র তপস্যার শেষে তেজসম্পন্ন হয়ে গান্ধারীর সঙ্গে সেই মহাত্মাদের গতি লাভ করবেন। তিনি কুন্তীর সম্বন্ধে বলেছিলেন—

তব শুশ্রূষয়া চৈব গান্ধার্যাশ্চ যশস্বিনী।
ভর্তুঃ সলোকতামেষা গমিষ্যতি বধূস্তব॥ (আশ্র)
২০।১৮

—তোমার ও গান্ধারীর সেবার দ্বারা তোমার এই যশস্বিনী বধূ যুধিষ্ঠিরের জননী কুন্তী নিজের পতিলোকে গমন করবে।

কুন্তী যে যথার্থ ই ধর্মপরায়ণা, সেবাব্রতী মহিলা ছিলেন উপরি উক্ত অভিমত থেকে তা প্রমাণিত হয়।

কুন্তীর জন্য পাণ্ডবরা চিন্তিত হলেন। তিনি বনে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তিনি কিভাবে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সেবা করছেন? হিংস্র জন্তু পরিবৃত বনে আশ্রয়হীন ও পুত্রহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্র পত্নীর সঙ্গে একা কিভাবে বাস করছেন? এইসব চিন্তা করে তাঁরা উদ্বিগ্ন হলেন এবং তাঁদের দেখবার জন্য বনে যাবেন স্থির করলেন।

কুন্তীর প্রিয় সন্তান সহদেব যুধিষ্ঠিরের এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হয়ে

তাঁকে বললেন—আপনি তপোবনে যাবার জন্য উৎসুক হয়েছেন, এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা। আমি আপনার গৌরবের কথা স্মরণ করে বনে যাবার কথা স্মরণ করে বনে যাবার কথা স্পষ্ট বলতে পারছিলাম না। আজ সৌভাগ্যবশতঃ সেই সুযোগ এসেছে। সৌভাগ্যবশতঃ আমি তপোবতা মাতা কুন্তীকে দেখতে পাব। তাপস বেশী জননীর মস্তকে জটা এবং কুশ ও কাশের আসনে শয়নে তাঁর দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। (জটিলাং তাপসীং বৃদ্ধাং কুশ-কাশ পরিক্ষতাম্।) যিনি রাজ-অন্তঃপুর ও প্রাসাদে পালিত হয়েছেন, অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী ছিলেন, সেই মাতা কুন্তী এখন পরিশ্রান্ত হয়ে অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করছেন। আমি কখন তাঁকে দেখব? মানুষদের গতি নিশ্চয়ই অনিত্য, যার জন্য রাজকন্যা কুন্তী সুখ হতে বঞ্চিত হয়ে বনে বাস করছেন। (অনিত্যাঃ খলু মর্ত্যানাঃ গতযো ভরতর্ষভ।)

সহদেবের কথা শুনে মহারাণী দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দিত করে তাঁকে প্রসন্ন করে বললেন—

আমি কবে শাশুড়ী কুন্তী দেবীকে দেখবো? তিনি কি এখনও জীবিত আছেন? যদি তিনি জীবিত থাকেন, তবে তাঁকে আজ দেখে আমি অত্যন্ত প্রসন্নতা লাভ করব। তোমার বুদ্ধি সর্বদা এরূপই থাকুক। তোমার মন ধর্মেই রমণ করুক। কারণ আজ তুমি আমাদের মাতা কুন্তীকে দেখিয়ে অত্যন্ত কল্যাণভাগী করবে। অন্তঃপুরের সব বধূই বনে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব। তারা সকলেই কুন্তী দেবী, গান্ধারী দেবী ও শ্বশুরকে দেখতে অভিলাষী হয়েছে।

দ্রৌপদীর কথা শুনে যুধিষ্ঠির সব সেনাপতিদের আনিয়ে এই কথা বললেন,—তোমরা সকলে বহু রথ, হস্তী ও অশ্বে সুসজ্জিত সৈন্য বাহিনীকে গমন করাও। আমি বনবাসী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দেখবার জন্য যাব। এর পর রাজা রমনীদের রক্ষা কার্যে নিযুক্ত অধ্যক্ষগণকে আজ্ঞা দিলেন—তোমরা সকলে আমাদের নানা প্রকার বাহন ও শিবিকা গুলি সহস্র সংখ্যায় সজ্জিত কর।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্ভাবে পূর্ণ যান, বাজাব, দোকান, ধনাগাব, কাবীগব, ও কোষাধ্যক্ষ—এই সবই কুরুক্ষেত্র আশ্রমেব দিকে গমন করুক।

নগববাসীদেব মধ্যে যাবা মহাবাজকে দেখতে চায়, তাবা অনাবৃত হয়ে সুবক্ষিত ভাবে গমন করুক। পাকশালায় অধ্যক্ষগণ এবং বান্নাব আবশ্যক সামগ্রী সমূহ এবং নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য পদার্থ আমাব যানবাহনেব দ্বাবা বহন কবিযে নিযে চল।

নগবে এই ঘোষণা কবিয়ে দাও যে আগামী কাল প্রাতে যাত্রা কবা হবে, সেজন্য যাবা যাবে, তাবা যেন বিলম্ব না কবে। পথে আমাদেব বাস কববাব জন্য আজই নানা প্রকাব গৃহ প্রস্তুত কবিযে বাখ।

এই আদেশ দিযে প্রভাত হতেই নিজেব ভ্রাতা অন্যান্য পাণ্ডবদেব সঙ্গে বাজা যুধিষ্ঠিব স্ত্রী ও বৃদ্ধদেব নিযে নগব হতে বেব হলেন। অতঃপব পাণ্ডববা পুববাসিদেব ও কুরুবংশেব স্ত্রীদেব নিযে আশ্রমেব থেকে দূবেই যানবাহন হতে নেমে পদব্রজে আসলেন। ধৃতবাষ্ট্রেব এই পবিত্র আশ্রম মনুষ্য শূন্য ছিল। এই আশ্রমে সব দিক দিয়ে মৃগয়া বিচবণ কবছিল এবং কলাব সুন্দব উদ্যান এই আশ্রমেব শোভা বর্ধন কবছিল। পাণ্ডববা যেই সেই আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন, তখনই সে স্থানে নিয়ম পূর্বক ব্রত পালনকাবী বহু সংখ্যক তপস্বী কৌতুহলবশতঃ সমাগত পাণ্ডবদেব দেখবাব জন্য আসলেন।

যুধিষ্ঠিব তখন তাঁদেব প্রণাম কবে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস কবলেন কুরুবংশেব পালক আমাদেব জ্যেষ্ঠ পিতা এখন কোথায় গেছেন ?

তাঁবা উত্তবে বললেন, তাঁবা যমুনায় স্নান কববাব জন্য পুষ্প আনবাব জন্য এবং কলসীতে জল আনবাব জন্য গিয়েছেন।

এই খবব পেয়ে পাণ্ডববা সকলে পদব্রজে যমুনাব তীবেব দিকে গেলেন। কিছু দূব যেতেই তাঁবা তাঁদেব সকলকে আসতে দেখলেন।

সহদেব অতি দ্রুত কুন্তী যেখানে ছিলেন, সেখানে গিয়ে তাঁব চরণে পড়ে উচ্চৈঃস্ববে কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে দেখে কুন্তীব মুখও

চোখ জলে ভবে গেল। তিনি দুই হাতে পুত্রকে তুলে আলিঙ্গন কর্বে গান্ধাবীকে বললেন—

দিদি, সহদেব আপনাব সেবা কববাব জন্য উপস্থিত হয়েছে। তাবপব বাজা যুধিষ্ঠিব, ভীম, অর্জুন ও নকুলকে দেখে তাঁদেব নিকট গেলেন।

পুত্রহীনা গান্ধাবী যাতে পুনবায় পুত্রশোকে ব্যথিত না হন, এই জন্যই তিনি সহদেব গান্ধাবীব সেবা কবতে এসেছে বলে তাঁব শোকার্ত অন্তবে সান্ত্বনাব প্রলেপ বুলিয়ে দিলেন। এখানে কুন্তী দেবীব উপস্থিত বুদ্ধিব ও মনেব প্রসাবতার পবিচয পাওয়া যায়।

তিনি পুত্রহীন দম্পতীকে ধবে নিযে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখেই পাণ্ডববা তাঁব পায়ে পডলেন। অতঃপব তাঁবা ধৃতবাষ্ট্র, গান্ধাবী ও কুন্তীকে প্রণাম করলেন। কুন্তীব সান্ত্বনায় পাণ্ডববা কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে তাঁদেব সকলেব হাত হতে জলপূর্ণ কলস নিজেবাই নিলেন।

অতঃপর দ্রৌপদী ও অন্যান্য কুলবধূবা গান্ধাবী, কুন্তী ও বাজা ধৃতবাষ্ট্রকে প্রণাম কবলেন এবং তাঁবাও তাঁদেব সকলকে আশীর্বাদ কবে আনন্দিত হলেন। তাবপব সকলে আশ্রমে উপস্থিত হলেন।

যুধিষ্ঠিবা ঋষিদেব আশ্রম দেখলেন। সেখানে কলস প্রভৃতি দান কবেন। তাবপব তাঁবা ধৃতবাষ্ট্রেব নিকট এসে বসলেন। তাঁদেব সকলেব সমীপে ঋষিদেব সঙ্গে মহর্ষি বেদব্যাসও আসলেন।

মৃত বান্ধবদেব শোকে ধৃতবাষ্ট্র দুঃখিত। তিনি গান্ধাবী ও কুন্তী দেবীব সঙ্গে মৃত পুত্রদেব দর্শনেচ্ছু হয়ে ব্যাসদেবেব সকাশে এ অভিলাষ ব্যক্ত কবেন।

মৃত আত্মীয় বন্ধুদেব শোকে ধৃতবাষ্ট্রেব বিলাপ শুনে গান্ধাবীব নতুন কবে শোক দেখা দিল। কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও কুরুবাজেব পুত্র বধূবাও যেন পুনবায় নতুন কবে শোকাভিভূত হলেন। গান্ধাবী ব্যাসদেবেব সামনে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন—

মহাবাজেব মৃত পুত্রদেব জন্য শোক কবতে কবতে আমাদেব আজ ষোল বছব কেটে গেল, তবুও আজ পর্যন্ত তাঁব শান্তি লাভ হল না। মহাবাজ ধৃতবাষ্ট্র পুত্রশোকে সর্বদা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ কবেন। সাবা বাত্রিতে কখনও নিদ্রা যান না। আপনি নিজেব তপোবলে আজ সর্বপ্রকার লোক সৃষ্টি কবতে পাবেন। সুতবাং এই বাজাব সঙ্গে তাঁর পবলোকগত পুত্রদেব সাক্ষাৎকাব ঘটান।

দ্রুপদ নন্দিনী কৃষ্ণা যে আমাব সব পুত্রবধূদেব চেয়ে অধিক প্রিয়। সেই দুঃখী বধূব ভ্রাতা ও পুত্রগণ সকলেই নিহত হওয়ায় অত্যন্ত শোকার্ত। সুভদ্রা নিজেব একমাত্র পুত্র অভিমন্যুব বধে দুঃখিত হযে অত্যন্ত শোকমগ্না বয়েছে, ভূবিশ্রবাব পত্নীও স্বামী ভূবিশ্রবা পিতা ও শ্বশুব বাহ্লিক ও সোমদত্তব মৃত্যুতে শোকাপ্লুত।

আপনাব প্রসাদে এই মহাবাজ, আমি ও আপনাব বধূ কুন্তী আমবা সকলে যাতে শোকশূন্য হতে পাবি, এরূপ করুণা করুন।

যখন গান্ধাবী এই কথা বললেন, তখন ব্রত পালনে ক্ষীনা কুন্তী দেবী তাঁব মৃত তেজস্বী পুত্র কর্ণকে স্মবণ কবলেন। ব্যাসদেব কুন্তীকে দেখে দুঃখ ভাবাক্রান্ত কুন্তীকে বললেন, তোমাব যদি কিছু বলবার থাকে তোমার মনে যদি কোন বাসনা থাকে, তবে তুমি তা সবই প্রকাশ কব।

তখন কুন্তী নত মস্তকে শ্বশুব ব্যাদদেবকে প্রণাম কবে লজ্জিত বদনে নিজেব পুবাণো গুপ্ত বহস্য প্রকাশ কবলেন।

কাশীদাসী মহাভাবতে গান্ধাবীব ব্যাসদেবেব নিকট প্রার্থনা শুনে কুন্তীও করযোড়ে শ্বশুবেব কাছে কর্ণব জন্ম বৃত্তান্ত বিবৃত কবে বললেন—

মম মনস্কাম সিদ্ধি কব মুনিবব ॥
কর্ণ পুত্র নযনে দেখিব একবাব।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ পৌত্রাদি আর ॥
— — — —

হৃদয়ের গেল মোব তবে দূব হয়॥ (আশ্র)

শ্বশুবেব নিকট নিজেব লজ্জাব কাহিনী প্রকাশ কবতে তিনি কুণ্ঠা বোধ কবেননি। তাঁর মাতৃত্বেব শোকে সামাজিক ভয়, লজ্জা, সঙ্কোচ সব ডুবে গেল।

কুন্তীব কথা শুনে ব্যাসদেব বললেন, তুমি যা কিছু বললে, তা সমস্তই সত্য এবং তা একপই হবাব ছিল। (সাধু সর্বমিদং ভাব্যমেবমেতদ্ যথাত্থ মাম্) এতে তোমাব কোনও অপরাধ নেই, কাবণ সেই সময় তুমিও কুমাবী বালিকা ছিলে। দেবতাবা অণিমাদি ঐশ্বর্য সম্পন্ন। অতএব তাঁবা অন্যেব শবীবে প্রবেশ কবতে পাবেন।

সন্তি দেবনিকায়াশ্চ সঙ্কল্পাজ্জনয়ন্তি যে।
বাচা দৃষ্ট্যা তথা স্পর্শাৎ সংঘর্ষেণেতি পঞ্চধা॥ (আশ্র)
৩০।২২

—একপ বহু দেবতা আছেন যাঁবা সঙ্কল্প, বাক্য, দৃষ্টি, স্পর্শও সমাগম— এই পাঁচ প্রকাবে পুত্র উৎপন্ন কবে থাকেন।

কুন্তি, দেবধর্মেব দ্বাবা মনুষ্য ধর্ম দূষিত হয় না—এটা তুমি জেনো। এখন তোমাব মনেব চিন্তা দূব কর।

বলবানদের সব কিছুই সত্য। বলবানদেব সব কাজই পবিত্র। বলবানদেব সমস্ত কাজই পবিত্র। বলবানদের সব কিছুই ধর্ম ও বলবানেব সব বস্তুই নিজস্ব।

সর্বং বলবতাং পথ্যং সর্বং বলবতাং শুচি।
সর্বং বলবতাং ধর্মং সর্বং বলবতাং স্বকম্॥ (আশ্র) ৩০।২৪

ব্যাসদেবেব কথায় এটাই বোঝা যাচ্ছে যে কর্ণর জন্ম এই ভাবেই হবাব ছিল। কুন্তীব মনে এই গোপন লজ্জাব কোন কাবণ নেই— তা ব্যাসদেব, দেবধর্ম ও মনুষ্য ধর্মেব মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। যথার্থই কর্ণব এইরূপ জন্ম ব্যতীত—কুন্তী চবিত্রে কোথাও কোন কলঙ্ক নেই। ব্যাসদেব জীবনেব শেষ পর্বে কুন্তী দেবীব সাবা জীবনেব জ্বালা জুড়িযে দিলেন।

অতঃপর ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির পূর্ব জন্মের কথা শোনালেন (ধৃতরাষ্ট্র চরিত্র দ্রষ্টব্য) এবং তাঁর কথায় সকলে গঙ্গাতীরে গেলেন। সেখানে তাঁরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত প্রিয়জন ও বান্ধবদের দেখতে পাবেন বললেন।

পবিত্র ও একাগ্র চিত্ত হয়ে পাণ্ডবরা ধৃতরাষ্ট্র ও ঋষিদের সঙ্গে ব্যাসদেবের নিকট গিয়ে বসলেন। কুরুকুলের স্ত্রীরাও একত্রে গান্ধারীর পাশে বসলেন। নগর ও জনপদবাসী অন্যান্য সকলে বয়সানুসারে যথাযথ স্থানে বসলেন।

তারপর ব্যাসদেব ভাগীরথীর পবিত্র জলে প্রবেশ করে পাণ্ডব ও কৌরব পক্ষের সমস্ত লোককে আহ্বান করলেন। অতঃপর জলের মধ্য হতে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষের সৈন্যদের পূর্বের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ উঠল। তারপর ভীষ্ম ও দ্রোণাদি সমস্ত রাজারা নিজ নিজ সৈন্য বাহিনী সহ সহস্র সহস্র সংখ্যায় উজ্জ্বল শরীরে সেই জল হতে উঠলেন। যে বীরের যেরূপ বেশ যেরূপ ধ্বজ ও যেরূপ বাহন ছিল তাঁরা যেভাবে ছিলেন সেভাবে যুক্ত থেকে দেখা দিলেন।

সেই সময় ব্যাসদেব প্রসন্ন হয়ে নিজের তপোবলে ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্য নেত্র দান করলেন। গান্ধারীও দিব্য জ্ঞানবলসম্পন্না হলেন। তাঁরা উভয়েই যুদ্ধে নিহত পুত্রদের ও আত্মীয়দের দেখলেন। উপস্থিত সকলেই সেই অদ্ভুত অচিন্তনীয় ও রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখলেন।

পরলোক হতে আগত ব্যক্তিরা রাগ দ্বেষহীন হয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং রাত্রি শেষে পুনরায় অদৃশ্য হলেন।

মৃত পুত্রদের ও আত্মীয়দের দেখে ধৃতরাষ্ট্রের দুঃখ শোক দূর হল। তারপর তিনি পুনরায় নিজ আশ্রমে ফিরে এলেন। অন্যান্য মহর্ষিরা ও লোকেরা ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে নিজ নিজ অভিষ্ট স্থানে চলে গেলেন। পাণ্ডবরাও সকলে ধৃতরাষ্ট্রের অনুগমন করলেন। ব্যাসদেবও আশ্রমে আসলেন। অতঃপর ব্যাসদেবের আজ্ঞায় ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের রাজ্যে প্রত্যাগমনের জন্য বললেন।

যুধিষ্ঠির তখন ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—মহারাজ, আপনি আমাকে ত্যাগ করবেন না। কারণ আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ, আমার ভ্রাতারা ও সেবকরা ইচ্ছা হলে রাজ্যে ফিরে যাক। কিন্তু আমি নিয়ম ও ব্রত পালন করতে করতে আপনার এবং দুই মাতার সেবা করব।

এই কথা শুনে গান্ধারী বললেন—পুত্র, একরূপ কথা বলো না। আমি যা বলছি, তা শোন, সমস্ত কুরুবংশ আজ তোমার অধীনে। আমার শ্বশুরের পিণ্ডও তোমারই উপর অর্পিত। অতএব তুমি যাও। তুমি আমাদের জন্য অনেক করেছো। তুমি আমাদের সম্পূর্ণ রূপে সেবা শুশ্রূষা করেছ। এই সময় মহারাজ যা বলেছেন, তা কর। কারণ পিতার বাক্য পালন করা তোমার কর্তব্য।

গান্ধারী এই কথা বললে, যুধিষ্ঠির সাশ্রুনয়নে রোরুদ্যমানা জননী কুন্তীকে বললেন—মা, রাজা ও মাতা গান্ধারী আমাকে রাজধানীতে যেতে আদেশ করেছেন। কিন্তু আমার মন আপনার জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। যাবার কথা শুনেই আমি দুঃখিত হয়ে পড়ছি। সুতরাং আমি এই অবস্থায় কিভাবে যাব? আমি আপনার তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চাই না। কারণ তপস্যা হতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। তপস্যা করলে পরম ব্রহ্ম পরমাত্মাকেও লাভ করা যায়। আমার মনও এখন পূর্বের ন্যায় রাজকার্যে আসক্ত থাকতে ইচ্ছুক নয়। সর্বতোভাবে তপস্যাতেই সে অনুরক্ত আছে। এই সমগ্র পৃথিবী এখন আমার কাছে শূন্য। আমার বান্ধবরা নিহত হয়েছে, এখন আমার নিকট আর পূর্বের ন্যায় সৈন্য বলও নেই।

আমি এখন ধর্ম সম্পাদন করতে চাই, ধনের জন্য নয়। আপনি আমাদের সকলকে কল্যাণময়ী দৃষ্টিতে দেখুন। কারণ আপনার দর্শন আমাদের এখন দুর্লভ। রাজা ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত কঠোর ও অসহ্য তপস্যা আরম্ভ করবেন।

একথা শুনে সহদেব অশ্রুপূর্ণ স্বরে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আমি জননীকে ছেড়ে যেতে চাই না। আপনি শীঘ্র প্রত্যাবর্তন করুন। আমি

এখানে থেকেই তপস্যা করব। আমি মহারাজ ও দুই মাতার চরণ সেবাতেই অনুরক্ত থাকতে ইচ্ছুক।

সহদেবের জননীর প্রতি এই যে আকর্ষণ তার থেকেই উপলব্ধি হয় সপত্নী পুত্রের প্রতি কুন্তীর কতটা অকৃত্রিম স্নেহ ছিল। যার জন্য সহদেব তাঁকে এতটা ভালবাসতেন।

উত্তরে কুন্তী সহদেবকে আলিঙ্গন করে বললেন, পুত্র, এরূপ কথা বল না। তুমি আমার কথা শোন এবং এখান থেকে গৃহে যাও। পুত্রগণ তোমাদের পথ মঙ্গলময় হোক এবং তোমরা সর্বদা সুস্থ থেকো। (আগমা যঃ শিবাঃ সন্ত স্বস্থা ভবত পুত্রকাঃ)।

তোমরা থাকলে আমাদের সকলের তপস্যার বিঘ্ন হবে। আমি তোমাদের স্নেহপাশে বদ্ধ হয়ে উত্তম তপস্যা হতে বঞ্চিত হব। অতএব পুত্র, তুমি গমন কর। এখন আমাদের আয়ু আর অল্পই অবশিষ্ট আছে।

এইভাবে অনেক কথা বলে বুদ্ধিমতী কুন্তী সহদেবও বিশেষভাবে যুধিষ্ঠিরের মনকে শান্ত করলেন। মাতা কুন্তীর আদেশ পেয়ে তাঁদের প্রণাম করে সকলে বিদায় নিলেন। কুন্তীও সন্তানদেরও পুত্র বধূদের আলিঙ্গন করে তাঁদের মস্তক আঘ্রাণ করলেন। দ্রৌপদীদের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন।

দুই বছর পর যুধিষ্ঠির মহর্ষি নারদের নিকট হতে জানতে পারলেন হরিদ্বারের নিকট এক গভীর অরণ্যে যোগাসনে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তী উপবেশন করে দাবানলে আত্মাহুতি দিয়েছেন।

মৃত্যুর পূর্বে তাঁরা খুবই কঠোর তপস্যা করতেন। গান্ধারী কেবল জলপান করতেন। কুন্তী একমাস উপবাস অন্তে একদিন ভোজন করতেন। একদিন প্রচণ্ড হাওয়ায় যে অরণ্যে তাঁরা থাকতেন, সেই অরণ্যে দাবাগ্নি জ্বলে উঠে। উপবাসের জন্য তাঁরা শারীরিক দুর্বল হয়ে পড়ায় তাঁদের পক্ষে ঐ বন ছেড়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। সুতরাং তাঁরা সকলেই সেই দাবাগ্নিতে দগ্ধ হয়েছেন। নারদের নিকট হতে

সাধন কবার ব্রত বেছে নিয়েছিলেন।

প্রথম জীবনেব মাতৃত্বেব গর্ব কুন্তী প্রকাশ্যে উপভোগ কবতে না পাবাব গ্লানিতে আপন সন্তানকে পবিত্যাগ কবে ছিলেন। সেই পুত্রেব মৃত্যুই তাঁব পববর্ত্তী জীবনেব সমস্ত সুখ শান্তি কেডে নিয়েছিল। এবং এইজন্য তিনি পুত্রদেব এত অনুবোধ উপবোধ উপেক্ষা কবে ধৃতবাষ্ট্র, গান্ধাবী ও বিদুবেব সঙ্গে অবণ্যে কৃচ্ছ্র সাধন কবে তপস্যা কবে দেহত্যাগ কবেছিলেন।

কৌশল্যা কুন্তী উভযেই ধার্মিকা মহিলা ছিলেন। উভয়েই দেব সেবায় জীবনেব অধিকাংশ সময় ব্যয় কবেছেন। কুন্তী জীবনের শেষাংশ তপস্যা কবে মৃত্যু ববণ কবেছেন।

কৌশল্যাব ন্যায় কুন্তীও সপত্নী পুত্রকে নিজেব সন্তান তুল্য স্নেহ কবতেন। তাই মহাভাবতে স্থানে স্থানে কুন্তীকে পাণ্ডবদেব বন গমন কালে বা নিজেব বানপ্রস্থ যাত্রাকালে দ্রৌপদীব উপব সপত্নী পুত্র সহদেবেব সমস্ত দায়িত্ব দিয়েছেন। কৌশল্যাব মত কুন্তীও ধৈর্যশীলা তাই নিজেব চোখেব সামনে ধার্মিক পুত্রদেব ও পুত্রবধূকে লাঞ্ছিত হতে দেখেও নীবব দ্রষ্টা হয়েছিলেন।

কুন্তীব প্রসঙ্গে Dublin এব Achbishop Richard Whatelyব উক্তি স্মবণীয়—Woman is like the reed which bends to every breeze, but breaks not in the tempest. জীবনেব ঘাত প্রতিঘাতে তিনি ভেঙ্গে পড়েছেন দুঃখে ব্যথায় বেদনায। কিন্তু জীবনেব চবম ঝড় যখন উঠলো কুরু-পাণ্ডবেব যুদ্ধ তখন তিনি নিজেকে অকম্পিত প্রদীপ শিখাব মতই নিশ্চল, স্থিব, ধীব ছিলেন। শুধু তাই নয়, ববং সেই মহাবিপদেব মুখে নিজেই সন্তানদের এগিযে যাবাব প্রেবণা জুগিযে ছিলেন।

কুম্ভকর্ণ ও ভীম

Oh ! it is excellent to have a giant's strength ; but it is tyranous to use it like a giant—Shakespeare.

অসুর শক্তির অধিকারী হওয়া আশীর্বাদ, কিন্তু অসুরের মত শক্তির অপব্যবহার যথেচ্ছাচার। রামায়ণে কুম্ভকর্ণ ও মহাভারতে ভীম উভয়েই বিক্রমে অসুরের মত। কুম্ভকর্ণ দুরাচারী। কারণ নিরাপরাধ মুনি ঋষিদের হত্যা করে কুম্ভকর্ণ তাঁর ভোগ্য বস্তু জ্ঞানে তাঁদের ভোজন করতেন, কিন্তু ভীমের বিরুদ্ধে এরূপ ঘৃণ্য অভিযোগ কখনো ছিল না।

কুম্ভকর্ণ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কৈকসী ও বিশ্রবার দ্বিতীয় সন্তান। ভীম মহাভারতের কুন্তীর দ্বিতীয় পুত্র, পাণ্ডুর অন্যতম ক্ষেত্রজ সন্তান। ভীমের অন্য পরিচয় পবন নন্দন। কারণ ভীম পবন ও কুন্তীর পুত্র।

আকৃতিতে উভয়েই ভীষণকায়। উভয়েই শুধু ভোজন বিলাসীই ছিলেন না। উভয়ের ক্ষিদে ছিল উদ্ভট। বৃক নামক অগ্নি ভীমের জঠরে ছিল বলে ভীমের অপর নাম বৃকোদর। বীরত্বেও দুজন কম ছিলেন না।

কুম্ভকর্ণ ধার্মিক মহর্ষিদের ভক্ষণ করতে দ্বিধা করতেন না। তাঁর কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে একদা তাঁকে বর দিতে উদ্যত হলে, তখন দেবতারা ব্রহ্মাকে সাবধান করে বললেন, এই রাক্ষস সাতজন অপ্সরা, ইন্দ্রের দশজন অনুচর ও বহু ঋষি ও মনুষ্যকে ভক্ষণ করেছে। রাক্ষসকে বর দিলে সে ত্রিভুবন প্রাণী শূন্য করবে। আপনি এই রাক্ষসকে বর দানের ছলে তাকে মোহাবিষ্ট করুন। তখন ব্রহ্মা সরস্বতী দেবীকে নির্দেশ দিলেন—তিনি যেন কুম্ভকর্ণের জিহ্বায় অধিষ্ঠিতা হয়ে কুম্ভকর্ণকে দিয়ে জন কল্যাণকর বর প্রার্থনা করান।

সরস্বতী দেবীও ব্রহ্মার নির্দেশানুসারে কুম্ভকর্ণের জিহ্বায় অধিষ্ঠিতা হলেন। তখন ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। কুম্ভকর্ণও অনেক বৎসর ব্যাপী নিদ্রাচ্ছন্ন থাকার বর প্রার্থনা করলে ব্রহ্মা বললেন, তথাস্তু।

উপরোক্ত বৃত্তান্ত হতেই কুম্ভকর্ণ তাঁর অমিত বিক্রম কিরূপে ব্যবহার করতেন তার আভাস পাওয়া যায়। ভীমকে এরূপ কোন দুরাচারের জন্য অভিযুক্ত করা যায় না। তাঁর কীচক বধ সময় ও অবস্থা উপযোগী ও সমর্থন যোগ্য।

আসুরিক শক্তির অধিকারী ব্যতীত কুম্ভকর্ণ ও ভীমের মধ্যে তেমন কোন সাদৃশ্য নেই। ভ্রাতৃ প্রীতিও দুজনের সমান ছিল। উভয়ের পরাক্রমের উপরই তাঁদের আত্মীয়রা অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিলেন।

কুম্ভকর্ণ নিজের ইন্দ্রিয় সংযম করে প্রতিদিন ধর্মমার্গে অবস্থান করতেন। তিনি গ্রীষ্মকালে অগ্নি পরিবেষ্টিত হয়ে পঞ্চঅগ্নিসাধ্য তপস্যা করতেন। আবার বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে বীরাসনে বর্ষা ধারায় স্নাত হতেন এবং শীতকালে নিত্য জলমধ্যে আশ্রয় নিতেন। এইরূপে সৎপথে থেকে এবং ধর্মাচরণে যত্নশীল কুম্ভকর্ণ দশ হাজার বছর অতিক্রম করেন।

বিরাটাকৃতি কুম্ভকর্ণের কখনও আহারে তৃপ্তি আসত না। তিনি এক সঙ্গে রাশি রাশি মৃগ মহিষ বরাহের মাংস খেতেন। বহু শোণিত পূর্ণ কলস পান করতেন। তিনি অত্যন্ত প্রমত্ত ছিলেন। ধার্মিক মহর্ষিদের ভোগ করে তিনি ত্রিলোক বিচরণ করতেন। তাঁর আকৃতি প্রকৃতি বিচার করলে ইংরেজ ব্যঙ্গ লেখক সুইফটের লিখিত গালিভারের গল্প মনে পড়ে। গালিভারের বিরাট আকৃতি যেমন লিলিপুটদের প্রকাণ্ড বিস্ময় জাগিয়েছিল, কুম্ভকর্ণ কি তেমনি তাঁর সমকালীন সব নীচতা, হীনতা, দীনতার উর্দ্ধে এক বিরাটকায় রাক্ষস। গালিভারের ন্যায় কুম্ভকর্ণের আকৃতি সকলকে বিস্মিত করেছিল।

এ প্রসঙ্গে কুম্ভকর্ণের ব্রহ্মার নিকট অনেক বছর নিদ্রাচ্ছন্ন থাকার

এক অদ্ভুত বব প্রার্থনা কবা বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। তিনি কি তাঁব সমযকার সব পাপ তাপ থেকে দূবে থাকতে চেযেছিলেন বা তার থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকতে চেযেছিলেন? কারণ ক্ষুধাব দাবী মিটাতে কুম্ভকর্ণ খাদ্যেব কোন বাছ বিচাব করেনি—মুনি, ঋষি, যক্ষ, গন্ধর্ব, নিজ পক্ষেব বা শত্রু পক্ষের যোদ্ধাদেব ধবে ধরে খেযেছেন। অর্থাৎ যাবে পাই—তাবে খাই এই স্বৈরাচাব তাঁর মধ্যে ছিল। কিন্তু দশাননের মত নষ্টামি দুষ্টামি স্বৈরতা উশৃঙ্খলতা তাঁর চরিত্রে পাওয়া যায না।

ব্রহ্মা তাঁকে প্রার্থিত বব দিলেন এবং কুম্ভকর্ণেব সম্বিত ফিবে আসলে তিনি এই বরেব জন্য অনুতপ্ত হন। বাবণের প্রার্থনায় ব্রহ্মা পরে বলেছিলেন যে কুম্ভকর্ণ ছযমাস নিদ্রাচ্ছন্ন থেকে মাত্র একদিন জাগ্রত থাকবেন।

বাল্মীকি বামায়ণে কবি বলেছেন—কুম্ভকর্ণ অগ্রজ বাবণকে বললেন, বাজন, আমি নিদ্রায অত্যন্ত কাতব। আমাব শয়নের জন্য একটি গৃহ নির্মাণ কবে দিন।

বাজা রাবণ বিশ্বকর্মাব মত এক দক্ষ শিল্পীকে দিয়ে আয়তনে দু যোজন ও বিস্তাবে এক যোজন এক মনোবম গৃহ নির্মাণ করে দিলেন। সেই গৃহেব সিঁড়িগুলি বৈদূর্যমণির, চাবদিক কিঙ্কিণীজালে সুশোভিত, প্রবেশ তোবণ হাতীব দাঁতে নির্মিত এবং বজ্র ও স্ফটিক মণি নির্মিত বেদী ঐ গৃহেব শোভা বর্দ্ধন কবছিল। মেরুপর্বতের গুহাব ন্যায অনিত্য সুখদাযক ও মনোবম। কুম্ভকর্ণ সেই গৃহমধ্যে বহু সহস্র বৎসব নিদ্রাভিভূত হযে বইলেন। কুম্ভকর্ণ এইরূপ নিদ্রাবিষ্ট হলে দশানন বাধাহীন হযে দেবতা, ঋষি ও যক্ষ গন্ধর্বদেব নিপীড়ন ও বধ কবতে লাগলেন। দেবতাদেব নন্দনকানন প্রভৃতি ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেন।

কুম্ভকর্ণেব প্রগাঢ় নিদ্রাচ্ছন্নতা দশাননেব স্বৈবাচাব উশৃঙ্খলতাব সুযোগ কবে দিযেছিল। তিনি নিবঙ্কুশ হয়ে তাঁর দানবীয উশৃঙ্খল জীবন যাপন কবেছিলেন এবং কুম্ভকর্ণ দশাননেব এ ঘৃণ্য জীবন সম্বন্ধে

অজ্ঞ থেকে গেলেন। কবি কুম্ভকর্ণকে এভাবে ঘুম পাড়িয়ে বাখলেন কেন ? বাবণের পাপের ভবাডুবি ঘটাবার জন্য কি ?

বিবোচনপুত্র বলীব দ্রৌহিত্রী বজ্রজ্বালাব সঙ্গে কুম্ভকর্ণেব বিযে হয়েছিল। কুম্ভকর্ণেব দুটি পুত্র ছিল—কুম্ভ ও নিকুম্ভ। উভযেই লঙ্কা যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

লঙ্কায় বাম—বাবণেব যুদ্ধেব পূর্বে কুম্ভকর্ণকে কয়েকটি যুদ্ধে আত্মীয়দেব সাহায্য কবতে দেখা যায়। কুম্ভকর্ণদেব মাতামহ সুমালীব জ্যেষ্ঠভ্রাতা মাল্যবানেব কন্যা কুম্ভনসীকে মহাবলী বাক্ষস মধু লঙ্কায এসে মন্ত্রীদেব নিহত কবে হবণ কবে। বিভীষণ তখন জলে তপস্যাবত ছিলেন। কুম্ভকর্ণ তখন নিদ্রামগ্ন ও মেঘনাদ যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যস্ত। বাবণও তখন পবদাব হবণে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি বিভীষণেব নিকট এই সংবাদ শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে মধু বাক্ষসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ দিলেন—আমার বথ শীঘ্র প্রস্তুত কর। অন্যান্য বীববা যুদ্ধেব জন্য সজ্জিত হও। ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ এবং যে সব প্রধান বাক্ষস আছে তাবা বিবিধ অস্ত্রধাবণ কবে স্ব স্ব বাহন আরোহণ করুক। ইন্দ্রজিৎ সমস্ত সৈন্য সঙ্গে নিয়ে তাদেব আগে। রাবণ সেই সৈন্যদেব মধ্যে এবং কুম্ভকর্ণ তাদেব পিছনে পিছনে গেলেন। বিভীষণ ধর্মকর্ম কবতে লঙ্কাতেই বইলেন। ভগ্নী কুম্ভীনসীব অনুবোধে তাঁবা তাব পতি বাক্ষস মধুকে ক্ষমা কবলেন।

বাবণ পুত্র মেঘনাদেব সঙ্গে ইন্দ্র পুত্র জযন্তব যখন যুদ্ধ হয কুম্ভকর্ণ নানাবির অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তখন তিনি কার পক্ষে কাব সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, তা বুঝা যাচ্ছিল না। (নাজ্ঞায়ত তদা বাজন যুদ্ধং কেনাভ্যপদ্যত।) অর্থাৎ মদ্য পানে মত্ত অবস্থায় শত্রু মিত্র উভয় সৈন্যেব সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন।

ঐ রাক্ষস (কুম্ভকর্ণ) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দন্তদ্বাবা, পদদ্বারা হস্ত ও ভুজদ্বাবা (অর্থাৎ হাতেব চড় দিয়ে কিংবা ঠেলা দিযে বা কনুই এ গুঁতো দিয়ে) এবং শক্তি, তোমর ও মুদগব যখন যা সম্ভব তা দিয়েই

দেবতাদেব প্রহাব কবতে লাগলেন।

কুম্ভকর্ণ মহা ভযঙ্কব রুদ্রদেব সঙ্গে যুদ্ধ আবম্ভ কবলেন। এই যুদ্ধে রুদ্রবা তাঁব সর্বাঙ্গ এমন ক্ষত বিক্ষত কবে দিলেন যে একটু স্থানও অক্ষত বইল না।

বভৌ শস্ত্রাচিততনুঃ কুম্ভকর্ণঃ ক্ষবন্নসৃক্।

বিদ্যুৎস্তনিতনির্ঘোষো ধাবাবানিব তোযদঃ॥ (উঃ) ২৮।৩৭

—কুম্ভকর্ণেব শবীব অস্ত্রে পবিব্যপ্ত হলে শোণিত ধারা প্রবাহিত হল। ঐ সময তাঁকে বিদ্যুৎ ও গর্জনযুক্ত জলধাবাবর্ষী মেঘেব ন্যায় মনে হচ্ছিল।

বীব কুম্ভকর্ণেব আব কোন গাথা বামায়ণে পাওয়া যায না। শেষ গাথা বাম বাবণেব যুদ্ধে বাবণেব পক্ষে কুম্ভকর্ণেব প্রচণ্ড যুদ্ধ।

সীতাকে হবণ করে আনাব পব রাম যখন সেতু বন্ধন কবে, বানব সেনা নিযে সীতা উদ্ধাবেব জন্য আসছেন খবব পেলেন, তখন বাবণ নগব বক্ষাব জন্য সৈন্য নিযুক্ত কবতে. সীতাব প্রতি তাঁব আসক্তিব এবং এজন্য সীতাকে হবণেব কথা তাঁব সভাসদদেব জানালেন। এবং কার্য্য নির্দ্ধাবণেব জন্য তাদেব পবামর্শ চাইলেন। সেই সভায় কুম্ভকর্ণও ছিলেন।

বাবণ বলেছিলেন, আমি যে কাজ কবি প্রথমে তোমাদেব সমর্থন নিয়ে থাকি। কারণ কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত থাকে বলে তাকে কোন কিছু বলতে পাবি না।

অযং হি সুপ্তঃ ষন্মাসান্ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।

সর্বশাস্ত্রভৃতাং মুখ্যঃ স ইদানীং সমুত্থিতঃ॥ (যু ১২-১১)

—সমস্ত শাস্ত্রধাবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবলবান এই কুম্ভকর্ণ ছয মাস নিদ্রিত থাকে, অধুনা সে জাগবিত হয়েছে।

অতঃপব তিনি সীতা হবণ, সীতাব প্রতি তাঁব আসক্তি, বাম লক্ষ্মণ বহু জলজন্তু ও মৎস্যাদি সমাকুল অলঙ্ঘ্য সাগব কি ভাবে অতিক্রম কববে? এ সন্দেহ প্রকাশ করে সঙ্গে সঙ্গে বললেন—কিন্তু একটি

বানর লঙ্কার প্রভূত ক্ষতি করে গেছে। কর্মের গতি দুর্জ্ঞেয় ইত্যাদি সভাসদ ও কুম্ভকর্ণের সামনে ব্যক্ত করে তাদের পরামর্শ চাইলেন। যদিও মানুষ হতে তাঁদের কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই—একথাও জানান।

কামাতুর রাবণের খেদোক্তি শুনে কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং বললেন—

যদা তু রামস্য সলক্ষ্মণস্য
প্রসহ্য সীতা খলু সাইহাহৃতা।
সকৃৎ সমীক্ষ্যৈব সুনিশ্চিতং তদা
ভজেত চিত্তং যমুনেব যামুনম্॥ (যুঃ) ১২।২৮

—যখন তুমি সলক্ষ্মণ রামের আশ্রম হতে সীতাকে বঞ্চনা করে এনেছিলে সেই সময় আমাদের সঙ্গে সুনিশ্চিত বিচার করা উচিত ছিল। যমুনার যামুন পূর্বের ইচ্ছার ন্যায় এখন আর পরামর্শ ফলবতী হবে না।

মহারাজ, তুমি যে বলপূর্বক পর স্ত্রী হরণ করেছ, তা তোমার পক্ষে অনুচিত হচ্ছে। এই কর্মের প্রথমেই আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করা কর্তব্য ছিল।

ন্যায়েন রাজকার্য্যাণি যঃ করোতি দশানন।
ন স সন্তপ্যতে পশ্চান্নিশ্চিতার্থমতির্নৃপঃ॥ (যুঃ) ১২।৩০

—দশানন, যে রাজা ন্যায় পূর্বক সমস্ত রাজকর্ম করেন, সেই নিশ্চিতার্থমতি রাজা পরে আর অনুতাপ করেন না।

যে কাজ করা অনুচিত এবং যা লোক ও শাস্ত্রের বিপরীত সেই পাপ কর্ম অপবিত্র যজ্ঞের হবিষ্যের ন্যায় দূষিত হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি পূর্ব কার্য পশ্চাতে করে পশ্চাতের কাজ অগ্রেই করতে অভিলাষী, সেই ব্যক্তি নীতি অনীতি জানে না।

শত্রুরা নিজের বিপক্ষের বল অধিক দেখেও যদি সমস্ত কর্মে চপল হয়, তাহলে পক্ষী যেমন দুর্লঙ্ঘ্য ক্রৌঞ্চ পর্বতের ছিদ্র অন্বেষণ করে

সেইরূপ তার দমনের জন্য ছিদ্র অনুসন্ধান করে থাকে।

ত্বযেদং মহদারব্ধং কার্যমপ্রতিচিন্তিতম্।
দিষ্ট্যা ত্বাং নাবধীদ্ রামো বিষমিশ্রমিবামিষম্॥ (যুঃ)
১২।৩৪

—রাজন, তুমি ভাবী পরিণাম বিচার না করে অত্যন্ত দুষ্কর্ম আরব্ধ করেছো, যেমন বিষ মিশ্রিত আমিষ ভোজনকারীর প্রাণ হরণ করে তেমনি রাম তোমাকে সংহার করতেন, কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে রাম তোমার প্রাণ এখনও হরণ করেননি।

যদিও তুমি শত্রুর সঙ্গে অন্যায় কাজ আরম্ভ করেছ, তথাপি আমি তোমার শত্রুদের সংহার করে সব ঠিক করে দেব। নিশাচর তোমার শত্রু যদি ইন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, বায়ু, কুবের ও বরুণ হয়, তথাপি আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব এবং তোমার শত্রুদের নিঃশেষ করব।

কুম্ভকর্ণের উপরোক্তি হতে তাঁর মধ্যে যে বিবেক বুদ্ধি আছে, তিনি যে রাবণের ন্যায় ধর্মজ্ঞান শূন্য নয়, তার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়। রাবণের এই অবিমৃষ্যকারিতার ফলে দেশ যে সঙ্কটের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, কুম্ভকর্ণ তাঁর সব শক্তি দিয়ে তার মোকাবিলা করবার জন্য প্রস্তুত। এতে একদিকে তাঁর ভ্রাতৃপ্রেম, অন্যদিকে স্বদেশ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি আরও বললেন—পর্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড শরীরধারী আমি তীক্ষ্ণ দাঁত বিশিষ্ট হয়ে মহাপরিঘ হাতে নিয়ে যখন সমরাঙ্গনে গর্জন করব, তখন আমাকে দেখে ইন্দ্রও ভীত হবে। রাম যখন আমার প্রতি একটি বাণ ছেড়ে দ্বিতীয় বাণের সন্ধান করতে উদ্যত হবে, ঐ মাত্র অবসরে আমি তার রক্ত পান করব। তুমি ইচ্ছামত নিশ্চিন্ত হও।

আমি দশরথের পুত্র রামকে বধ করে তোমার জয় ঘটাবার ব্যবস্থা করব। লক্ষ্মণের সঙ্গে রামকে বিনাশ করে আমি সমস্ত বানরযূথ পতিদের ভোজন করব।

তুমি আনন্দিত চিত্তে বিহাব কব, উত্তম বাৰুণী পান কব এবং নিশ্চিন্তে নিজেব হিতকব কাজ কব। আমাব দ্বাবা বাম যমলোকে যাবে, তখন সীতা চিবকালেব জন্য তোমাব বশীভূত হবে।

এই আশ্বাস দিয়ে কুম্ভকর্ণ পুনবায় নিদ্রামগ্ন হলেন। এদিকে বামেব সঙ্গে যুদ্ধে বাবণ পবাভূত হয়ে পলায়ন কবে আত্মবক্ষা কবে মন্ত্রিগণকে নিয়ে এক মন্ত্রণা সভায় বসলেন। বাবণ অকপটে সেই সভায় বললেন—ব্রহ্মা তাঁকে বলেছিলেন, মানুষ হতে তাঁব ভয়। তাঁব কথা এখন সত্য হতে চলেছে। বাবণ এক এক কবে তাঁব শাপগ্রস্ত জীবন কাহিনী সভাসদ্‌দেব কাছে তুলে ধবলেন। ইক্ষাকুকুলেব রাজা অনবণ্য তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে তাঁব বংশেব জনৈক মহাপুরুষ তাঁকে সবংশে নিধন করবে। এই দশবথনন্দন বামই সেই পুরুষ। বাবণের প্রতি বেদবতীব শাপেব কথা তিনি সভায় প্রকাশ কবলেন। জনক নন্দিনী সীতা সেই বেদবতী। জগজ্জননী উমা ভীতা হয়ে শাপ দিয়েছিলেন স্ত্রীলোকেব জন্যেই তাঁব মৃত্যু হবে। তাবপর নন্দীশ্ববেব বানব রূপ দেখে তিনি হেসেছিলেন। সে জন্য নন্দীশ্বব শাপ দিযেছিলেন তাঁব রূপ ধাবী কোন পবাক্রম প্রাণী তাঁব কুল ধ্বংস কববে। নলকুববেব স্ত্রী বম্ভা ও বরুণ কন্যা পুঞ্জিকাস্থলীব জন্য ব্রহ্মা শাপ দিয়েছিলেন কোন নাবীব সঙ্গে তাব ইচ্ছাব বিরুদ্ধে সম্ভোগ কবলে তাঁব মৃত্যু হবে। এ সমস্ত শাপ কখনো ব্যর্থ হয না। অতএব বাম লক্ষ্মণেব সঙ্গে যুদ্ধেব জন্য অন্য এক মহাবীবেব শীগগিব প্রয়োজন। নতুবা আসন্ন সঙ্কট মোচন হবে না। তিনি আবও বললেন, তোমবা নগবেব দ্বাবে অবস্থান কবে তা বক্ষা কব ও প্রাকাবে আবোহণ কব। এখন নিদ্রাচ্ছন্ন কুম্ভকর্ণকে জাগান দবকাব।

নিদ্রাবশসমাবিষ্টঃ কুম্ভকর্ণো বিবোধ্যতাম্। (যুঃ) ৬০।১৬

—নিদ্রাভিভূত কুম্ভকর্ণকে জাগবিত কব।

কামোপভোগে হতচেতন সে নিশ্চিন্ত হয়ে সুখে নিদ্রিত আছে।

নব সপ্ত দশাষ্টৌ চ মাসান্ স্বপিতি বাক্ষসঃ।

মন্ত্রং কৃত্বা প্রসুপ্তোঽয়মিতস্তু নবমোঽহনি ॥ (যুঃ) ৬০।১৭

—সেই বাক্ষস কখন নয়, কখনও সাত, কখন দশ, কখন বা আট মাস নিদ্রা যায। সে আজ হতে নয দিন পূর্বে আমাব সঙ্গে পবামর্শ কবে ঘুমাচ্ছে।

মহাশক্তিমান মহাবল কুম্ভকর্ণ সমস্ত বাক্ষসেব শিবোমণি। তোমবা তাকে দ্রুত জাগাও। সে নিশ্চযই সমবে বানবদেব ও বাজপুত্র দুজনকে শীঘ্রই বিনাশ কববে।

এষ কেতুঃ পবং সংখ্যে মুখ্যো বৈ সর্ববক্ষসাম্।
কুম্ভকর্ণঃ সদা শেতে মূঢ়ো গ্রাম্যসুখে বতঃ ॥ (যুঃ) ৬০।১৯

—এই কুম্ভকর্ণ সংগ্রামে সমস্ত বাক্ষসেব প্রধান এবং যুদ্ধে বিজয় পতাকা স্বরূপ। কিন্তু গ্রাম্য সুখে বত সেই মূঢ় কুম্ভকর্ণ সর্বদা নিদ্রিত থাকে।

কুম্ভকর্ণ জাগ্রত হলে এই অতি ভযঙ্কব সমবে বামেব দ্বাবা পবাজিত হবাব দুঃখ আমাব হবে না।

বাবণ নিজে নানা ভয়ঙ্কব শাপগ্রস্ত। তাঁব সব বীরত্ব, শক্তি শাপেব কাছে পবাভূত বা অতি তুচ্ছ। এজন্য তাঁব একমাত্র পবিত্রাতা এই কুম্ভকর্ণ—যাকে কবি বাল্মীকি সব দীনতা হীনতাব উর্দ্ধে সৃষ্টি কবেছেন।

এই মহাশক্তিব জন্য ভীম ও কুম্ভকর্ণ আত্মীযদেব কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পুরুষ।

বাক্ষসবাজ বাবণের কথা শুনে বাক্ষসবা অত্যন্ত তাডাতাড়ি কুম্ভকর্ণেব আবাসে গমন কবল। এবং তাঁব আদেশ মত নানা গন্ধ মাল্য ও বহু আহার্য সামগ্রী নিয়ে সহসা কুম্ভকর্ণেব নিকট গেল। সেই গুহায প্রবেশ কবা মাত্র মহাবল বাক্ষসবা কুম্ভকর্ণেব নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে পশ্চাদপদ হল। পুনরায় অতি কষ্টে বিশেষ যত্ন সহকাবে গুহায় প্রবেশ কবল। যার মেঝে পর্যন্ত সুবর্ণ ও বত্নে ভূষিত, সেই বমনীয় গুহায প্রবেশ কবে শ্রেষ্ঠ নিশাচববা ভীষণ পবাক্রমশালী শাযিত

কুম্ভকর্ণকে দেখল। কুম্ভকর্ণ বিকীর্ণ পর্বতেব ন্যায় বিবশ হয়ে নিদ্রাভিভূত ছিলেন. সকলে সমবেত হযে তাঁকে জাগাবাব চেষ্টা কবল। মহাসর্পেব ন্যায নিঃশ্বাসের দ্বাবা সকলকে ঘুডাচ্ছিল। নাসিকাব ছিদ্র দ্বাব ভযানক, পাতালেব ন্যায বিশাল বদন, শয্যায তাঁব সমস্ত শবীর শাযিত এবং তা মেদ শোণিত গন্ধ যুক্ত। সুবর্ণ অঙ্গদে অলঙ্কৃত শবীব সূর্যেব ন্যায় দীপ্তিমান কিবীট শোভিত শক্রসুদ বাক্ষস শ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণকে বাক্ষসবা দেখল। রাক্ষসবা কুম্ভকর্ণেব সামনে মেক পর্বতেব ন্যায় বিপুল প্রাণীরাশি স্তূপীকৃত কবল।

মৃগাণাং মহিষাণাঞ্চ ববাহাণাঞ্চ সঞ্চযান্।
চক্রুর্নৈর্ঋত শার্দুলা বাশিমন্নস্য চাদ্ভুতম্॥ (যুঃ) ৬০।৫১

—সেই শ্রেষ্ঠ বাক্ষসবা সেখানে মৃগ, মহিষ, ববাহগুলি বাখলো ও অদ্ভুত অন্নেব স্তূপ কবল।

অতঃপব কুম্ভকর্ণেব সামনে বক্ত কলসগুলি ও বিবিধ মাংস বাখল। তাবপব তাবা কুম্ভকর্ণেব শরীবে বহুমূল্য চন্দন লেপন, দিব্য সুগন্ধ পুষ্প মাল্যের দ্বাবা উৎসাহ দিতে থাকে, ধূপেব গন্ধের দ্বাবা আমোদিত, বিপু নাশন বীবের স্তব কবে বাক্ষসবা মেঘেব ন্যায় গম্ভীব গর্জন কবতে লাগল। এতেও যখন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হল না, তখন বাক্ষসবা ক্রুদ্ধ হয়ে বহু শ্বেতবর্ণেব শঙ্খ বাজাতে লাগল। এবং ঐ বকম ধ্বনিতে গর্জন কবতে লাগল, আস্ফালন কবতে লাগল এবং বিভিন্ন অঙ্গকে আন্দোলিত কবতে লাগল। তাবা কুম্ভকর্ণকে জাগাবার জন্য উচ্চৈঃস্ববে শব্দ করতে লাগল। বাক্ষসদেব গর্জন ও সিংহনাদে পাখীবা দিকে দিকে পলায়ন কবে আকাশে উডতে লাগল, উডতে উডতে তারা পড়ে গেল।

যখন ঐ ভীষণ কোলাহলেও নিদ্রিত বিবাট বপু কুম্ভকর্ণ জাগ্রত হলেন না, তখন সমস্ত বাক্ষস হাতে মুষল, ভূষণ্ডী ও গদা নিল। নিদ্রিত কুম্ভকর্ণেব বুকে বাক্ষসবা পর্বত শিখব, মুষল, গদা মুদগার ও ও মুষ্টি প্রহাব কবতে লাগল। কিন্তু কুম্ভকর্ণেব নিঃশ্বাসেব প্রভাবে

রাক্ষসরা সামনে টিকতে পারলো না। তারপর ভীষণ বিক্রমশালী রাক্ষসরা দৃঢ় ভাবে কটি বন্ধন করে দশ সহস্র রাক্ষস মৃদঙ্গ, পণব, ভেরী, শঙ্খ এবং দুন্দুভিগুলি বাজাতে লাগল। অন্যেরা কণ্টক যুক্ত যষ্টি, মুদগর, মুষলের দ্বারা সমস্ত শক্তি একত্রিত করে প্রহার করতে লাগল। সেই শব্দে পর্বত ও বনের সঙ্গে সমস্ত লঙ্কা পরিপূর্ণ হল, তথাপি কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হল না। তারপর কষিত কাঞ্চন নির্মিত দণ্ডের দ্বারা চতুর্দিকে সহস্র ভেরীতে আঘাত করতে লাগল। এত চেষ্টা সত্ত্বেও শাপগ্রস্ত কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ সম্ভব হল না—তখন রাক্ষসরা খুবই রুষ্ট হল। তারপর অপর এক দল রাক্ষস পরাক্রম প্রকাশ করল।

অন্যে ভেরীঃ সমাজঘ্নুরন্যে চক্রুর্মহাস্বনম্।
কেশানন্যে প্রলুলুপুঃ কর্ণানন্যে দশন্তি চ॥ (যুঃ) ৬০।৫১

—কেউ সজোরে ভেরী বাজাল, কেউ মহা চীৎকার করতে লাগল, কয়েকজন কুম্ভকর্ণের চুল টানলো, আর কেউ কেউ দাঁত দিয়ে কান কামড়াতে লাগল।

কতকগুলি রাক্ষস তার কান দুটিতে শত কলস জল ঢেলে দিল। কিন্তু গাঢ় নিদ্রাভিভূত কুম্ভকর্ণের কোন স্পন্দন দেখা গেল না। আরও কিছু শক্তিশালী রাক্ষস কণ্টকাকীর্ণ মুদ্গর দ্বারা কুম্ভকর্ণের মস্তকে, বক্ষে ও সর্বাঙ্গে আঘাত করতে লাগল।

রজ্জুবন্ধনবদ্ধাভিঃ শতঘ্নীভিশ্চ সর্বশঃ।
বধ্যমানো মহাকায়ো ন প্রাবুধ্যত রাক্ষসঃ॥ (যুঃ) ৬০।৫৪

—অতঃপর রজ্জু দ্বারা বদ্ধ শতাঘ্নী অস্ত্রের দ্বারা সর্বতোভাবে প্রহৃত হয়েও সেই মহাকায় রাক্ষস জাগ্রত হল না।

তারপর তার শরীরের উপর সহস্র হাতী প্রধাবিত করা হল। (বারণানাং সহস্রঞ্চ শরীরেঽস্য প্রধাবিতম্) তখন কুম্ভকর্ণ জাগ্রত হয়ে কিছু স্পর্শ সুখ অনুভব করল।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের বিশদ বর্ণনা সুন্দর

রূপে বর্ণিত হয়েছে।

এত যদি আজ্ঞা দিলে রাজা লঙ্কেশ্বর।
তিন লক্ষ রাক্ষস চলে কুম্ভকর্ণ ঘর ॥
ভক্ষ্য খাদ্য মদ্য মাংস অনেক প্রকার।
সুগন্ধ চন্দন পুষ্প আনে ভারে ভার ॥
পালে পালে মহিষ হরিণ আনে কত।
ছাগল গরির নাহি হয় পরিমিত ॥

— — — —

রত্ন খাটে কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় অচেতন।
নাকের নিশ্বাস যেন প্রলয় পবন ॥
দুয়ারের নিকটেতে যে রাক্ষস আসে।
উড়াইয়া ফেলে তারে নাকের নিশ্বাসে ॥
টানিয়া নিশ্বাস যবে তুলে নিশাচর।
রাক্ষস কতেক ঢোকে নাকের ভিতর ॥

— — — —

মদ্য তোলে সাত তাল বৃক্ষের সমান।
মুখের গহ্বর যেন পাতাল প্রমাণ ॥

— — — —

কি রূপেতে কুম্ভকর্ণের হবে নিদ্রাভঙ্গ।

— — — —

বাজাইল লক্ষ ঢাক চারিদিক বেড়ে।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ কর্ণ নাহি নড়ে ॥
ঘড়া ঘড়া চন্দন ঢালিয়া দিল বুকে।
সুগন্ধি শীতলে আরো নিদ্রা যায় সুখে ॥
বাজায় কর্ণের কাছে তিন লক্ষ শাখ।
দ্বিগুণ বাড়িল আরো নাসিকার ডাক ॥

— — — —

পালে পালে আনিল ছাগল গাড়র।
প্রবেশ করায় তার নাকের ভিতর॥
— — — —
রাজাজ্ঞাতে রাক্ষসেরা চারিভিতে মারে॥
রাজার ভাই বলি কেহ নাহি করে ডর।
বুকের উপরে মারে বৃক্ষ আর পাথর॥
মুষল মুদ্গর কেহ অঙ্গে মারে তেজে।
সাঁড়াসিতে মাংস টানে শেল শূল গোঁজে॥
কেহ কামড়ায় কেহ চুলে ধরি টানে। (লঃ)

বাল্মীকি রামায়ণে আছে দেহে মুদ্গরের আঘাতেও তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হয়নি। পর্বত শিখর ও বৃক্ষরাজির আঘাতে এবং অনেকগুলি হাতীর পায়ের চাপে নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে।

এই নিদ্রাভঙ্গের বর্ণনা হতেই কুম্ভকর্ণের আকৃতি ও প্রকৃতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে নিদ্রাভঙ্গের পর ঃ—

শয্যা হৈতে উঠি বীর চক্ষে দিল পানি।
ভক্ষণের দ্রব্য দিল থরে থরে আনি॥
মদ্য পান করিলেক সাতাশ কলসী।
পর্বত প্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি॥
হরিণ মহিষ বরা সাপটিয়া ধরে।
বারো তের শত পশু খায় একেবারে॥
কুম্ভকর্ণ বলে বুঝিলাম অনুমানে।
অকালে জাগায় মোরে যাহার কারণে॥
কোন্ লাজে ইন্দ্র বেটা দিতে এলো হানা।
বারে বারে হেরে যায় না ভাবে ভাবনা॥
ইন্দ্রের আছুক কাজ যম যদি আইসে।
যম হয়ে তাহারে গিলিব এক গ্রাসে॥ (লঃ)

কুম্ভকর্ণের বিপুল দেহের মত তাঁর ক্ষিদেও তেমনি। ভীমের ক্ষিদেও সাধারণ মানুষের তুলনায় অত্যধিক ছিল। কিন্তু কুম্ভকর্ণের ক্ষিদের সঙ্গে তুলনা চলে না।

বাল্মীকি রামায়ণে লিখেছে—সেই ভীষণ প্রহার গ্রাহ্য না করে হাতীর স্পর্শে নিদ্রাভঙ্গ হেতু কুম্ভকর্ণ ক্ষুধা ও ভয়ে পীড়িত হয়ে জৃম্ভণ করতে করতে দাঁড়াল। নাগের শরীর ও পর্বত শিখরের ন্যায়, বজ্রশক্তি পরাজয়কারী বাহুদ্বয় নিক্ষেপ করে বড়বানলের ন্যায় মুখ বিস্তৃত করে সেই রাক্ষস ভীষণ বিকৃত জৃম্ভণ করল।

সেই জৃম্ভমান অতি শক্তিশালী রাক্ষস জাগ্রত হলে পর্বত হতে যেমন পবন প্রবাহিত হয়, তেমনি তার নিঃশ্বাস বইতে লাগল।

রূপমুত্তিষ্ঠতস্তস্য কুম্ভকর্ণস্য তদ্ বভৌ।
যুগান্তে সর্বভূতানি কালস্যেব দিধক্ষতঃ॥ (যুঃ) ৬০।৬০

—নিদ্রা হইতে জাগ্রত সেই কুম্ভকর্ণের রূপ প্রলয় কালে সর্বভূত সংহারকারী কালের ন্যায় মনে হচ্ছিল।

তার প্রজ্বলিত অনল তুল্য বিদ্যুতের ন্যায় মহানেত্রদ্বয় তেজময় মহাগ্রহ যুগলের ন্যায় দেখাচ্ছিল। তারপর রাক্ষসরা সেখানে অনেক প্রকার ভক্ষ্য বরাহ ও মহিষ দেখালো। তখন সেই মহাশক্তি সম্পন্ন রাক্ষস সেগুলি ভোজন করতে লাগলেন। ক্ষুধার্ত কুম্ভকর্ণ মাংস ভোজন করল এবং তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলপান করল, মেদ কলস-গুলি এবং প্রচুর মদ পান করল।

কুম্ভকর্ণকে আহারান্তে তৃপ্ত দেখে রাক্ষসরা তাকে প্রণাম করল। কুম্ভকর্ণ তাদের জিজ্ঞেস করল, তোমরা আমাকে প্রহার করে কেন ঘুম হতে জাগালে? রাক্ষসরাজ কুশলে আছেন তো?

অথবা ধ্রুবমন্যেভ্যো ভয়ং পরমুপস্থিতম্।
যদর্থমেবং ত্বরিতৈর্ভবদ্ভিঃ প্রতিবোধিতঃ॥ (যুঃ) ৬০।৬৮

—এখানে ভয়ের কোন কারণ ঘটেনি তো? হয়ত এখানে ভয়ের কোন কারণ ঘটেছে যার জন্য তোমরা আমাকে প্রবুদ্ধ করেছ।

আজ আমি রাক্ষসরাজ রাবণের ভয় নির্মূল করব। মহেন্দ্রকে বিদারিত করব বা অনলকে শীতল করব। অল্প কারণে তোমরা আমার মত নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগ্রত করনি। তোমরা যথার্থ ভাবে আমাকে জাগাবার কারণ বল।

তখন রাবণের মন্ত্রী যূপাক্ষ বলল, দেবতাদের থেকে আমাদের কোন ভয় নেই। একজন মানুষ হতেই আমরা ভীত। দৈত্য বা দানব হতে আমাদের কখনও এ রকম ভয় হয়নি যেমন একজন মানুষের জন্য হয়েছে। পর্বতাকার বানরেরা লঙ্কাকে চারিদিকে বেষ্টন করেছে। সীতার জন্য রামের থেকে ঘোরতর ভয় হচ্ছে। পূর্বে একটা বানর লঙ্কাপুরী দগ্ধ করেছিল এবং সঙ্গীসহ রাজকুমার অক্ষরাজ নিহত হয়েছে। রাম রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত করে লঙ্কায় যাও বলে মুক্ত করেছে (ব্রজেতি সংযুগে মুক্তো রামেণাদিতার্বচনা।) যা সুররা, দৈত্যরা অথবা দানবরাও করতে সমর্থ হয় নাই, এখন রাম তা করছে। প্রাণসঙ্কট হতে বিমুক্ত করেছে।

যুদ্ধে ভ্রাতার পরাজয়ের কথা শুনে কুম্ভকর্ণ নয়ন বিস্ফারিত করে বলল—যূপাক্ষ, আজই আমি বানর সেনা ও রাঘব লক্ষ্মণের সঙ্গে রামকে পরাজিত করে তারপর রাবণকে দেখবো। আমি আজ বানরদের মাংস ও রক্তে রাক্ষসদের তৃপ্ত করব এবং স্বয়ং রাম লক্ষ্মণের শোণিত পান করব।

ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণের এই অহঙ্কারপূর্ণ কথা শুনে যূপাক্ষ বললে, প্রথমে রাবণের কথা শুনে দোষগুণ বিচার করে শত্রুদের জয় করবেন। মহোদরের কথা শুনে রাক্ষসদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে কুম্ভকর্ণ রাবণের প্রাসাদ অভিমুখে রওনা হলেন।

রাক্ষসরা রাবণের নিকট গিয়ে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে জানাল এবং জানতে চাইল তিনি (কুম্ভকর্ণ) কি সেখান হতেই যুদ্ধে যাবেন অথবা এখানে এসে আপনার সাক্ষাৎ করবেন।

রাবণ এই খবরে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আমি কুম্ভকর্ণকে এখানে

দেখতে ও সমাদব জানাতে চাই। রাক্ষসরা এই সংবাদ কুম্ভকর্ণকে দিল।

ভ্রাতাব এই আদেশ শুনে কুম্ভকর্ণ উত্তম বলে, শয্যা ত্যাগ কবে মুখ ধুযে পবমানন্দে স্নান কবেন। এবং শক্তি সঞ্চাবক পানীয় আনবাব জন্য আদেশ কবলেন। তথন বাবণেব অনুমতি অনুসারে সেই রাক্ষসবৃন্দ বিবিধ মদ্য এবং ভক্ষ্যবস্তু অতি সত্বব আনলো।

পীত্বা ঘটসহস্রে দ্বে গমনায়োপচক্রমে।
ঈষৎ সমুৎকটো মত্তস্তেজোবলসমন্বিতঃ ॥ (যুঃ) ৬০।৯৩

—দুই সহস্র কলস মদ্য পান কবে ঈষৎ উত্তেজিত, মত্ত এবং তেজ বল সম্পন্ন কুম্ভকর্ণ যাত্রাব আয়োজন কবলেন।

নিদ্রা হতে উঠে কুম্ভকর্ণব খাবাবেব যে বিববণ বাল্মিকী বামায়ণে পাওযা যায়, তদুপবি বল সঞ্চয়ের জন্য তাকে দুই সহস্র কলস মদ পান কবতে হয়েছে—এটা আশ্চর্য্যেব বিষয়।

কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা বাবণেব প্রাসাদে আসবাব সময় প্রলয়কালে যমের ন্যায মনে হচ্ছিল। কুম্ভকর্ণেব পদক্ষেপে পৃথিবী প্রকম্পিত হচ্ছিল। বাজপথে বিপুলাকায় কুম্ভকর্ণকে দেখে বানরা ভয়ে পলায়ন কবতে থাকে। বামও বিস্মিত হয়ে বিভীষণকে তাঁব পবিচয় জিজ্ঞেস কবলেন।

উত্তবে বিভীষণ বললেন—যিনি যুদ্ধে আদিত্য এবং দেবেন্দ্রকে পবাজিত কবেছেন ইনিই সেই বিশ্রবাব পুত্র মহাশক্তিশালী কুম্ভকর্ণ। এঁব মত বিবাট শবীবেব অন্য কোন বাক্ষস নেই। এঁর দ্বারা যুদ্ধে দানব, যক্ষ, পন্নগ, বাক্ষস, গন্ধর্ব, বিদ্যাধব ও কিন্নবা সহস্রবার চূর্ণ বিচূর্ণ হযেছে।

শূলপাণিং বিরূপাক্ষং কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।
হন্তুং ন শেকুস্ত্রিদশাঃ কালোঽযমিতি মোহিতাঃ ॥ (যুঃ)
৬১।১১

শূলপাণি, বিরূপাক্ষ ও মহাবলবান্ কুম্ভকর্ণকে হনন কবতে

অমববৃন্দ সমর্থ হলেন না। ইনি স্বয়ং কাল—এই মনে কবে বিমোহিত হন।

এই বিবাটকায় বাক্ষস জন্মাবামাত্র ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে বহু সহস্র প্রজাদেব ভক্ষণ কবেছিল। ভীত নিপীড়িত প্রজাবৃন্দ ইন্দ্রেব শবণাপন্ন হয়ে ব্যাপাবটি নিবেদন কবল। ক্রুদ্ধ ইন্দ্র নিশিতে বজ্রের দ্বাবা তাকে আঘাত কবল। সেই বিশাল দেহ কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রেব বজ্রেব দ্বাবা আহত হযে বিচলিত হল এবং ভীষণভাবে গর্জন কবতে লাগল। তাব সিংহনাদ শুনে প্রজাবা অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হল। তাবপব মহাশক্তিশালী ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণ সুবেন্দ্রেব ঐবাবত গজেব দন্ত উৎপাটন কবে তা দ্বাবা ইন্দ্রেব বক্ষে আঘাত করল। কুম্ভকর্ণের প্রহাবে পীড়িত ইন্দ্র জ্বলতে লাগলেন। অতঃপর দেবতা, ব্রহ্মর্ষি ও দানবরা অকস্মাৎ বিষাদগ্রস্ত হলো। তাবপব ইন্দ্র প্রজাদেব সঙ্গে ব্রহ্মাব নিকট গেলেন এবং প্রজাদেব ভক্ষণ, দেবতাদেব পীড়ন, ঋষিদেব আশ্রমনাশ ও পুনঃ পুনঃ পবস্ত্রী হরণ কুম্ভকর্ণের এইসব অত্যাচাবেব বিষয় জানালেন। তিনি বললেন, যদি কুম্ভকর্ণ প্রতিনিয়ত প্রজাদেব ভোজন কবে তবে অচিব কালেব মধ্যে ত্রিলোক শূণ্য হবে। ইন্দ্রেব কথা শুনে সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা বাক্ষসদের আহ্বান কবলেন ও কুম্ভকর্ণকে দেখলেন।

কুম্ভকর্ণকে দেখবামাত্র ব্রহ্মা অত্যন্ত ভীত হলেন। তাবপর তিনি কুম্ভকর্ণকে বললেন,—কুম্ভকর্ণ, নিশ্চয়ই ত্রিলোক বিনাশ কববাব জন্য বিশ্রবা তোমাকে জন্ম দিয়েছেন, সেজন্য তুমি আজ হতে মৃতকল্প হয়ে শায়িত থাকবে।

ব্রহ্মাব শাপে কুম্ভকর্ণ অভিভূত হয়ে ব্রহ্মাব সামনে পড়ে গেল। তখন বাবণ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে তাঁকে অনুনয় করে বললেন আপনার কথা মিথ্যা হতে পাবে না, নিশ্চয়ই সে নিদ্রিত থাকবে। তবে তাব নিদ্রা ও জাগবণেব সময় স্থিব করুন। বাবণেব কথা শুনে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা বললেন, কুম্ভকর্ণ ছয়মাস নিদ্রিত থাকবে ও একদিন জেগে

থাকবে। (শয়িতা হ্যেষ ষন্মাসেমেকাহং জাগবিষ্যতি) একদিনই এই বীর ক্ষুধিত হয়ে ধবা তলে বিচবণ কবে প্রজ্বলিত অগ্নিব ন্যায় লোকদের ভক্ষণ কববে। এই বিপদে পড়ে এবং আপনাব পবাক্রমে ভীত বাজা রাবণ সম্প্রতি কুম্ভকর্ণকে জাগিয়েছেন।

কুম্ভকর্ণ সম্বন্ধে বিভীষণের উপবোক্তি কুম্ভকর্ণের বীর্য সম্বন্ধে আমাদেব মধ্যে সঠিক ধাবণা জন্মায়। কুম্ভকর্ণেব এত পবাক্রম ছিল বলেই রাবণ তার উপব বিশেষ রূপে নির্ভবশীল ছিলেন যেমন যুধিষ্ঠির ছিলেন ভীমেব উপব।

কুম্ভকর্ণ বাবণেব প্রাসাদে এসে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম কবল। এবং কি কাজ কববে জিজ্ঞেস কবল। রাবণ খুশী হয়ে আসন হতে উঠে তাকে আলিঙ্গন কবলেন। তাবপর আসনে উপবেশন করে কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণকে বলল, বাজা কিজন্য তুমি আমাকে জাগিয়েছ? কে আজ ভয়ের কারণ? কাকে যমালয়ে পাঠাতে হবে?

তখন রাবণ বললেন, নিদ্রিত অবস্থায তোমাব অনেক কাল অতীত হযেছে; গাঢ় নিদ্রিত তুমি বামেব জন্য আমাব ভযেব কথা জান না। দশবথের পুত্র বাম সুগ্রীবের সঙ্গে সমুদ্র লঙ্ঘন কবে আমার কুল বিনাশ কবতে আবম্ভ কবেছে। সমুদ্র সেতু বন্ধন কবে অনাযাসে লঙ্কায় প্রবেশ কবে তাব বন উপবন বানব দ্বাবা সমাচ্ছন্ন কবেছে। আমাব প্রধান প্রধান বীব বাক্ষসদেব বানববা নিহত কবেছে। বানবদেব কেউ জয কবতে পাবছে না। মহাবল বীব, তুমি এদের হত্যা কবে আমাব ভয দূব কব, এজন্য তোমাকে জাগিযেছি। আমাব সমস্ত কোষ ক্ষয় হয়ে গেছে। তুমি অনুগ্রহ কবে লঙ্কাপুবীতে সকলকে বক্ষা কব। তুমি ভাই এব জন্য এই কাজটা কব। পূর্বে কখনও কোন ভ্রাতাকে আমি এ কথা বলি নাই। (মযৈবং নোক্তপূর্বা হি ভ্রাতা কশ্চিৎ পরন্তপ।) তোমার উপর আমাব স্নেহ ও অত্যন্ত আশা আছে। দেবাসুরেব যুদ্ধে বহুবার তুমি প্রতিদ্বন্দ্বী স্থান গ্রহণ করেছ এবং পূর্বে

দেবতা ও অসুরদেব পরাজিত করেছো। তুমি সমস্ত বিক্রমের কাজ কর। প্রাণীদের মধ্যে তোমার মত বলবান আর দেখা যায় না।

রাবণের উপরি উক্তি হতে বোঝা যাচ্ছে রাবণের মত মহাপরাক্রম-শালী বীরকে রাম কাবু করেছিলেন তাঁর বানর সেনা দিয়ে। তাই অগতির গতি কুম্ভকর্ণের শক্তির উপর নির্ভর করে রাবণ কুম্ভকর্ণকে অসময়ে নিদ্রার থেকে জাগিয়েছিলেন।

উত্তরে কুম্ভকর্ণ রাবণকে বললেন, পূর্বে মন্ত্রণাকালে আমরা যে দোষ দেখেছিলাম, এখনও সেই তোমাতে আছে। কেননা, তুমি হিতৈষী পুরুষ এবং তাঁদের বাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারনি। (হিতেষ্বনভিযুক্তেন সোঽয়মাসাদিতস্ত্বয়া।)

শীঘ্রং খল্বভ্যুপেতং ত্বাং ফলং পাপস্য কর্মণঃ।

নিরয়েষ্বেব পতনং যথা দুষ্কৃতকর্মণঃ॥ (যুঃ)৬৩।৩

—যেমন পাপী পুরুষেরা নরকেই পতিত হয়। তেমনি তোমার পাপ কর্মের ফল শীঘ্র উপস্থিত হয়েছে।

মহারাজ প্রথমে এই কাজের পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তা করনি, কেবল বীর দর্পে চলেছো।

যঃ পশ্চাৎ পূর্বকার্য্যানি কুর্য্যাদৈশ্বর্য্যমাস্থিতঃ।

পূর্বঞ্চোত্তরকার্যাণি ন স বেদ নয়ানয়ৌ॥ (যুঃ) ৬৩।৫

—যে ব্যক্তি ঐশ্চর্যের অভিমানে পূর্ব কাজ পরে করে এবং পরের কাজ পূর্বে করে, সে নীতি ও অনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

দেশ-কালবিহীনাদি কর্মাণি বিপরীতবৎ।

ক্রিয়মাণানি দুষ্যন্তি হবীংষ্যপ্রযতোষ্বিব॥ (যুঃ) ৬৩।৬

—যেমন সংস্কারহীন অগ্নিতে হোম করলে দুঃখেরই কারণ হয়। সেইরূপ দেশকালবিহীন কর্ম বিপরীতের ন্যায় হয়ে থাকে।

যে রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে বিচার করে ক্ষয়, বৃদ্ধি এবং স্থান রূপে উপলক্ষিত সাম দান ও দণ্ড—এই তিন প্রকার কর্মানুষ্ঠান পাঁচ প্রকারে প্রয়োগ করেন, তিনি উত্তম মার্গে বিদ্যমান।

যে রাজা নীতি শাস্ত্র অনুসারে মন্ত্রিদের সঙ্গে ক্ষয় আদির জন্য উপযুক্ত সমাচার বিচার করে এবং নিজের বুদ্ধি দ্বারা বন্ধুদেরও বিদিত হন, তিনি কর্তব্য এবং অকর্তব্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হন।

নীতিজ্ঞ পুরুষ ধর্ম, অর্থ এবং কাম—সমস্ত নিজের সময় অনুসারে করে। ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই তিনের মধ্যে ধর্মই শ্রেষ্ঠ, সেজন্য অর্থ এবং কামকে উপেক্ষা করে ধর্মের সেবা করা কর্তব্য—এই কথা বিশ্বস্ত পুরুষের নিকট শুনেও যে রাজা বা রাজপুরুষ বুঝেন না অথবা বুঝেও স্বীকার করেন না, তার অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন বৃথা।

যে রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে ভালরূপে মন্ত্রণা করে সময় অনুসারে দান ভেদ এবং পরাক্রমাদি পাঁচ প্রকার যোগ, নয়, এবং অনয় ও উপযুক্ত সময়ে ধর্ম, অর্থ এবং কামের সেবা করেন, তিনি ইহলোকে কখনো দুঃখ পান না।

যে রাজা চঞ্চল আপাত রমণীয় বচন শুনে সন্তুষ্ট হয় এবং সহসা বিচার না করে কোন কাজের দিকে ছুটে, তার এই দুর্বলতাকে যেমন পক্ষী ক্রৌঞ্চ পর্বতকে ছেদন করে, তেমনি শত্রু তাকে ছেদন করে।

যে রাজা শত্রুকে অবজ্ঞা করে নিজেকে রক্ষা করে না। সে অনর্থকে পায় এবং নিজের স্থান হতে ভ্রষ্ট হয়।

পূর্বে তোমার পত্নী মন্দোদরী এবং আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ যা বলেছিলেন, তাই আমাদের পক্ষে হিতকর। অধুনা যা ইচ্ছা তাই কর।

কুম্ভকর্ণের উপরোক্ত তিরস্কার ও রাজধর্ম গর্হিত পরস্ত্রী হরণের জন্য কঠোর সমালোচনা ও ধিক্কার মাধ্যমে এটাই উপলব্ধি করা যায় যে কুম্ভকর্ণ রাবণের চেয়েও অধিক পরাক্রমশালী হলেও রাবণের ন্যায় ভ্রষ্ট চরিত্রের ছিল না। কুম্ভকর্ণের ধর্মজ্ঞান, রাবণের চেয়েও প্রখর ছিল। তাই পরস্ত্রী হরণ পাপ কর্মকে কুম্ভকর্ণ সর্বান্তকরণে সমর্থন করেননি। বরং কঠোর ধিক্কার দিয়েছেন।

এই ক্ষেত্রে ভীষ্মের সঙ্গে কুম্ভকর্ণর কিছুটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

কারণ দ্রৌপদীর প্রতি মৎস্যরাজের শ্যালক কীচক দুর্ব্যবহার করলে প্রবল পরাক্রমশালী ভীম তাকে সমুচিত শাস্তি দিয়েছিলেন। তিনিও তাঁর অন্যান্য বীর ভ্রাতাদের মত নীরবে স্ত্রীর এই অপমান সহ্য করতে পারেন নি।

যদিও কুম্ভকর্ণের ক্ষেত্রে দোষী তাঁর সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রবল পরাক্রান্ত লঙ্কাধিপতি তথাপি কুম্ভকর্ণ এই অন্যায়ের জন্য তার বিরূপ সমালোচনা করতে একটুও ইতস্ততঃ করেননি।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণের নিকট রাম-রাবণের যুদ্ধের বৃত্তান্ত শুনে

কুম্ভকর্ণ বলে শুন ভাই দশানন।
শুনালে আশ্চর্য কথা এ আর কেমন॥
রাম লক্ষ্মণ যদি সে সামান্য হৈত নর।
জলের উপরে কেন ভাসিছে পাথর॥
বনের বানর বদ্ধ যে রামের গুণে।
সামান্য মনুষ্য তাঁরা না ভাবিহ মনে॥
কুম্ভকর্ণ বলে হেন লয় মম মনে।
মায়াতে মনুষ্য রূপ দেব নারায়ণ॥ . (লঃ)

রাম যে সাধারণ মানুষ ছিলেন না, বিপুলাকৃতি মহাপরাক্রমশালী কুম্ভকর্ণ তাঁকে না দেখেই, তাঁর পরাক্রম সম্বন্ধে অবগত হয়ে রামের সম্বন্ধে যে উক্তি করেছিলেন, তার দ্বারা কুম্ভকর্ণের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায়।

কুম্ভকর্ণের নির্ভীক সমালোচনার ধিক্কারে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তুমি মাননীয় গুরু এবং আচার্যের ন্যায় কেন উপদেশ দিচ্ছ? এখন যা করা দরকার তাই কর। আমি ভুল বশতঃ চিত্ত মোহে অথবা নিজের বল বীর্য আশ্রয়ে প্রথমে যে তোমাদের কথা শুনিনি তা পুনরায় বলা বৃথা। যা গেছে, তাতো গেছেই। তার জন্য বারংবার দুঃখ কর না। বর্তমানে যা কর্তব্য, তা চিন্তা কর। তোমার শক্তির

দ্বারা আমার ভ্রম বশতঃ ত্রুটি দূর কর। আমার প্রতি তোমার কিছু মাত্র স্নেহ থাকে, যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে কর, যদি এ কাজকে কর্তব্য বলে মনে কর, তাহলে যুদ্ধ কর।

তিনিই প্রকৃত বন্ধু, যিনি সমস্ত কাজ নষ্ট হয়ে যাবার পর স্বজন-গণের প্রতি অনুগ্রহ করেন ও তিনিই বন্ধু, যিনি বিপথগামী বন্ধুকে রক্ষা করেন।

স সুহৃদ্ যো বিপন্নার্থং দীনমভ্যুপপদ্যতে।
স বন্ধুর্যোঽপনীতেষু সাহায্যায়োপকল্পতে ॥

(যুঃ) ৬৩। ২৭—২৮

রাবণের কথা হতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন বুঝতে পেরে কুম্ভকর্ণ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো আমি জীবিত থাকতে তোমার এ রকম মনে করা উচিত না। তুমি যে জন্য পরিতাপ করছো তা আমি নাশ করব। অবশ্য সব অবস্থাতেই তোমাকে হিতবাক্য বলা আমার কর্তব্য। সেজন্য আমি বন্ধু ভাবে ও ভ্রাতৃ স্নেহে এই কথা বলছি। এ সময়ে যা করা কর্তব্য আমি তা করব।

আজ যুদ্ধে রাম ভ্রাতার সঙ্গে নিহত হলে বানর বাহিনী কি করে পলায়ন করে তা দেখ। আজ আমি সমর ক্ষেত্র হতে রামের মস্তক আনবো। তা দেখে তুমি সুখী হবে এবং সীতা দুঃখ পাবে। লঙ্কায় যাদের আত্মীয় বন্ধু নিহত হয়েছে তারা রামের হত্যা কাণ্ড দেখুক রাম প্রথম আমাকে হত্যা করে তবে তোমাকে হত্যা করতে সমর্থ হবে। আমি নিজের বিষয়ে ভয় করছি না।

অহমুৎসাদয়িষ্যামি শত্রুংস্তব মহাবলান্।
যদি শক্রো যদি যমো যদি পাবক-মারুতৌ ॥ (যুঃ) ৬৩।৪৩

—তোমার মহাবলবান শত্রু যদি ইন্দ্র, যম, অগ্নি, বায়ু ও বরুণ হলেও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব ও তাদের ধ্বংস করব!

আমাকে দেখে দেবরাজ ইন্দ্রও ভীত হয়। যদি আমি অস্ত্র ত্যাগ করে রণভূমিতে বিচরণ করি, তাহলে ও কেউ আমার সামনে দাঁড়াতে

পারবে না। শক্তি, গদা, অসি অথবা শাণিত শর সমূহের দ্বারা শত্রু সংহার করব না। এই হাত দুটি দ্বারাই যুদ্ধ করে ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুকেও হনন করব। যদি রঘুনাথ আজ আমার মুষ্টির বেগ সহ্য করতে পারে, তাহলে আমার শরগুলি নিশ্চয়ই রামের রক্ত পান করবে। আমি থাকতে কেন চিন্তা করে দুঃখ পাচ্ছ?

আমি তোমার শত্রু বিনাশ করবার জন্য সমরে যাবার জন্য উদ্যত হয়েছি। রামের ভয় ত্যাগ কর। আমি যুদ্ধে রাম লক্ষ্মণ ও মহা-মহাশক্তিমান সুগ্রীবকে নিহত করব। যুদ্ধ সুরু হলে আমি রাক্ষসঘাতী লঙ্কা দগ্ধকারী হনুমানকে ও বানরদের ভক্ষণ করব। আমি তোমাকে মহাযশের অধিকারী করব।

অতঃপর কুম্ভকর্ণ বলল, যদি তোমার ইন্দ্র এবং স্বয়ম্ভু হতেও ভয় উপস্থিত হয় তাহলে সূর্য যেমন রাত্রির অন্ধকারকে নাশ করে তেমনি আমি ঐ ভয় দূর করবো। আমি ক্রুদ্ধ হলে দেবতারাও পৃথিবীতে শায়িত হয়। তখন আমি যমকে শান্ত করব এবং অনলকে ভক্ষণ করবো। এইভাবে কুম্ভকর্ণ আত্মশক্তিতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কাকে কি ভাবে ধ্বংস করবে তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বলল, আজ সকলে প্রসুপ্ত কুম্ভকর্ণের পরাক্রম দেখবে। এই সমগ্র ত্রিলোক ভক্ষণ করলেও আমার উদর পূর্ণ হবে না। লক্ষ্মণের সঙ্গে রামকে নিহত করে সমস্ত প্রধান প্রধান যুথপতিদের ভক্ষণ করব।

ময়াদ্য রামে গমিতে যমক্ষয়ং
চিরায় সীতা বশগা ভবিষ্যতি ॥ (যুঃ) ৬৩। ৫৮

—রামকে আজ যমালয়ে পাঠালে সীতা চিরকালের জন্য তোমার বশীভূত হবে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে কুম্ভকর্ণের দম্ভের একটা স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়।

আমি হেন ভাই তব কারে কর শঙ্কা।
বৈরী মারি রাখিব কণক পুরী লঙ্কা॥

শ্রীরামের মাথা কাটি তোমারে দিব ডালি।
স্থির হৈয়া বৈস তুমি কেন দাও গালি॥
আগে লঙ্কা অরামা ও অবানরা করি।
সুগ্রীবেরে মারিয়া পাঠাব যমপুরী॥
বাধিব কুমুদ আদি যত কপিগণ।
মারিব তোমার বৈরী ভাই বিভীষণ॥
হনুমারে মারি আজি লঙ্কাপুরীর বৈরী।
মারিব তাহার পরে বানর কেশরী॥
চলিল যে কুম্ভকর্ণ যুঝিবারে সাধে। (লঃ)

রাবণকে আশ্বস্ত করে কুম্ভকর্ণ রণাঙ্গনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে দেখে মহোদর তাকে বললো—

বহুদিন নিদ্রাগত ছিলে অচেতন॥
দেখিতে করয়ে সাধ পুরবাসী নারী।
একবার দেখা দিতে চল অন্তঃপুরী॥ (লঃ)

উত্তরে— কুম্ভকর্ণ বলে কি কহিস মহোদর।
সম্মুখে বিপক্ষ বসে যমের দোসর॥
চারি দ্বার মেরে আগে জিনে আসি রণ।
তবে অন্তঃপুরে হবে আমার গমন॥

কুম্ভকর্ণের এই উক্তিতে তার কর্তব্য জ্ঞান যে কত প্রখর ছিল তাই প্রকাশ পেয়েছে। রাক্ষস হলেও কত কর্তব্যনিষ্ঠ তার নিদর্শন রেখে গেছে উপরের কয়টি ছত্রে।

প্রবল পরাক্রান্ত রামের সঙ্গে কুম্ভকর্ণের একা যুদ্ধ করতে যাওয়া উচিত হবে না এবং কুম্ভকর্ণের উক্তিও নিতান্ত বালকের স্পর্দ্ধা বলে মহোদয় কুম্ভকর্ণকে ব্যঙ্গ করে রাবণকে বলল যে রামের মৃত্যু সংবাদ প্রচার করলে সীতা অবশ্যি রাবণের বশীভূত হবেন।

মহোদয়ের এই উক্তির জন্য কুম্ভকর্ণ তাকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করে বলল—যে রাজা অক্ষম ও নির্বোধ তার কাছেই তোমার প্রস্তাব

গ্রহণ যোগ্য হবে। তোমাদের মত যুদ্ধ বিমুখ কাপুরুষরা রাজার সব কাজ পণ্ড করে। লঙ্কায় বহু সৈন্য বিনষ্ট হয়েছে, রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়েছে, তোমরা রাজাকে আশ্রয় করে মিত্র রূপে তাঁর শত্রুতা করছ।

এষ নির্যামাহং যুদ্ধমুদ্যতঃ শত্রুনির্জয়ে।

দুর্নয়ং ভবতামদ্য সমীকর্তুং মহাহবে॥ (যুঃ) ৬৫।৮

—আমি তোমাদের এই দুর্নীতিকে দূর করবার জন্য মহাযুদ্ধে শত্রুকে জয় করতে কৃত সঙ্কল্প হয়ে যাত্রা করছি।

সরল কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে ছলনা ও চতুরতা পছন্দ করতো না। মিথ্যের বা ছলনার দ্বারা শত্রু পক্ষকে ছলনার প্রস্তাবের জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে সে মাহোদরকে ভর্ৎসনা করেছিল। এখানেও তার চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। তার মতে সম্মুখ সমরে শত্রুকে আপন শক্তিতে পরাজিত করাই বীরধর্ম।

এ ক্ষেত্রে ভীম চরিত্রও কুম্ভকর্ণের পাশে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। কারণ দ্রোণাচার্যকে বধ করবার জন্য ভীমই সর্বাগ্রে 'অশ্বত্থামা হত' এই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তাঁকে নিরস্ত্র করেছিলেন। দ্রোণাচার্য যদি সেদিন নিরস্ত্র না হতেন তবে পাণ্ডবদের প্রভূত ক্ষতি হত। এই জন্য ভীম কেবল নিজেই এই কথা বলেননি, যুধিষ্ঠিরকেও এরূপ মিথ্যা ভাষণে প্ররোচিত করেছিলেন। কিন্তু কুম্ভকর্ণ রাক্ষস হয়েও, এ ধরণের কোন প্রকার মিথ্যার আশ্রয় নিতে ঘৃণা বোধ করেছেন।

কুম্ভকর্ণ একাই যুদ্ধের উদ্যোগী হলে, রাবণ তাকে সতর্ক করে বললেন, তুমি শূল মুদ্গর পাণি সৈন্য পরিবৃত হয়ে যাও। কারণ সেই বানররা মহাশক্তিশালী, বীর ও সর্বদা যুদ্ধ ব্যবসায়ী। তোমাকে প্রমত্ত বা একাকী দেখলে তৎক্ষণাৎ তারা দন্তাঘাতে তোমাকে বিনাশ করবে। তারপর রাবণ কুম্ভকর্ণের গলায় মণিময় মালা এবং যথাস্থানে কেয়ূর অঙ্গুরীয় এবং চন্দ্রহার প্রভৃতি দ্বারা তাকে সজ্জিত করলেন। কর্ণদ্বয়ে দুটি কুণ্ডল পরিয়ে সুগন্ধ দিব্য মাল্যদানে তার দেহ শোভিত করলেন।

অতঃপব কুম্ভকর্ণ বাবণকে প্রণাম করে যুদ্ধ যাত্রা কবলেন। কুম্ভকর্ণ বাজপুবী হতে বেব হতেই চাবদিক হতে ঘোবতব অমঙ্গল সূচক সঙ্কেত দেখা গেল। উল্কা শনিযুক্ত মেঘপুঞ্জ গদর্ভেব ন্যায অরুণ-বর্ণ ধাবণ করল এবং সাগব ও কানন শুদ্ধ পৃথিবী কাঁপতে লাগল। ঘোবতব দর্শনেব শৃগাল মুখে জ্বলন্ত অঙ্গাব উদগীবণ কবতে কবতে অশুভ ধ্বনি করল এবং পক্ষী প্রতিকূল ভাবে মণ্ডলাকাবে পবিভ্রমণ কবতে লাগল। পথে যাবাব সময় তাব শূলোপবি শকুনি পডল এবং তাব বাম চক্ষু স্ফুবিত ও বাম হস্ত কম্পিত হতে লাগল। সামনে ভীষণ শব্দে প্রজ্বলিত উল্কাপাত হল। সূর্য নিষ্প্রভ হল আবামদায়ক বাযুও প্রবাহিত হল না। এই সব অমঙ্গল চিহ্ন ভ্রূক্ষেপ না করেই কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে যাত্রা করলেন।

বিশালকায কুম্ভকর্ণকে দেখে বানববৃন্দ ভয়ে পলায়ন করতে থাকে। অঙ্গদ পলায়মান বানবদেব আশ্বাস দিলে বানববা পুনবায যুদ্ধে প্রত্যাবর্তন কবল।

যুদ্ধক্ষেত্রে বানববা কুম্ভকর্ণেব প্রতি বৃক্ষ ও শিলাব আঘাত করল। কুম্ভকর্ণ ক্রোধে গদা উদ্যত কবে শত্রু বানবদেব আঘাত কবে চতুর্দিকে নিক্ষেপ কবতে লাগল। এই ভাবে আট হাজার সাতশত বানব কুম্ভকর্ণ হাতে নিহত হল। কুম্ভকর্ণ এক এক বাবে ষোড়শ অষ্টাদশ, বিংশতি এবং ত্রিংশৎ পবিমিত বানব গ্রাস কবতে লাগলো। হনুমান আকাশে উঠে কুম্ভকর্ণের মস্তকে গিরিশৃঙ্গ, শিলা এবং বিবিধ বৃক্ষরাজি বর্ষণে প্রবৃত্ত হলে অত্যন্ত বলশালী কুম্ভকর্ণও নিজেব শূলাগ্রভাগ দ্বারা সেই গিরিশৃঙ্গকে ভঙ্গ ও বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড কবে ফেলতে লাগল। তখন হনুমান একটি পর্বতশৃঙ্গ কুম্ভকর্ণেব উপব নিক্ষেপ করায় বক্ত ও মেদে তাঁব দেহ প্লাবিত হয়ে গেল। কুম্ভকর্ণ ক্ষুব্ধ ও অভিভূত হলেন। কুম্ভকর্ণও শূলেব আঘাতে হনুমানেব বক্ষ বিদীর্ণ করলো। হনুমান কুম্ভকর্ণেব শূল ভেঙ্গে দিয়েছিল। তারপর নীল কুম্ভকর্ণের উদ্দেশ্যে পর্বতশৃঙ্গ নিক্ষেপ কবল। সেই শৃঙ্গকে সামনে আসতে দেখেই কুম্ভকর্ণ

তাব উপব মুষ্টি দ্বারা-আঘাত কবলে সেই গিবিশৃঙ্গ মুষ্টিপ্রহাবে বিশীর্ণ হয়ে ভূমিতে পতিত হল। অতঃপব খনবভ, শবভ, নীল, গবাক্ষ ও গন্ধমাদন এই পাঁচজন মহাবল বানব শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ স্থলে মহাকায় কুম্ভকর্ণেব প্রতি ধাবিত হয়ে শৈল, তল, পাদ ও মুষ্টিদ্বাবা তাকে আঘাত কবতে লাগলে কুম্ভকর্ণ সেই আঘাতকে সুখস্পর্শ বোধ করে কিছুমাত্র ব্যথিত হ'ল না। অবিকন্তু মহাবেগবান খনষভকে বাহুতে বেষ্টন কবে ধবে ফেলল। কুম্ভকর্ণেব বাহু যুগলদ্বযে পিষ্ট হয়ে বানববা মুখে বক্তবমি কবে ভূতলশাযী হল। অতঃপব কুম্ভকর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে মুষ্টি দ্বারা শবভকে জানু দ্বাবা নীলকে ও তল ও পদ দ্বাবা গন্ধমাদনকে আঘাত কবলে সেই বীববা ব্যথিত ও বক্তাক্ত হযে ভূমিতে পতিত হল। বানব নেতাবা পতিত হলে সহস্র সহস্র বানব কুম্ভকর্ণেব প্রতি ধাবিত হল। বানব শ্রেষ্ঠবা কুম্ভকর্ণেব উপব উঠে তাকে দংশন কবতে লাগল। তাবা নখ, দন্ত, মুষ্টি ও বাহু দ্বাবা কুম্ভকর্ণকে আঘাত কবল। কুম্ভকর্ণ বানবদের ভক্ষণে প্রবৃত্ত হলে, বানববা কুম্ভকর্ণেব পাতালেব ন্যায় মুখ বিববে নিক্ষিপ্ত হযে নাসিকা ও কর্ণ দিয়ে বহির্গত হতে লাগল। তা দেখে কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ হযে বানরদেব চিবিযে সমস্ত বানব সেনা ভক্ষণ কবল। এইভাবে কুম্ভকর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র মাংস ও শোণিতে ক্লেদাক্ত করলেন।

বানরদেব এই প্রকাব ছিন্ন ভিন্ন অবস্থা দেখে অঙ্গদ এক গিবিশৃঙ্গ কুম্ভকর্ণেব মস্তকে নিক্ষেপ কবে। তাতে মস্তকে আঘাত পেয়ে সে ক্রুদ্ধ হয়ে বেগে অঙ্গদেব প্রতি ধাবিত হলো। কুম্ভকর্ণ তাব প্রতি শূল নিক্ষেপ কবে। অঙ্গদ দ্রুত সবে গিযে সেই আঘাত হতে নিজেকে মুক্ত কবে তল দিয়ে কুম্ভকর্ণেব বুকে আঘাত কবলে পর্বতের ন্যায় কুম্ভকর্ণ সেই আঘাতে অচৈতন্য হলো। জ্ঞান ফিবে আসলে কুম্ভকর্ণ অঙ্গদেব বুকে মুষ্টাঘাত কবলে অঙ্গদও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। অঙ্গদ ভূপতিত হলে কুম্ভকর্ণ শূল নিয়ে সুগ্রীবেব প্রতি ধাবিত হলো। সুগ্রীবও কুম্ভকর্ণকে আসতে দেখে লাফ দিয়ে উপবে উঠে একটা

পর্বতাগ্র উপড়িয়ে কুম্ভকর্ণেব উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করে পবে বেগে সেই অভিমুখে ধাবিত হল। বানবরাজকে আসতে দেখে কুম্ভকর্ণ তাব দেহকে পবিবর্দ্ধিত কবে তাব সামনে আসল। তখন সুগ্রীব তাকে বলল,—

তুমি বানববাহিনী ভক্ষণ এবং বীবদেব পতিত কবে দুষ্কর্ম সম্পন্ন কবেছো এবং সুযশ লাভ কবেছো। ইতব বানবদেব মেরে কি হবে? তাদেব ত্যাগ করে আমার এই গিবিব আঘাত সহ্য কব।

কুম্ভকর্ণ উত্তবে বললে, বানববাজ, তুমি প্রজাপতিব পৌত্র এবং ঋক্ষবাজেব পুত্র। বিশেষতঃ তোমাব ধৈর্য ও পুরুষ আছে বলেই এরূপ গর্জন করছ।

কুম্ভকর্ণেব কথা শুনে সুগ্রীব গিবি শিখব উঠিয়ে তা দিয়ে কুম্ভকর্ণেব বুকে আঘাত কবল। ঐ শৈলশৃঙ্গ কুম্ভকর্ণেব বিশাল বক্ষঃস্থলে পতিত হয়েই ভেঙ্গে গেল। তা দেখে বানববা বিষন্ন ও বাক্ষসবা আনন্দিত হল। কুম্ভকর্ণ ঐ গিবিশৃঙ্গ দ্বাবা আহত হয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে সিংহনাদ কবতে কবতে বানববাজকে বধ কববাব অভিপ্রায়ে শূল নিক্ষেপ করল।

হনুমান বায়ু বেগে এসে হাত দিয়ে সেই শূল ধরে তা ভেঙ্গে ফেলল। ভগ্ন শূল দেখে কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল এবং লঙ্কাব নিকটে মলযাচলেব একটা শৃঙ্গ উৎপাটন কবে সুগ্রীবেব নিকট গিয়ে তা দিযে তাকে আঘাত কবল।

সেই পর্বতশৃঙ্গে সুগ্রীব আহত হয়ে ভূমিতে অচৈতন্য হযে পড়ল। তখন কুম্ভকর্ণ বাযুবেগে উপস্থিত হয়ে সুগ্রীবকে বক্ষপুটে গ্রহণ কবে প্রস্থান কবল। কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবকে লঙ্কাপুবীতে নিযে গেলে সেখানে পুষ্প বৃষ্টি দ্বাবা তাকে অভিষিক্ত কবা হয। সুগ্রীব ধীবে ধীবে জ্ঞান লাভ কবে দেখলো সে কুম্ভকর্ণেব বাহুমধ্যে। তখন সুগ্রীব তীক্ষ্ণ নখেব দ্বাবা কুম্ভকর্ণেব কর্ণদ্বয় ও দাঁতেব দ্বাবা নাসিকা ছিন্নকবে পায়েব নখেব দ্বাবা তাব উভয় পার্শ্বদ্বয় বিদীর্ণ কবে দিল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে

কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবকে পিষ্ট করতে থাকলে সুগ্রীব হঠাৎ আকাশে বলের মত উর্ধে উঠে পুনবায় রামের নিকট ফিরে গেল।

সেই সময নাসাকর্ণ বিহীন কুম্ভকর্ণব সর্বাঙ্গ শোণিত স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল। ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণ পুনবায যুদ্ধ যাত্রা কবল। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে ক্ষুধার্ত কুম্ভকর্ণ বানরসেনার মধ্যে প্রবেশ করে মোহবশতঃ বানব, রাক্ষস, পিশাচ বা যক্ষদেব মধ্যে যাকে পেলো, তাকেই ভক্ষণ করতে লাগলেন।

যথৈব মৃত্যু হরতে যুগান্তে

স ভক্ষযামাস হরীংশ্চ মুখ্যান॥ (যুঃ) ৬৭।৯৪

—যেমন যম যুগাবসানে প্রাণীকে গ্রাস করেন, কুম্ভকর্ণও তেমনি মহাকায বানরদের ভক্ষণ করতে লাগল।

ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণ বানরদের খাচ্ছে দেখে বানররা রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হল। সাত, আট, বিশ, ত্রিশ এবং কোনও কোনও বারে একশত পর্যন্ত বানরকে হাত দিয়ে আক্রমণ করে কুম্ভকর্ণ ভক্ষণ করতে করতে ধাবিত হল। তারপর কুম্ভকর্ণ বানরদের প্রতি শূল নিক্ষেপ করতে লাগল। সেই সময লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে নিজে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। লক্ষ্মণ সপ্ত শরে কুম্ভকর্ণের দেহ বিদ্ধ করে পুনরায় অন্য বাণ ক্ষেপণ করলে কুম্ভকর্ণ অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা তা বিফল করল। এটা দেখে লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে কুম্ভকর্ণের স্বুবর্ণময় শুভ্র কবচ বাণ দিয়ে ঢেকে ফেললেন।

তখন কুম্ভকর্ণ অবজ্ঞাভরে বললেন, যমকেও যে যুদ্ধক্ষেত্রে অনায়াসে জয় করেছে, সেই কুম্ভকর্ণের সঙ্গে যে নির্ভয়ে তুমি যুদ্ধ করলে তাতে তোমার বীরত্ব প্রকাশ পেয়েছে। অস্ত্র ধারণ করে সাক্ষাৎ যমের ন্যায় আমি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করি, তখন আমার সঙ্গে যুদ্ধকরা দূরে থাকুক, যে আমার সামনে আসে, সেও পূজনীয়। কারণ—

ঐরাবতং সমারূঢ়া বৃতঃ সর্বামরৈঃ প্রভুঃ।

নৈব শক্রোঽপি সমবে স্থিতপূর্বঃ কদাচনঃ ॥ (যুঃ)
৬৭।১০৮

—অমর পরিবেষ্টিত ঐরাবত সমারূঢ় ইন্দ্রও পূর্বে রণস্থলে কখনও আমার সামনে অবস্থান করতে পারে না।

অদ্য ত্বয়াহং সৌমিত্রে বালেনাপি পরাক্রমৈঃ ॥ (যুঃ)
৬৭।১০৯

—হে সুমিত্রানন্দ, বালক হলেও তুমি আজ আমাকে পরিতুষ্ট করেছ।

শত্রুর বীরত্বের প্রশংসা করার মত উদারতা খুব কম লোকেরই থাকে। এ ক্ষেত্রে রাক্ষস কুম্ভকর্ণের এই সরল উদারতা প্রশংসার্হ।

তোমার আজ্ঞা নিয়ে রামের কাছে যেতে চাই। তোমার বীর্য, বল ও উৎসাহ দ্বারা আমি পরম পরিতোষ লাভ করেছি। রামকেই সংহার করতে আমি ইচ্ছুক। কারণ সে নিহত হলে সকলেই হত হবে। রাম নিহত হলে অবশিষ্টের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করব।

লক্ষ্মণ কুম্ভকর্ণের কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন, হে বীর, ইন্দ্রাদি দেবতারা যে প্রভূত শক্তির অধিকারী হয়েও যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার পরাক্রম সহ্য করতে পারেন না, তা সত্য, মিথ্যা নয়। আজ তোমার সেই শক্তি আমি স্বচক্ষে দেখলাম। ঐ দাশরথি রাম দাঁড়িয়ে আছেন।

লক্ষ্মণের এই কথা শুনে কুম্ভকর্ণ লক্ষ্মণকে ত্যাগ করে রামের নিকট গেল। রাম রৌদ্র অস্ত্র প্রয়োগে তার বক্ষ লক্ষ্য করে শাণিত বাণ নিক্ষেপ করলেন। রামের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে কুম্ভকর্ণ ক্রোধে তাঁর দিকে ধাবিত হলে তাঁর মুখ হতে অঙ্গার মিশ্রিত স্ফুলিঙ্গ নির্গত হতে লাগল। কুম্ভকর্ণ রামের অস্ত্রে বিদ্ধ হয়ে ক্রোধে বানরদের বিধ্বস্ত করতে করতে ধাবিত হল। রামের অস্ত্র কুম্ভকর্ণের বক্ষে প্রবেশ করায় তাঁর হাত হতে গদা মাটিতে পড়ে গেল এবং অন্যান্য অস্ত্রও মাটিতে বিক্ষিপ্ত হল। যখন সেই মহাবল কুম্ভকর্ণ নিজেকে অসহায় মনে করল, তখন মুষ্টি ও

রব দিয়ে মহাযুদ্ধ আরম্ভ করল। পর্বত হতে নির্গত প্রস্রবণের ন্যায় বাণ বিদ্ধ রাক্ষস কুম্ভকর্ণের দেহ হতে রক্তধারা বহির্গত হতে লাগল। ভীষণ ক্রোধে ও রক্তগন্ধে কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানহীন সেই রাক্ষস বানরসেনা, রাক্ষস ও ঋক্ষসদের ভক্ষণ করতে করতে ধাবিত হল।

তারপর কুম্ভকর্ণ বৃহৎ পর্বত শৃঙ্গ উঠিয়ে রামের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করল। কিন্তু পথিমধ্যে রাম সাতটি বাণ দ্বারা সেই বিশাল শৃঙ্গ খণ্ড খণ্ড করলেন। সেই শৃঙ্গ দুই শত বানরকে ভূপাতিত করল।

এই সময় লক্ষ্মণ রামকে বললেন, এই রাক্ষসের বানর ও রাক্ষসে ভেদাভেদ জ্ঞান নেই। এই রাক্ষস রক্তগন্ধে উন্মত্ত হয়ে নিজের এবং শত্রুর উভয় পক্ষের সৈন্যদের ভক্ষণ করছে।

নৈবায়ং বানরান্ রাজন্ ন বিজানাতি রাক্ষসান্।
মত্তঃ শোণিতগন্ধেন স্বান্ পরাংশ্চৈব খাদতি॥ (যুঃ)
৬৭।১২৮

লক্ষ্মণের উক্তি হতে কুম্ভকর্ণ কি রকম ভয়াবহ রাক্ষস ছিলেন তা উপলব্ধি করা যায় যার জন্য তাঁর শত্রু মিত্র ভেদাভেদ ছিল না। রক্ত মাংসের গন্ধে সে উন্মত্ত।

লক্ষ্মণ বললেন, বানর নেতারা কুম্ভকর্ণের উপর আরোহন করুক এবং যূথপতিগণ তার উপর আরোহন করে চার দিকে অবস্থান করুক। এতে সে বানরদের গুরুভাবে পীড়িত হয়ে মাটিতে চলে অন্য বানরদের হত্যা করতে পারবে না।

লক্ষ্মণের কথা শুনে বানররা আনন্দে কুম্ভকর্ণের উপর চড়ে বসল। ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণ বানরদের ফেলে দিল। বানরদের পড়ে যেতে দেখে ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণকে দেখে রাম সবেগে ধনু ধারণ করল। রামের সঙ্গে লক্ষ্মণও গেলেন। বানররা তাঁদের চতুর্দিকে বেষ্টন করতে লাগল।

রাম কুম্ভকর্ণের প্রতি ধনু বিস্ফারিত করলে, রাক্ষস সেই শব্দ সহ্য করতে না পেরে ক্রোধে রামের প্রতি ধাবিত হল। তখন রাম বললেন হে রাক্ষসাধিপ, তুমি দুঃখ করনা। আমি ধনু গ্রহণ করে এখানে অবস্থান

করছি। আমাকেই বাক্ষস কুলনাশক বামচন্দ্র বলে জেনো। হে বীব, তুমি মুহূর্ত মধ্যে, প্রাণহীন হবে।

তখন কুম্ভকর্ণ তাঁকেই বাম বলে চিনতে পেবে বিকৃত স্বরে হেসে ক্রোধে বানবসেনা বিধ্বস্ত করে রামেব দিকে অগ্রসর হল। বিকৃত স্বরে অট্টহাস্য কবে বামকে বলল—

নাহং বিরাধো বিজ্ঞোয়ো ন কবন্ধঃ খবো ন চ।
ন বালী ন চ মাবীচঃ কুম্ভকর্ণঃ সমাগতঃ॥ (যুঃ)
৬৭।১৪৭

—আমি বিবাধ, কবন্ধ, খর, বালী বা মারীচ নই, আমি স্বয়ং কুম্ভকর্ণ উপস্থিত।

কুম্ভকর্ণেব এই উক্তিতে তাঁর আত্মশ্লাঘা প্রকাশ পেয়েছে। সে রামকে উদ্দেশ্য কবে বলেছে—আমাব এই কৃষ্ণবর্ণ লৌহ নির্মিত বিশাল মুদ্গব দেখ। এব দ্বাবা আমি পূর্বে দেব ও দানবদেব জয় কবেছি। নাসাকর্ণ হীন হওয়ায় তুমি আমাকে অবজ্ঞা কবতে পাব না। কর্ণ ও নাসিকা কর্তিত হওয়ার জন্য আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না। আগে আমাব দেহে তুমি স্বীয় বীর্য দেখাও, পবে তোমাব পৌরুষ ও বিক্রম দেখে তোমাকে ভক্ষণ করব।

রাম কুম্ভকর্ণের কথা শুনে তাব প্রতি সুপুঙ্খ বাণগুলি নিক্ষেপ করলেন। বজ্রেব ন্যায় বেগবান সেই বাণে আহত হয়েও দেবশত্রু কুম্ভকর্ণ ক্ষুব্ধ বা ব্যথিত হল না। যে সব বাণে শাল বৃক্ষ কাটা হয়েছে, বালীকে হত করা হয়েছে সেই বজ্রেব ন্যায় বাণে কুম্ভকর্ণকে দুর্বল কবতে পাবল না। কুম্ভকর্ণ বাবিধাবাব ন্যায় সেই বাণগুলি দেহে ধাবণ কবে উগ্র বেগবান মুদ্গর ঘুবিযে বামেব বাণেব বেগ বোধ কবল। তা দেখে বাম বায়ব্য অস্ত্র কুম্ভকর্ণেব প্রতি নিক্ষেপ কবলেন এবং তা নিয়ে মুদ্গব সহ কুম্ভকর্ণেব বাহু ছেদন কবলেন। তখন রাক্ষস ছিন্ন বাহু হয়ে তুমুল শব্দ করতে লাগলেন। সেই বাহু পিষ্ট হয়ে বহু বানব সেনা নিহত হল।

তখন বানররা এক পাশে আশ্রয় নিয়ে রামের সঙ্গে কুম্ভকর্ণের ভয়ানক যুদ্ধ দেখতে লাগল। কুম্ভকর্ণ অপর হাতে একটি বৃক্ষ উৎপাটন করে রামের প্রতি ধাবিত হল। তখন রাম সুবর্ণ চিত্রিত ঐন্দ্রাস্ত্র যুক্ত বাণে শাল বৃক্ষ সহ কুম্ভকর্ণের অপর বাহুও কেটে ফেললেন। কুম্ভকর্ণের পর্বতের ন্যায় সেই ছিন্ন বাহু ভূতলে পতিত হয়ে অনেক বৃক্ষ, শৈল, বানর ও রাক্ষসদের বিনষ্ট করল।

তারপর রামচন্দ্র ছিন্নবাহু সেই রাক্ষসকে সহসা শব্দ করতে করতে আসতে দেখে দুটি শাণিত অর্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণ করে তার পদদ্বয় কেটে ফেললেন। তার সেই পদদ্বয়ও দিক বিদিক, গিরি গহ্বর, মহার্নব, লঙ্কা বানর ও রাক্ষস সেনাদের উপর পতিত হল।

তখন ছিন্ন বাহু ছিন্ন পদ কুম্ভকর্ণ মুখ ব্যাদান করে গর্জন করে রামের প্রতি ধাবিত হল। তা দেখে রাম তীক্ষ্ণাগ্র বাণে রাক্ষসের মুখবিবর পূর্ণ করলেন। তখন বাণ সমূহে মুখ বিবর পূর্ণ হলে কুম্ভকর্ণ কথা বলতে অসমর্থ হয়ে অস্ফুট শব্দ করে মূর্চ্ছিত হল। রাম কুম্ভকর্ণের শির লক্ষ্য করে ভীষণ একটা বাণ নিক্ষেপ করে তার মস্তক ছিন্ন করেন। পর্বতের ন্যায় ঐ ছিন্ন মস্তকটি লঙ্কায় পতিত হয়ে চর্যাগৃহ, গোপুর ও প্রাচীরকে ভঙ্গ করে এবং কুম্ভকর্ণের মস্তকহীন দেহ সমুদ্রে পতিত হয়ে অনেক জলজ প্রাণীর প্রাণ হরণ করে।

কুম্ভকর্ণের মৃত্যুতে দেব ও ব্রাহ্মণগণ হর্ষ ধ্বনি করতে লাগলেন। তারপর দেবতা, দেবর্ষি, মহর্ষি, পন্নগ, সুপর্ণ, গুহ্যক, যক্ষ ও গন্ধর্বরা সকলে রামকে দেখে বিশেষ আনন্দিত হলেন। বানরাও অত্যন্ত হৃষ্ট হল।

কুম্ভকর্ণ নিজে ধার্মিক হয়ে দুরাত্মা রাবণের অন্যায় কাজে সহায়তা করা কুম্ভকর্ণ চরিত্রের দুরপনেয় কলঙ্ক। এখানে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের কাছে অন্য সব নৈতিক বিচার পরাজয় স্বীকার করেছে।

কুম্ভকর্ণ কেবল পরাক্রান্তই ছিল না, কঠোর তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মার আশীর্বাদও লাভ করেছিল। রাক্ষসকুলে জন্ম গ্রহণ করেও

সে কঠোর তপস্যার দ্বারা ধর্মাচরণ করত।

পরস্ত্রী হরণের জন্য কুম্ভকর্ণ অগ্রজ রাবণকে ভৎর্সনা করতে দ্বিধা করেনি। যুদ্ধ ক্ষেত্রে কোন প্রকার মিথ্যা বা ছলচাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করাকে সে ঘৃণা করত। রাজনীতি বিষয়েও যে সে বিশেষ দক্ষ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় রাবণের প্রতি কুম্ভকর্ণের উপদেশাবলী হতে। অগ্রজ অন্যায় করেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি কুম্ভকর্ণের সাহায্য প্রার্থী, সেই জন্য কুম্ভকর্ণ তার জীবন দিয়ে অগ্রজের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে বীরের মৃত্যু বরণ করে।

মহাভাবত কাব্যে ভীম কুন্তীর দ্বিতীয পুত্র, পাণ্ডুব অন্যতম ক্ষেত্রজ সন্তান। ভীমেব অন্য পবিচয পবন নন্দন। কারণ পবনের ঔরসে ভীমের জন্ম।

ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীব পুত্র দুর্যোধন ও কুন্তীব পুত্র ভীম একই দিনে জন্ম গ্রহণ করেন। তবে ভীমসেনের জন্ম দিবা ভাগে আব দুর্যোধনেব জন্ম বাত্রিতে। ভীমের জন্ম লগ্নে দৈববাণী হযেছিল—

সর্বেষাং বলিনাং শ্রেষ্ঠো জাতোঽযমিত ভারত। (আদি) ১২২।১৫

— সমস্ত বলবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই ভাবত জন্ম গ্রহণ করল।

ভীমেব অন্য নাম বৃকোদব। জন্মাবাব অল্প দিন পব এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ভীমের জন্মের দশম দিনে বাঘেব ভযে ভীত হযে কুন্তী উঠে দাঁড়াতে তাঁর কোলে যে ভীম ছিল তা তিনি ভুলে গিযেছিলেন। ভীম মাতাব কোল থেকে এক শিলার উপব পড়লেন, তাঁর শরীরের চাপে শিলাটি চূর্ণ হযে গেল। পরাক্রম ও মহাবাহুর গৌরবে তাঁর নাম ভীমসেন বাখা হয়েছিল।

শৈশবকাল হতেই ভীম নানা প্রকাব ক্রীড়ায় সর্বাধিক শক্তিব ও নৈপুণ্যেব পবিচয় দিয়েছিলেন। দৌড়ে, সাঁতাবে, বেগে চলা, ব্যায়াম অভ্যাসে ইত্যাদি নানা প্রকাব খেলা ধুলায কেউ তাঁকে হাবাতে পারত না। এই সব খেলার সময় ভীম খেলাচ্ছলে কৌরব ভ্রাতাদেব নানা ভাবে বিব্রত কবতেন, যদিও তাঁর মনে কোন প্রকার বিদ্বেষ বা হিংসার ভাব ছিল না। নিছক বালক সুলভ চপলতা ও চঞ্চলতা মাত্র, তথাপি তাঁব শক্তির জন্য তিনি দুর্যোধন ও তাঁব ভ্রাতাদেব ঈর্ষাব কাবণ হযেছিলেন।

একদিন দুর্যোধন খাদ্যেব সঙ্গে বিষ মিশিয়ে ভীমকে খাওয়ালেন। কিন্তু বৃকোদব সেই খাবাব স্বচ্ছন্দে পরিপাক কবে ফেললেন। পুনরায় দুর্যোধন গঙ্গাতীরে নানা প্রকার খাদ্যেব আয়োজন কবে পাণ্ডবদের

জলক্রীড়া করার জন্য আমন্ত্রণ করলেন। দুর্যোধনের অভিপ্রায় ছিল ঘুমন্ত অবস্থায় ভীমকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করে তিনিই সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করবেন। কৌরব ও পাণ্ডবরা সেখানে নানা প্রকার ভোগ্য দ্রব্য উপভোগ করতে লাগলেন। তারপর তাঁরা খেলতে খেলতে একজন অপরের মুখে খাবার ছুড়ে দিতে লাগলেন। দুর্যোধন সেই সুযোগে ভীমকে বধ করবার ইচ্ছায় কালকূট মিশ্রিত কিছু খাবার ভীমের মুখে ছুড়ে দিলেন। অন্যান্য পাণ্ডবরা প্রমাণকোটির গৃহে যখন শুয়েছিলেন, তখন ভীম ঠাণ্ডা বাতাসে শ্রান্তি ও বিষক্রিয়ায় গভীর নিদ্রাভিভূত হলেন। এ সুযোগে দুর্যোধন ভীমের হাত'পা শক্ত করে বেঁধে জলে ফেলে দিলেন।

ভীমসেন অচেতন অবস্থায় জলে ডুবে নাগ লোকে গিয়ে পড়লেন এবং সেখানে বহু নাগের উপর চেপে পড়লেন। নাগরা তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ফণা বিস্তার করে ছোবল মারতে ও কাটতে লাগল। তাদের দংশনে ভীমের শরীরের কালকূট বিষের ক্রিয়া নষ্ট হল। চেতনা ফিরে পেয়ে ভীম সাপ মারতে শুরু করেন। তখন সর্পরা নাগরাজ বাসুকির শরণাপন্ন হলো।

বাসুকি তাঁর দৌহিত্র কুন্তিভোজের দৌহিত্র বলে ভীমকে চিনতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে প্রচুর ঐশ্বর্য ও প্রভূত রসায়ন পান করতে দেন।

ভীম স্বস্ত্যয়ন করে শুচি হয়ে পূর্ব মুখ হয়ে—
একোচ্ছ্বাসাৎ ততঃ কুণ্ডং পিবতি স্ম মহাবলঃ।
এবমষ্টৌ স কুণ্ডানি হ্যপিবৎ পাণ্ডু নন্দনঃ॥ (আঃ)
১২৭।৭১

—মহাবল ভীম, এক নিঃশ্বাসে এক এক কুণ্ড রস পান করলেন। এইরূপে তিনি আট কুণ্ড রস পান করলেন।

রসায়ন পানের পর ভীম সাতদিন নাগলোকে উত্তম শয্যায় নিদ্রিত ছিলেন। অষ্টম দিনে নিদ্রা ভঙ্গের পর রসায়ন পান করার ফলে

অযুত হস্তীব বল লাভ কবে ভীম গৃহে প্রত্যাগমন কবেন। গৃহে ফিবে সমস্ত ঘটনা তিনি অন্য পাণ্ডব ভ্রাতাদের নিকট প্রকাশ কবেন ঃ—

যে প্রকাবে দুর্যোধন কবিল বন্ধন ॥
সন্দেশ বলিয়া বিষ দিল মম মুখে।
গঙ্গাজলে ভাসিয়া গেলাম নাগলোকে ॥
নাগেব দংশনে মোব চেতন হইল।
কৃপায় বাসুকি—নাগ বহুধন দিল ॥
এত বলি বত্ন সব দিল মাতৃ স্থানে। (আদি)

যুধিষ্ঠির এই প্রসঙ্গে নীরব থাকতে ভীমকে পবামর্শ দিলেন। অতঃপব দুর্যোধন স্বহস্তে গলা টিপে ভীমেব সাবথিকে হত্যা করলেন। দুর্যোধন পুনবায ভীমেব খাবাবেব সাথে তীব্র কালকূট মেশালেন। বৈশ্যপুত্র যুযুৎসু পাণ্ডবদেব হিতার্থে সেই খবর তাঁদেব কাছে প্রকাশ কবেন। ভীম তা গ্রাহ্য না কবে সেই বিষ পরিপাক কবে ফেললেন। যদিও ঐ বিষ খুব তীব্র ছিল, তথাপি ভীমেব কোন বিকাব দেখা গেল না। কাবণ ভয়ঙ্কব শরীরধাবী ভীম সেনেব উদবে বৃক নামে অগ্নি ছিলেন তিনিই ঐ বিষ পবিপাক কবলেন।

ভীম কৌবব ও অন্যান্য পাণ্ডবদেব সঙ্গে কৃপাচার্য ও দ্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্র বিদ্যা শিখেছিলেন। ভীম ও দুর্যোধন বলবামের নিকট গদা যুদ্ধও শিখেছিলেন। ভীম গদা যুদ্ধে বিশেষ দক্ষ ছিলেন, তদপুবি তাঁব শাবীবিক বিক্রমেব জন্য তিনি ধৃতবাষ্ট্রেব ভয় ও সন্ত্রাসেব কাবণ হয়েছিলেন।

একদিন কৌবব ভ্রাতা ও পাণ্ডব ভ্রাতাদেব অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শনীব সময় কর্ণ অর্জুনেব সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তখন গুরু কৃপাচার্য বলেছিলেন বাজা বা বাজপুত্র ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গে অর্জুন দ্বন্দ্ব যুদ্ধ কবতে পাবেন না। কৃপাচার্য কর্ণকে আত্ম পবিচয় দিতে আহ্বান কবলেন। কর্ণ লজ্জায় নীবব রইলেন। ঐ সঙ্কট

মুহূর্তে তুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গবাজ্যে অভিষিক্ত কবে তাঁব সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন কবলেন। এই সংবাদ পেয়ে সাবথি অধিবথ ঘর্মাক্ত ও কম্পিত দেহে লাঠিব সাহায্যে প্রদর্শনীতে প্রবেশ কবলেন। কর্ণ সকলেব সামনে তাঁকে প্রণাম কবলেন। তা দেখে ভীম বেশ কঠিন উপহাস কবে কর্ণকে বললেন—

তুমি সুতপুত্র। অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ কবে মববাব অধিকাবও তোমাব নেই। তুমি তোমাব যোগ্য কাজ কব গে। অর্থাৎ তোমাব কুলধর্ম মতে ঘোড়াব চাবুক হাতে নাও। ভীম উপহাস কবে আবও বললেন, কুকুব যেমন যজ্ঞেব ঘি বা পশুমাংস হজম কবতে পাবে না, অঙ্গরাজ্য তোমাব কাছে ঐরূপ হবে। (কর্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য।)

ভীম খুবই স্পষ্টবাদী ছিলেন। অপ্রিয় সত্য বলতে যদিও পণ্ডিতেবা নিষেধ কবেছেন ভীম তা গ্রাহ্যই করতেন না। ভীমেব ঐ ব্যঙ্গ কর্ণেব বাগ, দ্বেষ ও হিংসাব আগুনে ইন্ধন যোগালো মাত্র।

অর্জুন দ্রুপদবাজকে জয় করলে বাজা ধৃতবাষ্ট্র শঙ্কিত হলেন। অন্যদিকে পাণ্ডবদের প্রতি প্রজাপুঞ্জেব গভীর অনুবাগ তুর্যোধনকে ভাবান্বিত করল।

অতঃপব তুর্যোধন, তুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণ পুত্রদেব সঙ্গে কুন্তীকে পুড়িয়ে মাববাব এক ষড়যন্ত্র করলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র গোড়াব থেকে পাণ্ডবদেব সুনজবে দেখছিলেন না। কিন্তু ধর্মেব ভয়ে খোলাখুলি কোন বিরূপ পথ নিতে সাহস পাচ্ছিলেন না। তুর্যোধন সামান্য কূট কৌশলে কুন্তীসহ তাঁব পুত্রদেব বাবণাবতে নির্বাসন দেবাব ষডযন্ত্রে তাঁব সম্মতি আদায় কবলেন। (যুধিষ্ঠিব চবিত্র দষ্টব্য)

পাণ্ডবগণ মাতা কুন্তীসহ বাবণাবতে যেতে বাধ্য হলেন। বিতুব পূর্বাহ্নেই যুধিষ্ঠিবকে তাঁদেব বাবণাবতে পাঠাবাব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সতর্ক কবে দিলেন। বিতুব তাঁদেব সেখান থেকে পালাবাব সব ব্যবস্থা কবেছেন সে খবরও যুধিষ্ঠিবকে জানালেন।

জতুগৃহ থেকে পালাবাব সময় ও সুযোগ উপস্থিত হয়েছে যুধিষ্ঠিব

বুঝতে পারলেন। তখন ভীমসেনকে জতুগৃহে আগুন দিতে বললেন। ভীমসেন প্রথমে পুরোচনের ঘরে সঙ্গে সঙ্গে জতুগৃহে আগুন লাগিয়ে বিদুরের লোক যে গুপ্ত সুরঙ্গ পথ খনন করে রেখেছিল সেই সুরঙ্গ পথ দিয়ে পালিয়ে গেলেন। ঐরূপ সঙ্কট মুহূর্তে পাণ্ডব ভ্রাতারা ও মাতা কুন্তী ভয়ে ও নিদ্রালু হয়ে পথ চলতে পারছিলেন না। এ অবস্থায় ভীম

স্কন্ধমারোপ্য জননীং যমাবঙ্কেন বীর্যবান্।
পার্থৌ গৃহীত্বা পানিভ্যাং ভ্রাতরৌ সুমহবলঃ॥
উরসা পাদপান ভঞ্জন মহীং পদ্ভ্যাং বিদারযন্।
স জগামাশু তেজস্বী বাতরংহা বৃকোদরঃ॥ (আঃ)
১৪৭।১১-১১

—বীর্যবান ও মহাবলশালী বৃকোদর মাতাকে কাঁধে করে যমজ দুই ভাই নকুল সহদেবকে দু কোলে এবং অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরের হাত ধরে বক্ষাঘাতে গাছগুলিকে ও পায়ের আঘাতে মেদিনী বিদীর্ণ করে বায়ু বেগে পথ চলতে লাগলেন।

ভীমের সিংহ স্কন্ধ, বাহুদ্বয় অতীব দীর্ঘ, কুম্বকণ্ঠ মত্ত হস্তীর মত বেগবান ও দেহ তাঁর অতীব সুদৃঢ় ছিল।

কবি উপরের শ্লোকে ভীম সেনের তিনটি অপূর্ব গুণবত্তার বর্ণনা করেছেন—ভীমের অতুল পরাক্রম, কর্তব্যবোধ ও আত্মজনের প্রতি একনিষ্ঠতা। অতঃপর গঙ্গা পার হয়ে পাণ্ডবরা বন মধ্যে প্রবেশ করলেন। হিংস্র জন্তু সংকুল সেই বনে ভীম প্রত্যেক রাতে অতন্দ্র থেকে অন্যান্য ভ্রাতাদের ও মাতার নির্বিঘ্ন নিদ্রার ব্যবস্থা করেন। সেই অরণ্যে রাক্ষস হিড়িম্ব তাঁদের হত্যা করবার জন্য তার ভগ্নী হিড়িম্বাকে পাঠিয়ে ছিল। রাক্ষসী হিড়িম্বা ভীমের রূপে মুগ্ধ হয়ে মানবী রূপ নিয়ে এসে তাঁকে পতি রূপে কামনা করলে উত্তরে ভীম বলেন—

দেখি তোরে সুলক্ষণী, কহিস্ অনীতি বাণী,

এই কথা না সম্ভবে লোকে।
কেন হেন দুরাচারী, ভ্রাতৃ-মাতৃ পরিহারি।
স্ত্রী লইয়া যাইব কৌতুকে॥
সবারে রাক্ষস-মুখে, দিয়া আমি যাব সুখে,
তোমারে লইয়া অন্য স্থানে।
করিতে এমন কাজ, মুখে তোর নাহি লাজ
কামনারে হইলি অজ্ঞান। (আদি)
ন হি মে রাক্ষসা ভীরু সোঢ়ুং শক্তাঃ পরাক্রমম্।
ন মনুষ্যা ন গন্ধর্বা ন যক্ষাশ্চারুলোচনে॥ (আঃ)

১৫১।৩৫

—হে ভীরু চারুলোচনে, তুমি জান না যে আমার পরাক্রম সহ্য করবার মত কোন মানুষ, যক্ষ রাক্ষস বা গন্ধর্ব নেই।

তোমার দুরাত্মা ভাইয়ের ভয়ে আমি সুখে নিদ্রিত এই ভাইদের ও মাকে জাগাতে পারবো না।

ভীমের স্নেহ কত প্রবল ও কর্তব্য জ্ঞান কত প্রখর ছিল তাঁর এই উক্তি তা প্রমাণ করে। আপন শক্তি নিয়ে দম্ভ করা তাঁর পক্ষে শোভনীয়।

ভগ্নীর বিলম্ব দেখে হিড়িম্ব রাক্ষস স্বয়ং উপস্থিত হয়ে ভগ্নীর মানবী রূপ দেখে সে ক্রুদ্ধ হয়। ভীমের গর্জনে ক্রুদ্ধ হয়ে হিড়িম্ব ভীমের সঙ্গে বাহু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। ভীম তাকে বধ করল। ভ্রাতাকে বধ করার পর ভীম হিড়িম্বাকে বধ করতে উদ্যত হলে যুধিষ্ঠিরের নিষেধে তিনি বিরত হন।

হিড়িম্বা ভীমকে বিয়ে করতে চাইলে যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে ভীম এক সর্তে বিয়ে করতে সম্মত হন যে যতদিন হিড়িম্বার কোন পুত্র না হয়, ততদিন কেবল ভীম তার সঙ্গে থাকবেন। যুধিষ্ঠির হিড়িম্বাকে বললেন ভীম স্নান আহ্নিক করে তোমার সঙ্গে মিলিত হবে এবং সূর্যাস্ত হলেই সে আমাদের কাছে ফিরে আসবে।

ভীমেব এই প্রকাব আচরণ তাঁব ভ্রাতৃভক্তির এক নিদর্শন। কিছুকাল পর হিড়িম্বা একটি ভীষাণাকাব পুত্রেব জননী হল। হিড়িম্বাব পুত্র জন্মাবার পবক্ষণেই যৌবন প্রাপ্ত হলো। তাব মাথা ঘটেব মত ও চুল খাড়া ছিল বলে হিড়িম্বা পুত্রেব নাম দিল ঘটোৎকচ। ঘটোৎকচ কুন্তীব নিকট উপস্থিত হয়ে সকলেব কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাতা হিড়িম্বাব সঙ্গে চলে গেল। (যুধিষ্ঠিব ও কুন্তী চরিত্র দ্রষ্টব্য।)

ঐ অবণ্য ছেড়ে পাণ্ডবেবা নানা দেশ পবিক্রম করে অবশেষে ব্যাসদেবেব নির্দেশে একচক্র নগবে এক ব্রাহ্মণ গৃহে ব্রাহ্মণেব ছদ্মবেশে আশ্রয় নিলেন। পাণ্ডবরা জটা ও বল্কল পবে ভিক্ষা কবে জীবন ধাবণ কবতেন।

অর্ধং তে ভুঞ্জতে বীবাঃ সহ মাত্রা পবন্তপাঃ।
অর্ধং সর্বস্য ভৈক্ষস্য ভীমো ভুঙ্‌ক্তে মহাবলঃ॥ (আ) ১৫৬।৬

—শত্রুনাশক বীব ভ্রাতাবা মাতাব সঙ্গে ভিক্ষালব্ধ অর্ধেক অন্ন ভোজন কবতেন এবং অপব অর্ধেক মহাবল ভীমই খেতেন।

আহাবেব এই পবিমাণ হতেও বোঝা যায তিনি অত্যাহাবী ছিলেন এবং তাঁব বৃকোদব নাম সার্থক।

একদিন তাঁদেব আশ্রযদাতার গৃহে ক্রন্দনেব বোল উঠল। করুণাব প্রতিচ্ছবি কুন্তী তা সহ্য কবতে না পেবে ভীমসেনকে বললেন, এ ব্রাহ্মণের গৃহে নিশ্চয় কোন বিপদ উপস্থিত হয়েছে। যদি আমাদের দ্বাবা কিছু উপকাব কবা সম্ভব, তা করা খুবই উচিত। ভীম বললেন, ইহাদেব কি দুঃখ আপনি তা অনুসন্ধান করুন। তা কঠিন কাজ হলেও সাধিত হবে। (ব্যবসিষ্যামি যদ্যপি স্যাৎ সুদুষ্কবম্) অনুসন্ধানে মাতা কুন্তী জানলেন ঐ নগবেব নিকট বক নামে এক বাক্ষস বাস কবে। সেই ঐ দেশেব প্রভু। ঐ দেশেব বাজা তাঁব বাজধানী বেত্রকীয গৃহ নামক স্থানে থাকেন। তিনি নির্বোধ ও দুর্বল। প্রজা বক্ষাব ক্ষমতা তাঁব ছিল না। বক রাক্ষস এই দেশ বক্ষা কবে এবং তাব নজবানা

স্বরূপ নগরবাসীদের প্রতিদিন একজন লোক পাঠাতে হয়। প্রচুর অন্ন ও দুইটি মহিষ সহ। বক রাক্ষস ঐ মানুষ, মহিষদ্বয় ও অন্ন ভোগ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে।

সেই দিনই গৃহস্বামীর বাড়ীর পালা। পরিবারে এক পুত্র, এক কন্যা ও স্বামী স্ত্রী। তাঁদের মধ্যে বক রাক্ষসের বলি হবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। তাঁদের অর্থাভাব। সুতরাং অর্থ দিয়ে অন্য কোন লোক কিনে রাক্ষসের কাছে পাঠাবার সঙ্গতি তাঁদের নেই। এই জন্যে এ পরিবার বিষাদমগ্ন ও ক্রন্দনের রোল।

সব শুনে মাতা কুন্তীর মন দয়ায় গলে গেল। তিনি ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিলেন যে তাঁর পঞ্চ পুত্রের মধ্যে একজন রাক্ষসের কাছে খাবার নিয়ে যাবে।

রাক্ষসায় চ তৎ সর্বং প্রাপয়িষ্যতি ভোজনম্।
মোক্ষয়িষ্যতি চাত্মানমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥

(আঃ) ১৬০।১৫

—আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে—আমার এই পুত্র সেই রাক্ষসের কাছে ভোজনও পৌঁছিয়ে দেবে এবং নিজেকেও রক্ষা করবে।

আমার এই পুত্র ইতিপূর্বে বহুবার বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। বহু বলবান বিশাল শরীর রাক্ষস দেখেছে ও বধ করেছে।

অতঃপর ভীমসেন খাদ্য নিয়ে সেই রাক্ষস যেখানে থাকে সেখানে গেলেন। ভীম আনিত খাদ্য নিজেই খেতে খেতে রাক্ষসের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। তাতে বক রাক্ষস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যেখানে ভীম তার জন্য আনীত খাদ্য খাচ্ছিলেন, সেখানে গিয়ে হাজির হল। দীর্ঘ দেহধারী রক্তচক্ষু এক বিরাটকায় রাক্ষস চোখ বিস্ফারিত করে ক্রোধের সঙ্গে বলল—আমার জন্য প্রেরিত এ অন্ন তুমি কে খাচ্ছ? (কোহ যমন্নদিং ভুঙক্তে মদর্থমুপকল্পিতম) ভীমসেন তার কথায় কান না দিয়ে উল্টো মুখ হয়ে খাবার খেতে লাগলেন। তখন সেই নরখাদক দু বাহু তুলে ভীমসেনকে বধ করবার জন্য ধাবিত

হলো। ভীমসেন তাকে অগ্রাহ্য করে কখনো কখনো তার দিকে তাকিয়ে খাদ্যদ্রব্য খেতে লাগলেন। রাক্ষস ভীমের এই প্রকার তাচ্ছিল্য সহ্য করতে না পেরে ভীমসেনের পিঠে বসে দু হাতে আঘাত করতে লাগলো। ভীম ঐ আঘাত অগ্রাহ্য করে খেয়েই চললেন। রাক্ষস অত্যন্ত রেগে গিয়ে একটি গাছ উপড়ে নিয়ে ভীমের দিকে ধেয়ে গেল। ইত্যবসরে ভীমসেন রাক্ষসের জন্য আনীত সমস্ত খাবার শেষ করে মুখ হাত ধুয়ে রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য দাঁড়ালেন। রাক্ষস সেই গাছটি ভীমের দিকে ছুঁড়ে মারলে, ভীম বাঁ হাতে তা ধরে ফেললেন। তখন দুই বীরের মধ্যে গাছ ছোঁড়াছুঁড়ি হতে লাগল। রাক্ষস যখন ভীমসেনকে দুই হাতে ধরে ফেললো, ভীমসেন তাকে বুকে চেপে ধরে তাকে আকর্ষণ ও নিক্ষেপ করতে লাগলেন। দুই বীরের প্রচণ্ড দাপটে মেদিনী কাঁপছিল ও বৃক্ষাদি চূর্ণ বিচূর্ণ হলো। তারপর ভীমসেন জানুর আঘাতে এক হাতে তার মাথা অন্য হাতে কটিদেশ ধরে তাকে দুমড়িয়ে ফেললেন। রাক্ষসের মুখ দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়ায় সে প্রচণ্ড চিৎকার করে প্রাণ ত্যাগ করল।

ভীমের বক রাক্ষস বধে শঙ্কিত হয়ে রাক্ষসের জ্ঞাতিবর্গ সে দেশ ছেড়ে চলে গেল।

মহাভারতের এই আখ্যায়িকার সঙ্গে "বিউলফ" ইংলিশ মহাকাব্যের সঙ্গে আংশিক সাদৃশ্য দেখা যায়।

হ্রথগার নামে ডেনমার্ক দেশীয় রাজার রাজপ্রাসাদ গ্রেণ্ডেল নামে এক রাক্ষসের অত্যাচারে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। রাত্রে যখন এই প্রাসাদ আনন্দ উৎসবে মুখরিত হয়ে উঠত, তখন কোথা হতে এই রাক্ষস হঠাৎ এসে রাজার অনুচর বর্গের মাধ্য একজনকে নিয়ে উধাও হতো এবং তার রক্ত মাংসে নিজের ক্ষুধা মিটাত। এই রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য বীর পুরুষ সে দেশে ছিল না। অগত্যা রাজাকে নীরবে এই অত্যাচার সহ্য করতে হত। এই সংবাদ চারদিকে

ছড়িয়ে পড়ল।

এক প্রতিবেশী বাজ্যেব বিউলফ নামে এক বাজপুত্র এই বাক্ষস দমনেব জন্য সমুদ্র যাত্রা কবতে প্রস্তুত হলেন। একদিন তিনি হ্রথগাব প্রাসাদে এসে বাক্ষসেব নৈশ অভিযানেব প্রতীক্ষা করতে থাকেন। তাবপর বাক্ষস আসলেই তুজনেব মধ্যে ভয়ঙ্কব যুদ্ধ আরম্ভ হল। মহাভাবতে ভীমের বক রাক্ষস, কির্মীব, হিড়ম্ব প্রভৃতি রাক্ষসেব সঙ্গে যুদ্ধেব যেমন বর্ণনা আছে, এখানেও তেমনি যুদ্ধেব বর্ণনা পাওয়া যায়।

শেষ পর্যন্ত বিউলফ বাক্ষসেব একটা বাহু কেটে ফেললে বাক্ষস আর্তনাদ কবতে কবতে পালিয়ে সমুদ্রেব তলায় গুহায় আশ্রয় নিয়ে প্রাণ ত্যাগ কবে। পবদিন রাত্রে আবার বাক্ষস জননী পুত্রেব মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে রাজপ্রাসাদে হানা দিল। আবাব হলো বিউলফেব সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত বাজপুত্রেব বিক্রম সহ্য কবতে না পেবে বাক্ষসী জলেব নীচে তুর্গে আশ্রয় নিল। এবাব বিউলফ শত্রুকে নিঃশেষ কববাব জন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। এবং শত্রুকেও নিঃশেষ কবে বহু বিলম্বে ফিবলেন।

সেই ব্রাহ্মণের বাডীতে এক ব্রাহ্মণ অতিথিব নিকট রাজা দ্রুপদ কন্যাব স্বযংবরেব খবব পাণ্ডব পবিবাব জানতে পাবলেন। ব্যাসদেবও এসে পাণ্ডবদেব দ্রৌপদীব জন্মবৃত্তান্ত শোনালেন। এবং বললেন সেই বাজকন্যা পঞ্চপাণ্ডবেব পত্নী রূপে নির্দিষ্ট। দ্রৌপদীব স্বয়ংববেব খবব দিয়ে সেই সভায় উপস্থিত হযে দ্রৌপদীকে লাভ কবতে পবামর্শ দিলেন।

দক্ষিণ পাঞ্চালে এসে পাণ্ডবেবা ভার্গব নামক এক কুম্ভকাবেব অতিথি হলেন এবং ব্রাহ্মণেব ছদ্মবেশে ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় কবে বাস কবতে থাকেন। লোক মুখে দ্রৌপদীব স্বয়ংবব সংবাদ শুনে পাণ্ডবরা ব্রাহ্মণবেশে সেই সভায় উপস্থিত হলেন। অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ কবলেন। অর্জুনকে ব্রাহ্মণ মনে কবে দ্রুপদ রাজা ব্রাহ্মণকে কন্যা সম্প্রদান করছেন দেখে সমাগত পাণিপ্রার্থী

ক্ষত্রিয় বাজন্যবর্গ দ্রুপদ বাজাকে আক্রমণ কবলেন।

ভীম ও অর্জুনেব বীবত্বেব কাছে সকলেই পরাভূত হলেন। এমন কি কর্ণ এবং শল্যও পবাজিত হলেন। ভীমার্জুন দ্রৌপদীকে নিযে তাঁদের আবাসে কুম্ভকারের গৃহে এসে হৃষ্ট মনে দ্রৌপদীব দিকে তাকিযে বললেন—মা, আমরা ভিক্ষা নিযে এসেছি।" (অর্জুন চবিত্র দ্রষ্টব্য)

কুন্তী ঘবেব ভিতর বললেন পাঁচ ভাই ভাগ কবে নাও। তাঁবা নিকটে গেলেন। কুন্তী সকলকে স্নেহ চুম্বন কবলেন। সকলেব পিছনে কৃষ্ণাকে দেখে জিজ্ঞেস কবেন ঃ—

কেবা এ সুন্দবী দেখি সবাব পশ্চাতে॥

উত্তবে—ভীম বলে জননী এ দ্রুপদ দুহিতা।

এক চক্রা নগবে শুনিলা যাব কথা॥
ইহাব কাবণে বহু বিবোধ হইল।
তোমাব প্রসাদে জয় সর্বত্র জন্মিল॥
এই ভিক্ষা হেতু মাতা হইল বজনী।
অন্য ভিক্ষা কবিলে মিলিত অন্নপানী॥ (আদি)

মাতৃ আজ্ঞায ও ব্যাসদেবেব নির্দেশে পঞ্চ ভ্রাতা কৃষ্ণাকে বিযে কবলেন। এক নারীব পাঁচ স্বামী। এ জন্য ভবিষ্যৎ কলহ নিবাবণেব জন্য দেবর্ষি নারদের উপদেশ তাঁরা গ্রহণ কবেছিলেন। (যুধিষ্ঠিব চবিত্র দ্রষ্টব্য)

দ্রৌপদীব গর্ভে ভীমেব এক পুত্র জন্মেছিল। তাঁব নাম সুতসোম।

কাশীদাসী মহাভাবতে দুর্যোধনেব কন্যা লক্ষণাব স্বয়ংবব সভা হতে কৃষ্ণপুত্র শাম্ব লক্ষ্মণাকে সব নৃপতিদেব সামনে হবণ কবে নিয়ে গেলেন। ক্রুদ্ধ হযে—

দুর্যোধন বলে যুধিষ্ঠিব মহাবাজ।
তোমাব কি অগোচব সেই চোববাজ॥

ভাই ভাই বলি যাবে বলহ আপনি।
গোকুলে করিল চুরি গোকুল-কামিনী ॥
বিদর্ভে করিল চুরি ভীষ্মক—দুহিতা।
পুত্র-কাম কৈল চুরি বজ্রনাভ-সুতা ॥
পৌত্র চুরি করলেন বাণের নন্দিনী।
এ তিন পুরুষে চোর বিখ্যাত ধরণী ॥ (আঃ)

যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে কৃষ্ণ নিন্দা হতে বিরত থাকতে বললেন; এবং সতর্ক করে দিয়ে বললেন, কৃষ্ণ নন্দনকে বধ করলে কুরুকুলে বাতি দিতে কেউ থাকবে না। প্রত্যুত্তরে দুর্যোধন তাঁকে বলেন—

.. ..যদি তুমি ডরাইলে।
ইন্দ্রপ্রস্থে যাহ প্রাণ লৈযা এই কালে ॥
এখনি শরণ গিযা লহ কৃষ্ণ ঠাঁই।
মারিব দুষ্টেরে আমি না ডরাই ॥ (আঃ)

যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা পেযে ভীম শাম্বকে রক্ষা করতে ছুটলেন। তিনি দুঃশাসনকে দেখে—

বাযুবেগে বৃকোদর উত্তরিল গিয়া।
হাত হৈতে খড়্গ চর্ম লইল কাড়িয়া ॥
তাহাকে বলিল তোর কিমত বিচার।
কাটিবারে আনিযাছ কৃষ্ণের কুমার ॥
ধর্মরাজ আজ্ঞা কৈল লইতে বাহুড়ি।
এত বলি ছিঁড়িল সে বন্ধনের দড়ি।
হাতে ধরি কোলে করি লইল শাম্বোরে।

— — — —

ভীম বলে দুর্যোধন ছন্ন হৈল মতি ॥
কি দেখিয়া এত গর্ব হইল তোমার ॥
কৃষ্ণ পুত্রে মারিবা যে অগ্রেতে আমার ॥
কে আসে আসুক দেখি তাহার বদন।

গদাঘাতে দেখাইব যমের সদন ॥
এত বলি গদা লৈয়া বীর বৃকোদর ।
চক্রি চক্র প্রায় ফিরে মস্তক উপর ॥ (আঃ)

পাণ্ডব সখা ও পাণ্ডবদের মামাতো ভাই কৃষ্ণের পুত্র শাম্বকে ভীমই সেবার দুর্যোধনের রোষবহ্নি হতে রক্ষা করেন।

নিয়মভঙ্গ জনিত অপরাধে অর্জুন বার বছরের জন্য ব্রহ্মচর্য পালনার্থে বনে গমন করেন। তখন তিনি প্রভাস তীর্থে উপস্থিত হন এবং সেখানে কৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রাকে হরণ করে বিবাহ করেন। কিন্তু সুভদ্রার সহোদর ভ্রাতা বলরাম অর্জুন অপেক্ষা দুর্যোধনকে সুপাত্র মনে করে দুর্যোধনকে নিমন্ত্রণ লিপি পাঠালেন। এদিকে পূর্বেই অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার গান্ধর্ব মতে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায়।

দুর্যোধন বরবেশে যাত্রার ব্যবস্থা করলেন এবং যুধিষ্ঠিরকেও দূত পাঠিয়ে তাঁর বিবাহে যোগদান করতে বলেন।

দুর্যোধন—বেশ দেখি ভীমে হৈল ক্রোধ।
ডাকিয়া বলেন তোরা সবাই অবোধ ॥
হেথা হৈতে দ্বারকা আছয়ে দূর দেশ।
এইখানে কি হেতু করিলা বরবেশ ॥
দুঃশাসন বলে কহ কি দোষ ইহাতে।
দেখিতে না পাব যদি আইস পশ্চাতে ॥
ভীম বলে ভাল মন্দ বুঝিবা হে শেষে।
কোন্ কন্যা বিবাহিতে যাও বরবেশে ॥
তোমার নিকটে দূত পরশ্ব আইল।
সুভদ্রা— বিবাহ আজি সপ্তাহ হইল ॥
অকারণে সভা-মধ্যে গিয়ে পাবে লাজ।
তেই ত বলিনু বরবেশে নাহি কাজ।
পাছু কেন যাব আমি যাই তব আগে।
এত বলি সসৈন্যে চলিল বীর বেগে ॥ (আঃ)

বসিক ভীম দুর্যোধনকে সভাস্থলে লাঞ্ছিত হতে দেখতে ইচ্ছা কবেন না। তাই পূর্বাহ্নেই, তাঁকে সতর্ক করে দিলেন। এখানেও তাঁব সবলতা প্রকাশ পেয়েছে। যদিও দুর্যোধনেব হাতে লাঞ্ছনা ব্যতীত অন্য কোন রূপ ব্যবহাব ভীমেব ভাগ্যে জোটেনি। তবুও স্বাভাবিক সবলতাব দরুণ ভীম দুর্যোধনকে পূর্বাহ্নেই হুঁসিয়ার কবে দিতে ভুল কবলেন না।

বেদব্যাসেব মহাভারতে এইরূপ কোন ঘটনাব উল্লেখ নেই।

যুধিষ্ঠিব বাজসূয় যজ্ঞেব উদ্যোগ কবলে, কৃষ্ণ তাঁকে পবামর্শ দিলেন. মগাধিপতি জবাসন্ধকে বধ না কবলে যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে না। জবাসন্ধ ছিয়াশিজন নৃপতিকে বন্দী কবে বেখেছেন। আবও চৌদ্দ জনকে বন্দী কবতে পাবলে পাশুপত যজ্ঞে তাঁদেব বলি দেবেন। সেই বাজাদেব মুক্ত করতে না পাবলে বাজসূয় যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে না।

জবাসন্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণেব থেকে বিস্তৃত শুনে যুধিষ্ঠিব চিন্তিত হলে ভীম তাঁকে উৎসাহিত কবে বললেন, কৃষ্ণ, অর্জুন, ও আমি—আমবা এই তিনি জনই জবাসন্ধকে বধ কবতে সমর্থ।

কৃষ্ণে নয়ো ময়ি বলং জয়ঃ পার্থে ধনঞ্জয়।

(সভা) ১৫।১৩

—কৃষ্ণেব বুদ্ধি, অর্জুনেব কৌশল ও আমাব শক্তিতে অবশ্যই কার্য্য সিদ্ধ হবে।

কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন ব্রাহ্মণেব বেশে মগধ যাত্রা কবেন। তাঁরা জবাসন্ধব অর্ঘাদি উপহাব প্রত্যাখ্যান করলে, জরাসন্ধ তাঁদেব পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। তখন কৃষ্ণ তাঁদেব আগমনেব উদ্দেশ্য জানালেন এবং তাঁদেব তিনজনেব যে কোন একজনেব সঙ্গে যুদ্ধে আহ্বান কবলেন।

তখন জবাসন্ধ ভীমকে সম্বোধন কবে বললেন—হে ভীম, আমি আপনাব সঙ্গে যুদ্ধ কবব। কাবণ শ্রেষ্ঠ পুরুষেব সঙ্গে যুদ্ধ কবে যুদ্ধে হেবে যাওয়া ববং ভাল। (সার্দ্ধং শ্রেয়সা নির্জিতং ববম্।)

জবাসন্ধর মত মহাবীর ভীমকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে অভিহিত কবাব মধ্যে ভীমেব বাহুবলেব স্বীকৃতিব প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

অতঃপব ভীমেব সঙ্গে জবাসন্ধ বাহু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।

কিন্নু স্যাদ্ধিমবান্ ভিন্নঃ কিন্নু স্বিদ্ দীর্য্যতে মহী।
ইতি বৈ মাগধা জজ্ঞুর্ভীমসেনস্য নিঃস্বনাৎ॥ (সঃ) ২৪।১০

—মগধবাসীগণ ভীমের হুঙ্কাব শুনে ভাবতে লাগল—এ কি হিমালয ধ্বসে পডল না পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে গেল।

ভীম জবাসন্ধকে শতবাব ঘুরিয়ে জানু দ্বাবা আকুঞ্চন পূর্বক তাব পিঠ নিষ্পেষণ কবে ভেঙ্গে ফেললেন এবং সিংহনাদ কবতে লাগলেন। এব পর ভীম তাঁব দুই পা ধবে টান দিযে তাঁব দেহ দ্বিধা বিভক্ত কবলেন। এই ভাবে ভীম জবাসন্ধকে বধ কবলেন।

তারপব বন্দী বাজাদেব মুক্ত কবে জরাসন্ধেব পুত্র সহদেবকে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত কবে কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন কবেন। ভীমের পবাক্রমেই জবাসন্ধের মত এমন দুর্বৃত্তকে বধ সম্ভব হযেছিল।

প্রবল পবাক্রমেব এক কঠোব পরীক্ষায জয়ী হযে ভীম যুধিষ্ঠিবেব রাজসূয যজ্ঞও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন কবতে সহায়তা করলেন।

যুধিষ্ঠিবেব বাজসূয যজ্ঞেব পূর্বে অন্য চাব পাণ্ডব দ্বিগ্বিজযে বেব হয়েছিলেন। ভীম বিশাল সৈন্য নিযে পূর্ব দিকে গিয়েছিলেন। তিনি পাঞ্চাল, গণ্ডকীয, বিদেহ, দশার্ণ, পুলিন্দনগব প্রভৃতি দেশ জয করে চেদি, কোশল, অযোধ্যা, কাশী, মৎস্য, তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সুহ্ম এবং ব্রহ্মপুত্র নদ ও পূর্ব সাগবেব তীববর্তী ম্লেচ্ছ দেশ জয় কবে বহু ধনবত্ন আহবণ কবে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিবে গেলেন।

কাশীদাসী মহাভাবতে যজ্ঞকালে ভীমের নির্দেশে চাবজন নৃপতিকে তাঁব অনুচবেবা বন্দী কবে বাখেন। যেহেতু তাঁবা দুজন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে উপহাস কবেছিলেন। কৃষ্ণ তাঁকে নির্দেশ দিলেন বাজাদেব মুক্ত করে দিতে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদেব এভাবে অনাদব কবা যুক্তি

সঙ্গত নয়। ক্রিয়া কর্মে বহু দুর্জন ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে থাকে, তাদের ক্ষমা না করলে ক্রিয়া কর্মে বিঘ্ন হয়।

বৃকোদর বলে শুন দেবকী নন্দন।
দোষ মত শাস্তি যদি না পায় দুর্জন॥
আর সবে ক্রমে ক্রমে সেই পথ লয়।
কহ ইথে কর্ম পূর্ণ কোন মতে হয়॥
দুষ্টে ক্ষমা করিতে না পারি কদাচন।
দুষ্টাচারী নাহি ছাড়ে নিজ দুষ্ট পণ॥
দুষ্ট জনে নিজ তেজ যদি না দেখায়।
অবজ্ঞা করয়ে আর কর্ম ধ্বংস হয়॥ (সঃ)

ভীমের এই উক্তিতে প্রখর নীতি জ্ঞানের ও বাস্তব বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। দুষ্টের দমন, শিষ্টের রক্ষণ—এই নীতি অবলম্বন করেই তিনি চলতেন। দুর্জন রাজা, উজীর—যেই হোক্ ভীমের নিকট কারো পরিত্রাণ ছিল না।

তখন কৃষ্ণ তাঁকে ভয় দেখিয়ে বললেন এক লক্ষ রাজা এই যজ্ঞে এসেছেন। তাঁরা যদি একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করেন, তবে ভীমকে একা যুদ্ধ করতে হবে। কারণ অর্জুন তখন পাতালে রয়েছেন। উত্তরে ভীম বললেনঃ—

তব যোগ্য কথা নহে দেব দামোদর॥
এক লক্ষ রাজা যে বলিলা নারায়ণ।
প্রত্যক্ষেতে আমি দেখিলাম সর্বজন॥
অজাযূথ লাগে যেন ব্যাঘ্রের নয়নে।
সেই মত রাজগণ লাগে মম মনে॥
দ্বন্দ্ব করিবারে সবে এক দিকে হয়।
মম ভাগে রৈল সব নাহি কার ভয়॥
সসৈন্যে আগত এক লক্ষ নৃপবর।
মুহূর্ত্তেকে দলিবারে পারি একেশ্বর॥

মনুষ্য কি গণি যদি তিন লোক হয়।
একেশ্বর সবাবে করিবে পবাজয়॥
যাব জন্য ইচ্ছে দেব তোমা হেন জনে।
তাবে পরাজয় কবে নাহি ত্রিভুবনে॥ (সঃ)

কৃষ্ণেব ভয় প্রদর্শন ভীমকে বশীভূত কবতে ব্যর্থ হলো। কাবণ ভীম নিজের পরাক্রম সম্বন্ধে বিশেষভাবে সজাগ ছিলেন। তাঁর এই রূপ স্পর্দ্ধাব মধ্যে অত্যুক্তি ছিল না। তিনি যা বলেছেন, তা যথার্থই সত্য। গর্ব করবাব মত শক্তি তাঁর ছিল।

বাজসূয় যজ্ঞ সভায় ভীষ্মেব নির্দেশে কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দান করায় শিশুপাল ভীষ্ম ও কৃষ্ণকে অকথ্য ভাষায় নানা গালিগালাজ করেন। জবাসন্ধকে অন্যায় ভাবে হত্যা কববাব জন্য তিনি ভীম ও অর্জুনকেও তিবস্কাব কবেন। ভীম শিশুপালের উক্তিতে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলে ভীষ্ম ভীমকে শান্ত করে তা হতে নিবৃত্ত কবেন। ভীষ্মের কথায় ভীম ক্রোধ সংবরণ করেন।

সবল প্রকৃতিব ভীম সর্বদা গুরুজনদেব নির্দেশেব প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কবতেন।

যুধিষ্ঠিব ধৃতবাষ্ট্রেব পাশা খেলাব আহ্বান গ্রহণ করে ভ্রাতাদেব সঙ্গে হস্তিনাপুবে এসে শকুনিব সঙ্গে দ্যূতক্রীডায় প্রবৃত্ত হন। তিনি কপট শকুনিব নিকট হেবে গিয়ে এক এক কবে সমস্ত ধনবত্ন হারালেন। অবশেষে চাব ভ্রাতাকে নিজেকে ও দ্রৌপদীকেও পণে হাবালেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিবের উপব ভীমের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। পাপ দ্যূতক্রীডায় সর্বস্ব হাবালেও তিনি যুধিষ্ঠিবেব উপর ক্রুদ্ধ হননি। কিন্তু বাজসভায় দ্রৌপদীব লাঞ্ছনা দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ধৈর্যেব বাঁধ ভেঙ্গে গেল এবং তিনি যুধিষ্ঠিবকে উদ্দেশ্য কবে বললেন—

ভবন্তি গেহে বন্ধক্যঃ কিতবানাঃ যুধিষ্ঠির।
ন তাভিকত দীব্যন্তি দয়া চৈবাস্তি তাস্বপি॥ (সঃ) ৬৫।১

—হে যুধিষ্ঠিব, শঠ জুয়াড়ী ব্যক্তিদের গৃহে বহু অসতী নারী

আছে। তাবা সেই অসতী নাবীকেও পণ বাখে না। তাদেবও উহাদেব প্রতি দয়া আছে।

ন চ মে তত্র কোপোহভূৎ সর্বস্যেশো হি নো ভবান্।
ইমং ত্বতিক্রমং মন্যে দ্রৌপদী যত্র পণ্যতে॥
এষা হ্যনর্হতী বালা পাণ্ডবান্ প্রাপ্য কৌববৈঃ।
ত্বৎকৃতে ক্লিশ্যতে ক্ষুদ্রৈর্নৃশংসৈবকৃতাত্মভিঃ॥
অস্যাঃ কৃতে মন্যুবয়ং ত্বয়ি বাজন্ নিপাত্যতে।
বাহূ তে সম্প্রধক্ষ্যামি সহদেবাগ্নিমানয়॥ (সঃ) ৬৮।৪৬

—(শত্রুবা শঠতাব দ্বাবা ধন বাজ্য ও আমাদেব হবণ কবেছে) তাতেও আমাব ক্রোধ হয়নি। যেহেতু আপনি আমাদেব প্রভু। কিন্তু দ্রৌপদীকে পণ বাখা অসঙ্গত হযেছে বলে মনে কবি। পাণ্ডব ভার্যা দ্রৌপদী এই অপমানেব যোগ্যা নন। আপনাবই দোষে নৃশংস, নীচ, দুষ্টমতি কৌববদেব দ্বাবা তিনি এই বকম লাঞ্ছিতা হয়েছেন। হে বাজন, দ্রৌপদীব এই লাঞ্ছনার জন্য আপনার উপবই আমার ক্রোধ হচ্ছে। আমি আপনাব বাহুদ্বয় দগ্ধ কবব। সহদেব আগুন নিযে এসো।

এখানে ভীমের পৌরুষ ও রোষ উভয়ই প্রকাশ পেয়েছে। সভা মধ্যে নিজের স্ত্রীব লাঞ্ছনা দেখে, ধৈর্য্য হারা হয়ে যিনি স্ত্রীর এই লাঞ্ছনার কারণ তিনি পূজনীয় হলেও ভর্ৎসনা কবাব সাহস ভীম চবিত্রে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে। স্ত্রীব লাঞ্ছনা চোখেব সামনে অন্য চাব স্বামী নীববে সহ্য কবলেও, ভীম তা কখনও কবেননি। স্থিব মতি অর্জুন নানা প্রকাবে ভীমেব ক্রোধ প্রশমিত করলেন।

কর্ণেব নির্দেশে দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা কববাব চেষ্টা করলেন। বীবেন্দ্র বীব নাবী দ্রৌপদী আত্মশক্তিতে দুঃশাসনেব চেষ্টাকে ব্যর্থ কবতে অসমর্থ হযে নিরুপায় হয়ে অগতিব গতি কৃষ্ণ, বিষ্ণু, হবিকে স্মবণ কবলেন কৃষ্ণ তাঁব লজ্জা নিবাবণ কবেন। সভাস্থ সকলেই দুঃশাসনেব নিন্দা ও দ্রৌপদীব প্রশংসা করতে লাগলেন। যদিও পঞ্চপাণ্ডব ধর্ম রক্ষার্থে সভায় স্ত্রীব অপমান দেখেও অসহায়

দ্রষ্টা মাত্র হয়ে বসেছিলেন, কিন্তু সেই সময় ক্রোধে ভীম এক হাতে অন্য হাত নিষ্পেষণ করে প্রতিজ্ঞা করে বললেন—ক্ষত্রিয়রা, আমার প্রতিজ্ঞা আপনারা শুনুন—

অস্য পাপস্য দুর্বুদ্ধের্ভারতাপসদস্য চ।

ন পিবেয়ং বলাদ্ বক্ষো ভিত্ত্বা চেদ্ রুধিরং যুধি॥ (সঃ) ৬৮।৫৩

—যদি এই ভরতবংশের কুলাঙ্গার স্বরূপ দুঃশাসনের বক্ষ ভেদ করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার রক্ত পান না করি, তবে আমি যেন পূর্বোক্ত গতি প্রাপ্ত না হই।

ভীমের এই ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা শুনে সভাস্থ সকলে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের নিন্দা করল এবং ভীমের বহু প্রশংসা করল।

কিন্তু ভীমের এরূপ লোমহর্ষণ প্রতিজ্ঞাও দুঃশাসনকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না। সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রের এক পর্বত সৃষ্টি করেও দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণে ব্যর্থ হয়ে ক্লান্তি ও লজ্জায় দুঃশাসন বসে পড়লেন। তখন সাধারণ জনতা ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা করে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "দ্রৌপদী বিজিতা কি বিজিতা নন"—এ প্রশ্নের উত্তর দিন। এবং বললেন দ্রৌপদী ঐ প্রশ্ন আপনাদের জিজ্ঞেস করে অনাথার ন্যায় কাঁদছেন। আপনারা কেউ এ প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ায় ধর্মই লজ্জিত হচ্ছে।

কিন্তু দুর্যোধনের ভয়ে কেউ এ প্রশ্নের জবাব দিতে সাহস পেলেন না। তখন দুর্যোধন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির মত যুধিষ্ঠির ব্যতীত অন্য চার পাণ্ডবকে উদ্দেশ করে বললেন, যাজ্ঞসেনি, ভীম অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিন। ইহারা যদি বলেন যে যুধিষ্ঠিরের তোমাকে পণ রাখার কোন অধিকার নেই। অতএব তাঁর পণ রাখা অবৈধ ও মিথ্যা তবে তুমি দাসত্ব হতে মুক্তি পাবে। অথবা ধর্মপুত্র স্বয়ং স্বীকার করুন যে তিনি তোমার ঈশ্বর বা ঈশ্বর নন, তাঁর কথার উপরে তুমি তৎক্ষণাৎ এক পক্ষ গ্রহণ কর।

দুর্যোধন কর্ণ প্রভৃতি দ্রৌপদীকে সভাস্থলে উপহাস করতে থাকলে

ভীম দুর্যোধনকে বলেছিলেন—

যদ্যেষ গুরুরস্মাকং ধর্মরাজো মহামনাঃ।
ন প্রভুঃ স্যাৎ কুলস্যাস্য ন বয়ং মর্ষয়েমহি॥
ঈশো নঃ পুণ্যতপসাং প্রাণানামপি চেশ্বর।
মন্যতেঽজিতমাত্মা যদ্যেষ বিজিতা বয়ম্॥
ন হি মুচ্যেত মে জীবন্ পদা ভূমিমুপস্পৃশন্।
মর্ত্যধর্মা পরামৃশ্য পাঞ্চাল্যা মূর্ধজানিমান॥
পশ্যধ্বং হ্যায়তৌ বৃত্তৌ ভুজৌ মে পরিঘাবিব।
নৈতয়োরন্তরং প্রাপ্য মুচ্যেতাপি শতক্রতুঃ॥
ধর্মপাশসিতত্ত্বেবং নাধিগচ্ছামি সঙ্কটম্।
গৌরবেণ বিরুদ্ধশ্চ নিগ্রাহাদর্জুনস্য চ॥
ধর্মরাজনিসৃষ্টস্তু সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব।
ধার্তরাষ্ট্রানিমান পাপান্ নিষ্পিষেয়ং তলাসিভিঃ॥ (সঃ)
৭০।১২-১৭

—মহামান্য এ ধর্মরাজ যদি গুরুস্থানীয় এবং আমাদের কুলের প্রভু না হতেন তবে আমরা এ পাপাচরণকে সহ্য করতাম না। ইনি আমাদের ঈশ্বর পুণ্য তপস্যা ও প্রাণের প্রভু। তিনি যদি নিজেকে বিজিত মনে করেন, তবে পৃথিবীর উপর পদচারণকারী এমন কোন্ মরণশীল মানুষ আছে যে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে আমার হাত হতে মুক্তি লাভ করতে পারে? হে নৃপবৃন্দ, আমার পেশী পুষ্ট গোলাকার বাহুদ্বয় দেখুন। এই বাহুদ্বয়ের মধ্যে পড়লে স্বয়ং ইন্দ্রও মুক্ত হতে সক্ষম নন। ধর্মপাশে বদ্ধ আমরা। তা লঙ্ঘন করলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৌরব হানি হবে এবং অর্জুনও আমাকে নিবৃত্ত করছে। এই জন্যই সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারছি না। নতুবা ধর্মরাজ যদি একবার অনুমতি দেন, তাহলে ক্ষুদ্র মৃগদের সিংহ যেমন বিনাশ করে, আমিও তেমনি পাপিষ্ঠ এই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের অসির ন্যায় হাতের তালু দিয়ে পিষে ফেলতাম।

। উপস্থিত রাজন্যবৃন্দ ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর ভীমকে বললেন-

তোমাব কথাব্ মধ্যে কোন অত্যুক্তি নেই। তোমাব পক্ষে সব সম্ভব। তবে তুমি এখন ক্ষমা কব।

ভীমেব উপবোক্ত উক্তিতে তাঁব চবিত্রেব কয়েকটি বিশেষ গুণ সকলকে আকৃষ্ট কবে। ভীমসেন এক দুর্ধর্ষ বীর। অন্য সমস্ত বীর তা স্বীকাব কবতে একটুও দ্বিধা বোধ করেননি। এমন এক বীর পত্নীকে লজ্জিত হতে দেখেও দুবৃর্ত্তদেব উচিত সাজা না দিয়ে এ ক্ষেত্রে প্রভূত সংযমেব পরিচয় দিযেছেন। ধৈর্য, সহিষ্ণুতাব এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ বেখে গেছেন ভীম। তাঁর এ অপবিসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার উৎস তাঁব অকৃত্রিম ও অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা তাঁর অগ্রজেব প্রতি, কুলপতির প্রতি।

ভীমেব পূর্বোক্ত বীবোক্তি কর্ণ ও দুর্যোধনকে কদর্য ভাষন হতে নিবৃত্ত কবতে পাবল না। দ্রৌপদীকে লক্ষ্য কবে কর্ণ বললেন, হে ভদ্র তোমাব স্বামী এখন ঐশ্বর্য হাবিযেছে এবং তুমি ধনহীন দাসেব পত্নী এবং ঐ দাসেব প্রভু দুর্যোধনেব অধীন। এখন ধৃতবাষ্ট্র পবিবারেব সেবা কবা তোমার কাজ এবং ধৃতবাষ্ট্র পুত্রগণ তোমাব প্রভু। ভাবিনি তুমি যদি কাউকে পতিরূপে বরণ কব, তবে তোমার দাসত্বের মোচন হবে। দাসীব পক্ষে নানা পতিব সেবা করা নিন্দনীয় নয়।

সূতপুত্রেব এ রকম কথা শুনে ভীম আর্তের মত ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছিলেন। যুধিষ্ঠিবের বিশেষ অনুগত বলে এবং ধর্মপাশে আবদ্ধ থাকাব দরুণ কোন প্রকাব প্রতিকাব সম্ভব নয় বলে তাঁব বোষাগ্নিতে কর্ণকে দগ্ধ কবছিলেন।

অনন্যোপায় ভীম যুধিষ্ঠিবকে দোষাবোপ কবে বললেন তিনি যদি দ্রৌপদীকে পণ না রাখতেন, তবে শত্রুরা মুখেব উপব এরূপ কথা বলতে পাবতো না। কিন্তু তিনি বলবান হয়েও অগ্রজেব গৌবব রক্ষার জন্য দুর্বলেব ন্যায় অসহায় বোধ কবছিলেন।

ভীমেব অভিযোগে যুধিষ্ঠিব নিরুত্তব ছিলেন। তখন দুর্যোধন তাঁকে ব্যঙ্গ কবে বললেন, আপনি এখন দ্রৌপদীব প্রশ্নের উত্তব

দিন বলে ঈষৎ হেসে দ্রৌপদীব দিকে তাকিয়ে জয় মদে মত্ত হয়ে তাঁব বাম উরুর কাপড় সবিয়ে কর্ণকে খুসী কবে ভীমকে ক্রুদ্ধ করবার কুমতলবে দ্রৌপদীকে সেই উরু দেখালেন।

এই দৃশ্য দেখে ভীমেব চোখ দুটো ক্রোধে বিস্ফাবিত হলো। তিনি প্রতিজ্ঞা করে বললেন—

পিতৃভিঃ সহ সালোক্যং মা স্ম গচ্ছেদ্ বৃকোদবঃ।
যদ্যেতমূরুং গদয়া ন ভিন্দ্যাং তে মহাহবে॥ (সঃ) ৭১।১৪

—মহাযুদ্ধে তোমাব ঐ উরু যদি গদাঘাতে না ভাঙ্গি তবে যেন বৃকোদরেব পিতৃলোকে গতি না হয়।

এখানেও ভীমের পৌরুষ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তাঁব এই প্রতিজ্ঞা বক্ষা কবেছিলেন। ক্ষোভে ও ক্রোধে তাঁব লোমকূপ হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছিল।

ক্রোধান্বিত ভীমেব চেহাবা দেখে বিদুব কৌববদেব সাবধান কবে বলেছিলেন—ভীমসেন হতে তোমাদেব মহাবিপদ হবে জেনে বাখ। (পবং ভয়ং পশ্যত ভীমসেনাৎ।) (বিদুব চবিত্র দ্রষ্টব্য)

দ্রৌপদীর বব প্রাপ্তির পর পঞ্চপাণ্ডব ধন রত্ন সহ বাজত্ব ফিবে পেলেন এবং দাসত্ব মুক্ত হলেন। কর্ণ এই জন্য পাণ্ডবদেব বিদ্রূপ করলেন। তা শুনে ভীম দুঃখিত হয়ে বললেন—

মহর্ষি দেবলের মতে পুরুষেব তেজ তিনটি—অপত্য, কর্ম ও বিদ্যা। পত্নীব অপমানে আমাদের সন্তানবাও কলঙ্কিত হল।

ভীমেব এ অনুতাপেব জন্য অর্জুন বললেন, হীন লোকেবা যা বলুক না কেন উত্তম পুরুষ কখনো তার প্রতিবাদ করে না। মহৎ ব্যক্তি উপকারের কথা মনে বাখে শত্রু তা মনে বাখে না।

ভীম এই অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে যুধিষ্ঠিবকে বললেন, মহাবাজ, আমি আজই সমস্ত শত্রুকে বিনাশ কবব, তাবপব আপনি পৃথিবী শাসন কববেন।

যুধিষ্ঠিব তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে নিবস্ত কবেন।

এখানে ভীম ও যুধিষ্ঠিবেব চরিত্রের পার্থক্য প্রকটভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যুধিষ্ঠিব ধীব স্থিব শান্ত প্রকৃতির। ভীমেব মধ্যে যুধিষ্ঠিবেব ধৈর্য ছিল না। যদিও তাঁব কোন উক্তি বা প্রতিবাদ বা আচবণ অন্যায় বা অসঙ্গত নয়।

দ্বিতীয়বাব দ্যূতক্রীড়ায় পবাজিত হয়ে পাণ্ডবগণ মৃগচর্মেব বস্ত্র ও উত্তবীয় পবে বন যাত্রাব উদ্যোগ কবলে দুঃশাসন নানা ব্যাঙ্গোক্তি ও কটূক্তি কবে তাঁদের অপদস্থ কবছিলেন। তাতে ভীম সিংহের মত গর্জন করে বলেছিলেন—

যথা তুদসি মর্মাণি বাক্‌শবৈরিহ নো ভৃশম্।
তথা স্মারয়িতা তেঽহং কৃন্তন্ মর্মাণি সংযুগে ॥ (সঃ) ৭৭।১৭

—বাক্যবাণেব দ্বাবা যে ভাবে আমাদেব মর্মাহত কবছ, যুদ্ধক্ষেত্রে সেই ভাবে হৃদয বিদীর্ণ কবে তোকে কৃতকর্মেব কথা স্মবণ কবাব।

তখন যাবা ক্রোধ ও লোভেব বশবর্ত্তী হযে তোর অনুবর্তন কববে এবং তোকে বক্ষা কবতে আসবে, সপবিবারে তাদেব সকলকে আমি যমালযে পাঠাব।

অজিন পরিহিত ভীম যখন বনে গমনোদ্যত হচ্ছিলেন তখন দুঃশাসন ভীমকে এটা গরু এটা গরু বলে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে নাচতে লাগলেন। তখন ভীম দুঃশাসনকে লক্ষ্য কবে বললেন,—হে নৃশংস, তুই ছাড়া অন্য কেহ এরূপ কর্কশ বাক্য বলতে পারে না। অন্যায় ভাবে ধন পেয়ে তুই ছাড়া অন্য কেউ এরূপ দম্ভ করতে পারে না। তবে শোন, পৃথা তনয ভীম যদি তোব বুকের বক্ত পান না কবে, তবে আমি সদ্‌গতি পাব না। তিনি আরও বললেন, দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ কবলেই তাঁব কর্ত্তব্য শেষ হবে না, ধৃতবাষ্ট্রের সব পুত্রদেব যুদ্ধে অবিলম্বে যদি বধ না কবেন, তবে তিনি শান্তি পাবেন না। সদলে নিহত করে প্রতিশোধ নেবাব শপথ তিনি পুনবায় উচ্চাবণ কবেন।

দুর্বিনীত দুর্যোধন আনন্দে চলমান ভীমকে ব্যঙ্গ কবতে লাগলেন। ভীম তখন দুর্যোধনকে উদ্দেশ্য কবে বললেন,

অহং দুর্যোধনং হন্তা কর্ণ হন্তা ধনঞ্জয়ঃ।

শকুনিং চাক্ষকিতবং সহদেবো হনিষ্যতি ॥ (সঃ) ৭৭।২৬

—আমি দুর্যোধনকে, ধনঞ্জয় কর্ণকে এবং দ্যূতকারী শকুনিকে সহদেব বধ কববে।

এই ভাবে ভীম প্রতিশোধ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কবলেন।

পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী বন গমনেব সময় কে কি ভাবে যাচ্ছিলেন বাজা ধৃতবাষ্ট্র বিদুবকে তা জিজ্ঞেস কবলেন। বিদুর বললেন, পাণ্ডবাগ্রজ যুধিষ্ঠির কাপড দ্বাবা মুখ ঢেকে চলছিলেন, ভীম তাব দুই সুগোল বিশাল বাহু দেখতে দেখতে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এই ভাবে বিদুব প্রতি পাণ্ডু পুত্রেব চলনেব এক চিত্র রাজা ধৃতবাষ্ট্রেব নিকট তুলে ধবলেন। রাজা ধৃতবাষ্ট্র বিদুরকে জিজ্ঞেস কবলেন ভীমসেনেব এ ভাবে চলার তাৎপর্য কি? উত্তরে বিদুর বললেন ভীম সকলকে বলেছিলেন বাহুবলে তাব সমকক্ষ পৃথিবীতে কোন দ্বিতীয় পুরুষ নেই। এটা ভীমেব এক বড অভিমান।

বাজসভা হতে বেরিযে পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী যখন রাত্রে গভীর অবণ্য পথে চলছিলেন, তখন পর্বতেব মত অচল এক ভয়ঙ্কব বাক্ষস তাঁদেব পথ অবরোধ কবল। তার মুখ থেকে আটটি দাঁত স্পষ্টভাবে বেব হয়েছিল। চোখ দুটি তাম্রবর্ণ, মস্তক আগুনেব বং এর মত খাডা কেশ মণ্ডিত। সে বাক্ষস মায়া বলে জলভবা মেঘেব ন্যায় শব্দ করছিল। সে শব্দে ভযার্ত হযে পাখীবা চাবিদিকে উডে পালাচ্ছিল এবং স্থলজন্তু ও জলজন্তু এক হযে চীৎকার কবে দিকে দিকে পালাচ্ছিল। পশুপক্ষী চারদিকে এমনভাবে ছুটে পালাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল যেন সমুদয় বনটিই ছুটে পালাচ্ছে। তাব উরু সঞ্চালনে এমন বায়ুবেগ উঠল যে তাব দ্বাবা উর্ধোত্থিত ধূলি বাশি আকাশ মণ্ডলকে আবৃত করে জ্যোতিঃ শূন্য করেছিল। পাণ্ডব পুত্রদেব অজ্ঞাতে এ মহাশত্রু তাঁদের নিকট উপস্থিত হলো। দূব থেকে সেই বাক্ষস পাণ্ডবদেব অগ্রসব হতে দেখে মৈনাক পর্বতেব ন্যায় তাঁদেব

পথ আগলিযে দাঁডাল।

পূর্বে কখনো দেখেননি এমন একটি জীবকে সামনে দেখে দ্রৌপদী ভযে চোখ বন্ধ কবলেন। পঞ্চ ভ্রাতা মোহ্যমান দ্রৌপদীকে ধবে ফেললেন। তখন পুরোহিত ধৌম্য মন্ত্র বলে বাক্ষসেব মায়া রূপ হবণ কবে নিলেন। মাযা নষ্ট হলে সে বাক্ষস বাগে চোখ বিস্ফাবিত কবে নিজ মূর্তিতে কালেব মত পাণ্ডবদের সামনে প্রকটিত হলো।

বাজা যুধিষ্ঠিব তখন তাঁকে তাঁব পবিচয ও তাঁর উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞেস করলেন। উত্তবে বাক্ষস বললেন, আমি বক রাক্ষসেব ভাই। আমাব নাম কির্মীব। পুরুষদেব পবাজিত করে তামি তাদেব খেযে থাকি। তোমবা কে? তোমাদেব সকলকে পবাজিত করে আমি আমাব ভোজ্যরূপে গ্রহণ কবব।

বাক্ষসেব কথা শুনে যুধিষ্ঠিব নিজেদেব পবিচয় দিযে বললেন, ভীমার্জুন ভাইবা সহ তিনি বনে এসেছেন। এবং কেন বনে এসেছেন তাব কাবণও জানালেন। তখন বাক্ষসও বললে, সৌভাগ্যবশতঃ ভগবান তোমাদেব আমাব নিকট হাজিব কবেছেন। আমি অস্ত্র উদ্যত করে ভীমসেনকে পৃথিবীময খুঁজে বেডাচ্ছি। কিন্তু তাকে খুঁজে পাইনি। আজ সৌভাগ্যবশতঃ আমাব ভাইয়েব হত্যাকারী আমাব সামনে উপস্থিত হযেছে।

বাক্ষস আবও বললে, একচক্রা নগরীব নিকট বেত্রকী বনে ব্রাহ্মণেব ছদ্মবেশে ইহাবা বাস কবত। ব্রাহ্মণেব মন্ত্রপুষ্ট হয়ে বককে বধ করেছে। হিডিম্বও আমাব প্রিয সখা ছিল। তাকেও ভীম বধ কবেছে। সেই মূর্খ ভীম এ গহন বনে অর্দ্ধ বাত্রে আমার বিচবণেব সময় আমাব সামনে এসে পডেছে। আজ আমি আমাব এতদিনেব সঞ্চিত সকল শত্রুতাব প্রতিশোধ নেব। তাব প্রচুর বক্তে বকেব তর্পন কবব। বাক্ষসদেব কণ্টক এই ভীমকে বধ কবে আমি আমার ভাই ও বন্ধুব ঋণ থেকে মুক্ত হবো। অগস্ত্যমুনি যেমন মহাসুব বাতাপিকে খেয়ে হজম কবেছিলেন আমিও ভীমকে খেয়ে

হজম করে ফেলবো।

কির্মীর এ রকম আস্ফালন শুনে রাজা যুধিষ্ঠির বললেন, ইহা কখনো সম্ভব নয় বলে রাক্ষসকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন।

এমন সময় বীরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন দশ ব্যাস অর্থাৎ ৪০ হাত পরিধির একটি গাছকে উপড়ে তুলে তাকে পাতা শূন্য করলেন। অন্যদিকে অর্জুন তাঁর গাণ্ডীবে শর যোজনা করলেন। ভীম অর্জুনকে বারণ করে মেঘের ন্যায় গর্জন কারী রাক্ষসের দিকে ধেয়ে গিয়ে বললেন, দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও। একথা বলে ভীম কোমরে কাপড় বেঁধে হাতে হাত রগড়িয়ে ও দাঁতে দাঁত চেপে যমদণ্ডতুল্য সেই গাছ নিয়ে তার দিকে ছুটে গেলেন। এবং ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় সেই গাছটিকে সবেগে রাক্ষসের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। গাছটিও অনুরূপ আঘাত হানলো। কিন্তু রাক্ষস অবিচলিত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তখন রাক্ষস ভীমের উপর জ্বলন্ত কাঠ নিক্ষেপ করল। ভীমসেন তাঁর পায়ের আঘাতে ঐ কাঠকে রাক্ষসের দিকে ফিরে পাঠালেন। রাক্ষসও একটি গাছ তুলে যমদণ্ডের মত ভীমের দিকে ছুটে গেল। দুই অসুরে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হলো যেন বালি ও সুগ্রীবের যুদ্ধ। দুই বীরের পরস্পরের প্রতি নিক্ষিপ্ত গাছগুলি তাদের মাথায় পড়ে ছিন্ন-ভিন্ন হতে লাগল। এভাবে ভীমসেনের সঙ্গে রাক্ষস শ্রেষ্ঠ কির্মীর কিছুক্ষণ বৃক্ষ যুদ্ধ চললো।

অতঃপর রাক্ষস ভীমকে একটা পাথর তুলে আঘাত করল। সে আঘাতে ভীম জড়োবৎ হলেন, তাতে রাক্ষস ভীমের দিকে ছুটে গেল। তখন ভীম ও রাক্ষস স্ব স্ব নখ ও দাঁত দিয়ে পরস্পরকে ভয়ঙ্কর আঘাত করতে লাগলেন।

দুর্যোধননিকারাচ্চ বাহুবীর্য্যাচ্চ দর্পিতঃ।
কৃষ্ণানয়নদৃষ্টশ্চ ব্যবধর্ত বৃকোদরঃ ॥ (বন) ১১।৫৫

—দুর্যোধনের তিরস্কার নিজের বাহুবলের স্পর্দ্ধা ও দ্রৌপদীর নয়নের দৃষ্টি ভীমের বল বৃদ্ধি করতে থাকে।

ভীম অসহিষ্ণু হয়ে দুই বাহু দ্বাবা কির্মীকে জড়িয়ে ধরলেন। বাক্ষসও অনুরূপ ভীমকে ধবলে ভীম বলপূর্বক তাকে দূবে নিক্ষেপ কবলেন। অতঃপব দুই যোদ্ধা বাহুদ্বাবা পবস্পবকে নিস্পেষণ কবতে লাগল। তাবপব ভীম বলপূর্বক বাক্ষসকে উঠিয়ে তাব কোমব ধবে ফেলে বেগে ঘুবাতে থাকেন। বাক্ষস নিজেকে মুক্ত কবতে প্রাণপণ চেষ্টা কবতে লাগল। কিন্তু ভীম তাকে দড়ি দিযে যেমন পশুকে কষা হয, সেভাবে বাক্ষসকে কষতে লাগলেন। ফলে বাক্ষসেব দুই চোখ বেবিযে পড়ল। বাক্ষস দুর্বল হযে পড়েছে ভীম বুঝতে পেবে তাকে এমনভাবে ঘুবাতে থাকেন যে ফলে সে সংজ্ঞা হাবালো। তারপব রাক্ষসকে নিবীর্য দেখে দু হাতে তাকে জোবে আঘাত কবতে লাগলেন। অবশেষে দু হাতে তাব গলা টিপতে লাগলেন। তখন রাক্ষসেব শবীব জর্জব ও চোখ দুটো ঘূর্ণিত হওযায বিকট দেখাচ্ছিল। ভীম তাকে মাটিব উপব ঘুবাতে ঘুবাতে বললেন, পাপিষ্ঠ, এখন তুই যম লোকেও গিযে বক ও হিড়িম্বেব চোখেব জল মুছাতে পাববি না। (হিড়িম্ব-বকয়োঃ পাপ ন ত্বমশ্রুপ্রমার্জনম।) বাক্ষসেব দেহ প্রাণত্যক্ত হয়েছে বুঝে ভীমসেন তাকে ছাড়লেন।

পাণ্ডববা ভীমেব নানা গুণেব প্রশংসা কবতে কবতে আনন্দিত মনে দ্রৌপদীকে আগে বেখে দ্বৈত বনেব দিকে চলতে লাগলেন।

বনবাসকালে পাণ্ডবগণ যখন দ্বৈতবনে বাস কবছিলেন, তখন একদিন সন্ধ্যাবেলা সকলেই দুঃখিত চিত্তে উপবেশন কবেছিলেন। এমন সময দ্রৌপদী তাঁর লাঞ্চনাব কথা স্মবণ কবে যুধিষ্ঠিবকে উত্তেজিত করছিলেন এবং ক্ষমা বৃত্তি ত্যাগ কবে ক্ষাত্র তেজে উদ্বুদ্ধ হতে অনুবোধ কবছিলেন।

যুধিষ্ঠিব নানা ভাবে তাঁব ক্রোধ প্রশমিত কবতে চেষ্টা কবলে, ভীমেব ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। তিনি যুধিষ্ঠিবকে বললেন—ধর্ম, অর্থ ও কাম ত্যাগ কবে কেন আমবা তপোবনে বাস কবব? দুর্যোধন কপট উপায়ে আমাদেব বাজ্য ভ্রষ্ট কবেছেন। অর্জুনের দ্বাবা সুবক্ষিত বাজ্য আপনাব

অসাবধানতাব জন্য আমাদেব চোখেব সামনেই শত্রু হবণ কবেছে। আপনি ধার্মিক বলে খ্যাত। আপনার অভিলাষ পূর্ণ কববাব জন্যই আমবা বনবাস রূপ মহাসঙ্কটে পড়েছি। আপনাব জন্যই আমবা কৌরবদেব বধ কবিনি এবং সেজন্য আজ অবধি আমরা দুঃখ পাচ্ছি।

কৃষ্ণ, অর্জুন অভিমন্যু, সৃঞ্জয় বংশীয় বীরবা, নকুল. সহদেব এবং আমি—আমরা কেউই এই বনবাস পছন্দ করি না। (প্রথম পর্ব দ্রষ্টব্য।)

আপনি কেবল এটা ধর্ম, এটা ধর্ম এইরূপ বলে সর্বদা ব্রতই অনুষ্ঠান করছেন। আমাব আশঙ্কা হচ্ছে যে, আপনি হযত বৈবাগ্য বশতঃ সাহসহীন ক্লীবের ন্যায় জীবন যাপন কবছেন। (কচ্চিদ্ বাজন্ ন নির্বেদাপন্নঃ ক্লীব জীবিকাম্।) আপনি বুদ্ধিমান, দূবদর্শী ও শক্তিশালী পুরুষ। এটা ছাড়া আমাদেব পুরুষকাবেব কথাও আপনি জানেন' তথাপি আপনি দয়া পরবশ হযে নিজেব অনর্থ বুঝতে পারছেন না। আমবা সমর্থ হয়েও শত্রুব অপরাধ ক্ষমা কবছি। ফলে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রবা এতে আমাদেব দুর্বল মনে কবেছে। এটা আমাদেব পক্ষে ভযানক দুঃখেব কথা, এব চেয়ে যুদ্ধে মৃত্যু আমাদেব পক্ষে শ্রেয়ঃ। (অশক্তানিব মন্যন্তে তদ্ দুঃখং নাহবে বধঃ।) যুদ্ধ কবতে করতে যদি আমাদেব মৃত্যু হয়, তাতেও আমাদেব লাভ। কারণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যু হলে পবলোকে লাভ হবে।

সর্বথা কার্য্যমেতন্নঃ স্বধর্মমনুতিষ্ঠতাম্
কাঙ্ক্ষতাং বিপুলাং কীর্তিং বৈবং প্রতিচিকীর্ষতাম॥ (বন)
৫৩।১৯।

—আমবা ক্ষত্রিয়েব স্বধর্ম অনুষ্ঠান কবে শত্রুতাব প্রতিশোধ নিতে চাই এতে আমাদেব বিপুল যশই লাভ হবে। সুতবাং আমাদেব যুদ্ধ কবা উচিত।

আপনার অদূবদর্শিতায় সকলেব এই দুর্গতি ঘটেছে। আপনাব দিকে তাকিযে আমবা সব সহ্য করছি, বন্ধুদের দুঃখিত এবং শত্রুদেব

আনন্দিত কবছি। দুর্বলতা ত্যাগ করুন। পৌবজন আমাদেব অনুকূলে। আপনার ভ্রাতাদেব বীবত্ব কম নয়। আমাব গদাব আঘাত কে সহ্য কবতে পাববে? শুধু ধর্মেব দোহাই দিয়ে ক্লীবেব মত ঘৃণ্য জীবন যাপন করা কি উচিত? যাতে নিজেব ও মিত্রদেব দুঃখ হয়, তা ধর্ম নয়।

সর্বথা ধর্মমূলোঽর্থো ধর্মাচার্থ পবিগ্রহ ঃ।
ইতরেতবযোনীতৌ বিদ্ধি মেঘোদধী যথা॥ (বনঃ)
৩৩।২৯

—ধর্মেব মূল যেমন অর্থ, তেমনি অর্থেব মূল হলো ধর্ম। যেমন মেঘ এবং সমুদ্র পরস্পবেব পবিপোষক, তেমনি ধর্ম ও অর্থ পরস্পরের পবিপূরক।

বাজন, আপনাব বুদ্ধি ব্রাহ্মণেব ন্যায়, ক্ষত্রিয়েব ন্যায় নয়। স্বযং মনু বলেছেন—অন্যাযকাবীকে ক্ষমা কবতে নেই। আমাদেব ন্যায় ব্যক্তিদেব বিশেষ কবে দ্রৌপদীব পক্ষে অজ্ঞাতবাস সম্ভব নয়।

কামং পূর্বে ধনং মধ্যে জঘন্যে ধর্মমাচরেৎ।
বযস্যনুচবেদেবমেষ শাস্ত্রকৃতো বিধি॥ (বন) ৩৩।৪১

—আয়ুকে ভাগ কবে পূর্বে কাম, মধ্যে ধন এবং সাযাহ্নে ধর্ম চর্চা কববে—এটাই শাস্ত্রবিধি।

দান, যজ্ঞ, সাধুগণেব পূজা বেদধ্যযন ও সবললতা—এইগুলি ইহলোক ও পবলোকে পবম এবং প্রবল ধর্ম। যদি অন্য সব গুণও মানুষের মধ্যে বর্তমান থাকে, তথাপি ধনহীন সেই মানুষেব দ্বাবা ঐ সব ধর্মানুষ্ঠান কখনই সম্ভবপব নয।

ধর্মমূলং জগদ্ বাজন্ নান্যদ্ বিশিষ্যতে।
ধর্মচার্থেন মহতা শক্যো বাজন্ নিষেধিতুম॥ (বন)
৩৩।৪৮

—হে বাজন ধর্মই সমস্ত জগতেব মূল, ধর্মেব চেয়ে উৎকৃষ্ট কিছুই নেই। সেই ধর্ম আবার প্রচুব ধন থাকলেই অনুষ্ঠান কবা সম্ভব।

সেই অর্থ কখনও ভিক্ষা বা ক্লীবতার দ্বাবা অথবা যেমন ধর্মবুদ্ধিব দ্বাবা লাভ করা সম্ভব নয়। দানশীলতাব ন্যায় উদারতাই মনীষী বিদ্বানরা ক্ষত্রিয়েব শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলেছেন ঃ

স্বধর্মং প্রতি পদ্যস্ব জহি শত্রূন্ সম্যগতান্।
ধার্ত্তবাষ্ট্রবলং পার্থ পার্থ ময়া পার্থেন নাশয়॥ (বন)
৩৩।৫২

—স্বধর্মকে গ্রহণ করুন। সমাগত শত্রুদের সংহাব করুন। হে পার্থ আমার ও অর্জ্জুনেব দ্বাবা ধৃতরাষ্ট্রেব পুত্ররূপী বন বিনষ্ট করুন।

অর্জ্জুনেব ন্যায় ধনুর্দ্ধাবী যোদ্ধা যেমন কখনও হয়নি বা হবে না, তেমনি আমাব ন্যায় গদাধাবী যোদ্ধাও জগতে হয়নি বা হবে না। এইভাবে ভীম নানা প্রকাবে যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে উত্তেজিত কবতে চেষ্টা কবেন।

ভীমেব উপবোক্ত উক্তি ও যুক্তি তাঁব পৌরুষই কেবল প্রকাশ কবেনি, শাস্ত্র ও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁব যথেষ্ট জ্ঞানেব পবিচয়ও পাওয়া যায়। এখানে ভীম চবিত্রের এক অপরূপ ছবি কবি এঁকেছেন। অন্যায়ভাবে লাঞ্ছিত ও অপমাণিত বীব হৃদয়ের করুণ আকুতি ও আবেগ কবি প্রকাশ কবেছেন ভীমেব মুখে।

যুধিষ্ঠির ধর্ম ও নীতি কথাব মাধ্যমে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালনেব স্থির প্রতিজ্ঞা জানালেন। (যুধিষ্ঠিব চবিত্র দ্রষ্টব্য) দুঃখিত ভীমসেন যুধিষ্ঠিবকে পুনবায় উদ্দীপিত করতে বললেন—তেব বৎসব পর্যন্ত যদি আমরা অপেক্ষা কবি, তবে ঐ কাল আমাদের মৃত্যুর নিকট নিয়ে যাবে। মৃত্যুব পূর্বেই আমাদের বাজ্য লাভেব চেষ্টা করা উচিত। আপনাব প্রিয় কববাব অভিলাষে জননী কুন্তী ও আমরা চার ভাই ও দ্রৌপদী জড ও মূকেব ন্যায বয়েছি। আপনি যে আমাদেব অজ্ঞাত-বাসের সময় লুকিয়ে বাখতে চাচ্ছেন, তাতে মনে হয় আপনি এক মুষ্টি তৃণেব দ্বাবা পর্বতকে ঢাকতে চাচ্ছেন। (তৃণানাং মুষ্টি নৈকেন হিমবন্তঞ্চও পর্বতম্।)

সমস্ত পৃথিবীতে যিনি বিখ্যাত সেই আপনাব পক্ষে অজ্ঞাতবাস, আকাশে সমুদিত সূর্যের পক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকার ন্যায় অসম্ভব। বৃহৎ শাল বৃক্ষের ন্যায অথবা শ্বেতবর্ণ গজবাজের ন্যায় এই অর্জুন কেমন কবে অজ্ঞাত বাস কববে? সিংহের ন্যায় পবাক্রমশালী আমার কনিষ্ঠ দুই ভাই নকুল ও সহদেব কি ছদ্মবেশে অজ্ঞাতবাস কববে? দ্রৌপদীই বা কেমন কবে অজ্ঞাতবাস করবে? আমাকেও বাল্যাবস্থা হতেই সকল প্রজা জানে। সুতবাং মেরু পর্বতেব ন্যায আমাব পক্ষে অজ্ঞাত ভাবে বাস করা সম্ভব না। আমাদেব অন্বেষণ কববাব জন্য তাবা চারিদিকে বহু গুপ্তচর নিয়োগ কববে এবং সেইসব গুপ্তচব আমাদেব পবিচয জানতে পেবে দুর্যোধনকে বলবে—এটা আমাদেব পক্ষে অত্যন্ত ভযেব কাবণ হবে।

অস্তি মাসঃ প্রতিনিধির্যথা প্রাহুর্মনীষিণঃ।
পুতিকামিব সোমস্য তথেদং ক্রিয়তামিতি॥ (বন)

৩৫।৩৩

—মনীষীরা বলেছেন—মাস সংবৎসরেব প্রতিনিধি। যজ্ঞাদি-ব্যাপারে এইরূপেই গণনা করা হয। যেমন পুঁই শাক সোমলতাব প্রতিনিধি। তেমনি মাসকেও সংবৎসবেব প্রতিনিধি বলে স্বীকার করে নিন।

বাজন, আপনি শত্রু বধের জন্য প্রস্তুত হোন।

ভীম বেশ বিচক্ষণ, অগ্রজ যুধিষ্ঠিব প্রতিজ্ঞা পালনে অটল। তাই প্রযোজনে চমৎকার যুক্তি দিযে ধর্মেব বিশ্লেষণ কবে যুধিষ্ঠিবকে যুদ্ধে প্রবোচিত কবতে চেষ্টা কবেছেন।

যুধিষ্ঠিব আপন প্রভাবে ভীমকে শান্ত কবেন। সবল হৃদয় ভীম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব অত্যন্ত অনুগত। তাই অপমানেব প্রতিশোধ নেবাব ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি নীববে সহ্য কবে চলেছেন অন্তবেব জ্বালায দগ্ধ হযেও। তিনি অপব একদিন দুঃখেব সঙ্গে বলেছিলেন—

ভবতো দ্যূতদোষেণ সর্বে বয়মপপ্লুতাঃ।

অনীহা পৌরষাদ্ রাজন্ বলিভির্বলত্তরাঃ ॥
ক্ষত্রধর্মং মহারাজ ত্বমেবেক্ষিতুমর্হসি ।
ন হি ধর্মো মহারাজ ক্ষত্রিয়স্য বনাশ্রয়ঃ ॥ (বন)
৫২।১৩-১৪

—আপনার দ্যূতাসক্তির দোষেই আমাদের সকলের এই লাঞ্ছনা। আমরা অধিকতর বলবান্ ও পৌরুষ যুক্ত হয়েও শত্রুদের চক্রান্তে অসহায় অবস্থায় পড়েছি। মহারাজ, আপনি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অবলম্বন করুন। বনবাস ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়।

এবারও যুধিষ্ঠির তাঁকে স্তোক বাক্যে শান্ত করেন।

মধ্যম পাণ্ডব ভীম প্রকৃত বীর। তাঁর উপরোক্ত আবেগ আকিঞ্চন বীরের মতই। ভীমকে 'Restive horse' এর সঙ্গে তুলনা করা যায়। Restive horse-এর যেমন উদ্দাম গতিতে ছোটাই প্রকৃতি—রাশের টান সহ্য করতে না পেরে ছটফট করে। ভীমসেনও তেমনি প্রতিপক্ষকে নিষ্পেষিত করতে চাইলে অগ্রজের বার বার প্রতিবন্ধকতায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠতেন।

ভীম পুনরায় বলছেন :—

যদ্যস্মান্ ন মহারাজ কৃপণান্ কর্তুমিচ্ছসি ।
যাবজ্জীবমবেক্ষস্ব বেদধর্মাংশ্চ কৃৎস্নশঃ ॥ (বন) ৫২।৩৩

—মহারাজ, আপনি যদি আমাদের যাবজ্জীবন ক্ষুদ্র করে রাখবার ইচ্ছা না করেন, তবে বেদোক্ত সমস্ত ধর্মরই পর্য্যালোচনা করুন।

ভীম "শঠে শাঠ্যং" নীতি অবলম্বন করতে আবেদন করলেন। তিনি আরও বললেন, আগুন যেমন শুষ্কবন দগ্ধ করে, তেমনি আপনি অনুমতি করলে, আমি সর্ব শক্তি দিয়ে মূঢ় দুর্যোধনকে সংহার করব। অতএব আপনি আমাকে অনুমতি দিন।

উপরোক্ত আবেগ পূর্ণ আবেদন নিবেদনে ভীম যেমন শরীরে উৎকর্ষতা তেমনি মনের উৎকর্ষতারও প্রমাণ রেখেছেন। বেদাদি শাস্ত্রেও যে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, আমরা এখানে তার প্রমাণ পাচ্ছি।

মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে ৩৩ হতে ৩৬ অধ্যায় বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। এই কয়টি অধ্যায়ে অগ্রজ ও মধ্যম পাণ্ডবের চরিত্রের বিশেষ প্রভাবগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মহাবলশালী পবন নন্দর সবই অস্থির ও উদ্দাম। বনবাসের কৃচ্ছ্র তাঁকে অসহিষ্ণু করে তুলেছে। তাঁরা পাঁচ ভাই ও বন্ধু রাজন্যবৃন্দ অমিত বিক্রমের অধিকারী। তবু তাঁরা সেই দুষ্ট চক্রান্তকারী শত্রুদের অধিকার মেনে নিযে রাজ্যসুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য থেকে দীর্ঘ বৎসর বঞ্চিত থাকবেন। ভ্রাতৃবৎসল হয়েও এ জন্য ভীম অগ্রজকে আঘাত করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। বাক্যবাণে জর্জরিত করে তিনি ঐ বন্ধন ভাঙবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে তিনি জয় করতে ব্যর্থ হলেন।

সেই ধীর স্থির মহান পুরুষটি ভীমের বাক্যে দুঃখিত হলে ব্যথা পেলেন, কিন্তু বিন্দুমাত্র অসহিষ্ণু দেখাননি। ররং তিনি ভীমকে বোঝালেন প্রকৃত পরিস্থিতি। তিনি বললেন—

এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি ভারত।
ইদমন্যৎ সমাদৎস্ব বাক্যং মে বাক্যকোবিদ॥ (বন) ৩৬।৫

—হে মহাবাহু, ভরতকুলতিলক বাক্য বিশারদ ভীম, তোমার কথা একদিকে ঠিকই, কিন্তু অন্য দিক দিয়ে আমার কথার ও সমাদর করতে চেষ্টা কর। তিনি বললেন, দুঃসাহসের সঙ্গে মানুষ মহাপাপজনক কাজ করলে, পরে তা দুঃখের কারণ হয়। অন্যদিকে সুন্দর ভাবে মন্ত্রণা করে বিশেষ চিন্তা করে নিজ বিক্রমে যদি কাজ করা হয়, তবে সেই কাজ সুখের হয়। দৈবও তার সহায় হয়।

যত্তু কেবলচাপল্যাদ বলদর্পোত্থিতঃ স্বয়ম্।
আরব্ধব্যমিদং কার্য্যং মন্যসে শৃণু তত্র মে॥ (বন) ৩৬।৮

—কেবলমাত্র চাপল্য বশতঃ ও বলের দর্প বশতঃ যে কাজ করা উচিত মনে হওয়াতেই তা করা হয় সেই সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শোন।

তখন যুধিষ্ঠির বোঝাতে লাগলেন,—ভূরিশ্রবা, শল্য, ভীষ্ম, দ্রোণ,

কর্ণ, অশ্বত্থামা ও দুর্যোধন শত ভ্রাতা সকলেই অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী। যে সব নৃপতিদের আমরা জয় করে উত্থাপিত করেছি, এখন তারা সকলেই দুর্যোধনের পক্ষ নিয়েছে। এবং সকলেই তার প্রতি প্রীতি ভাবাপন্ন। দুর্যোধনের মঙ্গল করতে তারা সকলেই তৎপর। পূর্ণবল ও পূর্ণ কোষ নিয়ে তারা দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করবে। তিনি আরও বোঝালেন যে কৌরব সেনা বাহিনীকে ও অমাত্যগণকে উপভোগের সমস্ত রকম সামগ্রী দিয়ে তাদের পরিতুষ্ট রাখা হয়েছে। দুর্যোধন এসব যোদ্ধাদের বিশেষ সম্মান করে। সুতরাং তারা দুর্যোধনের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্য আমাদের সমদৃষ্টিতে দেখেন, তবু তাঁরা দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করবেন। কেননা তার অন্নে তাঁরা পুষ্ট। অতএব অন্নের ঋণ মুক্ত হবার জন্য তাঁরা প্রাণপাত করবেন আমার বিশ্বাস। স্বয়ং ইন্দ্রও তাঁদের জয় করতে পারেন না। আমাদের প্রতি সর্বদা ঈর্ষা পরায়ণ কর্ণ কুণ্ডল কবচে আবৃত এবং অবধ্য। এসব বরেণ্য বীরবৃন্দকে জয় না করে সহায় সম্বলহীন তুমি দুর্যোধনকে জয় করতে পারবে না। সূতপুত্র কর্ণের হাতের ক্ষিপ্রতা তোমার অবিদিত নয়। তার চিন্তায় রাত্রে আমার ঘুম হয় না।

রাজা যুধিষ্ঠিরের উপরের প্রতিবেদনে বীর ভীম বুঝতে পারলেন দুর্যোধনকে পরাজিত করা তেমন সহজ নয়।

যুধিষ্ঠির আপন দলের সহায় সম্পদ ও শত্রু শিবিরের সহায় সম্পদ বিবেচনা করে ভীমের হঠকারিতায় প্রশ্রয় দিলেন না। তাঁর মতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ রূপ পাপ কাজ করে কেবল ভীম ও অর্জুনের বলের উপর নির্ভর করে দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সুমন্ত্রণা ও সুচিন্তার কাজ হবে না। ফলে তা অধিকতর কষ্টের কারণ হবে। যুধিষ্ঠির শুধু ধীর নয়। তাঁর দৃষ্টিও সুদূর প্রসারিত ছিল। যার অভাব ছিল ভীমের মধ্যে। তাঁর বুদ্ধি বিবেচনা স্থূল তাঁর আকারের মত। তাঁর দুর্দান্ত বেগ ছিল। কিন্তু সব দিক বিচার করার সহিষ্ণুতা ছিল না।

পাণ্ডব ভ্রাতাদেব ও দ্রৌপদীব অতি প্রিয় অর্জুন দিব্যাস্ত্র লাভেব জন্য স্বর্গলোকে গিয়েছেন। যুধিষ্ঠিব তখন অন্যান্যদেব সঙ্গে কাম্যক বনে অবস্থান করছিলেন। অর্জুনেব অভাবে সকলে তখন ব্যথাতুব ও বিষণ্ণ। এ অবস্থায় ভীম পুনবায় খেদ ও ক্ষোভে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহাবাজ আপনাব আদেশে অর্জুন অস্ত্রলাভের জন্য তপস্যা কবতে গিয়েছে। তাব মধ্যেই পাণ্ডবদেব প্রাণ রযেছে (পাণ্ডু পুত্রাণাং যস্মিন প্রাণাঃ প্রতিষ্টিতাঃ)। সে বিনষ্ট হলে শুধু পাণ্ডবরা নয় পাঞ্চালগণ সাত্যকি ও কৃষ্ণ বিনষ্ট হবে। (সাত্যকি, বাসুদেবশ্চ বিনশ্যেযুর্ণ সংশযঃ)। এ ব্যাপাব খুবই কষ্ট সাধ্য জেনেও অর্জুন আপনাব আদেশে তপস্যার জন্য গেছে। ইহা হতে অধিকতর দুঃখ আব কি আছে? তাব বাহুবলেব উপব নির্ভব কবে আমবা মনে কবছি আমবা শত্রুদেব নিধন কবে বাজ্য ফিবে পাব। দ্যুত সভায় অর্জুনেব পবামর্শে আমি শকুনি সহ ধৃতরাষ্ট্রেব সমস্ত পুত্রদেব বধ কবিনি। আমবা বাহুবলেব অধিকাবী ও কৃষ্ণ বক্ষিত হযেও কেবল আপনাবই জন্য এ ক্রোধ দমন বেখেছি। কৃষ্ণেব সঙ্গে একত্র হয়ে কর্ণ প্রভৃতি বধ কবে আমবা সমগ্র পৃথিবীব অধীশ্বব হতে পাবতাম। আমরা পৌরুষ শূন্য নয় এবং বলবান সহায়কও আছে। কেবল মাত্র আপনার দ্যূত ক্রীডাব দোষে সকলে বনে কষ্ট ভোগ কবছি। ভীম পুনবায় তাঁব পুর্বোক্ত যুক্তি দিয়ে যুধিষ্ঠিবকে যুদ্ধের জন্য উদ্বদ্ধ কবতে চেষ্টা কবলেন। ভীম যুধিষ্ঠিবকে লক্ষ্য কবে বললেন, আপনি যদি আমাদের চিবকালেব জন্য ক্ষুদ্র কবে বাখতে ইচ্ছে না কবেন তবে বেদোক্ত ধর্ম বিশ্লেষণ করুন। শঠেব সঙ্গে শঠতাই ধর্ম।

ধীমান যুধিষ্ঠিব অসহিষ্ণু ভাইয়েব মস্তক আঘ্রাণ কবে বললেন, ত্রযোদশ বৎসব পূর্ণ হলে পর তুমি নিশ্চয় অর্জুনেব সঙ্গে মিলিত হয়ে দুর্যোধনকে বধ কববে। শঠতা না কবেও দুর্যোধনকে তাব অনুগামীদেব সঙ্গে বধ কবতে পাববে।

দিব্যাস্ত্র সংগ্রহেব জন্য অর্জ্জুন দেবলোকে গেলে, তাঁব অনুপস্থিতিতে

পাণ্ডবরা কাম্যক বন ত্যাগ কবে লোমশ মুনির সঙ্গে নানা তীর্থ পর্যটনে গেলেন। পুরোহিত ধৌম্যও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। অতঃপব তাঁবা অর্জুনের প্রতীক্ষায় বদবিকাশ্রমে অপেক্ষা কবছিলেন। তাবপব তাঁরা উত্তর দিকে গেলেন। লোমশ মুনি তাঁদের তার দুর্গমতার কথা জানালেন। তিনি আবও বললেন যে অসংখ্য যক্ষ, রাক্ষস ইত্যাদি এখানে বাস করে। অগ্নিহোত্র ও তপস্যাব প্রভাবেই সেখানে যাওয়া সম্ভব। সব শুনে যুধিষ্ঠিব ভীমকে বললেন, তিনি, নকুল ও লোমশ মুনি গন্ধমাদন পর্বতে যাবেন। ভীম যেন অন্যান্যদেব নিয়ে হবিদ্বাবে অপেক্ষা কবেন।

কিন্তু ভীম যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি সকলকে নির্বিঘ্নে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়ে দিতে সাহায্য কববেন। কাবণ সকলেই অর্জুনকে দেখতে উৎসুক। অবশেষে ভীমের উৎসাহে এবং পাণ্ডববা কুলিন্দরাজ সুবাহুব রাজ্য অতিক্রম করে মহর্ষিদেব সঙ্গে গন্ধমাদন পর্বতে গেলেন।

একদিন উত্তবপূর্ব দিক থেকে বায়ু দ্বাবা সঞ্চালিত একটি সহস্রদল পদ্ম দেখে দ্রৌপদী পদ্মটির খুবই প্রশংসা কবেন এবং পদ্মটি তিনি যুধিষ্ঠিবকে দেবাব ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঐরূপ আরও কয়েকটি পদ্ম, তিনি কাম্যক বনে নিয়ে যাবার জন্য সংগ্রহ কববাব জন্য ভীমকে অনুরোধ কবেন।

ভীম গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হলেন। পথে তিনি অনেক হিংস্র জন্তুর সম্মুখে পড়েন। অবশেষে তিনি গন্ধমাদন পর্বতেব সানুদেশে সুবিস্তৃত কদলী বনে প্রবেশ কবলেন। সেই বনের ভিতব একটি সবোবরে সেই জাতীয় অসংখ্য পুষ্প দেখে তিনি সেই সরোবরে অবগাহন কবলেন। তারপর বহুক্ষণ জলক্রীড়া করে তিনি তাল ঠুকে শঙ্খধ্বনি কবলেন। সেই শব্দ শুনে পর্বত গুহাব সুপ্ত সিংহরাও গর্জন করে উঠল। এবং সিংহনাদে ভীত হয়ে হস্তীব দলও উচ্চরব করতে লাগল। সেই দেশ হতে উর্ধ দেশে যাত্রা করলে ভীমের

অমঙ্গলেব আশঙ্কা আছে মনে কবে তাঁব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পবন নন্দন হনুমান পথ বন্ধ কবে শয়ন কবে বইলেন।

ভীম প্রশ্ন কবলেন—

কো ভবান্ কিং নিমিত্তং বা বানবং বপুবাস্থিতঃ।

ব্রাহ্মণানন্তবো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়স্তাং তু পৃচ্ছতি॥ (বন) ১৪৭।২

আপনি কে ? কেনই বা এই বানব দেহ ধাবণ কবে এখানে অবস্থান করছেন ? আমি ব্রাহ্মণেব পববর্ত্তী ক্ষত্রিয জাতি। আমি আপনাকে আপনাব পবিচয জিজ্ঞেস করছি।

হনুমান বললেন, আমি বানব, তোমাকে পথ ছেড়ে দেব না। ভাল চাও তো নিবৃত্ত হও। নতুবা তোমাব মৃত্যু হবে। উভয়েব মধ্যে বচসা স্থরু হয়। অতঃপব হনুমান তাঁকে বললেন, তুমি আমাকে ডিঙ্গিযে যাও।

ভীম বললেন, নির্গুণ পরমাত্মা দেহ ব্যাপ্ত কবে আছেন। আমি তাঁকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পাবি না। নতুবা হনুমান যেমন সাগব লঙ্ঘন কবেছিলেন, সেইরূপ আমিও তোমাকে লঙ্ঘন কবতে পাবতাম। হনুমান প্রশ্ন কবলেন কে সেই হনুমান ?

ভীম উত্তব দিলেন—

স মে ভ্রাতা মহাবীর্য্যস্তল্যোঽহং তস্য তেজসা।

বলে পবাক্রমে যুদ্ধে শক্তোঽহং তব নিগ্রহে॥

(বন) ১৪৭।১৩

—সেই মহাবীর্যশালী হনুমান আমার ভ্রাতা। আমি তেজস্বিতায়, বলে, পবাক্রমে ও যুদ্ধে তাঁবই তুল্য। স্থতবাং আমি তোমাব নিগ্রহে সমর্থ।

হনুমান বললেন যে তাঁব উঠবাব শক্তি নেই। তিনি ব্যাধিগ্রস্ত, ভীম ইচ্ছা করলে তাঁকে লঙ্ঘন কবে যেতে পাবেন। ভীম সর্বশক্তি প্রয়োগ কবেও হনুমানের লাঙ্গুল নাডতে পাবলেন না। তখন ভীম সবিনয়ে বললেন—

প্রসীদ কপিশার্দূল দুরুক্তং ক্ষম্যতাং মম ॥
সিদ্ধো বা যদি বা দেবো গন্ধর্বো বাথ গুহ্যকঃ ।
পৃষ্টঃ সন্ কাম্যয়া ব্রূহি কস্ত্বং বানররূপধৃক্ ॥

(বন) ১৪৭।২৫-২৪

—আপনি প্রসন্ন হন। আমার দুর্বাক্যকে ক্ষমা করুন। স্বেচ্ছায় বানররূপ ধারণ করে কে আপনি দেবতা, সিদ্ধ, যক্ষ, বা গন্ধর্ব আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন ? আমি জিজ্ঞেস করছি, আপনি আপনার পরিচয় দিন।

হনুমান আত্মপরিচয় দিয়ে ভীমকে উপদেশ দিলেন। ভীমও সেই উপদেশাবলী শুনে কৃতার্থ হলেন। ভীম বললেন—

মত্তো ধন্যতরো নাস্তি যদার্য্যং দৃষ্টবানহম্ ॥ (বন) ১৪৯।১

—আমার চেয়ে ভাগ্যবান কেউ নেই। কারণ আমি আজ পূজ্য আপনার দর্শন পেয়েছি।

হনুমান বললেন, ভীম যদি ইচ্ছা করেন তবে তিনি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের বিনাশ ও হস্তিনাপুর ধ্বংস করতে পারেন। ভীম উত্তরে বললেন, আপনার প্রসাদে আমরা শত্রু জয় করবই।

হনুমান বললেন, ভীম যখন যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহনাদ করবেন, তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলাবেন। তিনি অর্জুনের ধ্বজের উপর বসে ভীষণ নিনাদ করে শত্রুদের সন্ত্রস্ত করবেন। ভীমকে এই আশ্বাস দিয়ে হনুমান অন্তর্হিত হলেন।

ভীম গন্ধমাদনের উপর দিয়ে হনুমানের প্রদর্শিত পথে যাত্রা করলেন। কুবেরের পুষ্করিণী হতে পদ্ম তুলতে গেলে পুষ্করিণী রক্ষক রাক্ষসদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। কারণ রাক্ষসরা তাঁকে জানিয়ে ছিল এই সরোবর যক্ষরাজ কুবেরের প্রিয় ক্রীড়াস্থল। এখানে মরণশীল মানুষ বিচরণ করতে সমর্থ নয়। দেবর্ষি, যক্ষ ও দেবতারা কুবেরের অনুমতি নিয়ে এখানে এসে সরোবরের জল পান করেন এবং তীরে বিহার করেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরারাও এখানে বিহার করেন।

উত্তরে ভীম বললেন --

ন হি যাচন্তি রাজান এষ ধর্মঃ সনাতনঃ।

ন চাহং হতুমিচ্ছামি ক্ষাত্রধর্মং কথঞ্চন ॥ (বন) ১৫৪।১০

—ক্ষত্রিয়রা কখনো কারো কাছে যাচ্ঞা করেন না। এটাই হলো ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম। সুতরাং আমি কোন প্রকারে ক্ষাত্রধর্ম পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক নই।

ভীমের এই উক্তি হতে ক্ষাত্র ধর্মের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভীম রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে শতাধিক রাক্ষসকে নিহত করেন। অন্যরা সকলে কৈলাস পর্বতে পালিয়ে গেল। ভীম তখন নদীতে অবতরণ করে অমৃত তুল্য জল পান করলেন এবং পদ্মতরু উৎপাটিত করে অনেক পদ্ম সংগ্রহ করলেন। দ্রৌপদীকে সেই পদ্ম দিয়ে তুষ্ট করলেন।

উদ্বিগ্ন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ভ্রাতাদের নিয়ে সেই জায়গায় উপস্থিত হয়েছিলেন। সকলে মিলে নরনারায়ণ স্থান বদরিকাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। সেই স্থানে বক রাক্ষস ও হিড়িম্ব রাক্ষসের সুহৃৎ জটাসুর ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হয়ে ভীম ও তাঁর পুত্র ঘটোৎকচের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে এবং পাণ্ডবদের অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে প্রস্থান করেন। পথিমধ্যে ভীম অসুরকে দেখতে পেলেন। ক্রুদ্ধ ভীম বললেন—

হে পাপী রাক্ষস, যখন তুই আমাদের অস্ত্রগুলি পূর্বে পরীক্ষা করে দেখছিলি, তখনই আমি তোকে চিনতে পেরেছিলাম। মৃত্যুর কাল পরিপক্ক না হলে তাকে বধ করা যায় না। এজন্য তোকে বধ করা সম্ভব হয়নি। (অপকস্য চ কালেন বধস্তব ন বিদ্যতে।)

নকুল সহদেব তাঁকে সাহায্য করতে রাক্ষসের দিকে ধাবিত হলে তিনি তাঁদের বললেন—আমি একাই একে বধ করতে পারবো। তোমরা দাঁড়িয়ে দেখো, অতঃপর ক্রুদ্ধ ভীম বাহুবলে

সন্দষ্টৌষ্ঠং বিবৃত্তাক্ষং ফলং বৃক্ষাদিব চ্যুতম্।
জটাসুরস্য তু শিরো ভীমসেনবলাদ্ধৃতম্॥ (বন)
১৫৭।৭১

—বৃক্ষ হতে বৃন্তচ্যুত ফলেব ন্যায় ভীমসেনেব বলে বিচ্ছিন্ন -জটাসুবেব মস্তকটি ছিন্ন হয়ে ভূপতিত হল। তখন অসুবের ওষ্ঠ দাঁতেব দ্বাবা সন্দষ্ট এবং চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত ছিল।

গন্ধমাদন পর্বতে আষ্টিসেনেব আশ্রমে পাণ্ডববা বাস করা কালীন একদিন পর্বত শিখর হতে সুগন্ধ পুষ্পে গ্রথিত বহু মনোবম মালা এসে পাণ্ডবদেব সামনে পড়ল। পাণ্ডবদেব সঙ্গে দ্রৌপদী পাঁচ প্রকার পুষ্পে গ্রথিত দিব্য পুষ্প গুলি দেখলেন। একদিন তিনি নির্জনে ভীমকে বললেন। তোমাব ভ্রাতা অর্জুন খাণ্ডববন দাহন কালে গন্ধর্ব নাগ, বাক্ষস ও ইন্দ্রকেও নিবারণ কবেছিলেন। বহু মায়াবী বাক্ষস তখন তাঁব হাতে নিহত হয়েছে এবং সেজন্য তিনি গাণ্ডীব ধনুও পেয়েছিলেন। তুমি এ স্থানেব রাক্ষসদের তাড়িয়ে দাও। আমি তা দেখতে চাই। তাহলে তোমার সুহৃদবা সকলে ভয় ও মোহ শূন্য হয়ে ঐরূপ বিচিত্র মালা বিশিষ্ট মঙ্গলময় ঐ পর্বত শিখর দেখতে পাববে। অনেক দিন হতে আমি মনে করেছি তোমার বাহুবলে রক্ষিতা হয়ে আমি ঐ পর্বত শিখব দেখব।

মহাবৃষ যেমন প্রহাব সইতে পাবে না। ভীমও সেইরূপ দ্রৌপদীর এই বাক্য সহ্য কবতে পারলেন না। তিনি সশস্ত্র হয়ে পর্বত শৃঙ্গে উঠলেন। পথে বহু যক্ষ বাক্ষস ও গন্ধর্ব তাঁকে বাধা দিতে এসে অনেকে প্রাণ হারালো বাকী সকলে পালিযে গেল। তখন কুবের সখা মণিমান নামক মহাবল বাক্ষস তাঁকে প্রবল ভাবে বাধা দিতে এসে প্রাণ হাবালো তাঁব গদাঘাতে।

দ্রৌপদীব উপবোক্তি ভীমেব বীবত্বেব প্রতি পরোক্ষে কটাক্ষ। তাঁর অভিমান প্রজ্জ্বলিত হলো, তাঁব পৌরুষে যেন আঘাত করা হয়েছে।

ভীম দ্বিতীয়বাব রাক্ষসদের বধ কবছেন শুনে কুবেব ক্রুদ্ধ হয়ে

পুষ্পক বথে গন্ধমাদন পর্বতে এলেন। পাণ্ডববা দেবতাদেব প্রিয় কার্য কববেন শুনে সন্তুষ্ট হলেন। যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব কুবেরের সামনে নিজেদের অপরাধী মনে কবে কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়িযে রইলেন। ভীম খড়্গাও ধনুর্বাণ হাতে নিযে কুবেবকে দেখতে লাগলেন।

কুবেব ভীমকে তাঁব কৃত কর্মেব জন্য প্রশংসা কবে জানান, তাঁকে দেখে তিনি অগস্ত্য মুনিব শাপ মুক্ত হযেছেন।

এই ঘটনাব পব অর্জুন দেবলোক হতে প্রত্যাগমন করেন। অতঃপব একদিন ভীম যুধিষ্ঠিবকে বললেন তাঁদের বনবাসের এগাব বছব অতিক্রান্ত হয়েছে। তাঁব প্রতিজ্ঞাকে সত্যে পবিণত কববার জন্য এবং আপনাব প্রিয কবতে ইচ্ছুক হযেই আমরা এতদিন পর্যন্ত অনুচববর্গেব সঙ্গে দুর্যোধনকে বধ কবতে বন ছেড়ে যাইনি। আমরা সুখী হবাব যোগ্য হলেও দুর্যোধন আমাদেব সুখ কেড়ে নিয়েছিল। এখন আমবা দুর্যোধনের নিকটবর্তী স্থানে বাস কবে তাকে প্রলোভিত কবব এবং তারপব দূবে কোন দেশে গিযে বাস করব, তাহলে দুর্যোধন জানতে পাববে না। ভীমেব পরামর্শে যুধিষ্ঠিববা গন্ধমাদন পর্বত হতে বদবিকাশ্রম সুবাহু নগব ও বিশাখা যূপেব মধ্য দিযে সবস্বতী নদীব নিকটে দ্বৈতবনে প্রবেশ করেন।

ভীম মৃগযার উদ্দেশ্যে সেই বনে ববাহ, মহিষ প্রভৃতিকে নিজের বাহুবলে বধ করতেন। বাণেব দ্বারা বহু মৃগকে বিদ্ধ কবতেন। এমন কি দন্তযুক্ত বড় বড় সিংহকে চপেটাঘাতেই ভীম বধ করতেন। ভীমেব গর্জনে মহাবল সিংহ ও হস্তী সমূহ পর্বত গুহা ও বন ছেড়ে পলায়ন কবত। ভীমেব আগমন শব্দে গুহাশ্রিত সর্পগুলি ভীত হযে বেগে পালাতো। ভীম এইভাবে বনে বিচবণ কবছিলেন। এমন সময মহাকায় এক সর্প তাঁকে বেষ্টন কবে ধবল। ঐ অজগবেব স্পর্শে ভীমেব সংজ্ঞা লোপ পেল। ভীম মহাশক্তিশালী হযেও নিজেকে মুক্ত করতে পারলেন না। সর্প বহুকাল ক্ষুধার্ত তাঁকে ভক্ষণ কববেন বলে ভয় দেখাতে থাকেন। সেই সর্প ছিল শাপগ্রস্ত রাজর্ষি নহুষ।

যুধিষ্ঠিরকে দেখবার উদ্দেশ্যে তিনি ভীমকে ধরেছিলেন।

ভীম নিজেকে সর্প বন্ধন হতে মুক্ত করতে না পেরে বলেছিলেন —

দৈবং পুরুষকারেণ কো বঞ্চয়িতুমর্হতি।

দৈবমেব পরং মন্যে পুরুষার্থো নিরর্থকঃ॥ (বন) ১৭৯।২৭

—কোন ব্যক্তি পুরুষকারের দ্বারা দৈবকে বঞ্চনা করতে পারে? সুতরাং দৈবকেই আমি বলবান মনে করি। সেখানে পুরুষার্থ নিরর্থক।

আজ আমি দৈব বলেই এই দশাগ্রস্ত হয়েছি। নতুবা আমার বাহুবলের উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। তিনি আরও বললেন, তাঁর প্রাণের জন্য তিনি চিন্তিত নন। কিন্তু তাঁর শক্তির উপর নির্ভরশীল ভ্রাতাদের জন্য ও হতভাগী জননীর জন্যই তিনি উদ্বিগ্ন।

ভীমের এই উক্তি যথার্থই বীরোচিত হয়েছে। দুর্বল ব্যক্তির মত তিনি প্রাণ ভিক্ষা করেননি। ভীম কেবল আদর্শ ভাই নন, আদর্শ পুত্র ছিলেন।

ভীমের কথা শুনেও সেই সর্প তাঁকে মুক্ত করলেন না। এদিকে নানাবিধ অশুভ লক্ষণ দেখে যুধিষ্ঠির ব্যাকুল হয়ে ভীমের অন্বেষণে বের হন। ভীমের অবস্থা দেখে যুধিষ্ঠির ভীমের পরিবর্তে অন্য খাদ্য সামগ্রী দিতে চাইলেন। কিন্তু অজগর তাতে সম্মত হলেন না। বরং বললেন, যুধিষ্ঠির তাঁর কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিলে, তিনি ভীমকে মুক্তি দেবেন। যুধিষ্ঠির তাঁর জটিল প্রশ্নাবলীর (যুধিষ্ঠির পর্ব দ্রষ্টব্য) যথাযথ উত্তর দিয়ে ভীমকে মুক্ত করেন।

ধৃতরাষ্ট্র ভীমকে অত্যন্ত ভয় করতেন। দুর্যোধনাদির ঘোষ যাত্রার পরামর্শ শুনে তিনি বলেছেন—

ধর্মরাজো ন সংক্রুধ্যেদ্ ভীমসেনস্ত্বমর্ষণঃ।

যজ্ঞসেনস্য দুহিতা তেজ এব তু কেবলম্॥ (বন) ২৩৯।৯

– ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির হয়ত ক্রোধ করবে না, কিন্তু ভীমসেন তো সদাই অসহিষ্ণু, যজ্ঞসেন কন্যা তো অগ্নির অপরা মূর্তি।

কর্ণ ও শকুনির পরামর্শে দুর্যোধন ঘোষ যাত্রার নাম করে

সপরিবারে বনবাসী পাণ্ডবদের দুরবস্থা দেখবার ইচ্ছায় দ্বৈতবনে গেলেন। সেখানে যুদ্ধে দুর্যোধন গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের কাছে পরাজিত হয়ে সপরিবারে ও সসৈন্যে বন্দী হলেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কর্ণ পূর্বাহ্নেই পলায়ন করেন। দুর্যোধন বন্দী হলে তাঁর মন্ত্রীরা পাণ্ডবদের সাহায্য প্রার্থনা করলে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে মুক্ত করবার জন্য ভীম ও অর্জুনকে বললেন। উত্তরে ভীম দুর্যোধনের তাঁদের প্রতি ও ভীমের প্রতি দুর্ব্যবহারের কথা স্মরণ করে বললেন, পূর্বকৃত সেই সব পাপের ফল সে এখন ভোগ করছে। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের নিগ্রহ আমাদেরই কর্তব্য ছিল। সে কাজ অন্যেই করছে। এতে গন্ধর্বরা আমাদের উপকার ও মিত্রের কাজই করছে। এতে আমাদের আনন্দিতই হওয়া উচিত, বিমনা হওয়া উচিত নয়। (উপকারী তু গন্ধর্বো মা রাজন্ বিমনা ভব।)

কিন্তু যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম ও অর্জুন দুর্যোধন প্রভৃতিকে মুক্ত করলেন।

দুর্যোধন দ্বৈতবন হতে ফিরে বৈষ্ণব যজ্ঞ অনুষ্ঠিত করলেন। তিনি পাণ্ডবদেরও তাঁর যজ্ঞে আমন্ত্রণ জানালেন। ভীম আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন—

তদা তু নৃপতির্গন্তা ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥
অস্ত্রশস্ত্রপ্রদীপ্তেঽগ্নৌ যদা তং পাতয়িষ্যতি।
বর্ষাৎ ত্রয়োদশাদূর্দ্ধ্বং রণসত্রে নরাধিপঃ ॥
যদা ক্রোধহবির্মোক্তা ধার্তরাষ্ট্রেষু পাণ্ডবঃ।
আগন্তাহং তদাস্মীতি বাচ্যস্তে স সুযোধনঃ ॥ (বন)

২৫৬।১৫-১৭

—তের বৎসর পর যখন যুদ্ধ যজ্ঞে অস্ত্রশস্ত্রে অগ্নি প্রজ্বলিত হবে আর সেই অগ্নিতে দুর্যোধনকে ফেলা হবে, তখন যুধিষ্ঠির যাবেন। যখন ধার্তরাষ্ট্ররা সেই যজ্ঞাগ্নিতে দগ্ধ হবে আর পাণ্ডবরা তাতে ক্রোধ রূপ হবি অর্পণ করবেন। তখন আমি যাব। একথা তুমি দুর্যোধনকে জানিও।

এই উক্তিব মধ্যে তাঁর বিক্রমেব সঙ্গে অপমানেব প্রতিশোধ নেবাব দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে।

বনবাসকালে একদিন পাণ্ডবদেব অনুপস্থিতিতে দুর্যোধনেব ভগ্নিপতি জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হবণ কবে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পাণ্ডববা আশ্রমে প্রত্যাবর্তন কবে সব বৃত্তান্ত জানতে পেবে জয়দ্রথকে আক্রমণ করলে, জযদ্রথ দ্রৌপদীকে রথ হতে নামিয়ে প্রাণ ভয়ে গভীব অবণ্যে আত্মগোপন করেন। ভীম পলায়মান জয়দ্রথের চুল ধরে তাঁকে ভূমিতে ফেলে নিষ্পিষ্ট করলেন। তাব পব মস্তকে পদাঘাত কবে তাঁব দুই জানু নিজের জানু দিয়ে চেপে প্রহার কবতে লাগলেন। জয়দ্রথ সংজ্ঞা হারালেন। জয়দ্রথকে বধ কবতে যুধিষ্ঠিব বাবণ কবেছেন এ কথা অর্জুন ভীমকে মনে কবিয়ে দিলে ভীম বললেন—

এই পাপী দ্রৌপদীকে কষ্ট দিয়েছে। সে বেঁচে থাকার যোগ্য নয়। আমি নিরুপায়। যুধিষ্ঠির হচ্ছেন দয়ালু, আব তুমি মূঢ়। সর্বদাই আমাকে বাধা দাও। এই বলে ভীম জযদ্রথেব মাথা মাঝে মাঝে মুড়িয়ে দিলেন এবং জয়দ্রথকে বললেন—মূঢ়, যদি বাঁচতে চাও তবে সর্বত্র বলবে তুমি যুধিষ্ঠিবেব দাস—তবেই তোমার প্রাণদান কবব। জয়দ্রথ বলল, তাহাই হোক। যুধিষ্ঠির তাকে মুক্তি দিতে বললেন। দ্রৌপদীও বললেন—এ যখন নিজেকে দাস বলে স্বীকার কবেছে এবং তাব যখন পঞ্চ শিখা বেখেছো, তখন তাকে মুক্তি দাও। জয়দ্রথ মুক্ত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম কবলেন এবং সেখানে উপস্থিত মুনিদেব প্রণাম কবলেন।

অতঃপব অজ্ঞাতবাসেব জন্য অনুমতি নেবার সময় শোকাকুল যুধিষ্ঠিবকে মহর্ষি ধৌম্য প্রবোধ দেন। ভীম তখন যুধিষ্ঠিবকে বললেন আপনাব প্রতিজ্ঞা বক্ষার্থে অর্জুন ধর্মানুগত বুদ্ধি বশতঃ কোন সাহসেব কাজ কবেননি। শত্রুদেব বিনাশে সমর্থ বিক্রমশালী এই সহদেব ও নকুলও আপনাব নিষেধে কোন সাহসেব কাজ করেনি।

আপনি আমাদের যে কাজে লাগাবেন, আমরা তা পূর্ণ না কবে

নিবৃত্ত হব না। আপনি যুদ্ধের ব্যবস্থা করুন, আমরা শত্রুদের জয় করবো। ভীমের এই উক্তিতে যুধিষ্ঠির আনন্দিত হলেন এবং ব্রাহ্মণরাও তাঁদের আশীর্বাদ করে বিদায় নিলেন।

বার বৎসর বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাত বাসের সময় মৎস্য-রাজ বিরাটের পুরীতে বাস করা স্থির হল। যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসার উত্তরে ভীম বললেন—তিনি 'বল্লভ' নাম গ্রহণ করে রাজার রন্ধন শালার অধ্যক্ষ হবেন। রন্ধনের নিমিত্ত কাষ্ঠ আহরণ করবেন এবং যদি কেউ তাঁর সঙ্গে মল্ল যুদ্ধ করতে চায়, তবে তাকে প্রহার করে ভূপতিত করবেন। কিন্তু বধ করবেন না। কেউ জিজ্ঞেস করলে ভীম বলবেন তিনি যুধিষ্ঠিরের পাচক ও মল্ল যোদ্ধা ছিলেন। এবং নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় কথাবার্তার জন্য যুধিষ্ঠির ভীমের গুপ্ত নাম রেখেছিলেন 'জয়ন্ত'।

যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হয়ে ভীম হাতে খন্তি হাতা ও কোষমুক্ত একখানা অসি নিয়ে বিরাট সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। বিরাট রাজা তাঁকে দেখে তাঁর পরিচয় বিশ্বাস করেননি, তথাপি তাঁকে পাচকদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন।

অজ্ঞাতবাসের চতুর্থ মাসে বিরাট পুরীতে ব্রহ্মার মহোৎসব উপলক্ষে বহু মল্ল উপস্থিত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে জীমূত নামক একজন মল্ল যোদ্ধার সঙ্গে কেউ পেরে উঠলো না।

অবশেষে বিরাট রাজার নির্দ্দেশে ভীম জীমূতকে মাথার উপর তুলে শতবার ঘুরিয়ে ভূমিতে ফেলে পেষণ করে বধ করলেন। এইভাবে ভীম আরও অনেক মল্লকে পরাজিত করেন। অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় বিরাটের নির্দ্দেশে ভীম সিংহ, ব্যাঘ্র ও হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধ করলেন।

ভীমের এইরূপ পরাক্রম একমাত্র কুম্ভকর্ণের সঙ্গেই তুলনীয়।

বিরাটের শ্যালক ও সেনাপতি কীচক দ্রৌপদীর কাছে ঘৃণ্য প্রস্তাব করে। দ্রৌপদী তা প্রত্যাখ্যান করায় কীচক বল প্রয়োগ করতে

গেলে দ্রৌপদী তাকে ভূপতিত করে দ্রুতবেগে বাজসভায় উপস্থিত হলেন। কীচক সঙ্গে সঙ্গে রাজসভায এসে তাব কেশাকর্ষণ করে তাঁকে পদাঘাত কবেন।

ভীম এই দৃশ্য দেখে ক্রোধে ও ক্ষোভে অজ্ঞাতবাসেব কথা বিস্মৃত হয়ে কীচককে বধ কববাব জন্য উদ্যত হলে যুধিষ্ঠিব ভীমকে সঙ্কেতে নিবৃত্ত না কবলে, সেই দিনই ভীমেব প্রকৃত পবিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ত।

বাত্রে দ্রৌপদী ভীমেব গৃহে তাঁব দুঃখের কথা জানালে ভীম

ততস্তস্যাঃ কবৌ সূক্ষ্মৌ কিণবদ্ধৌ বৃকোদবঃ।

মুখমানীয় বৈ পত্ন্যা রুবোদ পরবীরহা॥ (বি) ২০।৩০

—তাবপব বৃকোদব দ্রৌপদীব সূক্ষ্ম ও কাল শিবাযুক্ত কবদ্বয়ে নিজেব মুখ ঢেকে বোদন কবতে লগেলেন।

ভীমেব মত মহাবীরের সম্মুখে স্ত্রীব এইরূপ অপমান নীববে সহ্য করা যেমন লজ্জাজনক, তেমনি অসহনীয়। কিন্তু পরিচয় প্রকাশ হবার ভয়ে নীরবে তাঁকে এই আত্মগ্লানি সহ্য কবতে হচ্ছিল। বীরেব পক্ষে এই অপমানকব পরিস্থিতি যে কত বেদনা দায়ক তাবই অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে ভীমেব দ্রৌপদীব করপুটে মুখ ঢেকে রোদনের মধ্যে।

ভীম দ্রৌপদীকে অনেক সতী সাধ্বীর দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে খানিকটা শান্ত করলেন। পবদিন বাত্রে নর্তন শালায় কীচককে প্রলুব্ধ কবে আনবাব পবামর্শ দিলেন ভীম।

ভীম দ্রৌপদীব বেশে সজ্জিত হয়ে নর্তনশালাব পালঙ্কে উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন কবে কীচকেব প্রতিক্ষায় বইলেন। কীচক দ্রৌপদীব সঙ্গে মিলনেব আশায ঐ কক্ষে প্রবেশ কবলে—

তং সম্মথিতসর্বাঙ্গং মাংসপিণ্ডোপমং কৃতম্।

কৃষ্ণয়া দর্শয়ামাস ভীমসেনো মহাবলঃ॥ (বিঃ) ২২।৮৩

—মহাবল ভীমসেন সর্বাঙ্গ নিষ্পেষিত কবে তাকে একটি মাংস

পিণ্ডেব ন্যায় কবে দ্রৌপদীকে দেখালেন।

দ্রৌপদী নর্তনশালাব বক্ষীদেব জানালেন যে তাঁব গন্ধর্ব পতিবা দুবাত্মা কীচককে হত্যা করেছে। কীচকেব পবিণতি দেখে কীচকের ভ্রাতাবা কীচকেব শবদাহেব সঙ্গে সৈবন্ধ্রীকেও (দ্রৌপদী) দাহ কববাব অনুমতি প্রার্থনা কবল। বিবাট বাজা ভয়ে উপকীচকদেব অনুরূপ অনুমতি দিলেন। তারা সৈবন্ধ্রীকে বেঁধে শ্মশানাভিমুখে যাত্রা কবল।

সৈরন্ধ্রী জয় জয়ন্ত প্রভৃতি গুপ্ত নাম ধবে চীৎকাব কবে তাঁব এই বিপদেব কথা তাঁদের জানালেন বল্লভ তৎক্ষণাৎ শয্যা ত্যাগ কবে বেশ পবিবর্তন কবে লাফ দিয়ে প্রাচীব উল্লঙ্ঘন কবে সূত পুত্রদেব সম্মুখীন হলেন।

দ্রবতস্তাংস্তু সাম্প্রেক্ষ্য স বজ্রী দানবানিব।
শতং পঞ্চাধিকং ভীমঃ প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্॥
বৃক্ষেণৈতেন বাজেন্দ্র প্রভাজন সুতো বলী।
তত আশ্বাসয়াৎ কৃষ্ণাং স বিমুচ্য বিশাম্পতে॥ (বিঃ)
২৩।২৭-২৮

—হে বাজেন্দ্র, ইন্দ্র যেমন দানবদেব যমালযে প্রেবণ কবেন, সেই বলবান পবন নন্দন ভীম তেমনি সেই একশত পাঁচজন সূতপুত্রকে পলাযণ কবতে দেখে বৃক্ষাঘাতে যমালযে পাঠালেন। তাবপর তিনি দ্রৌপদীকে বন্ধনমুক্ত কবে আশ্বস্ত কবলেন।

ত্রিগর্তবাজ সুশর্মা বিবাটেব গো হবণ করতে গিযেছিলেন। যুদ্ধে সুশর্মা বিবাটকে বন্দী কবে তাঁব বাজ্য নিযে যাচ্ছিলেন। এই সংবাদ শুনে বিবাটকে মুক্ত কববাব জন্য যুধিষ্ঠিব ভীমকে পাঠালেন। ভীমেব পদাঘাতে সুশর্মা জ্ঞান হাবালেন। অবশেষে বিরাট বাজাব দাসত্ব স্বীকার কবে সুশর্মা প্রাণ বক্ষা পেলেন।

বিরাট পুত্র উত্তর বিবাট রাজাকে পাণ্ডবদেব পরিচয় দিতে গিয়ে ছদ্মবেশী ভীম সম্বন্ধে বলেছেন (অর্জুন পর্ব দ্রষ্টব্য)

গন্ধর্ব এষ বৈ হন্তা কীচকানাং দুরাত্মানাম।

ব্যাঘ্রানৃক্ষান্ বরাহাংশ্চ হতবান্ স্ত্রীপুরে তব ॥
(হিড়িম্বঞ্চ বকং চৈব কির্মীরঞ্চ, জটাসুরম্।
হত্বা নিষ্কণ্টকং চক্রে হ্বণ্যং সর্বতঃ সুখম্ ॥ (বিঃ) ৭।১।৫

—ইনিই দুরাত্মা কীচকদের হত্যাকারী গন্ধর্ব। ইনিই আপনার অন্তঃপুরে ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও বরাহদিগকে হত্যা করেছেন।

হিড়িম্ব, বক, কির্মীর ও জটাসুরকে বধ করে ইনি অরণ্যকে সর্বত ভাবে নিষ্কণ্টক ও সুখাবহ করেছেন।

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের সম্ভাবনায় ভীমের পরাক্রমে ভীত হয়ে ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ করে বললেন—

ন হি তস্য মহাবাহোঃ শক্র প্রতিমতেজসঃ।
সৈন্যে হস্মিন প্রতি পশ্যামি য এনং বিষাহেদ্ যুধি ॥ (উঃ)
৫১।৪

—মহাবাহু ভীম ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী। আমি নিজ সৈন্যদের মধ্যে কাউকে এমন শক্তিশালী দেখছি না যে ভীমের সম্মুখীন হতে পারে এবং যুদ্ধে তার বেগ সহ্য করতে পারে।

সে মহাবেগশালী, অত্যন্ত উৎসাহী, দীর্ঘবাহু ও মহাবলবান। সে যুদ্ধ করে নিশ্চয়ই আমার মন্দগতি পুত্রগণকে নিহত করবে।

স এব হেতুর্ভেদস্য ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ॥ (উঃ)
৫১।১২

—ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ভীমই এই উভয় কুলের মধ্যে বিভেদের কারণ।

ধৃতরাষ্ট্রের ভীমের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ কুরু পাণ্ডবের বিভেদের জন্য কোন প্রকারেই ভীমকে দায়ী করা যায় না।

অস্ত্রে দ্রোণার্জুনসমং বায়ুবেগসমং জবে।
মহেশ্বরসমং ক্রোধে কো হন্যাদ্ ভীমমাহবে ॥ (উঃ)
৫১।১৪

—এই ভীম অস্ত্রে দ্রোণাচার্য ও অর্জুনেব সমক্ষক, বেগে বায়ুর তুল্য এবং ক্রোধে মহেশ্বরেব ন্যায়। যুদ্ধে কে তাকে বধ কববে?

বাল্যকালেও সে কখনও আমার বশে ছিল না। সম্প্রতি আমাব দুষ্ট পুত্রবা বাবংবাব তাকে কষ্ট দিয়াছে, সে কি এখন আমাব বশে থাকবে? নিষ্ঠুব ক্রুদ্ধ স্বভাবেব ভীম ববং ভেঙ্গে পডবে, তথাপি নত হবে না।

ধৃতবাষ্ট্রেব এই বিলাপ ভীম চবিত্রেব এক পূর্ণাঙ্গ চরিত্র।

কৃষ্ণকে শেষবাবেব মত শান্তিব চেষ্টায পাঠাবাব পূর্বে ভীম কৃষ্ণকে বলেছিলেন—

আপনি কৌরবদেব সঙ্গে সন্ধি স্থাপনেব চেষ্টা কববেন। যুদ্ধেব কথা বলে তাদেব ভীত কববেন না। দুর্যোধন স্বভাবতঃ পাপাত্মা, তাব হৃদয দস্যুব মত ক্রূবতা পূর্ণ। সে ঐশ্বর্য মদে উন্মত্ত এবং পাণ্ডবদেব সঙ্গে সর্বদা শত্রুতাই তাব কাম্য।

ভীম এইভাবে দুর্যোধন চবিত্রেব দোষগুলি বিশ্লেষণ করে কৃষ্ণকে বললেন, যেমন ধর্মেব বিপ্লবের সময় উপস্থিত হলে তেজে প্রজ্বলিত সমৃদ্ধিশালী অসুবদেব মধ্যে ভয়ঙ্কব কলহ আবম্ভ হয়েছিল। তেমনি হৈহযবংশে মুদাবর্ত, নীপকুলে জনমেজয তালজঙ্ঘবংশে বহুল, কৃমিকুলে উদ্ধত বসু, সুবীববংশে অজবিন্দু, সুরাষ্ট্রকুলে রুষর্দ্ধিক, বলীহহবংশে অর্কজ, চীন কূলে ধৌতমূলক, বিদেহবংশে হয়গ্রীব মহৌকুলে ববষু, সুন্দববংশে বাহু, দীপ্তাক্ষকুলে পুরূববা, চেদি ও মৎস্য দেশে সহজ, প্রবীববংশে বৃষধ্বদ, চন্দ্রবৎস বংশকুলে ধাবণ, মুকুটবংশে বিগাহন এবং নন্দিবেগকুলে শম—এই সমস্ত কুলাঙ্গার ও নবাধম ক্ষত্রিয় যুগান্তকাল আসলে ভিন্ন ভিন্ন কুলে সম্ভূত হয।

পূর্বোক্ত অষ্টাদশ বাজাব ন্যায় কুলাঙ্গাব, নীচ ও পাপ পুরুষ দুর্যোধনও এই দ্বাপব যুগেব শেষে কাল প্রেবিত হয়ে আমাদের কুরু কুলেব বিনাশের কাবণ রূপে উৎপন্ন হয়েছে।

আপনি তাকে যা কিছু বলবেন কোমল ও মধুব ভাষায় ধীবে ধীরে

বলবেন। আপনাব সকল বাক্য ধর্ম ও অর্থযুক্ত এবং হিতকর হোক। তাকে অল্প ও উগ্রতা পূর্ণ বাক্য বলবেন না এবং যা বলবেন তাব অধিকাংশই যেন দুর্যোধনেব রুচিকব হয়।

অপি দুর্যোধনং কৃষ্ণ সর্বে বয়মধশ্চরাঃ।
নীচৈর্ভূত্বানুযাস্যামো মাস্ম নো ভবতা নশন॥ (উঃ)
৭৪।২০

—কৃষ্ণ, বরং আমবা দুর্যোধনেব আনুগত্য স্বীকাব কববো, তথাপি আমাদেব জন্য যেন ভবত বংশ নষ্ট না হয়।

আপনি পিতামহ ভীষ্ম ও সভাসদগণকে বলবেন, তাঁদেব যত্নে যেন দুর্যোধন শান্ত হয়। উভয় পক্ষেব মধ্যে সৌভ্রাত্র স্থাপিত হয়। আমি শান্তি স্থাপনের জন্য বলছি। বাজা যুধিষ্ঠিবও শান্তিবই প্রশংসা কবেন এবং অর্জুনও যুদ্ধ কবতে অভিলাষী নয়। কাবণ অর্জুনের মধ্যে অধিক দয়া বিদ্যমান।

ভীম চবিত্রেব সঙ্গে উপরেব উক্তিগুলিব যেন কোন সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। যে ভীম বনে সর্বদা যুদ্ধেব জন্য যুধিষ্ঠিবকে উত্তেজিত কবেছেন। আজ তাঁব মধ্যে বিপবীত স্বভাব যথার্থই বিস্ময়কর।

কৃষ্ণ ও ভীমেব এই দুর্বল মনোভাব দেখে বিস্মিত হন্। তিনি ভীমেব মনোভাবকে

গিবেবিব লঘুত্বং তচ্ছীতত্বমিব পাবকে। (উদ্যো) ৭৫।২

—পর্বতের লঘুতা ও অগ্নিব শীতলতার ন্যায় মনে কবলেন।

তিনি ভীমকে তাঁর প্রতিজ্ঞাব কথা স্মবণ করিয়ে দিয়ে বললেন—ভবত বংশধব, তোমাব কুল গৌরব স্মবণ কব, উৎসাহী হও অবসাদ ত্যাগ কর। এই গ্লানি তোমাব অযোগ্য। ক্ষত্রিয় নিজেব বীর্যে যা লাভ করে না তা ভোগও কবে না।

উত্তরে ভীম বললেন—

সর্বলোকদভিক্রাদ্ধান্ন ভয়ং বিদ্যতে মম।

কিং তু সৌহৃদমেবৈতৎ কৃপযা মধুসূদন।
সর্বাংস্তিতিক্ষে সং ক্লেশান্ মা চ নো ভরতা নশন॥ (উঃ)
৭৬।১৮

– হে মধুসূদন, যদি সমস্ত লোক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আমাব উপব আক্রমণ কবে, তথাপি আমাব তাতে ভয় হয় না। কিন্তু আমি যে শান্তিব প্রস্তাব দিলাম, তা কেবল সৌর্হার্দেবই জন্য। আমি করুণা-বশতঃ সংসাবেব সকল ক্লেশ সহ্য কবতে প্রস্তুত। তথাপি আমাদেব জন্য যেন ভরতবংশীয়বা ধ্বংস না হয।

উপবোক্ত উক্তিব মধ্যে ভীমেব মনেব অন্য একটি দিক আমবা দেখতে পাই। তিনি যেমন বজ্রেব মত কঠিন, তেমনি কুসুমের মত কোমল। বংশেব ঐতিহ্যের প্রতি তাঁব গভীব শ্রদ্ধা আছে। মহাবীব হযেও তিনি দুর্যোধনেব দেওযা সব অপমান সহ্য কবে তাব আনুগত্য স্বীকার কবতেও ইচ্ছুক, তবুও ভবত বংশ ধ্বংস হোক, তা ইচ্ছা কবেন না।

দুর্যোধন শকুনি পুত্র উলূককে পাণ্ডবদেব যুদ্ধেব জন্য উত্তেজিত কববাব জন্য পাঠালেন। উলূক দুর্যোধনেব নির্দেশে কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদেব অকথ্য ভাষায ভর্ৎসনা কবেন।

ভীম ক্রুদ্ধ হযে উলূককে বললেন, তুমি হস্তিনায গিযে সর্ব-সমক্ষে দুর্যোধনকে বলবে—

অস্মাভিঃ প্রীতি কামৈস্তু ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য নিত্যশঃ
মর্ষিতং তে দুবাচাব তত্ত্বং ন বহু মন্যসে॥ (উঃ)
১৬২।২২

—বে দুবাচাব, আমবা সর্বদা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রীতি কামনা কবি বলে তোমাকে ক্ষমা কবেছি, তা তুমি স্মরণ বেখো।

সর্বেষাং ধার্তবাষ্ট্রাণামহং মৃত্যুঃ সুযোধন। (উঃ)
১৬৩।৩৪

—হে সুযোধন, আমিই সমস্ত ধৃতবাষ্ট্র পুত্রদেব মৃত্যু স্বরূপ।

হত্বা সুযোধন ত্বাং বৈ সহিতং সর্বসোদরৈঃ।
আক্রমিয়্যে পদা মূর্ধ্নি ধর্মরাজস্য পশ্যতঃ॥ (উঃ)
১৬৩।৩৬

—হে সুযোধন, সব সহোদরের সঙ্গে তোমাকেও বধ করে ধর্ম-রাজের চোখের সামনেই তোমার মাথায় পদাঘাত করব।

ভীম তাঁর এই কঠিন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের সব পুত্রকেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত করেছিলেন। উপরোক্ত ঘটনা হতেই ভীমের অসীম শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

ভীষ্ম পর্বে ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তখন ভীম সাতটি তীক্ষ্ণ বাণে দ্রোণাচার্যকে বিদ্ধ করলেন। দ্রুপদ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রুত নিজ রথে তুলে নিলেন। তখন দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের রক্ষার জন্য বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। সেই সময় কলিঙ্গ দেশীয় বীরদের বিশাল সৈন্য অতিদ্রুত ভীমসেনের নিকট এসে উপস্থিত হলেন। তখন ঐ যোদ্ধাদের সঙ্গে ভীমের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হল।

কলিঙ্গ ও নিষাদের সঙ্গে ভীমের যুদ্ধ হয়। ভীমসেন দ্বারা শক্রদেব, ভানুমান ও কেতুমানের বিনাশ ঘটলো এবং তাঁদের বহু সৈন্য নিহত হল।

উভয় পক্ষেরই ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শল্য প্রভৃতি বীরদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এবং দুর্যোধনের দশ হাজার বেগশালী গজসৈন্য সহ মগধরাজকে অগ্রে রেখে দুর্যোধন ভীমকে আক্রমণ করলেন। ভীম হাতে গদা নিয়ে সিংহের মত গর্জন করতে করতে রথ হতে ভূতলে নেমে পড়লেন। লৌহ নির্মিত সেই বিশাল ও ভারী গদাকে নিয়ে ভীম সমগ্র গজ সৈন্য সংহার করলেন।

গজ সৈন্য নিহত হওয়ায় দুর্যোধন আদেশ দিলেন সমস্ত সৈন্য মিলিত হয়ে ভীমকে বধ করতে। সেই সময় ভীম অমানুষিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। অশ্ব, হস্তী ও রথসহ সব নৃপতিই আক্রমণ

কবলেন। ভীম গদাব দ্বাবা সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে প্রতিবোধ করে মেরু পর্বতেব ন্যায় অবিচলিত ভাবে অবস্থান কবতে লাগলেন। ভীমেব গদাঘাতে যুদ্ধ ক্ষেত্র শ্মশান ভূমিতে পবিণত হলো। ভীষ্মেব সঙ্গে ভীমেব যুদ্ধ হয়।

যুদ্ধেব চতুর্থ দিনে ভীম ও তাঁব পুত্র ঘটোৎকচ প্রবল পবাক্রম দেখান। বহু বীর ভীমের দ্বাবা নিহত হয। তখন ভীষ্ম তাঁব সৈন্যদেব আদেশ দিলেন সকলে সমবেত হযে ক্রুদ্ধ ভীমকে বন্দী কর। বাজা ভগদত্ত তাঁকে শবাঘাতে আচ্ছন্ন কবলেন। সেই সময় অভিমন্যু ভীমেব সহায়তায ভগদত্তকে আক্রমণ কবলে ভগদত্ত ভীমের বুকে আঘাত করলেন। ভীম মূর্ছিত হযে পড়ে গেলেন। ভীমকে সংজ্ঞা হাবাতে দেখে ভগদত্ত সবেগে সিংহনাদ কবতে লাগল। পিতাব এই অবস্থা দেখে ঘটোৎকচ সেই স্থানেই অদৃশ্য হযে পড়ল। তারপব মাযা সৃষ্টি কবে তাব রাক্ষস সহায়ক নিয়ে প্রবল বেগে যুদ্ধ কবতে লাগল। ঘটোৎকচ প্রচণ্ড বেগে ভগদত্তকে আক্রমণ করে তাঁকে জর্জবিত করে। ভীষ্ম দ্রোণকে বললেন, ঘটোৎকচ এখন বল-বীর্য ও সহায় সম্পন্ন। আমাদেব সৈন্যরা শ্রান্ত। সূর্যও অস্তাগত প্রায, অতএব এখন যুদ্ধেব বিরাম হোক।

যুদ্ধের পঞ্চম দিনে কৌবব পুত্রদের ভীমের ভয হতে মুক্ত করবাব জন্য ভীষ্ম তুমুল যুদ্ধ কবেছিলেন। ভীষ্ম ও ভীমেব মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয। এই সংগ্রামে মৃত বাহন, ছিন্ন মস্তক, ধনু, গদা, পরিখ, হস্ত, জঙ্ঘা, চবণ অলঙ্কার ও কেযুব বাশি আকাবে দেখা যাচ্ছিল। অতঃপব পাণ্ডব সৈন্যরা ভীমেব সহায়তায় এলো, দুর্যোধন কলিঙ্গ সৈন্য পবিবেষ্টিত হয়ে ভীষ্মকে অগ্রে বেখে পাণ্ডবদের আক্রমণ করল। কিন্তু পাণ্ডবদের আক্রমণে কৌরব সৈন্য বিপর্য্যস্ত হচ্ছিল। এই দিন দুর্যোধনের সঙ্গে ভীমেব প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল।

যুদ্ধের ষষ্ঠ দিনেও ভীম প্রচণ্ড পরাক্রম দেখিয়েছেন। সেদিন পাণ্ডব ও কৌবব সেনাবা যথাক্রমে মকবব্যূহ ও ক্রৌঞ্চ ব্যূহ নির্মাণ

করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ভীমসেন সেই ব্যূহের মুখভাগে থাকলেন। ভীম দ্রোণাচার্যকে প্রবল আক্রমণ করেন। দ্রোণের আঘাতে আহত হয়ে ভীম তার সারথিকে নিহত করেন। দ্রোণ নিজেই অশ্ব চালনা করে প্রচণ্ড ভাবে পাণ্ডব সৈন্য ধ্বংস করতে থাকেন। ভীমার্জুনের বাণাঘাতে কৌরবসেনা ক্ষত বিক্ষত হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

ভীম দুর্যোধনের সব ভ্রাতাদের উপর আক্রমণ করলেন। অতঃপর তিনি কৌরবসেনার মধ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁরা তাঁকে জীবিত বন্দী করবার অভিপ্রায়ে চতুর্দিক দিয়ে তাঁকে ঘিরে ফেললেন। এবং তার উপর বান বর্ষন করতে লাগলেন। নির্ভীক ভীম কাউকে গ্রাহ্য না করে কৌরব বীরদের নিহত করতে লাগলেন। ভীমকে কৌরব সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যকে ছেড়ে ভীমের সহায়তার জন্য এসে দেখলেন ভীমের রথ শূন্য। তিনিও তখন সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি ভীমসেনকে শত্রু সৈন্য দগ্ধ করতে দেখলেন। বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধরত ভীমের হাতে নিহত কৌরব সৈন্যদের দেখে তাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল।

ধৃষ্টদ্যুম্ন, অত্যন্ত দ্রুত তাঁকে নিজের রথে উঠিয়ে নিয়ে তাঁর শরীরে প্রবিষ্ট বাণগুলি তুলে নিলেন। দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমোহন অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। তাতে দুর্যোধনাদি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। এই অবকাশে ভীম বিশ্রাম করে সুস্থ হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধনের অবস্থা শুনে দ্রোনাচার্য এলেন এবং প্রজ্ঞাস্ত্র দ্বারা প্রমোহন অস্ত্রের প্রভাব নষ্ট করলেন।

যুধিষ্ঠিরের আদেশে সৈন্যরা ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নর সাহায্যে গেলেন। কৌরব সৈন্যরা ভীমের ভয়ে ব্যকুল ও ধৃষ্টদ্যুম্নর বাণে নিহত হচ্ছিল। তখন দ্রোণ ও দুর্যোধনের সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমের প্রবল যুদ্ধ হচ্ছিল। উভয় পক্ষের সৈন্যর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সুরু হয়।

অপরাহ্ন আগত প্রায় সূর্য রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, তখন দুর্যোধন

ভীমকে বধ কববাব জন্য তাঁব দিকে ধাবিত হলেন। তখন ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আমি বহু বৎসব ধবে যে অভিলাষ প্রতীক্ষা কবে আসছি সেই সুযোগ এখন এসেছে। গা অযং স কালং সম্প্রাপ্তো বর্ষ পূগাভিবাঙ্খিতঃ) যদি তুমি যুদ্ধ ত্যাগ করে পালিয়ে না যাও তবে আজই তোমাকে অবশ্যই বিনাশ কবব।

অদ্য কুন্ত্যাঃ পবিক্লেশং বনবাসঞ্চ কৃৎস্নশঃ।
দ্রৌপদ্যাশ্চ পবিক্লেশং প্রণেষ্যামি হতে ত্বয়ি॥ (ভীঃ) ৭৯।৪

—কুন্তীকে যে ক্লেশ সহ্য কবতে হযেছে, আমবা বনবাসে যে কষ্ট ভোগ কবেছি এবং দ্রৌপদীকে যে দুঃখ সইতে হয়েছে, সে সমস্তব প্রতিশোধ তোমাকে বধ কবে আজ গ্রহণ করব।

ভীম প্রকৃতিতে অমর্ষ ছিলেন। ভবত বংশেব কল্যাণার্থে একবাব মাত্র তাঁব চবিত্রে কোমলতা দেখা গেছে।

তিনি আবও বললেন. ঈর্ষা বশতঃ তুমি পাণ্ডবদেব অপমান কবেছ। সেই পাপেবই কল স্বরূপ এই সঙ্কট আজ তোমাব উপব এসেছে। পূর্বে কর্ণ ও শকুনিব মতকে আশ্রয় কবে পাণ্ডবদেব গ্রাহ্য না কবে নিজেব ইচ্ছামত ব্যবহাব কবেছ। কৃষ্ণ সন্ধিব প্রস্তাব নিযে গিয়ে ছিলেন। তুমি তাঁকেও তিবস্কাব করেছ এবং উলূকেব দ্বাবা যে সংবাদ পাঠিয়েছিলে, তদনুসাবে ভ্রাতৃবৃন্দ সহ ও সবান্ধবে বধ কবে তোমাব সমস্ত পাপেব শাস্তি দেব,—বলে ভীমের শরাঘাতে দুর্যোধনেব ধনু ছিন্ন, সাবথি আহত এবং চার অশ্ব নিহত হল দুর্যোধন শববিদ্ধ হয়ে মূর্ছিত হলেন, কৃপাচার্য তাঁকে নিজেব বথে উঠিয়ে নিলেন।

যুদ্ধেব সপ্তম দিনেও ভীম প্রবল পবাক্রম দেখিয়েছিলেন। সেদিন ভীষ্ম যুধিষ্ঠিবেব বিচিত্র ধনু ও ধ্বজ ছেদন কবায় তিনি ভীত হয়ে পড়েন। তা দেখে ভীম গদা নিয়ে পদব্রজে জয়দ্রথকে আক্রমণ কবেন। ভীমকে বধ কববাব জন্য দুর্যোধন সেখানে উপস্থিত হন। ভীম শকুনি ভ্রাতৃবৃন্দ সহ দুর্যোধনকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে গদা দ্বাবা জয়দ্রথকে বধ কবতে অগ্রসব হলেন। ভীমেব গদাঘাত হতে

আত্ম বক্ষার্থে কৌবব সৈন্যবা চারিদিকে পলায়ন করে।

যুদ্ধেব অষ্টম দিনে ভীম ও ভীষ্মেব মধ্যে যুদ্ধ চলবাব সময় প্রচুর লোকক্ষয হয। দুর্যোধন ভ্রাতাদের সঙ্গে ভীষ্মকে সাহায্য কবতে এগিয়ে আসেন। ভীম ভীষ্মের সারথিকে বধ কবলেন। তখন তাঁব বথেব অশ্ববা যত্র তত্র চতুর্দিকে দৌড়াতে লাগল। দুর্যোধনেব ভ্রাতা সুনাভ ভীমকে আক্রমণ কবলে, তিনি তাঁর শিবচ্ছেদ কবেন। দুর্যোধনেব অন্যান্য আট ভ্রাতা তাঁকে আক্রমণ করেন ও ভীম তাঁদেব নিহত কবেন। এবং অন্যান্য কৌববদেরও নিহত কবেন। এ ব্যাপারে দুর্যোধন ক্ষুব্ধ হয়ে ভীষ্মকে অভিযুক্ত কবেন। (দুর্যোধন পর্ব দ্রষ্টব্য)।

ঘটোৎকচের প্রচণ্ড যুদ্ধে কৌবব সৈন্যরা পলায়ন করে। তখন দুর্যোধনকে বধ কববার জন্য সে ধাবিত হয়। কৌবব সৈন্যরা ও দুর্যোধনেব ভ্রাতারা তাকে সমবেত হয়ে আক্রমণ করতে আবম্ভ কবে। যুধিষ্ঠিবের আদেশে ভীম ঘটোৎকচেব সাহায্যের জন্য গিয়ে বহু সৈন্য হত করলেন। অন্যান্যরা ভয়ে পলায়ন করল।

দুর্যোধনের মুখে পরাজয় সংবাদ শুনে ভীষ্ম তাঁকে বললেন, তুমি সর্বদা আত্মবক্ষায় সতর্ক থেকে যুধিষ্ঠির বা তাঁর কোনও ভ্রাতাব সঙ্গে যুদ্ধ কববে। কাবণ রাজধর্ম অনুসারে রাজাব সঙ্গেই রাজা যুদ্ধ কবেন। অতঃপর তিনি ভগদত্তকে ঘটোৎকচেব সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলেন। ভগদত্ত ঘটোৎকচ ভীমসেন ও পাণ্ডব সৈন্যদের সঙ্গে ঘোব যুদ্ধ কবেন। ভীম প্রচণ্ড যুদ্ধ করে ধৃতবাষ্ট্রের নয় পুত্রকে সংহার করেন।

যুদ্ধের নবম দিনে দ্রোণাচার্য ও সুশর্মাব সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হয় এবং ভীম গজসৈন্য সংহার কবেন। তিনি দাঁতালো হস্তির দন্ত ধরে তা উৎপাটিত কবলেন এবং সেই হস্তীকে দন্তহীন করলেন। এবং সেই দন্তের দ্বারাই সেই হস্তীর কুম্ভ স্থলে প্রহাব কবে তাকে নিহত করেন। রক্তে রঞ্জিতা গদা মেদ ও মজ্জার লেপনে বিকৃত রূপ ধারণ করে ভীমকে রুদ্রদেবের মত মনে হচ্ছিল। ভীমের প্রহাবে মহাগজরা কৌবব

সৈন্যদেব পিষ্ঠ কবে পলাযন করল। গজবাজদেব সঙ্গে দুর্যোধনেব সব সৈন্যবা পুনবায যুদ্ধ বিমুখ হযে পডল।

ভীম স্বীয প্রপিতামহ বাজা বাহ্লীককে বাণে বিদ্ধ কবে উচ্চৈঃস্ববে গর্জন কবতে লাগলেন।

ভীমের অদ্ভুত পবাক্রম সম্বন্ধে সঞ্জয ধৃতবাষ্ট্রকে বলেছেন—

ভগদত্তঃ কৃপঃ শল্যঃ কৃত্যবর্মা তথৈব চ।
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ সৈন্ধবশ্চ জযদ্রথঃ॥
চিত্রসেনো বিকর্ণশ্চ তথা দুর্মর্ষণাদযঃ।
দশৈতে তাবকা যোধা ভীমসেনমযোধয়ন্॥ (ভীঃ)
১১৩।১-২

—ভগদত্ত, কৃপাচার্য, শল্য, কৃতবর্মা, অবন্তী দেশের দুই বাজকুমাব বিন্দ ও অনুবিন্দ, সিন্ধুবাজ, জযদ্রথ, চিত্রবসেন, বিকর্ণ ও দুর্মর্ষণ এই দশ যোদ্ধা একত্র হযে ভীমেব সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

কৌবব পক্ষেব প্রধান প্রধান মহাবথী বীবদেব সঙ্গে যুদ্ধে ভীম ও অর্জুনকে অদ্ভুত বিক্রম দেখিযে ছিলেন।

ভীষ্মেব পতনের পব দ্রোণের সেনাপতিত্বে যখন যুদ্ধ পুনরায় সুরু হল, তখন দুর্যোধন হস্তি সৈন্যদেব সঙ্গে নিয়ে ভীমকে আক্রমণ করলেন। ভীম যুদ্ধে নিপুণ ও বাহুবল সম্পন্ন ছিলেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই হস্তী সৈন্যদের বিদীর্ণ কবে ফেললেন। পর্বতবাজ ভগদত্তেব হস্তী ও বৃদ্ধ ভগদত্তেব সঙ্গে ভীম প্রচণ্ড যুদ্ধ কবেন। এই যুদ্ধে ভগদত্ত ও তাঁর হস্তী যাথষ্ট পরাক্রম দেখিয়েছিলেন।

কৌবব পাণ্ডব সৈন্যদের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম। কৌবব মহাবথী বীবদেব সঙ্গে ভীমসেনেব যুদ্ধে ভয়ানক লোকক্ষয় হয়।

বালক অভিমন্যুকে অন্যায় ভাবে বহু মহাবথী একত্র হযে নিহত করায়, অর্জুন প্রতিজ্ঞা কবেছিলেন জয়দ্রথ—যিনি বুহ্যের মুখ অবরোধ করে পাণ্ডব সৈন্যদেব অভিমন্যুব সহায়তা কবতে বাধা দিয়ে ছিলেন তাকে সূর্যাস্তের আগে বধ কববেন। সামনে জয়দ্রথেব সৈন্য পশ্চাতে

দ্রোণাচার্যের সমুদ্র। অর্জুন একা যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন। যুধিষ্ঠির অর্জুনের সহায়তায় সাত্যকিকে যেতে বললেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে একা পেয়ে দুর্যোধন যাতে যুধিষ্ঠিরকে সজ্ঞানে বন্দী করতে না পারে। এজন্য কৃষ্ণার্জুন তাঁর (সাত্যকির) উপর ভার দিয়ে যান যে তাঁরা না ফেরা পর্যন্ত সাত্যকি যেন যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করেন। যুধিষ্ঠির অর্জুনের সাহায্যের জন্য সাত্যকিকে পাঠাতে চাইলেন। সাত্যকি তাঁকে একা ফেলে যেতে সম্মত না হওয়ায় যুধিষ্ঠির জানালেন যে ভীম তাঁকে রক্ষা করবেন। অতঃপর ভীম কুরু সৈন্যদের শেষ করবার জন্য তার মধ্যে প্রবেশ করবেন স্থির করেন। কিন্তু সাত্যকি তাঁকে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষাই শ্রেষ্ঠ কাজ বলে জানালে তিনি যুধিষ্ঠিরকে রক্ষার্থে গেলেন।

অতঃপর অর্জুন ও সাত্যকির অন্বেষণের জন্য চিন্তান্বিত যুধিষ্ঠির ভীমকে তাঁদের সন্ধানে পাঠালেন। ভীম ও কৌরব সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি দ্রোণাচার্যের সারথি সহ রথকে চূর্ণ করে ধৃতরাষ্ট্রের এগারজন পুত্রকে নিহত করেন। অবশিষ্ট পুত্ররা সৈন্যদের সঙ্গে ভীমের ভয়ে পালিয়ে গেল।

দ্রোণাচার্য ও অন্য কৌরব যোদ্ধাদের পরাজিত করে ভীম দ্রোণাচার্যের রথকে তুলে আট বার নিক্ষেপ করেন। ভীম যেন খেলা করতে করতেই আট বার রথকে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর সাত্যকি ও অর্জুনের সন্ধানে গেলেন। তাঁদের দেখতে পেয়ে তিনি ভয়ঙ্কর গর্জন করলেন। কৃষ্ণার্জুন মহাসিংহনাদ করতে করতে অগ্রসর হলেন।

যুধিষ্ঠির ভীমার্জুনের সিংহনাদ শুনে প্রসন্ন হয়ে মনে মনে বললেন, ভীম, তুমি জ্ঞাতব্য বিষয় জানালে এবং গুরুজনের আজ্ঞা পালন করেছ। পাণ্ডুনন্দন, যাদের শত্রু তুমি, তাদের যুদ্ধে জয়লাভ হতেই পারে না। (ন হি তেষাং জয়ো যুদ্ধে যেষাং দ্বেষ্টাসি পাণ্ডব)

যুধিষ্ঠিরের এই উক্তি হতে ভীম মহপরাক্রমশালী হয়েও গুরুজন ব্যক্তিদের আজ্ঞাবহ এবং তাঁর শক্তি শত্রু পক্ষের ভীতির কারণ

পাঠকেব কাছে স্পষ্ট।

ভীম ও কর্ণেব মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ভীমেব নিকট সিংহনাদেব সমবেত যোদ্ধাদেব ধনু ও অন্যান্য অস্ত্র সব হাত থেকে খসে পড়ল। কত যোদ্ধা নিহত হল। সৈনদেব বাহনবা অত্যন্ত ভীত হয়ে মলমূত্র ত্যাগ কবতে লাগল। এই সময় বহু দুর্নিমিত্ত প্রকাশ পেলো। কর্ণ ও ভীমেব এই যুদ্ধে আকাশ শকুনি কঙ্ক, ও কাকে পবিপূর্ণ হযে উঠল। ভীমেব আক্রমণে কর্ণ পীড়িত হল। ভীম ভল্লেব দ্বাবা সাবথিকে নিহত কবেন। তাবপব তাঁব বথেব চাবটি অশ্বকে প্রাণহীন কবে দিলেন। কর্ণ ভীত হযে অশ্বহীন তাব বথ হতে লাফ দিযে অতি দ্রুত বৃষ সেনেব রথে চড়লেন। এইভাবে ভীম তাঁকে পবাজিত কবে সিংহনাদ কবতে লাগলেন।

ভীমসেন ও কর্ণেব মধ্যে আবাবও ভযঙ্কব যুদ্ধ হয এবং কর্ণ পবাজিত হন। (কর্ণ পর্ব দ্রষ্টব্য) এই সময তিনি ধৃতবাষ্ট্রেব দুর্জয় দুর্মুখ ইত্যাদি নামেব সাত পুত্রকে নিহত কবেন এবং কর্ণ পবাজিত হযে পলায়ন কবেন।

বাবংবাব কর্ণ ভীমেব নিকট পবাজিত হয়ে পলায়ন কবলে ধৃতবাষ্ট্র আক্ষেপ কবে সঞ্জয়েব নিকট সখেদে ভীমেব শক্তিব বর্ণনা কবে পুত্রদেব নিন্দা কবে বললেন।

দুর্যোধন বারংবাব বলেছে কর্ণ বলবান, শৌর্যশালী বীর, সুদৃঢ় ধনুর্ধব এবং যুদ্ধে শ্রম ও ক্লান্তি জয় কবেছে। কর্ণ সঙ্গে থাকলে পব বণাঙ্গনে তাকে দেবতাবাও পবাজিত কবতে পাববেন না। সে জাযগায শক্তিহীন ও বিবেকশূন্য পাণ্ডবরা তাব কি কবতে পারবে? কিন্তু আজ রণাঙ্গনে বিষহীন সর্পেব ন্যায কর্ণকে পবাজিত হতে ও যুদ্ধ হতে পলায়ন করতে দেখে দুর্যোধন কি বলল?

অশ্বত্থামা, শল্য, কৃপাচার্য এবং কর্ণ—এবা সকলে মিলিত হযেও নিশ্চযই ভীমেব সামনে অবস্থান কবতে পারবেন না।

ন শক্তাঃ প্রমুখে স্থাতুং নূনং ভীমস্য সঞ্জয়।

তেহপি চাস্য মহাঘোরং বলং নাগয়যুতোপমম্॥
জানন্তো ব্যবসায়ঞ্চ ক্রূবং মারুত তেজসঃ।
কিমর্থং ক্রুর কর্মাণং যমকালান্তাকাপমম্॥ (দ্রোঃ) ১৩৫।৮-৯

—এদের সকলেই বায়ুতুল্য তেজস্বী ভীমেব দশ হাজার হাতীর বলকে এবং তাব ক্রূরতা পূর্ণ সিদ্ধান্তকে নিশ্চয়ই জানেন, তাব বল, পবাক্রম এবং ক্রোধেব সঙ্গে এঁদের পবিচয় আছে। এরূপ অবস্থায় তাঁবা যম, কাল ও অনন্ত তুল্য ক্রুর কর্মকাবী ভীমকে যুদ্ধে পুনবায নিজেদের উপব কেন ক্রুদ্ধ করবেন?

যিনি যুদ্ধে অসুরকে জয়লাভ কবেছিলেন সেই কর্ণকে যে পবাজিত কবেছে, সেই ভীমকে কেউ যুদ্ধে জয় কবতে পাববে না।

সঞ্জয়, যেমন বজ্র নিয়ে হস্ত উত্তোলনকাবী দেবরাজ ইন্দ্রেব সম্মুখে কোন দানবই অবস্থান কবতে পারে নাই, সেইরূপ ভীমসেনেব সম্মুখেও কোন যোদ্ধাই অবস্থান কবতে সমর্থ হয় না।

উদ্যতাশনিহস্তস্য মহেন্দ্রস্যেব দানবঃ।
প্রেতরাজপুবং প্রাপ্য নিবর্তেতাপি মানবঃ॥ (ভী) ১৩৫।১৪

—মানুষ যমালয়ে গিয়ে পুনরায় ফিবে আসে, কিন্তু যুদ্ধে ভীমেব নিকট কখনও কেউ জীবন নিয়ে ফিবে আসতে পাবে না।

ধৃতরাষ্ট্রেব উপবোক্তি হতে ভীমেব পবাক্রম সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে জানা যায়।

ভীমসেন ও কর্ণেব ভয়ঙ্কব যুদ্ধ হয় যুদ্ধেব চতুর্দশ দিনে। প্রথমে ভীম ও পবে কর্ণেব জয়লাভ, তাবপব অর্জুনেব বানে ব্যথিত হয়ে কর্ণ ও অশ্বত্থামা পলায়ন কবেন।

বহুবাব কর্ণ ভীমেব নিকট পরাজিন হন। অতঃপর কর্ণেব শবাঘাতে ভীমের ধনু ছিন্ন এবং বথেব অশ্বগুলি নিহত হল। ভীম বথ থেকে নেমে খড়্গ ও চর্ম নিয়ে যুদ্ধ কবতে লাগলেন। কর্ণ ভীমেব চর্ম ছেদন করলেন। ক্রুদ্ধ ভীম তাঁব খড়্গ নিক্ষেপ কবে কর্ণের ধনু ছেদন কবলেন। কর্ণ অন্য ধনু নিলেন। নিবস্ত্র ভীম- হস্তীব মৃতদেহ

ও ভগ্ন বথের স্তূপের মধ্যে আশ্রয় নিলেন এবং অশ্ব হস্তীব দেহ নিক্ষেপ কবে যুদ্ধ কবতে লাগলেন। কর্ণেব শবাঘাতে ভীম মূর্ছিত প্রায় হলেন। কুন্তীব নিকট প্রতিশ্রুতিব কথা স্মবণ কবে কর্ণ ভীমকে বধ কবলেন না, কেবল ধনুব অগ্রভাগ দ্বাবা তাঁকে স্পর্শ করে বললেন, ওবে মূর্খ, ওবে পেটুক, তুমি অস্ত্র বিদ্যা জান না। আর যুদ্ধ কবতে এসো না। যেখানে বহুবিধ খাদ্য পানীয় থাকে, সেখানেই তোমাব স্থান। তুমি রণভূমির অযোগ্য। ভীম, তুমি বনে গিযে মুনি হযে ফলমূল খাও। তুমি ত মৎসরাজ বিবাটেব একজন ভৃত্য ও পাচক। গৃহে গিযে পাচক ও ভৃত্যদের তাডনা কর। আমাব মত লোকেব সঙ্গে যুদ্ধ কবলে তোমাকে অনেক কষ্ট ভোগ কবতে হবে। তুমি কৃষ্ণার্জুনেব কাছে যাও। তুমি গৃহে চলে যাও, বালক, তোমাব যুদ্ধেব প্রযোজন কি ?

কর্ণেব এই উক্তি হতে বুঝা যাচ্ছে ভীম ভোজন বিলাসী ছিলেন। তাই কর্ণ সময সময তাঁকে ঔদবিক বা তূববক (মাকুন্দ) বলে বিদ্রূপ কবতেন।

যে কর্ণ বার বার ভীমেব নিকট পবাজিত হয়েছেন, তাঁব এই দম্ভ অশোভনীয। বস্তুতঃ এইরূপ হীন ভাষায় ভীমেব মত মহাপবাক্রম-শালী যোদ্ধাকে উপহাস করা কোন প্রকাবেই সঙ্গত নয়।

ভীম কিন্তু উপযুক্ত উত্তব দিয়েছিলেন—

জিতস্ত্বমসকৃদ্ দুষ্ট কথ্যসে কিং বৃথাত্মনা।
জয়াজযৌ মহেন্দ্রস্য লোকে দৃষ্টৌ পুবাতনৈঃ॥

(দ্রোঃ) ১৩৯।১০৭

—অবে দুষ্ট। আমি তোমাকে যুদ্ধে বাব বাব পবাজিত কবেছি। সুতবাং তুমি বৃথা কেন আত্মশ্লাঘা কবছ ? সংসাবে পূর্বপুরুষগণ দেববাজ ইন্দ্রেবও কখনও জয় এবং কখনও পবাজয দেখেছেন।

এস আমার সঙ্গে মল্ল যুদ্ধ কব। যেমন কীচককে পিযে বধ কবেছিলাম, তেমনি এই সব রাজাদেব সামনেই তোমাকে আমি

এক্ষুনি যমালয়ে পাঠাব।

ভীম প্রকৃত যোদ্ধার মত হার জিতকে মেনে নিয়েছেন। কর্ণের প্ররোচনায় তিনি উত্তেজিত হয়ে ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে যুদ্ধের শক্তি ক্ষয় করেননি। তাই তিনি দ্বিতীয় রাউণ্ডে কর্ণকে পরাজিত করতে পারলেন।

ভীম প্রতীপ পুত্র বাহলীককে যুদ্ধে নিহত করেন, ধৃতরাষ্ট্রের দশ পুত্র শকুনির সপ্ত রথী ও পঞ্চ ভ্রাতাকেও নিহত করেন। ভীমার্জুনের আক্রমণে কৌরব সৈন্যরা পলায়ন করে।

কর্ণ ও ঘটোৎকচে যখন যুদ্ধ হচ্ছিল তখন রাক্ষসরাজ অলায়ুধ পরাক্রমশালী সহস্র সহস্র রাক্ষস পরিবৃত হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে দুর্যোধনকে বলালন—

হিড়িম্ব বক কির্মীরা নিহতা মম বান্ধবাঃ।

পরামর্শশ্চ কন্যায়া হিড়িম্বয়াঃ কৃতঃ পুরা॥ (দ্রোঃ) ১৬৭।৭

—(ভীম) আমাদের বন্ধু হিড়িম্ব, বক ও কির্মীকে বধ করেছে। এবং আমাদের অপমান করে রাক্ষস কন্যা হিড়িম্বাকে পুরোপুরি লাভ করেছে।

সুতরাং আমি ভীমসেন ও হিড়িম্বা পুত্র ঘটোৎকচকে বধ করবার জন্য স্বয়ং এখানে এসেছি।

অলায়ুধের উক্তি হতে মহাপরাক্রমশালী ভীমের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি একা এতগুলি রাক্ষসকে বধ করেছিলেন।

অলায়ুধের সঙ্গে ভীমের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। অবশেষে ঘটোৎকচ অলায়ুধকে বধ করে। (ঘটোৎকচ পর্ব দ্রষ্টব্য)

দ্রোণাচার্যকে দুর্যোধন পক্ষপাতিত্বের দোষের জন্য তিরস্কার করায় দ্রোণ পাণ্ডবদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ হেনে দ্রুপদের পৌত্রদের, দ্রুপদ ও বিরাট প্রভৃতি বীরদের বধ করেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন তখন পিতৃহন্তার প্রতিশোধ নেবেন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবসে ভীম ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধে বিমুখতা দেখে ভৎর্সনা

করে বললেন, কোন ক্ষত্রিয় দ্রুপদের বংশে জন্মগ্রহণ করবে এবং সর্বশাস্ত্র বিশারদ হয়ে শত্রুকে দেখেও উপেক্ষা করবে ? কোন পুরুষ রাজসভায় শপথ করে পিতা ও পুত্রদের হত্যা দেখেও শত্রুদের পরিত্যাগ করবে ? এই বলে ভীম শর নিক্ষেপ করতে করতে দ্রোণ সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করেন।

দ্রোণের শরাঘাতে পাণ্ডব সেনা বিপর্যস্ত হচ্ছে দেখে কৃষ্ণ পরামর্শ দিলেন ধর্ম পথে কেউ দ্রোণকে জয় করতে পারবে না। তাই অশ্বত্থামার মৃত্যু সংবাদ দিয়ে তাঁকে যুদ্ধ হতে বিরত করা উচিত।

মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার অশ্বত্থামা নামে এক হস্তী ছিল। ভীম তাকে গদাঘাতে বধ করলেন এবং দ্রোণের কাছে গিয়ে উচ্চস্বরে বললেন—অশ্বত্থামা হত হয়েছে। এখানে ভীমের প্রত্যুৎপন্নমতির পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু দ্রোণাচার্য ভীমের কথা অবিশ্বাস করলেন এবং যুধিষ্ঠিরের নিকট হতে সত্য কথা জানতে চাইলেন। যুধিষ্ঠির দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা মৃত এই উক্তি দ্রোণের সম্মুখে বলতে অস্বীকৃত হলে ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—

হইয়া পাণ্ডবস্বামী, সকলে নাশিলে তুমি
তব সত্য না জানি কেমন ॥
অধর্ম করিলে যদি, হয় লোকে অধোগতি,
কি করিল রাজা দুর্যোধন।
অভিমন্যু গেল রণে, বেড়ি সপ্তরথিগণে
এতটুশিশু করিল নিধন ॥
সত্যবাদী সদা ধর্ম, তুমি কি করিলে কর্ম,
নাশিলে, সকল রাজ্য-ধন। (দ্রোঃ)

যুধিষ্ঠিরকে প্ররোচনার যথার্থ যুক্তি উপস্থিত করেছেন ভীমসেন। Nothing is unfair in war. এখানে ভীমের ক্ষুব্ধ মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে দ্রোণ শোকে অভিভূত হয়ে পড়লে ভীম রূঢ় ভাষায় তাঁকে বলেছিলেন, যদি ব্রাহ্মণরা স্বধর্মে সন্তুষ্ট না থেকে অস্ত্র শিক্ষা করে যুদ্ধে ব্যাপৃত না থাকতো তবে ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয় হত না। এই সৈন্যরা নিজের পেশা অনুসারে যুদ্ধ করছে। আপনি অব্রাহ্মণের বৃত্তি নিয়ে এক পুত্রের জন্য বহু প্রাণী হত্যা করছেন। আপনার লজ্জা হচ্ছে না কেন? যাঁর জন্য আপনি অস্ত্র ধারণ করেছেন, যাঁর অপেক্ষায় আপনি জীবিত, আপনার সেই পুত্র সমর ক্ষেত্রে শায়িত হয়েছে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথায় আপনার সন্দেহ করা উচিত নয়।

অশীতিপর গুরুর প্রতি একটি মিথ্যেকে সত্যে পরিণত করার জন্য ভীমের এই নির্মম প্রয়াসকে কোন প্রকারেই সমর্থন করা যায় না।

অর্জুন দ্রোণের মৃত্যুর জন্য যুধিষ্ঠির ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে ধিক্কার দিলে ভীম অর্জুনকে বলেছিলেন—তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার পক্ষে এরূপ বলা উচিত নয়। তোমার কথা যেন অরণ্যবাসী মুনিদের ধর্মোপদেশের মত। যত দুঃখ পেয়েছ তা স্মরণ কর। সব ঘটনা ভুলে শুধু ধর্ম পথে থাকলে ক্ষাত্রধর্ম পালিত হয় না।

ভীমের এই উত্তর ধর্ম ও সত্যের কষ্টি পাথরে সমীচীন না হলেও বাস্তবতার দিক থেকে তা সমর্থন যোগ্য। বীর যোদ্ধার পক্ষে এরূপ উক্তি বিরূপ নয়।

দুঃশাসনকে একদিন সম্মুখ সমরে পেয়ে ভীম সেন গদাঘাতে তাঁর রথ বিধ্বস্ত করলেন এবং দুঃশাসনকে এরূপ আঘাত করলেন যে দুঃশাসন মূর্চ্ছিত প্রায় হয়ে পড়লেন।

তখন—

তত্রাহ কর্ণঞ্চ সুযোধনঞ্চ
কৃপং দ্রৌণিং কৃতবর্মাণমেব॥
নিহন্মি দুঃশাসনমদ্য পাপং
সংরক্ষ্যতামদ্য সমস্তযোধাঃ॥ (কর্ণ) ৮৩।১৬-১৭।

—ভীম সেখানে কর্ণ, দুর্যোধন, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা এবং কৃতবর্মাকে

সম্বোধন করে বললেন—আজ আমি পাপিষ্ঠ দুঃশাসনকে বধ করছি। তোমরা সমস্ত যোদ্ধারা তাকে রক্ষা করতে পারলে রক্ষা কর।

এই বলে ভীম ভূতলে পতিত দুঃশাসনের গলায় পা দিয়ে তীক্ষ্ণ তরবারির দ্বারা তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে পুনঃ পুনঃ রক্ত আস্বাদন করতে লাগলেন। এই অবস্থাতেও দুঃশাসন উঠবার চেষ্টা করলে ভীম তাঁর মস্তক ছেদন করে বললেন—

সর্বেভ্য এবাভ্যধিকো রসোঽয়ং
মমাদ্য চাস্যাহিতলোহিতস্য॥ (কর্ণ) ৮৩।৩১

—সব কিছু হতেও এই শত্রুর রুধিরের আস্বাদ আজ অধিক বলে আমার মনে হচ্ছে।

দুঃশাসনকে প্রাণহীন দেখে ভীম অট্টহাস্য করে বললেন—আর কিই বা করব?

ভীমের এই নিষ্ঠুর উল্লাস Shelley-র Revenge is the naked idol of the worship of a barbarous age কথাটি মনে পড়ে।

মৃত্যুনা রক্ষিতোঽসি॥ (কর্ণ) ৮৩।৩২

—মৃত্যুই তোমাকে রক্ষা করল।

ভীমের এই ভীষণ মূর্তি দেখে কৌরব পক্ষে সকলই ভীত সন্ত্রস্ত পলায়নপর হয়ে বলতে লাগলেন

ন বৈ মনুষ্যোঽয়মিতি ব্রুবাণাঃ॥ (কর্ণ) ৮৩।৩৫

—(ভীম) মানুষ নহে রাক্ষস।

এইখানে ভীম চরিত্রের সঙ্গে কুম্ভকর্ণ চরিত্রের কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ভীমসেনের এতদিনের পুঞ্জীভূত দুঃখ অপমান জিঘাংসা বৃত্তিতে পর্য্যবসিত হলো। ভীমের এই আসুরিক বৃত্তি মানবতাকে যেন লজ্জা দিচ্ছে। ভাই ভাই এর রক্ত পান করার মত পৈশাচিক মনোবৃত্তি পবন পুত্রের থেকে আশা করতে পারা যায় না। ভীমের সমগ্র চরিত্রে এতটা নির্মমতা আর কোথাও দেখা যায় না। তবে দুর্ধর্ষ বীর

চবিত্র সর্বত্র লোমহর্ষ।

অত্রৈব দাস্যাম্যপবং দ্বিতীযং
দুর্যোধনং যজ্ঞপশুং বিশস্য।
শিরো মৃদিত্বা চ পদা দুবাত্মনঃ
শান্তিং লপ্স্যে কৌববাণাং সমক্ষম্॥ (কর্ণ)
৮৩।৫১

—এই যে অপব এক যজ্ঞ পশু দুর্যোধন বয়েছে, তাকেও বলিদান করব এবং সমস্ত কৌববগনেব সাক্ষাতেই এই দুবাত্মাব মস্তক পদাঘাতে মর্জিত কবে শান্তি লাভ কবব।

কর্ণ নিহত হলে পব কৃপাচার্য দুর্যোধনকে যুধিষ্ঠিরেব সঙ্গে সন্ধি কবতে পবামর্শ দিয়েছিলেন, দুর্যোধন প্রত্যুত্তবে বলেছিলেন —

মধ্যমঃ পাণ্ডবস্তীক্ষ্ণো ভীমসেনো মহাবলঃ।
প্রতিজ্ঞাতঞ্চ তেনোগ্রং ভজ্যেতাপি ন সন্নমেৎ॥ (শঃ) ৫।১৪

—মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন মহা বলবান ও অতি ক্রুদ্ধ স্বভাব। তিনি উগ্র প্রতিজ্ঞা কবেছেন। তিনি ববং ভেঙ্গে পডবেন, তবু নতি স্বীকাব কববেন না। অর্থাৎ সন্ধিব প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না।

দ্রোণেব মৃত্যুব পব কর্ণেব সেনাপতিত্বে যুদ্ধ হয়। অর্জুন কর্ণকে নিহত কবেন। অবশেষে শল্যর সেনাপতিত্বে যুদ্ধ সুরু হয়। ভীমেব সঙ্গে শল্যর যুদ্ধ হয। শল্য পবাজিত হন। দ্বিতীয়বাব ভীমের সঙ্গে শল্যব ভয়ানক গদাযুদ্ধ হয়। উভয়েরই পবাক্রম অলৌকিক ছিল। উভয়েই যুদ্ধ বিগ্যায় পাবদর্শী বীব। উভযে উভয়কে মর্দিত কবতে মণ্ডলাকাবে বিচবণ কবছিলেন এবং নিজেব নিজেব বিশেষ কার্য কৌশল দেখিযেছিলেন। ইহাবা উভযে উভযকে গদাঘাতে আহত কবেছিলেন এবং উভযেই এক সঙ্গে ভূতলে পতিত হলেন। কৃপাচার্য শল্যকে নিজেব বথে তুলে অতি দ্রুত যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে সবিয়ে নিয়ে গেলেন। অন্যদিকে ভীম ক্ষণকালেব মধ্যে সংজ্ঞা লাভ কবে মদমত্ত পুরুষেব ন্যায় শল্যকে যুদ্ধেব জন্য আহ্বান কবতে লাগলেন।

ভীম শল্য বাজাব অশ্বদেব ও সারথিকে হত্যা করেছিলেন। ভীমসেন শল্যকে বধ কবেছিলেন। ভীমসেন একশ হাজাব পদাতিক সৈন্যকে গদাব দ্বাবাই ধবাশায়ী কবেছিলেন। কৌবব সৈন্যবা ভয়ে পলায়ন কবছিল। অতঃপব অর্জুন ও ভীম কৌববপক্ষেব বথ সৈন্য সংহাব কবে ছিলেন। কৌবব সৈন্যবা পুনরায় পলায়ন কবে। সাত্যকি সঞ্জয়কে বন্দী কবেন। ভীম ধৃতবাষ্ট্রেব প্রায় সমস্ত পুত্রকেই হত্যা কবেন এবং চতুরঙ্গিনী সৈন্য বিনাশ কবেন।

দুর্যোধনেব পক্ষে এক এক কবে সকলেই প্রায় নিহত হলে দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে আত্মগোপন কবলেন। যুধিষ্ঠিবেব প্রস্তাবে অবশেষে দুর্যোধন ভীমেব সঙ্গে গদা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে সম্মত হলেন।

ভীম গদা হস্তে দুর্যোধনকে আহ্বান কবে বললেন বাজা ধৃতবাষ্ট্র ও তুমি যে সব অন্যায় কাজ কবেছ তা স্মবণ কব। দুবাত্মা, তুমি সভা মধ্যে বজস্বলা দ্রৌপদীকে নিগৃহীত কবেছ, শকুনিব বুদ্ধিতে যুধিষ্ঠিবকে দ্যূত ক্রীডায় জয় কবেছ। নিবপবাধ পাণ্ডবদেব প্রতি বহু দুর্ব্যবহাব কবেছিলে—তাব অশুভ ফল এখন দেখ। তোমাব জন্যই পিতামহ ভীষ্ম শবশয্যায় শায়িত, তোমাব পাপে দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, শকুনি— সকলেই বণাঙ্গনে নিহত। তোমার ভ্রাতাবা বীব পুত্ররা, সৈন্যবা এবং শক্তিশালী বহু নৃপতিও মৃত্যু ববণ কবেছে।

অবশিষ্টস্ত্বমেবৈকঃ কুলঘ্নোঽধমপুরুষঃ।
ত্বামপ্যস্ত হনিষ্যামি গদয়া নাত্র সংশয়॥ (শল্য) ৩৩।৫০

—এখন এই বংশেব অবশিষ্ট নবাধম একমাত্র তুমিই জীবিত আছ। এই গদাব আঘাতে তোমাকেও বধ কবব—এতে কোন সংশয় নেই।

আজ আমি যুদ্ধে তোমার সমস্ত দর্প চূর্ণ কবব। তোমাকে বধ কবব।

দুর্যোধন বললেন, বৃকোদব আত্মশ্লাঘা করে কি হবে? আমাব সঙ্গে যুদ্ধ কব। তোমাব যুদ্ধ প্রীতি আজ দূব কবব। পাপী, কোন

শত্রু আজ ন্যায় যুদ্ধে আমাকে জয় করতে পারবে? ইন্দ্রও পারবেন না। তোমার যত বল আছে, তা আজ যুদ্ধে দেখাও।

সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ যখন আরম্ভ হতে যাচ্ছিল তখন হলধর বলরাম সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন দুর্যোধন ও ভীম যুদ্ধে উদ্যত হয়েছেন। কৃষ্ণ ও পাণ্ডবরা তাঁকে অর্চনা করে বললেন, আপনি আপনার দুই শিষ্যের যুদ্ধ কৌশল দেখুন। তিনি সকলকে যথাযোগ্য আলিঙ্গন ও কুশল প্রশ্ন করে যুদ্ধ দেখবার জন্য বসলেন। বলরামের পরামর্শে সকলে কুরুক্ষেত্রে গেলেন এবং সেখানে দুর্যোধন ও ভীম যুদ্ধ সুরু করলেন।

দুর্যোধনের সঙ্গে ভীমের গদা যুদ্ধ সুরু হলে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন ভীম অধিকতর বলবান হলেও দুর্যোধন অধিক কৌশলী। ন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধন জয়ী হবে। দ্যূত সভায় ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে যুদ্ধে গদাঘাতে দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করবেন, এখন সেই প্রতিজ্ঞা পালন করুন। মায়াবী দুর্যোধনকে মায়ার দ্বারাই অর্থাৎ কপটতার দ্বারাই হত্যা করুন। ভীম যদি নিজের বলের উপর নির্ভর করে ন্যায় যুদ্ধ করেন তবে যুধিষ্ঠির বিপদে পড়বেন। তখন অর্জুন নিজের বাম উরুতে করাঘাত করে ভীমকে ইঙ্গিত করেন। ভীমও সুযোগ বুঝে দুর্যোধনের উরুতে এক প্রচণ্ড আঘাত করলেন। দুর্যোধন মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

দুর্যোধন সশব্দে মাটিতে পড়লে তখন ধূলি বৃষ্টি ও উল্কাপাত হল, যক্ষ রাক্ষস ও পিশাচরা অন্তরীক্ষে কোলাহল করে উঠল, ঘোর দর্শন কবন্ধরা নৃত্য করতে লাগল ভীম দুর্যোধনকে ভর্ৎসনা করে তাঁর কৃতকর্ম স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, আমাদের শঠতা দ্যূত ক্রীড়া বা বঞ্চনা নেই. আমরা আগুন লাগাই না, নিজের বাহুবলেই শত্রুবধ করি। তারপর বাঁ পা দিয়ে দুর্যোধনের মাথায় লাথি মেরে প্রতিশোধ নিলেন।

একমাত্র ভীমের পক্ষেই এমন নির্দয় কর্ম সম্ভব। যেমনি তাঁর

অমানুষিক শক্তি, তেমনি তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ। অপমানেব আগুন অহর্নিশ তাঁকে তেবটি বছব দগ্ধ কবেছিল। তবু তিনি ভবতবংশ বক্ষার জন্য সন্ধি প্রস্তাব পাঠিযে ছিলেন। কিন্তু দুর্যোধন যখন তাতেও সম্মত হলেন না, তখন তিনি তাঁকে তাঁব যোগ্য চবম শাস্তি দিলেন।

ভীমেব আচবণে সোমক বীববা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। যুধিষ্ঠিব তাঁকে ভর্ৎসনা কবে বললেন, তুমি সৎ বা অসৎ উপায়ে শত্রুতাব প্রতিশোধ নিযেছ, প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ কবেছ, এখন ক্ষান্ত হও। রাজা দুর্যোধন এখন হতপ্রায। ইনি একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা ও কৌববদেব অধিপতি। তোমাব আত্মীয, তুমি এঁকে পদাঘাত কব না। এঁব জন্য শোক কবা উচিত। উপহাস করা উচিত নয। তুমি পদাঘাত করে অন্যায় কবেছ। তাবপব যুধিষ্ঠিব দুর্যোধনেব কাছে গিয়ে বললেন দুঃখ কব না। তোমাব কর্মফলে এই নিদারুণ ফল ভোগ কবছ। তোমাব পাপেই আমবা তোমাব ভ্রাতা ও জ্ঞাতিদেব বধ করেছি। তুমি নিজেব জন্য শোক কব না। তোমার প্রশংসনীয মৃত্যু হযেছে। এখন সর্ব প্রকারে আমবাই শোচনীয় অবস্থায পডেছি। কাবণ প্রিয় বন্ধুদেব হাবিযে দীনভাবে জীবন যাপন কবতে হবে। শোকাকুলা বিধবা বধূদেব আমি কি কবে দেখব বা সান্ত্বনা দেব ?

ত্বমেকঃ সুস্থিতো বাজন্ স্বর্গে তে নিলযো ধ্রুবঃ॥
বয়ং নবকসংজ্ঞং বৈ দুঃখং প্রাপ্স্যাম দারুণম্। (শল্য)
৫৯।২৯½

—তুমিই একাকী সুখী। নিশ্চয়ই স্বর্গে তুমি স্থান লাভ কববে এবং এস্থানে আমাকে নবক তুল্য নিদারুণ দুঃখ ভোগ কবতে হবে।

সমগ্র মহাভাবতে এটাই নিদারুণ ট্র্যাজেডি। যুদ্ধে জয় লাভ করেও আত্মীয পবিজন বান্ধবহীন জীবনেব নিদারুণ শোকে পাণ্ডববা নিমজ্জিত হলেন। দুর্যোধন সমব ক্ষেত্রে বীবেব ন্যায মৃত্যু ববণ কবে স্বর্গ সুখ লাভ কবলেন। কাবো জন্য শোক করবাব জন্য তিনি জীবিত বইলেন না।

বলবাম অন্যায়ভাবে নাভিব নিম্নে গদাব প্রহাবে দুর্যোধনকে পবাজিত করাব জন্য ভীমেব উপব ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে তিবস্কাব কবে তাঁর লাঙল উদ্যত কবে ভীমের প্রতি ধাবিত হলে কৃষ্ণ তাঁকে নিবৃত্ত করেন। তিনি আবও বললেন ভীম দ্যুত সভায প্রতিজ্ঞা কবেছিলেন যে যুদ্ধে দুর্যোধনেব উরু ভঙ্গ কববেন, তাছাড়া মহর্ষি মৈত্রেয়ও দুর্যোধনকে এইরূপ অভিশাপ দিয়েছিলেন। কলিযুগও আবম্ভ হয়েছে। ভীমেব দোষ নেই। বলবাম অপ্রসন্ন হয়ে বললেন, ভীম অন্যায়ভাবে দুর্যোধনকে বধ কবে কূট যোদ্ধা বলে খ্যাত হবে। সবলভাবে যুদ্ধ কবাব জন্য দুর্যোধন শাশ্বত স্বর্গ লাভ কববে ও যশ লাভ কববে বলে বলবাম দ্বাবকাব অভিমুখে যাত্রা কবেন।

অশ্বত্থামা গভীব বাত্রিতে পাণ্ডব শিবিবে প্রবেশ কবে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালদেব এবং দ্রৌপদীব পঞ্চ পুত্রকে হত্যা কবেন।

যুধিষ্ঠিব ধৃষ্টদ্যুম্নাদি ও পুত্রদেব হত্যায বিলাপ কবলে ভীম তাঁকে সান্ত্বনা দিযে বলেছিলেন ঃ—

অকাবণে কব শোক ইতবেব প্রায ॥
পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যু হয় কর্মবশে।
নাহি জান কোথা ছিলে যাবে কোন্ দেশে ॥
কর্ম বশে আসি মিলে কেহ নহে কাব।
জন্মিলে মবণ আছে নহে খণ্ডিবাব ॥
যে মবিল সে চলিল যথা কর্মভোগ।
কেবল শবীব ছাডে দেবেব সংযোগ ॥
কালপূর্ণ হলে আব কে বাখিতে পাবে।
কত শত মহাবাজ পুনঃপুনঃ মরে ॥
অষ্টাদশ দিন যুদ্ধ কবিয়া সকলে।
বিপক্ষে জিনিয়া মৃত্যু হৈল নিশাকালে ॥
কাল পূর্ণ হৈলে মবে বিধিব নির্বন্ধ।
কালেতে সংহাব কবে ইথে এই বন্ধ ॥

ইথে শোক অনুচিত ভাবিয়া কি কাজ।
শাস্ত্র বিজ্ঞ হয়ে কেন চিন্ত মহাবাজ॥ (ঐষীক)

এখানে ভীমের অসীম বিজ্ঞতার পবিচয় পাওয়া যায়। শোক সন্তপ্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তিনি এইভাবে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব দিয়ে সান্ত্বনা দেবাব চেষ্টা করেছেন।

এই ঘটনায় দ্রৌপদী প্রায়োপবেশন করবেন মনস্থ কবেন। যুধিষ্ঠিব তাঁকে সান্ত্বনা দিলে তিনি বললেন অশ্বত্থামার মস্তকে একটি মণি আছে, তাকে বধ কবে সেই মণি যদি যুধিষ্ঠিব নিজেব মস্তকে ধাবণ করেন, তবেই তিনি জীবন ত্যাগে বিবত হবেন। ভীম সেই মণিটি দ্রৌপদীকে এনে দিয়েছিলেন।

দ্রৌপদী তাঁব পঞ্চ স্বামীর মধ্যে অর্জুনকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসতেন। যুধিষ্ঠিবকে তিনি তাঁব প্রিয় জিনিস উপহাব দিতেন যেমন উড়ে আসা পদ্মফুল বা মনি ইত্যাদি। কিন্তু তাঁব বিপদের দিনে ডাক পড়তো ভীমেব। তাঁব সব আবদাব বাখতেন ভীম। এখানেও ভীমেব একটি সুন্দব চবিত্র ফুটে উঠেছে। দ্রৌপদীর এ ধরণেব পক্ষপাতিত্বে তিনি কখনও অনুযোগ, অভিযোগ বা অভিমান কবেননি। এখানে তাঁব চরিত্রেব উদারতা ও সরলতাব পবিচয় পাওয়া যায়। দ্রৌপদীব প্রতি কৌববদেব বা কীচকেব সব বকম লাঞ্ছনাব প্রতিশোধ একমাত্র ভীমসেনই নিয়েছেন। স্বামীর যথার্থ কর্তব্য পালন কবেছেন।

অন্যায় যুদ্ধে ভীম দুর্যোধনকে নিহত করায় গান্ধারী ক্রুদ্ধা হলেন। ভীম তাঁকে বললেন, আত্মবক্ষার্থে তিনি ভযে এইরূপ করেছেন। তাঁব পুত্রদেব দুষ্কর্মের কথা স্মবণ করিয়ে দিয়ে ভীম বললেন, সেই জন্যই তিনি এরূপ কর্ম কবেছেন। তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কবেন।

গান্ধারী দুঃশাসনেব বক্তপানেব জন্য ভীমকে তিবস্কার করলে ভীম বললেন, আমি বক্ত পান কবিনি। ওষ্ঠ রক্ত রঞ্জিত করেছিলাম।

দ্রৌপদীর উপর রাজসভায় সর্ব সমক্ষে যে লাঞ্ছনা হয়েছিল, সে সময় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সেই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্যই ঐ কর্ম করতে বাধ্য হয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে ভীম গান্ধারীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর পুত্রদের দুর্ব্যবহার করার সময়, তিনি তাঁদের নিবৃত্ত করেননি। কিন্তু এখন পাণ্ডবদের কেন দোষারোপ করছেন ?

অপ্রিয় সত্য বলতে ভীমসেন কখনো পরাঙ্মুখ ছিলেন না। একমাত্র তিনিই এমন ভাবে গান্ধারীর সমালোচনা করবার দুঃসাহস করেছেন। কিন্তু তাঁর সমালোচনা কোন স্থানে অন্যায় বা অযৌক্তিক নয়। সর্বত্রই ভীমকে স্পষ্টবাদী ও নির্ভীক দেখতে পাই।

আত্মীয় পরিজন বিরহ শোকাতুর যুধিষ্ঠির জয়লাভ করার পর অর্জুনের উপর রাজ্যভার দিয়ে বনবাসের সঙ্কল্প করলেন। তখন ভীম তাঁকে বলেছিলেন, আপনি বেদ পাঠক ব্রাহ্মণের ন্যায় কথা বলছেন। আপনি আলস্যে দিন যাপন করতে চান তাই রাজধর্মকে অবজ্ঞা করছেন। আপনার এমন বুদ্ধি হবে জানলে আমরা যুদ্ধ করতাম না। আমাদেরই দোষ। শক্তিশালী কৃতবিদ্য ও মনস্বী হয়েও আমরা একজন ক্লীবের বশে চলেছি। বনে গিয়ে মৌনব্রত ও কপট ধর্ম অবলম্বন করলে আপনার মৃত্যুই হবে, জীবিকা নির্বাহ হবে না।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এমন কঠিন বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে একমাত্র ভীমই পারতেন। তাঁর মত একজন মহাবীর দীর্ঘকাল অরণ্যে অরণ্যে যে ক্লেশ ভোগ করেছেন তার একমাত্র কারণ যুধিষ্ঠির। সুতরাং আজ তাঁর এই বৈরাগ্যে ভীমের ধৈর্যচ্যুতি সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

ভীম যুধিষ্ঠিরকে আরও বলেছিলেন, আপনি সর্বশাস্ত্রজ্ঞ নরপতি হয়েও কাপুরুষের ন্যায় মোহগ্রস্ত কেন হচ্ছেন। আপনি শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছেন, এখন নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। পিতৃ পিতামহের অনুসরণ করে রাজ্য শাসন ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন, আমরা ও কৃষ্ণ আপনার অনুগত রয়েছি।

এখানে তিনি অপেক্ষাকৃত সংযত ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

যুধিষ্ঠিবেব রাজ্যাভিষেকেব পবে ভীমকে যৌববাজ্যে অভিষিক্ত করা হয়েছিল।

কাশীদাসী মহাভাবতে অশ্বমেধ পর্বে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলছেন ভীম যুদ্ধ কবে অশ্বমেধ যজ্ঞেব অশ্ব ফিবিযে আনবে। তা শুনে কৃষ্ণ ভীমেব সমালোচনা করেন। তা শুনে ভীম ক্ষুব্ধ হযে কৃষ্ণকে প্রত্যুত্তবে বলেন—

কহিলে আমাবে তুমি গর্বিত বলে॥
তুমি যদি বল আমি কি কবিতে পাবি।
কিন্তু আপনার ছিদ্র নাহি জান হবি॥
ভাগব উদর মম দেখ নারাযণ।
তোমাব উদবে কৃষ্ণ এ তিন ভুবন॥
আমা সমা কামাতুব না দেখ আপনি।
ষোল শত অষ্ট হয তোমার বমণী॥
তাহা লযে ক্রীডা কব দিবস বজনী।
আমি কিসে কামাতুব বল গুণমণি॥
নিন্দিলে আমাব কাছে বাক্ষসী বনিতা।
তোমাব গৃহেতে আছে ভল্লুক-দুহিতা॥
আপনা না জানি কৃষ্ণ নিন্দহ অন্যেবে।
কীর্ত্তি বাখিযাছ গোকুল নগবে॥
পাসবিলে সেই কথা বাধাব জীবন।
আমারে নিন্দিয়া কহ কুৎসিত বচন॥
ভয় নাহি কবি আমি যুবনাশ্ব বীরে।
তুরঙ্গ আনিব আমি জিনিযা তাহারে॥

— — — —

সত্য বলি এই কথা জানে সর্বজন॥

আমাব অসাধ্য নাহি এই চবাচবে। (অশ্বমেধ)

এখানে ভীম যে কেবল স্পষ্ট বক্তা তাই প্রকাশ পায়নি, কৃষ্ণের মত সর্বজন পূজ্য ব্যক্তিকে অপ্রিয় হলেও সমালোচনা কবতে তিনি দ্বিধা বোধ কবেননি। কিন্তু এই উক্তি নিছক কবি কল্পনা বলেই মনে হয়।

ভীমেব ধৃতবাষ্ট্রেব প্রতি আক্রোশ কমেনি। সকলেব অগোচবে তিনি ধৃতবাষ্ট্র ও গান্ধাবীকে শুনিযে নিজের বাহুবলেব প্রশংসা কবতেন এবং ধৃতবাষ্ট্রেব পুত্রদেব তিনি হত্যা কবেছেন তা সাডম্ববে বৃদ্ধকে শোনাতেন। ভৃত্যদেব দ্বাবা ধৃতবাষ্ট্রেব আদেশ লঙ্ঘন কবিয়ে প্রতি-হিংসা মিটাতেন।

ধৃতবাষ্ট্র যুধিষ্ঠিবদেব আহ্বান কবে তাঁব সস্ত্রীক বাণপ্রস্থ গ্রহণের সঙ্কল্প ব্যক্ত কবলেন। কিন্তু তাব প্রকৃত কাবণ গোপন করলেন।

ধৃতবাষ্ট্র যুদ্ধে নিহত আত্মীয় পবিজনদেব শ্রাদ্ধার্থে অর্থ চাইলেন। যুধিষ্ঠিব ও অর্জুন সেই অর্থ দিতে সম্মত হলেন। কিন্তু ভীম সক্রোধে বললেন—ভীষ্ম দ্রোণাদি এবং অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুদেব শ্রাদ্ধ আমবা কবব। কর্ণেব শ্রাদ্ধ কুন্তী কববেন। শ্রাদ্ধেব জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে অর্থ দেওয়া উচিত নয়, তাঁব দুষ্টাত্মা পুত্রবা পবলোকে কষ্ট ভোগ ককক। তিনি ধৃতবাষ্ট্রেব পূর্ব দুষ্কর্ম এক এক কবে ভ্রাতাদেব স্মবণ কবিয়ে দিলেন।

ভীম যে কতটা নির্দয প্রতিহিংসাপবায়ণ ছিলেন—এই উক্তি তাব প্রমাণ। কর্ণ ভীমেব ভ্রাতা জানা সত্ত্বেও ভীমেব প্রতি কর্ণের বিদ্বেষ শ্লেষোক্তির কথা স্মবণ করে, পাণ্ডবের প্রতি কর্ণেব শ্লেষোক্তিব কথা স্মবণ কবেই বোধ হয তাঁব তর্পণাদি ক্রিয়া কর্ম জননীব উপব ন্যস্ত কবতে চেযেছিলেন। অর্থাৎ কর্ণ পঞ্চ পাণ্ডবেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জানা সত্ত্বেও তাঁকে ক্ষমা কবতে তিনি পাবেননি।

যুধিষ্ঠিব ভীমকে শান্ত কবে বিদুবকে বলেন, আপনি কুরুবাজকে জানান যে তাঁব প্রয়োজনীয অর্থ আমি নিজেব কোষ হতে দেব।

তাতে ভীম অসন্তুষ্ট হবে না। বনবাস কালে ভীম অনেক কষ্ট ভোগ করেছে। তার রূঢ় ব্যবহারে কুরুরাজ যেন ক্রুদ্ধ না হন।

Seneca র Revenge is a confession of pain—এই উক্তিটি যুধিষ্ঠিরের ভীমের প্রসঙ্গে বিদুরের নিকট কথিত উক্তিকে সমর্থন করেছে।

ভীম যে যথার্থই স্পষ্ট বক্তা ছিলেন তার আরও একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। যখন গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর বানপ্রস্থ যাত্রা করলেন, তখন কর্ণের শোকে শোকাতুরা জননী কুন্তীও তাঁদের অনুগমন করেন। তখন ভীম কুন্তীকে জিজ্ঞেস করেন যে সন্তানদের ত্যাগ করে বন গমনের ইচ্ছাই যদি তাঁর ছিল, তবে তাঁদের যুদ্ধ করবার জন্য উৎসাহিত করবার জন্য বিদুলার কাহিনী শুনিয়ে লোকক্ষয় কেন করালেন ?

ভীমের নিকট আপন জননীরও নিষ্কৃতি ছিল না' তিনি জননীকেও স্পষ্ট কথা শোনাতে দ্বিধা করতেন না।

ভীমও ভ্রাতাদের সঙ্গে জননী কুন্তী ও ধৃতরাষ্ট্রাদির সঙ্গে দেখা করবার জন্য বনে গমন করেন। কিছুকাল সেখানে বাস করে তাঁরা পুনরায় হস্তিনায় ফিরে আসলেন। দেবর্ষি নারদের নিকট হতে ধৃতরাষ্ট্রাদি ও কুন্তীর মৃত্যু সংবাদ শুনে ভীমও জননীর জন্য বালকের মত কেঁদেছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের পঁয়ত্রিশ বৎসর অতিবাহিত হলে রাজ্যে নানা প্রকার অমঙ্গল দেখা গেল। তখন যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থানে যাবেন সঙ্কল্প করলেন। ভীমও অন্যান্য পাণ্ডব দ্রৌপদীর সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করেন। সমগ্র ভারতবর্ষ পর্যটন করে হিমালয় পর্বত অতিক্রম করে মেরু পর্বতের নিকটবর্তী হলে পথি মধ্যে দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল ও অর্জুনের মৃত্যু হয়। ভীম যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যেকের মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। যুধিষ্ঠিরও যথাযথ উত্তর দেন। (যুধিষ্ঠির পর্ব দ্রষ্টব্য) অবশেষে ভীমও পতিত হলেন।

তখন ভীম যুধিষ্ঠিরকে তাঁর পতনের হেতু জিজ্ঞেস করলেন।

যুধিষ্ঠির ভীমকে জানালেন, তিনি ভোজন বিলাসী ছিলেন এবং অন্যের বল সম্বন্ধে জ্ঞাত না হয়েই, নিজ বলের গর্ব করতেন—এই অপরাধেই তাঁর পতন ঘটেছে। এই পতনই ভীমসেনের মৃত্যুর কারণ।

ভীম সরল প্রকৃতির ও স্পষ্টবক্তা। আত্মীয় পরিজনের মৃত্যু তিনি ইচ্ছা করেননি, তাই কৃষ্ণকে সন্ধির চেষ্টা করতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি যদিও ধর্মভীরু ছিলেন, কিন্তু প্রয়োজনে ছলনার আশ্রয় নিতে দ্বিধা করেননি। তাঁর মত বীর্যবান্ রামায়ণে একমাত্র কুম্ভকর্ণ চরিত্রেই দেখা যায়। পাণ্ডবরা ও দ্রৌপদী তাঁর শক্তির উপরই অধিক নির্ভর করতেন। ভীমের ভ্রাতৃভক্তিও প্রশংসনীয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে মহাভারতে তাঁর উদাহরণ অদ্বিতীয়।

Schopenhauer বলেছেন Where there is much pride of self-conceit there will be a great desire for revenge. ভীম সম্বন্ধে কথাটি খুবই প্রযোজ্য।
